চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত

(সপ্তম পর্ব)

লক্ষ্মণ ও অর্জুন

শিপ্রা দত্ত

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫

প্রকাশক :

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী

২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক :

ইন্দ্রলেখা প্রেস

পরেশ নাথ পান

১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুখপত্র

'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত'-এর সপ্তম পর্বটি প্রকাশিত হল। দীর্ঘদিন পর এই পর্ব প্রকাশ হওয়ায় আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গ মার্জনা করবেন। আশা করি পরবর্তী পর্বগুলি যথা সময়ে আপনারা পাবেন।

'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত'-এর ছয়টি পর্ব পর পর অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে মারাত্মক ভুল ও ত্রুটি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে—যাতে পাঠকবর্গের মধ্যে লেখিকার জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশুদ্ধ করে প্রকাশ করার আশা রাখি। কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী সপ্তম খণ্ড প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সপ্তম পর্বে—প্রথম খণ্ড শেষ হলো। রামায়ণ মহাভারতে তুলনামূলক চরিত্র আর নেই। দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েকটি পর্বে উভয় মহাকাব্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু চরিত্র বিশ্লেষণ করব—যে সব চরিত্র ব্যতীত মহাকাব্য দুটির কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রথম পর্ব দুটি লিখবার সময় রাম ও যুধিষ্ঠির চরিত্রের অনেক তথ্যই বাদ পড়ে গেছে। অথচ সে সব কাহিনী বাদ দিলে তাঁদের চরিত্র পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই এই পর্বে প্রাসঙ্গিক স্থান বিশেষে সেই দুটি চরিত্রের কিছু কিছু তথ্য যুক্ত করেছি। আশা করি পাঠকবর্গ এটা পুনরুক্তি মনে করবেন না।

আশা করি অন্যান্য পর্বের মত এই পর্বটিও পাঠকবর্গকে আনন্দ দিতে পারবে।

শিপ্রা দত্ত

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব প্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন। যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুল চন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনক জননীর অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই :—

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রী।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

ছোটদের অমৃতের সন্ধানে।

ভারতের রূপকথা।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব, ৪র্থ পর্ব, ৫ম পর্ব, ৬ষ্ঠ পর্ব)

হারেমের কালকূট (যন্ত্রস্থ)

লক্ষ্মণ ও অর্জুন

Whether your time calls you live or die do both like a prince
—Sir P. Sidney.

রামায়ণে লক্ষ্মণ চরিত্র ও মহাভারতে অর্জুন চরিত্র এই উক্তির সত্যতা যেন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রমাণ করেছে।

রামায়ণে লক্ষ্মণ ও মহাভারতে অর্জুন চরিত্রে ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃভক্তির সাদৃশ্যই এই দুই চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উভয়েই বীর যোদ্ধা, উভয়েই ধার্মিক। কিন্তু সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈষম্যই এই দুই চরিত্রে বেশী দেখা যায়।

লক্ষ্মণ রাজা দশরথের ও রাণী সুমিত্রার যমজ সন্তানের অন্যতম। তিনি বিষ্ণুর অংশ ছিলেন। বীর ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বলে সর্বত্র তাঁর পরিচয়।

অর্জুন পাণ্ডুর তৃতীয় ক্ষেত্রজ সন্তান। দেবরাজ ইন্দ্র হতে কুন্তীর গর্ভে এক দিব্যকান্তি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয় এবং তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক দৈববাণী হয়—

জামদগ্ন্যসমঃ কুন্তি বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমঃ।
এষ বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি মহাযশাঃ॥ (আঃ) ১২৩।৪৩

—কুন্তীর এই শিশু জামদগ্নির (পরশুরাম) মত তেজস্বী বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাযশস্বী হবেন।

ঐ দৈববাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

শৈশব হতেই লক্ষ্মণ শাস্ত্র ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা করে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ছিলেন। দশরথের সব পুত্রদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ।
সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ। (আঃ) ১৮।২৫-২৬

—সকলেই (দশরথের পুত্ররা) বেদবিৎ, মহাবীর, সর্বলোকহিতকারী, জ্ঞানী ও নানা গুণের আধার ছিলেন।

বাল্যকাল হতে লক্ষ্মণ রামের একান্ত অনুগত, নিত্য সহচর এবং ছায়ার মত অগ্রজের অনুগমন করতেন। তিনি রামকে নিজের শরীর হতেও অতি প্রিয় মনে করতেন। (সর্বপ্রিয়ঙ্করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ।)

লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ। (আঃ) ১৮।৩০

—শ্রীসম্পন্ন লক্ষ্মণ রামের বাইরের (বা অপর) প্রাণ স্বরূপ ছিলেন।

রামও লক্ষ্মণকে ছেড়ে ঘুমাতে পারতেন না এবং লক্ষ্মণ কাছে না থাকলে সুখাদ্য মুখে উঠতো না। রাম অশ্বারোহণে মৃগয়ায় গেলে, লক্ষ্মণও ধনুর্বাণ হাতে রামের দক্ষিণ বাহু রূপে তাঁর অনুগমন করতেন।

বিশ্বামিত্র মুনি রাক্ষসদের অত্যাচার নিরোধ ও যজ্ঞ রক্ষার জন্য দশরথের নিকট হতে রামকে নিলেন। তখন লক্ষ্মণও রামের অনুগমন করেন এবং তাড়কা রাক্ষসী বধে রামকে সাহায্য করেন।

এইভাবে লক্ষ্মণ সারা জীবনই কেবল রামকে অনুসরণ করেননি তাঁর ও তাঁর শত্রু নিধন কাজে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি এইরূপ নিবিড় ও নীরব আনুগত্য খুবই বিরল। রামের প্রতি তাঁর আনুগত্য এত গভীর ছিল যে লক্ষ্মণ কেবলমাত্র রামের সুখে দুঃখে অশনে ব্যসনে একান্ত অনুগত ছিলেন না, এমন কি রাম যখন তাঁর (লক্ষ্মণের) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য লক্ষ্মণকে কঠোর দণ্ডাদেশ দিলেন, লক্ষ্মণ সে কঠোর দণ্ডাদেশ মাথা পেতে নিয়ে ছিলেন।

No principle is more noble, as there is none more holy, than that of a true obedience—Henry Giles এর এই সুন্দর উক্তি লক্ষ্মণ চরিত্রে বার বার পাওয়া গেছে।

রাম লক্ষ্মণ উভয়কে বিশ্বামিত্র মুনি পথিমধ্যে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই মন্ত্রের দ্বারা পরিশ্রম, জরা কিংবা রূপের কিছু মাত্র বিপর্যয় হবে না। নিদ্রিত বা কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকার জন্য অসাবধান হলেও রাক্ষসরা তোমাদের নিগৃহীত করতে পারবে না। এবং পৃথিবীতে বাহুবলে তোমাদের মত কেউই থাকবে না। এই দুটি বিদ্যা জানা থাকলে সৌভাগ্যে, দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ও প্রত্যুত্তর দানে কেউই তোমাদের সমান থাকবে না। এই বলা ও অতিবলা মন্ত্র পাঠ করলে ক্ষিধা ও পিপাসা কষ্ট দেয় না।

লক্ষ্মণ আগে তারকা রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণের অগ্রভাগ ছিন্ন করলে রাম তাকে বধ করেন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার পর বিশ্বামিত্র মুনি তাঁদের নিয়ে রাজর্ষি জনকের রাজ্য মিথিলায় উপস্থিত হলেন। সেখানে রাম হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের সঙ্গে রাজা জনক তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা

ঊর্মিলার বিবাহ দেন। রাজা দশরথের অপর দুই পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নরও একই সঙ্গে ঐ রাজপরিবারেই বিয়ে হয়।

রাজা দশরথের সঙ্গে চার ভ্রাতা ও চার নববধূ যখন অযোধ্যায় প্রত্যার্বত্তনের পথে, তখন পথি মধ্যে পরশুরাম তাঁদের পথ অবরোধ করেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) দশরথ পুত্রদের হয়ে পরশুরামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু

রুষিয়া কহেন শক্ত সুমিত্রা কুমার।
কথায় কি ফল কর বীরের আচার॥
ক্ষত্রিয়—বিনাশ তুমি করেছ যখন।
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ (আঃ)

জমদগ্নির পুত্র পরশুরামের "যুদ্ধং দেহি" রবে বালক লক্ষ্মণ যে ভাবে প্রত্যুত্তর দেন তাতে এক মহাবীরের স্পর্দ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে পরশুরামের সঙ্গে লক্ষ্মণের কোন কথোপকথনের উল্লেখ নেই।

রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও বিবাহের পর বার বৎসর অযোধ্যায় সুখে কালাতিপাত করেন। কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবনের কোন ঘটনা বা ঊর্মিলার কোন প্রসঙ্গই রামায়ণে বলা হয়নি।

এই ক্ষেত্রে অর্জুনেরও সুভদ্রার প্রতি যথেষ্ট ঔদাসীন্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দুই বীর যোগ্যা পত্নী ও বীর সন্তান প্রসবিনীর প্রতি এই দুই মহাকাব্যে এত ঔদাসীন্য কেন দেখিয়েছেন তা জানা যায় না।

মন্থরা ও কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন। কৌশল্যা এই দুঃসংবাদে সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা লাভ করে এই হৃদয় বিদারক সংবাদে কৌশল্যা বিলাপ করতে থাকেন। রাম জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় নেবার জন্য গেলেন।

মাতৃ হৃদয়ের বেদনা লক্ষ্মণের পৌরুষকে আঘাত করল। ঐ নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যবস্থা লক্ষ্মণ কোন রকমেই মানতে রাজি হলেন না। তিনি জননী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন :—

ন রোচতে মমাপ্যেতদার্য্যে যদ্ রাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ো বাক্যবশঙ্গতঃ॥
বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ।
নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্ছোদ্যমানঃ সমন্মথঃ॥ (অযো) ২১।২-৩

—জননী, স্ত্রীলোকের অন্যায় ও অসঙ্গত কারণে রাম রাজ্যশ্রী ত্যাগ করে বনে যাবেন এটা আমার মনঃপূত নয়। বার্দ্ধক্য জনিত বিকৃত বুদ্ধি স্ত্রৈণ রাজা বিষয়াসক্ত হয়ে কি না বলতে পারেন ?

আমি রঘুনন্দন রামের কোন অপরাধ কিংবা সেরূপ কোন দোষ দেখছি না যার জন্য রাজ্য হতে বনবাসের নিমিত্ত তাঁকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। শত্রুও পরাজিত বা তিরস্কৃত হয়ে তাঁর দোষারোপ করে না। ধার্মিক ব্যক্তি বিনা অপরাধে কখনও গুণী পুত্রকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে না। মনে হয় মহারাজ বালকের মত সৎ বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন।

রামের পিতৃ সত্য রক্ষার্থে বনগমনের ইচ্ছাকে তিনি অবাস্তব ও ধর্মসঙ্গত কাজ নয় বলেই বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই অসঙ্গত আদেশ অমান্য করবার জন্য তিনি রামকে বলেছেন—

অন্যরা কিছু জানবার পূর্বেই আমার সাহায্যে আপনি রাজ্য অধিকার করুন।

তিনি আরও বললেন, ধনুর্বাণ হস্তে সাক্ষাৎ যমের মত যদি আমি আপনার পার্শ্বে থাকি, তবে কে বাধা দেবে ? যদি বিরোধের চেষ্টা দেখি, তবে তীক্ষ্ণ শরে সমস্ত অযোধ্যা মনুষ্য শূন্য করব। যারা প্রতিপক্ষ ভরতের পক্ষ নেবে, তাদের সকলকেই বধ করব। নম্রতা ও দুর্বলতাই পরাজয়ের কারণ। বিমাতা কৈকেয়ীর বশীভূত আমাদের পিতা যদি বিরুদ্ধাচারণ করেন, তবে তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় হত্যা অথবা বন্দী করব।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্য্যং ভবতি শাসনম্॥ (অযো) ২১।১৩

—কারণ গুরুজন যদি অহঙ্কারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিপথগামী হন, তবে প্রয়োজন হলে তাঁকেও শাসন করা কর্ত্তব্য। কার এমন শক্তি আছে যে আমার ও আপনার শত্রুতা করে ভরতকে রাজ্য দিতে পারে ?

লক্ষ্মণ কখনও অন্যায় বা অধর্ম সহ্য করতে পারতেন না। তাই এখানেও তিনি পিতা গুরুজন হলেও তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দ্বিধা করছেন না।

তিনি কৌশল্যাকে শপথ করে বলেন, আমি সর্বান্তঃকরণে রামের প্রতি অনুরক্ত। আমি সত্য, ধনু ও আমার সব সৎ কর্মের শপথ করে বলছি যদি রাম প্রজ্জলিত অগ্নি কিংবা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আপনি জানবেন যে

আমি রামের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করেছি। আমি আপনার দুঃখ মোচন করব।

এখানে রামের প্রতি লক্ষ্মণের আনুগত্য ও সহৃদয়তা কত গভীর তা প্রকাশ পেয়েছে।

লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—আপনি ও রাঘব আমার শক্তি দেখুন। কৈকেয়ীর প্রতি অতিশয় আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করব। তিনি আমাদের প্রতি নির্দয়। অতি বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি বাল স্বভাব পেয়ে গর্হিত কাজ করছেন।

রাম নানা প্রকারে লক্ষ্মণকে শান্ত করবার জন্য দৈবের দোহাই দিলেন। লক্ষ্মণ বললেন, আপনার মত বীর ক্ষত্রিয়ের মুখে এই কথা শোভা পায় না। কেনই বা দুর্বল অকিঞ্চিৎকর দৈবের এত প্রশংসা করছেন? মহারাজ দশরথ ও তাঁর পত্নী কৈকেয়ী অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছেন। তবু তাঁদের প্রতি আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না কেন? আপনি একথা কেন বুঝছেন না যে, সংসারে অনেকে ধর্মাচরণের ছলনা বা ভান করে থাকে। আমার মনে হয় তাঁরা স্বার্থের জন্য শঠতা করে বিনা দোষে আপনাকে পরিত্যাগ করছেন।

যদি তাঁদের এইরূপ অভিপ্রায় পূর্ব হতেই না থাকত, তাহলে কৈকেয়ীর প্রতি বরদান বহু পূর্বেই হতে পারত। এবং তা সঙ্গতও হত। এখন আপনার অভিষেক না হয়ে যদি অন্যের অভিষেক হয়, তাতে সব লোকের বিদ্বেষ ভাব দেখা দেবে। আমি তা কোন প্রকারেই সহ্য করতে পারছি না, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তবু আমি বলছি, যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিভ্রম হয়েছে, যার দ্বারা আপনি মোহমুগ্ধ হয়েছেন, আমি সেই ধর্মকে ঘৃণা করি। আপনি কর্মক্ষম হয়েও কি প্রকারে দশরথের অন্যায় আদেশ পালন করতে চাচ্ছেন? আপনার রাজ্যাভিষেকে কপটতার আশ্রয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা আপনি কেন বুঝছেন না? বরং ঐ গর্হিত কর্মকে ধর্ম মনে করছেন—এটাই আমার দুঃখ। আপনার এরূপ কাজে ধর্ম ভাব আরোপ করা সর্বলোক নিন্দিত। রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী নামেই পিতামাতা। বস্তুতঃ তাঁরা আপনার শত্রু ও অনিষ্টকারী। পিতা মাতার এরূপ বুদ্ধি দৈবের দ্বারাই হয়েছে, এটাই যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে বলছি আপনার ঐ ধারণা উপেক্ষা করা উচিত। কারণ আমি দৈবকে বিশ্বাস করি না।

বিক্লবো বীর্য্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্য্যুপাসতে॥
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্।
ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি॥
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ।
দৈব—মানুষয়োরদ্য ব্যক্তাব্যক্তির্ভবিষ্যতি॥
অদ্য মৎপৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ।
যৈর্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্॥ (অযো) ২৩।১৬-১৯

—যে ব্যক্তি ভীরু ও বীর্যহীন, সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুগমন করে। যারা বীর ও সংসারে পুরুষ বলে সম্মানিত, তারা কখনও দৈবের আশ্রয় নেয় না। যিনি নিজ পুরুষাকারের দ্বারা দৈবকে বর্ধিত করতে সমর্থ, তিনি দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হলেও, অবসন্ন হন না। আজ লোকে দৈবের শক্তি ও পুরুষের পৌরুষ দেখবে। আজ দৈব ও মানুষের শক্তি প্রকট হবে। যাঁরা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈব দ্বারা ব্যাহত দেখছে, আজ তাঁরাই সেই দৈবকে আমার পৌরুষ পরাভূত করেছে দেখবে।

লক্ষ্মণ যে প্রকৃত বীর ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর উপরের উক্তি। প্রকৃত বীর কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে পারে না।

তিনি উত্তেজিত হয়ে রামকে আরও বলেছিলেন—আমি নিজে পৌরুষের দ্বারা নিরঙ্কুশ উশৃঙ্খল মদমত্ত হস্তীর মত দুর্বার গতিতে দৈবকে নিয়ন্ত্রিত করব। রাজা দশরথ তো তুচ্ছ। সমস্ত প্রজা ও ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা মিলিত হয়েও আজ রামের অভিষেক পণ্ড করতে পারবে না। যাঁরা চক্রান্ত করে আপনাকে বনে পাঠাতে ষড়যন্ত্র করছে, তাদেরই বনবাসে পাঠাব। মহারাজা দশরথ ও কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হতে দেব না। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচারণ করবে, আমার পৌরুষ তাকে যেমন দুঃখ দেবে, দৈববল তাকে সেই দুঃখ হতে রক্ষা করতে পারবে না। আপনি প্রজা পালন করে সহস্র বৎসর পরে যখন বনে যাবেন, তখন আপনার পুত্ররা প্রজাপালন করবে। দশরথ অস্থির চিত্ত। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্র বিপ্লবের ভয়ে আপনি যদি রাজ্য ভার গ্রহণে অসম্মত হন, তবে নিশ্চিত জানবেন, আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করব। আমার হস্তদ্বয় বা এই ধনু বা এই অসি এবং তূনীরে এই শরগুলি নিছক শোভা বৃদ্ধির জন্যে নয় বা অলঙ্কার নয়।

আপনি শুধু আদেশ করুন। আজ মহারাজা দশরথের প্রভুত্বের বিলোপ হবে ও আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি আপনার আজ্ঞাবহ। সম্পূর্ণ পৃথিবী যাতে আপনার আয়ত্তে আসে, তেমন আদেশ দিন।

ক্ষোভে দুঃখে ও ক্রোধে লক্ষ্মণের চোখ অশ্রুসিক্ত। লক্ষ্মণের এই উচ্ছ্বাসে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই অংশ যেন মহাভারতের ভীম চরিত্রের প্রতিবিম্ব মনে হয়। ভীম যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের প্রতিবন্ধকতায় নিজেকে সংযত করতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, তেমনি এখানে রামের অনুমোদন না পেয়ে লক্ষ্মণের সব বীর্য যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

এই রকম অবস্থায় লক্ষ্মণ ও অর্জুনের চরিত্র বিপরীত মুখী। অর্জুন বীর, কিন্তু ধীর, স্থির, তাই ভীম বা লক্ষ্মণের মত অন্যায় দেখেই তার প্রতিবিধান করার জন্য তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন না। বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরই তিনি যেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

সীতাও রামের অনুগমন করবেন যখন স্থির হল, তখন বাষ্পাকুল চোখে লক্ষ্মণ রামকে বললেন—

যদি গন্তং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগ-গজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ॥
ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি।
পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ॥ (অযো) ৩১।৩-৪

—যদি আপনারা মৃগ, হস্তী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ বনে যাওয়াই নিতান্ত স্থির করে থাকেন, তবে আমি ধনু নিয়ে আপনাদের আগে যাব। আপনাদের বাদ দিয়ে আমি দেবলোক, অমরত্ব বা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য কিছুই চাই না।

লক্ষ্মণের উপরোক্তি হতে রামের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগই কেবল প্রকাশ পায়নি, তিনি যে নির্লোভ ছিলেন, তাও প্রকাশ পেয়েছে। রামের সান্নিধ্য ব্যতীত তাঁর কাছে অন্য কিছুই কাম্য নয়। রাম কোন প্রকারে লক্ষ্মণকে বন গমন হতে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তাঁর বহু প্রকার সান্ত্বনা বাক্যও নিষ্ফল হল।

তখন লক্ষ্মণ পুনরায় বললেন, আপনি পূর্বেই বলেছেন যে আমি যেন সব সময় আপনার অনুগামী হই। তবে এখন কেন আমাকে অনুগামী হতে নিষেধ করছেন?

আমি যেতে চাই, তবু আপনি কেন বারণ করছেন, তা জানতে চাই। পূর্বে আপনি সম্মত হয়েছিলেন, এখন অসম্মত হওয়ায় সন্দেহ হচ্ছে—একথা বলে তিনি রামের সামনে করজোড়ে বসলেন।

রাম অবশেষে লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি বনে গেলে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে দেখবে? রাজা দশরথ কামাধীন হয়ে মাতা কৈকেয়ীর অনুরাগে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তিনি এখন আমাদের জননীদের প্রতিপালনে বিমুখ হবেন। কৈকেয়ী এই সাম্রাজ্য পেয়ে দুঃখী সতীনদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবেন না। ভরতও রাজ্য পেয়ে কৈকেয়ীর বাধ্য হবে। তখন সে হতভাগী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণ পোষণ করবে না। সুতরাং তুমি এখানে থেকে নিজে অথবা তাঁদের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করে জননীদের সেবা কর। আমি যা বললাম, তাই কর। তবেই আমার প্রতি তোমার ভক্তি দেখানো হবে। গুরুজনদের পুজা ও শুশ্রূষা করলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম লাভ হবে। আমাদের বিরহে জননীদের সুখ থাকবে না!

রামের উত্তর শুনে লক্ষ্মণ বললেন, আপনার প্রভাবেই ভরত নিয়মিত ভাবে কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে সযত্নে পালন করবেন তাতে সংশয় নেই। রাজ্য লাভ করে ভরত যদি খারাপ পথে পরিচালিত হন, যদি অহঙ্কারী হয়ে কৈকেয়ীর পরামর্শে নীচ মনে আমাদের জননীদের দেখা শোনা না করেন।

তমহং দুর্মতিং ক্রূরং বধিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
তৎপক্ষানপি তান্ সর্বাংস্ত্রৈলোক্যমপি কিন্তু সা॥ (অযো) ৩১।২১

—তাহলে ঐ দুষ্টু বুদ্ধি নিষ্ঠুর ভরতকে নিহত করব। যদি ত্রিলোকের সব ব্যক্তি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করে। তাহলে আমি তাদের সকলকেও নিহত করব।

কিন্তু ঐ সব চিন্তার প্রয়োজন নেই। জননী কৌশল্যা তাঁর আশ্রিতদের বহু গ্রাম দিয়েছেন। তিনি আমাদের মত শত সহস্র ব্যক্তিকে পালন করতে পারেন। তাঁর যা সামর্থ্য আছে তা নিজের এবং আমার জননীর পক্ষে পর্যাপ্ত।

অতএব আমাকে আপনার অনুচর করুন—এতে আপনার অধর্ম হবে না। রামের কোন যুক্তিই লক্ষ্মণকে বনে অনুগমন হতে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

লক্ষ্মণ আরও বললেন এতে আমি কৃতার্থ হব এবং আপনারও ফলমূলাদি সংগ্রহের কিঞ্চিৎ সুবিধা হবে। আমি খুন্তী, কোদাল ও ফল সংগ্রহের জন্য

বাঁশের ঝুড়ি নিয়ে ও তীর ধনু নিয়ে আপনার পথ প্রদর্শক রূপে আগে যাব। আমি প্রত্যেকদিন আপনার আহারের জন্য ফল মূল ও তপস্বীদের হোম যোগ্য অন্যান্য বন্য বস্তু সংগ্রহ করব। আপনি সীতা দেবীর সঙ্গে পর্বতের শিখরে বেড়াবেন। আপনার নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থায় সব সময় আপনার উপযুক্ত সহচর হব।

লক্ষ্মণের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাম বললেন, সুমিত্রানন্দন, আমার সঙ্গে চল। কিন্তু তার পূর্বে সব বন্ধুদের সম্মতি গ্রহণ কর। বরুণদেব রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে এসে তাঁকে যে দুটি অতি ভয়ানক দিব্য ধনু, দিব্য ও অভেদ্য কবচ দুটি, অক্ষয়বাণ যুক্ত দুটি তূনীর ও সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণ খচিত খড়্গ দুটি দান করেছিলেন, ঐ সব অস্ত্রাদি আমরা যৌতুক রূপে পেয়েছিলাম। তুমি ঐ সব অস্ত্র নিয়ে সত্বর এসো।

লক্ষ্মণ বন্ধুদের সম্মতি নিলেন এবং ইক্ষ্বাকুকুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট গিয়ে উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলি নিয়ে রামকে দেখালেন।

রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, আমার যে সব ধনরত্ন আছে, সেই সব আমি তোমার সঙ্গে মিলে ব্রাহ্মণদের ও ভৃত্যদের দান করব। তুমি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুত্র আর্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র এখানে আনো। আমি তাঁকে ও অন্যান্য শিষ্ট দ্বিজাতিদের পূজা করে বনে যাব।

লক্ষ্মণ বনগমন কালে ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদের নিকট বিদায় নিলেন। কিন্তু পত্নী ঊর্মিলার নিকট বিদায় নিয়েছিলেন কিনা তা বাল্মীকি রামায়ণে বা পরবর্ত্তী অন্য কোন রামায়ণে কোথাও কোন উল্লেখ নেই।

অর্জুনও বনগমন কালে সকলের নিকট বিদায় নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী সুভদ্রা প্রসঙ্গে কোনই উল্লেখ নেই। কবিদ্বয় এই দুই বীরজায়ার প্রতি এমন শীতল উদাসীনতা কেন দেখিয়েছেন তার কোন কারণ কোন কাব্যে পাওয়া যায় না।

লক্ষ্মণ যখন জননী সুমিত্রা দেবীকে প্রণাম করলেন, তখন তিনি সাশ্রু নয়নে মহাবীরের মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, বৎস সব স্বজনের প্রতি তুমি অনুরক্ত থাকলেও আমি তোমাকে বনবাসের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। তোমার অগ্রজ রাম বনে যাচ্ছে। এই সময় তুমি তার অনুগমন করতে ভুল না। রাম বিপন্নই হোক বা ঐশ্বর্যবানই হোক, তোমার একমাত্র আশ্রয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগত হওয়া এই সংসারের ধর্ম। এইরূপ আচরণ এই বংশের উপযুক্ত এবং

প্রাচীন কাল হতে এই রীতি চলে আসছে। দান যজ্ঞে ব্রতী হওয়া ও যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ প্রভৃতিও এই বংশেরই প্রাচীন রীতি।

সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণকে আরও বললেন, বৎস রামের সঙ্গে যাও। তুমি রামকে দশরথের ন্যায়, জনক নন্দিনীকে আমার মত অর্থাৎ মাতৃতুল্য মনে করবে। তোমার বাসভূমি অরণ্যকে অযোধ্যার ন্যায় মনে করবে। তুমি সানন্দে স্বচ্ছন্দে রামের সঙ্গে যাও।

তারপর রাম লক্ষ্মণ সীতা সারথি সুমন্ত্র চালিত রথে চড়ে বন অভিমুখে চললেন। অযোধ্যাবাসীরাও তাঁদের অনুগমন করতে লাগল। তারা সুমন্ত্রকে অশ্বের রজ্জু সংযত করতে বলল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। আমরা একবার রামকে দেখতে চাই। কারণ বহুকাল আমরা রামের মুখ দর্শন করতে পারবো না। পুত্রের বনগমনের সংবাদেও কৌশল্যার হৃদয় যে বিদীর্ণ হল না—এতে মনে হচ্ছে তাঁর হৃদয় লৌহ নির্মিত। ছায়ার মত পতির অনুসরণ করতে জানকী সমর্থ হয়েছেন। সূর্য প্রভা যেমন মেরু পর্বতকে পরিত্যাগ করে না, তেমনি ধর্মপরায়ণা সীতাও পতিকে পরিত্যাগ করছেন না। (ন জহাতি রতা ধর্মে মেরুর্ষক প্রভা যথা) লক্ষ্মণকে তারা বলল, লক্ষ্মণ তুমি কৃতার্থ হয়েছ। কারণ প্রিয়ভাষী দেবতুল্য প্রিয় অগ্রজের পরিচর্যা করতে অনুগমন করছ। তোমার এই বুদ্ধি খুবই ভাল। তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুমি যে রামের অনুগমন করছ, এটা তোমার স্বর্গ প্রাপ্তির পথ। একথা বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে অযোধ্যাবাসীরা রামের অনুগমন করতে লাগল। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য)

তমসা নদী তীরে আশ্রয় লাভ করে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আমাদের বনে পাঠান হয়েছে। আজ আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। তোমার মঙ্গল হোক। তুমি চিন্তিত হইও না। দেখ বন্য পশুপক্ষীরা নিজ নিজ বাসস্থানে এসে কলরব করছে। তারা বাইরে না থাকায় অরণ্যটি শূণ্য হয়েছে। এবং অরণ্য যেন ভারাক্রান্ত মনে রয়েছে।

আমাদের জন্য অযোধ্যাবাসীরা শোকার্ত। পিতা ও জননী শোকান্বিত হয়েছেন। তাঁরা উভয়েই আমাদের জন্য সর্বক্ষণ কেঁদে কেঁদে অন্ধ না হয়ে যান। আমার মনে হয় ভরত আমার পিতা মাতাকে ধর্ম, অর্থ ও সান্ত্বনা বাক্যে অবশ্যই আশ্বস্ত করবে, যেহেতু সে যথার্থই ধার্মিক। ভরতের কোমল স্বভাবের কথা চিন্তা করে পিতামাতার জন্য দুঃখ করছি না।

লক্ষ্মণ, তুমি আমার সঙ্গী হয়ে ভালই করেছ। নতুবা সীতার জন্য অন্যের

সাহায্য নিতে হত। যদিও এই বনে বহু প্রকার ফল আছে; তবু জল পান করেই আজকের রাত কাটাবো।

রামের উপরোক্তি হতে ভরত চরিত্র খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্মণের প্রতি তিনি কতটা নির্ভরশীল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

সূর্যাস্তে সুমন্ত্র লক্ষ্মণের সাহায্যে রামের শয্যা তৈরী করলেন। রাম তমসা নদীর তীরে বৃক্ষপত্র দ্বারা তৈরী শয্যায় সীতার সঙ্গে শয়ন করলেন।

অতি শ্রান্ত রামকে পত্নীর সঙ্গে বিশ্রাম নিতে দেখে লক্ষ্মণ সারথি সুমন্ত্রর নিকট রামের নানাবিধ গুণের কথা বললেন। সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই নিদ্রাহীন রাত কাটালেন।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করে রাম শ্রান্ত ক্লান্ত প্রজাদের তখনও নিদ্রিত দেখে লক্ষ্মণকে বললেন, এই প্রজারা আমাদের ভালবাসে তাই আমাদের এই ভাবে অনুসরণ করছে। মনে হয় এরা প্রাণ ত্যাগ করবে তবু তাদের সঙ্কল্পচ্যুত হবে না। প্রজাদের দুঃখ হতে রক্ষা করা রাজপুত্রদের কর্ত্তব্য। সুতরাং এরা যতক্ষণ নিদ্রিত থাকবে, সেই সময়ের মধ্যে আমরা রথে করে দ্রুতগতিতে চলে যাব।

রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ বললেন, আপনি যা বললেন, তা আমারও ভাল মনে হচ্ছে, সুতরাং দ্রুত রথে উঠুন।

তখন রাম সুমন্ত্রকে সত্বর ঐ স্থান ত্যাগ করে অরণ্য পথে যেতে নির্দেশ দিলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

রাম শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। গুহক রামকে বললেন, আমার এ রাজ্য আপনারই। আমরা আপনার ভৃত্য। আপনি আমাদের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার জন্য অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়েস প্রভৃতি দ্রব্য, উৎকৃষ্ট পানীয় আনা হয়েছে।

গুহকের কথা শুনে রাম তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, সবান্ধব তোমাকে দেখলাম—এটা আমাদের সৌভাগ্য। তোমার রাজ্য, বন্ধু ও বন্য সম্পত্তি সব বিষয়ে মঙ্গল তো? তুমি আমার জন্য যে সব বস্তু এনেছ, সেই সব বস্তু দেখে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু এসব গ্রহণ করতে পারবো না। আমি কুশ চীর ধারণ করেছি, বন্য ফলমূল ভোজনই আমার কর্তব্য। আমি বনে তপস্বীর ব্রত অবলম্বন করেছি। এজন্য কিছু গ্রহণ করব না। আমার অশ্বদের খাদ্যের প্রয়োজন। অন্য কোন দ্রব্যে প্রয়োজন নেই। তুমি যে এইসব জিনিষ এনেছো, তাতেই আমি সম্মানিত বোধ করছি।

গুহকের আনীত দ্রব্য রাম কোন প্রকার সংস্কারের বশবর্তী হয়ে প্রত্যাখ্যান করেননি। ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। তদুপরি তিনি কুশ চীর ধারণ করে তাপসের ন্যায় জীবন যাপন করবেন স্থির করেছেন বলেই তা গ্রহণ করলেন না।

তারপর রাম উত্তরীয় ধারণ করে সায়ং সন্ধ্যা উপাসনা করে, পরে লক্ষ্মণের স্বহস্তে আনীত গঙ্গাজল পান করলেন। জল পানের পর সীতার সঙ্গে রাম ভূমিতে শয়ন করলেন।

লক্ষ্মণ তাঁদের উভয়ের পা ধুয়ে দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে একটি বৃক্ষ মূলে আশ্রয় নিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে আলাপ করে রাত্রি কাটালেন।

গুহক লক্ষ্মণকে বিনিদ্র রজনী না কাটিয়ে ঘুমাতে অনুরোধ করে বললেন তিনি শপথ করে বলছেন, তিনি রামের রক্ষার জন্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে রাত্রি জাগবেন। তিনি এই বনে সর্বদা ভ্রমণ করে থাকেন। তাই বনের কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়। অতি শক্তিশালী বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্যের বেগ তিনি সহ্য করতে পারেন।

তখন লক্ষণ গুহককে বললেন, নিষ্পাপ গুহক, তুমি নিজ ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের রক্ষা করলে আমরা কখনই ভয় পাব না। রাম সীতার সঙ্গে ভূমিতে নিদ্রাভিভূত থাকতে আমি কি করে সুখ শয্যায় নিদ্রা যাব! দেবাসুর মিলিত হয়েও যুদ্ধে যাঁকে সহ্য করতে পারে না, সেই রাম সীতার সঙ্গে তৃণ শয্যায় সুখে নিদ্রিত রয়েছেন।

রাজা দশরথ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপস্যার প্রভাবে যাঁকে পুত্র রূপে পেয়েছেন দশরথের উপযুক্ত সুলক্ষণযুক্ত পুত্র এই রাম আজ নির্বাসিত হয়েছেন। সুতরাং দশরথ আর বেশী দিন জীবিত থাকবেন না। আমার মনে হয় এই পৃথিবী শীঘ্র পতিহীনা হবে। (বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি।) আমার মনে হচ্ছে অযোধ্যার রাজপুরী হয়ত এতক্ষণে নিস্তব্ধ হয়েছে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা দীর্ঘকাল চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন। আমি আশা করি না যে আজ রাত্রে কৌশল্যা, দশরথ ও সুমিত্রা জননী—এঁরা কেউ জীবিত থাকবেন। আমার জননী শত্রুঘ্নের জন্য হয়ত জীবিত থাকতে পারেন, কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের যে বীর প্রসবিণী কৌশল্যা এমন পুত্রকে ত্যাগ করে অবশ্যই মারা যাবেন।

অযোধ্যা নগরী রাজার প্রতি অনুরক্ত প্রজাদের বাসস্থান সুখের ও আনন্দের। কিন্তু রাজার বিপদ হলে অযোধ্যাও ধ্বংস হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিহীন রাজা

দশরথ কি করে জীবিত থাকবেন? দশরথ দেহ ত্যাগ করলে, যাঁরা তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করবেন, তাঁরা ভাগ্যবান। যাঁরা অযোধ্যায় বাস করেন, তাঁরা সকলেই পরম সুখী।

তারপর লক্ষ্মণ সুন্দর অযোধ্যা নগরীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বললেন, এই নগরীতে সর্বদা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দশরথ যদি জীবিত থাকেন, তাহলে বনবাসান্তে আমরা তাঁকে দেখতে পাব। সত্যনিষ্ঠ রামের সঙ্গে আমরা কুশলে বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারব কি?

লক্ষ্মণের এই বিলাপের মধ্যে দিয়ে তাঁর ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও দেশপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণের বিলাপে গুহকও ব্যথিত হয়েছিলেন।

সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়ে রাম নিজের জন্য ও লক্ষ্মণের জন্য বট ক্ষীরের দ্বারা জটা নির্মাণ করলেন। চীর বসন ও জটাধারী রাম-লক্ষ্মণকে ঋষির মত দেখাচ্ছিল।

গঙ্গার পরপারে যাবার জন্য রামের নির্দেশে গুহক তাঁদের একটি নৌকা দিলেন। রাম গঙ্গার পরপারে যাবার জন্য লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি ধীরে ধীরে সীতাকে নৌকায় উঠাও এবং নিজেও উঠ।

লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ পালন করলেন। তারপর রাম নৌকায় উঠলেন। রাম ঐ নদীতে শাস্ত্রানুসারে আচমন করলেন। লক্ষ্মণও তাঁদের উভয়ের সঙ্গে ভক্তি ভরে গঙ্গাকে প্রণাম করলেন।

যমুনার উত্তর তীরে বৎস দেশে রাম প্রথম যে রাত্রি একা কাটালেন, সেই রাত্রিতে তিনি লক্ষ্মণকে অনুরোধ করেছেন যে, লক্ষ্মণ যেন পরদিনই অযোধ্যায় ফিরে যান। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্মণ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, অগ্রজ, আপনি অস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি অযোধ্যা নগরী ত্যাগ করায়, তা চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় নিষ্প্রভ হয়েছে। (নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিষ্ক্রান্তে গতচন্দ্রের শর্বরী)। আপনি আমাকে ও সীতাকে দুঃখ দিয়ে এই যে দুঃখ করছেন, তা আপনার পক্ষে উচিত হচ্ছে না। সীতা-দেবী ও আমি আপনার অভাবে জল হতে উদ্ধৃত মৎসের মত এক মুহূর্তও জীবিত থাকব না। (মুহূর্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ।)

নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা॥ (অযো) ৫৩।৩২

—আজ আমি আপনাকে ছেড়ে পিতা, শত্রুঘ্ন কিংবা মাতা সুমিত্রাকেও দেখতে ইচ্ছা করি না, এমন কি স্বর্গও দেখতে চাই না।

এই উক্তিতেও লক্ষ্মণের অপূর্ব ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কেবল রামের ভ্রাতা নন, তিনি রামের বন্ধুর মত সুখে দুঃখে সর্বদা তাঁর পাশে থাকতেন। যথা সময়ে সহানুভূতি দিয়ে বা পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁকে কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। উপরোক্তিতে লক্ষ্মণ পিতা, মাতা, ভ্রাতার কথা বলেছেন, কিন্তু স্ত্রী ঊর্মিলার নামোল্লেখ করেননি—এটা লক্ষ্যণীয়।

তারপর লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে মুনি ভরদ্বাজের নিকট গেলেন। সেখানে কিছুদিন তাঁরা সীতাকে নিয়ে বসবাস করেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম অযোধ্যা নগরীর নিকটবর্তী বলে অযোধ্যাবাসীরা যাতে তাঁদের দেখা না পান এজন্য রাম ভরদ্বাজ মুনির নিকট জনগণের অগম্য একটি উত্তম আশ্রমের সন্ধান করলেন। ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশে তাঁরা চিত্রকূট পর্বতে গেলেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছেড়ে আসবার পথে লক্ষ্মণ সীতার ইচ্ছানুসারে তাঁকে নানা প্রকার পুষ্পাদি সংগ্রহ করে দিলেন। সেখানে তাঁরা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গেলেন। রামের নির্দেশে মনোরম স্থানে লক্ষ্মণ কাষ্ঠ দ্বারা পর্ণশালা নির্মাণ করলেন। রাম বাস্তু পূজা করবার জন্য লক্ষ্মণকে হরিণের মাংস আনতে বললেন। লক্ষ্মণ মৃগ বধ করে আনলে রামের নির্দেশে তিনি পুনরায় ঐ মাংস দগ্ধ করেন এবং রামকে বললেন—আমি এই সর্বকার্যযোগ্য কৃষ্ণ মৃগটিকে রন্ধন করছি। আপনি যাগ-যজ্ঞে কর্ম কুশল। সুতরাং আপনি এখন বাস্তু দেবতার পূজা করুন।

তারপর রাম স্নানান্তে যজ্ঞ করলেন। পরে সমস্ত দেবতার পূজা করে শুদ্ধ চিত্তে কুটীরের নিকটে গেলেন। রাম বাস্তু শান্তির জন্য বৈশ্বানরকে, (অগ্নি) রুদ্রকে ও বিষ্ণুকে বলি উপহার দিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করলেন। তারপর তারা পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন।

লক্ষ্মণ যে যথার্থই রামের সেবা করবার ইচ্ছা নিয়ে রামের অনুগমন করে-ছিলেন উপরের দৃষ্টান্তে তা প্রমাণিত হয়।

সুমন্ত্র যখন শূণ্য রথ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন, তখন ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত লক্ষ্মণ সুমন্ত্র মাধ্যমে দশরথকে বলে পাঠালেন—এই রাজপুত্র রাম কোন অপরাধে নির্বাসিত হয়েছেন ? রাজা কৈকেয়ীর ক্ষুদ্র আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হয়ে যে কাজ করছেন তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। এই কাজের জন্য আমরা অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি। এই যে রামকে নির্বাসিত করা হয়েছে, এটা কৈকেয়ীর লোভ

বশতঃই হোক কিংবা বর দানের জন্যই হোক অত্যন্ত দুষ্কর্ম হয়েছে। রামের নির্বাসিত হবার মত কোন কারণ দেখছি না।' হয়ত ঈশ্বরের প্রেরণানুসারেই দশরথ এই স্বেচ্ছাচার করেছেন। নতুবা রাম নির্বাসিত হবার মত কোন কারণ দেখছি না। মহারাজ মতিভ্রমে যা করলেন, তাতে তাঁর দুঃখ ও দুর্নামের অন্ত থাকবে না।

অহং তাবন্মহারাজ পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥ (অযো) ৫৮।৩১

—এখন আমি মহারাজের মধ্যে পিতৃত্ব দেখতে পাচ্ছি না। রামই আমার ভ্রাতা, পালক, বন্ধু ও পিতা।

লক্ষ্মণের উপরোক্তিতে রাম সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, যথার্থই সেই ভাবেই তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকে দেখেছেন। এই উক্তি লক্ষ্মণের জীবনে কখনও অত্যুক্তিতে পরিণত হয়নি।

লক্ষ্মণ আরও বললেন। রাম সর্বলোক প্রিয় ও সর্বলোক হিতকামী। তাঁর নির্বাসনে দশরথ কিরূপে সর্বলোক প্রীতি লাভ করবেন ? সকলের প্রিয় ধার্মিক রামকে নির্বাসিত করে, সকলের সঙ্গে বিরোধ করে দশরথ কিরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ?

নিষাদপতি গুহকের নিকট ভরত যখন রাম লক্ষ্মণের খোঁজ করলেন, তখন গুহক লক্ষ্মণের সুখ্যাতি করে লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি দেশপ্রেম কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও রামের রক্ষার জন্য ধনুর বাণ হাতে অতন্দ্র রজনী কাটাবার কাহিনী সবিস্তারে ভরতকে বললেন।

চিত্রকূট পর্বতে রাম যখন সীতাকে গিরিনদী মন্দাকিনী দেখিয়ে ও বিশেষ বিশেষ সুখাদ্য পশু দেখিয়ে তাঁকে আনন্দিত করে একটি শিলায় উপবেশন করছিলেন, তখন এক প্রচণ্ড কোলাহল শুনে ও চারদিকে পশুপক্ষী ভয়ে পলায়নপর দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, দেখ ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই মহারণ্যে হস্তী, মহিষ ও মৃগরা সিংহদের সঙ্গে ভীত হয়ে চারদিকে পালাচ্ছে। কোন রাজা কিংবা রাজপুত্র মৃগয়া করতে এই বনে এসেছে অথবা অন্য কোন ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু হতে এমন ঘটছে, তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

তখন লক্ষ্মণ দ্রুত শাল বৃক্ষে চড়ে চতুর্দিকে এক ঝলক দেখে পূর্ব দিকে দৃষ্টি-

পাত করলেন। তারপর উত্তরদিকে হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত বিশাল সৈন্যদের দেখতে পেলেন। তিনি রামকে বললেন, আর্য, আপনি আগুন নিভিয়ে দিন। সীতা দেবী গুহায় যান এবং আপনি ধনু ও বাণে সুসজ্জিত হয়ে কবচ ধারণ করুন।

তখন রাম জিজ্ঞেস করলেন, সৌমিত্রে, এঁদের কোন্ রাজার সৈন্য বলে মনে হচ্ছে?

প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে। এখন ঐ রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্য আমাদের উভয়কে বধ করবার জন্য এখানে এসেছেন। ঐ যে বিরাট বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে তারই কাছে রথের উপর ভরত বসে আছেন। ঐ দেখুন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য ও গজারোহীরা এই দিকে আসছে। বীর, আমরা ধনু ধারণ করে হয় পর্বতে আশ্রয় নিই, অথবা সজ্জিত হয়ে অস্ত্র ধারণ করে এখানেই অপেক্ষা করি।

তিনি আরও বললেন, ভরত যুদ্ধে পরাস্ত হবেই। যার জন্য এই মহাবিপদ—সেই ভরতকে দেখে নেবো। আপনি যার জন্য সীতা দেবীর সঙ্গে ও আমার সঙ্গে এই দুর্ভোগ ভুগছেন, সেই শত্রু ভরত উপস্থিত হয়েছে, সে এখন আমাদের বধ্য।

সম্প্রাপ্তোঽয়মরির্বীর ভরতো বধ্য এব হি।
ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব॥ (অযো) ৯৬।২৩

—রাঘব, আমি ভরত বধে কোন দোষ দেখছি না। পূর্বে যে অপকার করেছে, তার বিনাশে কোন রূপ অধর্মে লিপ্ত হতে হয় না।

ভরত আমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে বধ করলে ধর্মই হবে। এই ভরত নিহত হলে আপনি সম্পূর্ণ বসুন্ধরা শাসন করবেন। আজ যুদ্ধে আমি কৈকেয়ীর পুত্রকে ধরাশায়ী বৃক্ষের মত নিহত করছি দেখবেন এবং তাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। কুব্জার সঙ্গে সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও নিহত করব। (কৈকেয়ীঞ্চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্) এইরূপ করলে পৃথিবী মহাপাপ মুক্ত হবেন।

আমি এতদিন যে ক্রোধ সংবরণ করেছিলাম, সেই ক্রোধকে শুষ্ক তৃণরাশিতে অগ্নির ন্যায় শত্রু সৈন্য মধ্যে নিক্ষেপ করব। আজ তীক্ষ্ণ শর দিয়ে শত্রু শরীর ছিন্ন করে চিত্রকূটের বনভূমি রক্তাক্ত করব। এই গভীর অরণ্যে সৈন্যদের সঙ্গে ভরতকে নিহত করব—এতে কোন সন্দেহ নেই।

সসৈন্য ভরতের বনাগমনে লক্ষ্মণের মনে দ্রুত যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, সেজন্য সসৈন্যে ভরতকে বধ করবার এক উগ্র আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল, তা রামের ভাল লাগলো না। রাম ভরতের সদিচ্ছার কথা অনুমান করে শান্ত ভাবে লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, সসৈন্যে ভরত আসছে এ জন্য ধনু, অসি নিয়ে কি লাভ? এ অরণ্যে ভরতকে জয় করে এ নিন্দনীয় রাজ্য আমি চাই না। আত্মীয় পরিজনকে নিহত করে যে রাজ্য পাওয়া যাবে তা বিষ মিশ্রিত খাদ্যের ন্যায় ত্যাগ করব। তিনি আরও বললেন, তুমি জেনো ভ্রাতাদের জন্যই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী চাই। লক্ষ্মণ, বিপদের সময় কখনো কি কোন পিতা পুত্রকে বা কোন ভ্রাতা নিজ প্রাণের মত ভাইকে বধ করতে পারে? (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্মণ রামের এই উক্তিতে লজ্জায় যেন নিজের শরীরে প্রবেশ করলেন। (লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রানি লজ্জয়া।) লক্ষ্মণ অতি লজ্জিত ভাবে বললেন, আমার মনে হচ্ছে যে পিতা দশরথ নিজেই আপনাকে দেখবার জন্য আসছেন। রামও লক্ষ্মণের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, আমরা সুখ ভোগে অভ্যস্ত ভেবে পিতা হয়ত আমাদের ও সীতাকে ফিরিয়ে নিতে আসছেন। লক্ষ্মণ বললেন, শত্রুঞ্জয় নামক তাঁর বিশাল বৃদ্ধ হস্তীটিকে সৈন্যদের সামনে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ ছত্রটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—এতে আমার সংশয় হচ্ছে।

তারপর রাম লক্ষ্মণকে গাছ থেকে নাবতে বললেন ও তাঁর নির্দেশ মত কাজ করতে বললেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ শাল বৃক্ষ হতে নেবে রামের পাশে দাঁড়ালেন।

শত্রুঘ্ন প্রভৃতির সঙ্গে ভরত রামের আশ্রমে আসলেন। পর্ণশালা মধ্যে চীর বল্কলধারী রামকে উপবিষ্ট দেখে শোক বিহ্বল ভরত ও শত্রুঘ্ন রামের পায়ে পড়লেন। উভয়ের অশ্রু মোচন করে রাম তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তারপর সুমন্ত্র ও গুহকের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের মিলন হল। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে অতঃপর রামের পাদুকাদ্বয় নিয়ে নন্দিগ্রামে তা অভিষিক্ত করে তাঁর প্রতিনিধি রূপে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

তারপর রাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট পর্বত ছেড়ে অত্রি মুনির আশ্রমে আসলেন। সেখান হতে তাঁরা দণ্ডকারণ্যে আসলেন। সেইখানে তপস্বীরা আশ্রমে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্বাগত জানালেন। তারপর মুনিদের থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা

নানা রকম মৃগ পরিপূর্ণ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকে পরিব্যাপ্ত এক বনে প্রবেশ করলেন। সেই বন রামের মনঃপূত হলো না। সেখানে ভয়ঙ্কর মূর্তি বিরাধ নামক রাক্ষসকে তাঁরা দেখলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বলে রাম আক্ষেপ করে লক্ষ্মণকে বললেন, রাজ্য হরণ, পিতৃ বিনাশ ও সীতার অঙ্গে পর পুরুষের স্পর্শ—ইহা অপেক্ষা আমার অধিক দুঃখ আর কিছুই নেই।

রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখে বিগলিত নয়নে বললেন, হে কাকুৎস্থ, আপনি মহেন্দ্রের মত সমস্ত প্রাণীর নাথ, বিশেষতঃ আমার মত ভৃত্য থাকতে কিসের জন্য অনাথের ন্যায় দুঃখ করছেন? আমি ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করলে তার হৃদয় বিদীর্ণ হবে এবং পৃথিবী তার রক্ত পান করবে।

রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ।

তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রো বজ্রামিবাচলে॥ (অরণ্য) ২।২৫

—রাজ্য লোভী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হয়েছিল, এই বিরাধের প্রতি আমার সেই রূপ ক্রোধই হয়েছে। সুতরাং মহেন্দ্র যেমন পর্বতে বজ্র নিক্ষেপ করেন, তেমনি আমিও আমার ক্রোধ বিরাধের প্রতি প্রকাশ করব।

আমার বাহুবলের বেগে বেগবান হয়ে ঐ যে তীক্ষ্ণ বাণ ছুটে চলেছে তা আজ বিরাধের বিশাল বুকে গিয়ে পড়বে। তার প্রাণ যাবে। তারপর ঐ বিরাধ ভূপতিত হবে।

লক্ষ্মণ যখন উপরোক্ত ভাবে রামকে আশ্বস্ত করছিলেন তখন বিরাধ চীৎকার করে তাঁদের পরিচয় জানতে চাইল। রাম তখন তাঁদের পরিচয় দিলেন। বিরাধও আত্মপরিচয় দিয়ে বলল—আমি জব নামে রাক্ষসের পুত্র। আমার মাতার নাম শতহ্রদা। এই পৃথিবীতে সমস্ত রাক্ষস আমাকে বিরাধ বলে ডাকে। আমি তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার আশীর্বাদে অস্ত্র দ্বারা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অব্যয় হব এই প্রকার বর লাভ করেছি। অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করে সত্বর এই রমণীকে ছেড়ে যে স্থান হতে এসেছিস, সেই স্থানেই পলায়ন কর। নতুবা তোদের দেহে প্রাণ থাকবে না।

সেই যুগে তপস্যার দ্বারা রাক্ষসরাও ব্রহ্মার আশীর্বাদ লাভ করে বর পেতো। সেই শক্তিতে তারা যথেচ্ছাচার করে বেড়াত।

রাম লক্ষ্মণ বহুক্ষণ নানা অস্ত্রের দ্বারা বিরাধকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই তাকে পরাস্ত করতে পারলেন না। বরং সেই রাক্ষস বিরাধ

রাম লক্ষ্মণকে কাঁধে তুলে অরণ্যের মধ্য দিয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল।

রাম লক্ষ্মণকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সীতা চীৎকার করে বিলাপ করতে লাগলেন। সীতার বিলাপ শুনে রাম লক্ষ্মণ দ্রুত বিরাধকে বধ করবার সঙ্কল্প করলেন। রাম বিরাধের দক্ষিণ বাহু এবং লক্ষ্মণ তার বাম বাহু ভেঙ্গে ফেললেন। তখন মেঘের মত বিরাধ রাক্ষস ভগ্ন হস্ত হয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ল। অতঃপর রাম লক্ষ্মণ বহু সংখ্যক বাণে তাকে বিদ্ধ করলেন। খড়্গের আঘাতে ও নানা ভাবে ভূমিতে পিষ্ট হয়েও তার মৃত্যু হল না। তখন রাম বুঝতে পারলেন—এই রাক্ষস সর্বতো ভাবে অবধ্য। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, এই রাক্ষস তপঃসিদ্ধ। সুতরাং তাকে অস্ত্র দ্বারা পরাজিত করা যাবে না। হস্তীর জন্য যেমন গর্ত খনন করা হয়, তেমনি এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের জন্য বৃহৎ গর্ত তুমি খনন কর বলে রাম পা দিয়ে তার (বিরাধের) গলা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বিরাধ তখন রামকে বললেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি যে আপনিই রাম। আমি কুবেরের অভিশাপে এই ভয়ানক রাক্ষস শরীর পেয়েছি। আমি পূর্বে গন্ধর্ব ছিলাম। আমার নাম তুম্বুরু। আমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হয়ে যথা সময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত হইনি বলে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন। আমি তপস্যা করে তাঁকে প্রসন্ন করায়, তিনি বলেছিলেন দশরথ পুত্র রাম তোমাকে যুদ্ধে বধ করবেন। তখন তুমি গন্ধর্ব দেহ লাভ করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে আসবে। এখন আমি আপনার অনুগ্রহে সেই নিদারুণ অভিশাপ হতে মুক্ত হলাম। আপনাদের মঙ্গল হোক। এ স্থান হতে অর্ধ যোজন দূরে ধর্মাত্মা শরভঙ্গ মহর্ষি বাস করেন। আপনি শীঘ্র তাঁর নিকট যান। তিনি আপনার মঙ্গল করবেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

তারপর রাক্ষস দ্বারা আক্রান্ত বানপ্রস্থ মুনিদের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে আসলেন। সে আশ্রমে এক রাত্রি কাটিয়ে ধনু ও খড়্গ হাতে তাঁরা দণ্ডকারণ্য বনের দিকে রওনা হলেন। নানাবিধ গিরি, শিখর বন, রমণীয় নদীতট, নানাবিধ পক্ষীর নদীতটে বিহার দেখতে দেখতে এক নির্মল জলপূর্ণ মনোরম সরোবর তীরে উপস্থিত হলেন। সেই সরোবর হতে গান বাজনা তাঁদের আকৃষ্ট করলো। তাঁরা এক মুনিকে জিজ্ঞেস করলেন এ গীত বাদ্যের হেতু কি? সেই মুনি তখন রামকে মাণ্ডকর্ণি মুনির কথা জানালেন। ঐ

গীত ধ্বনি শুনে তাঁরা বিস্মিত হলেন। অদূরে আশ্রম মণ্ডল দেখতে পেয়ে—সে সব আশ্রমে তাঁরা কোথাও এক মাস, কোথাও পনর দিন, কোথাও বছরের অধিক কাল কাটিয়ে বনবাসের দশ বছর অতিবাহিত করলেন। তারপর পুনরায় সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে ফিরে আসলেন। মুনি সুতীক্ষ্ণের নিকট রাম অগস্ত্য মুনির আশ্রম দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সুতীক্ষ্ণ মুনি রামকে অগস্ত্য মুনির আশ্রমের নির্দেশ দিলেন।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে অগস্ত্য মুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যাবার পথে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বনের নানারূপ প্রাকৃতিক মনোরম শোভা দেখতে দেখতে অগস্ত্য ভ্রাতার আশ্রমে রাত কাটিয়ে তিন জনে অগস্ত্য মুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তাঁরা মহামুনি অগস্ত্যের অপূর্ব প্রভাব তরুলতা হতে পশু পক্ষীদের মধ্যে বিস্তারিত হওয়ার প্রচুর নিদর্শন দেখলেন। আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, আমরা অগস্ত্য মুনির আশ্রমে এসেছি। তুমি আগে যাও। আমি ও সীতা এখানে এসেছি তা মহর্ষিকে জানাও।

রামের আজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণ প্রথমে আশ্রমে ঢুকে অগস্ত্য মুনির এক শিষ্যকে বললেন, রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম তাঁর স্ত্রী সীতার সঙ্গে মহর্ষির দর্শনেচ্ছু হয়ে আশ্রমে এসেছেন। আমার নাম লক্ষ্মণ। আমি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বশবর্ত্তী, হিতকারী ও ভক্ত—আশা করি আপনারা তা জানেন।

উপরোক্ত কথা কয়টি যেন লক্ষ্মণের আত্মজীবনী।

শিষ্য লক্ষ্মণের কথা জানাবার জন্য অগস্ত্য মুনির অগ্নি গৃহে তাঁকে লক্ষ্মণের দেওয়া সংবাদ দিলেন ; এই খবর পেয়ে মুনি স্ত্রী সহ রাম ও লক্ষ্মণকে সসম্মানে আশ্রমে আনবার জন্য আদেশ দিলেন।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই আশ্রমে ঢুকলেন। অগস্ত্য মুনিকে দেখে তাঁরা তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। তারপর পরস্পর পূজিত ও সমাদৃত হয়ে সেই আশ্রমে তাঁরা কিছু কাল থাকার পর রাম অগস্ত্য মুনিকে বললেন, তিনি যেন তাঁদের বন্য শোভিত একটি স্থানের নির্দেশ দেন যেখানে তাঁরা আশ্রম তৈরী করে বাস করতে পারেন।

অগস্ত্য মুনি তাঁদের পঞ্চবটী বনে গিয়ে বাস করতে উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন সেই স্থান কেবল রমনীয় নয়, তাঁরা সেখানে বাস করে আনন্দ পাবেন ও মুনিদের রক্ষা করতে পারবেন।

অগস্ত্য মুনির নির্দেশ মত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করলেন। তারপর রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আশ্রমের যোগ্য স্থান বেছে নেবার নৈপুণ্য তোমার আছে। পঞ্চবটীর চারদিক দেখে যেখানে রমনীয় স্থান ও জলাশয় আছে, যেখানে সীতা মনের আনন্দে বেড়াতে পারবে এমন একটি স্থান ঠিক কর।

উত্তরে লক্ষ্মণ সীতার সামনে জোড় হাত করে বললেন, আপনিই আপনার রুচিমত স্থান ঠিক করে আমাকে আদেশ করুন।

রাম গোদাবরী নদীর নিকটে, আশ্রম তৈরী করতে লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন। লক্ষ্মণও রামের জন্য সুন্দর একটি পর্ণ কুটির তৈরী করলেন। কুটীরটি সমতল ভূমিতে নির্মিত। উত্তম স্তম্ভ যুক্ত ও দৃঢ় বদ্ধ, সেই পর্ণ কুটিরের ছাদ সুদীর্ঘ বাঁশ দ্বারা নির্মিত। পরে শমী শাখা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তার উপর কুশ কাশ ও শর (খাগড়া গাছ) পত্র দ্বারা ঐ কুটীর আচ্ছাদিত হল।

তারপর লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করে অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল নিয়ে ফিরে আসলেন। পরে তিনি সেই ফুল দিয়ে দেবতাদের পূজা করে যথাবিধি বাস্তু শান্তি করে রামকে সেই পর্ণ কুটীর দেখালেন।

রাম ও সীতা সেই নতুন কুটীর দেখে খুব খুসী হলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন, সর্ব কর্মে নিপুণ লক্ষ্মণ, তুমি এক মহৎ কাজ সম্পন্ন করেছো। আমি তোমার প্রতি খুসী হয়েছি। সেজন্য পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে আলিঙ্গন করলাম।

ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ।

ত্বয়া পুত্রেণ ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম॥ (অরণ্য) ১৫।২৯

—লক্ষ্মণ, তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভিপ্রায়জ্ঞ। তোমার মত পুত্র বর্ত্তমান থাকতে, আমাদের ধর্মাত্মা পিতা দশরথ মারা যাননি।

লক্ষ্মণকে ঐরূপ প্রশংসা করে আশ্রম দেখে খুসী হয়ে রাম ঐ স্থানে বাস করতে থাকেন।

উপরোক্ত প্রশংসা বাক্যে ও লক্ষ্মণের গুণাবলী উপলব্ধি করে রাম যে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তা নয়; তিনি লক্ষ্মণ চরিত্রের একটি সুন্দর ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরলেন।

পঞ্চবটীতে থাকাকালীন শরৎ ঋতু অন্তে হেমন্ত ঋতু আগত প্রায়। এমনি এক উষাকালে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করতে গেলেন। লক্ষ্মণ হাতে কলসী নিয়ে সীতার পশ্চাতে যাচ্ছিলেন। তিনি হেমন্ত ঋতুর একটা সুন্দর বর্ণনা সীতাকে দিয়েছিলেন।

তারপর তিনি রামকে বললেন, এই সময় ধর্মাত্মা ভরত নগরে থেকে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তপস্যা করে দুঃখে সময় অতিবাহিত করছেন। তিনি এখন রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগ পরিত্যাগ করে তপস্যায় রত আছেন। আহার সংযত করে শীতল ভূমিতে শয়ন করছেন। তিনি এই সময় প্রত্যহ মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ পরিবৃত হয়ে স্নানার্থে সরযূ নদীতে যান। তাঁর শরীর অত্যন্ত কোমল। তিনি অত্যন্ত সুখে প্রতিপালিত হয়েছেন। এখন শীতে রাত্রি শেষে কি করে স্নান করছেন? সেই পদ্ম পলাশ লোচন, শ্যামবর্ণ, সুন্দর, ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, মহান স্বভাব, লজ্জাশালী, দীর্ঘবাহু, প্রিয় ও সত্যবাদী শত্রু নাশক ভরত সমস্ত সুখ ত্যাগ করে আপনাকেই আশ্রয় করেছেন এবং নগরে থেকেও আপনার বনবাস জীবন অনুসরণ করে তপস্যার দ্বারা নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করছেন। সন্তানরা পিতৃ স্বভাবের অনুবর্ত্তী হয় না, মাতারই স্বভাবের অনুকরণ করেন—এই লোক বিখ্যাত প্রবাদ ভরত মিথ্যে প্রমাণিত করলেন। রাজা দশরথ যাঁর স্বামী, ভরত যাঁর পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কি প্রকারে এমন নিষ্ঠুর কর্ম করলেন?

লক্ষ্মণের হেমন্ত শোভা দর্শন ও বর্ণনা তাঁর কবি মনের পরিচয় দিয়েছে। তিনি কেবল প্রকৃতি দর্শনই করেননি। প্রকৃতির প্রত্যেকটি প্রাণীর গতি-বিধি লক্ষ্য করে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। কঠোর বনবাস জীবনে প্রকৃতিই তাঁদের একমাত্র আনন্দদায়ক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভরতের জন্য দুঃখ অনুভব করে নির্মল ভ্রাতৃ প্রেমের নিদর্শনও দিয়েছেন।

রাম লক্ষ্মণকে কৈকেয়ীর সমালোচনা হতে বিরত থাকতে বললেন। তিনি আরও বললেন যদি ভরতের সুখ্যাতি করতে চাও, তবে তা কর। ভরতের জন্য আমার হৃদয় কাতর ও চঞ্চল হয়েছে। ভরতের প্রিয় কথাগুলি আমার স্মৃতি পথে খোদিত হচ্ছে। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কবে ভরত ও শত্রুঘ্নর সঙ্গে মিলিত হতে পারবো জানি না। তারপর তাঁরা তিনজন গোদাবরীতে স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃ পুরুষদের তর্পণ করে সূর্য ও অপর দেবতাদের স্তব করলেন। তারপর রাম পর্ণ কুটীরে বসে যখন লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন রাক্ষসরাজ রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা রামের কুটীরে আসলো। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

শূর্পণখার প্রস্তাব শুনে লক্ষ্মণ হঠাৎ হেসে পরিহাস করে উত্তর দিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের চরণাশ্রিত দাস। সুতরাং তুমি কি প্রকারে আমার স্ত্রী হয়ে দাসী হতে চাও? তোমার বর্ণে অনুমাত্র মালিন্য নেই। তুমি সমৃদ্ধশালী আর্য রামের কনিষ্ঠ ভার্যা হয়ে খুসী হও। তাহলে তিনি বিরূপা বিকৃতা কায়া ও

বৃদ্ধা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তোমাকেই ভজনা করবেন। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তোমার মত শ্রেষ্ঠ রূপবতী রমনীকে ত্যাগ করে মানবী রমনীর সঙ্গে প্রেম করবেন ? (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্মণের পরিহাসকে সত্য মনে করে শূর্পণখা সীতাকে গ্রাস করে সপত্নীহীনা হয়ে সুখে রামের সঙ্গে বসবাস করবার জন্য সীতার দিকে অগ্রসর হল। তা দেখে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, ক্রূর স্বভাব অনার্যদের সঙ্গে কোন প্রকারেই পরিহাস করা উচিত নয়। দেখ, সীতা রাক্ষসীর ভয়ে অতি কষ্টে বেঁচে আছেন। তুমি এই রাক্ষসীর রূপ বিকৃত করে দাও।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মাঝে মাঝেই রামের কথায় অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে তিনিই সর্ব প্রথম বিবাহিত লক্ষ্মণকে বিবাহ করবার জন্য শূর্পণখাকে প্ররোচিত করেন। সরল শূর্পণখা রামের পরিহাস বুঝতে না পেরে লক্ষ্মণের নিকট গেল। সেখানেও লক্ষ্মণ তাকে অগ্রজের মত পরিহাস করেন। রাম নিজেই অনার্যার সঙ্গে পরিহাস করায় লক্ষ্মণও তাঁর মত অনুরূপ পরিহাস করেছিলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

রামের আদেশে লক্ষ্মণ খড়্গ দিয়ে শূর্পণখার ঔদ্ধত্যের শাস্তি স্বরূপ নাক ও কান কেটে দিলেন। তখন সেই রাক্ষসী ছিন্ন নাসাকর্ণ হয়ে ভীষণ আকার ধারণ করে বিকট চীৎকার করতে করতে যেখান হতে এসেছিল সেই দিকে ধাবিত হল। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

শূর্পণখার প্ররোচনায় খর দূষণ চৌদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে শূর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য পঞ্চবটী বনে যাত্রা করল। সেই সময় নানা অশুভ চিহ্ন দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আমার বাহু কাঁপছে। রাক্ষসদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হবে, সেই যুদ্ধে আমাদের জয় ও শত্রুদের পরাজয় হবে। কারন তোমার মুখের প্রদীপ্তি ও প্রসন্নতা তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধের সময় যাদের মুখ দীপ্তি হীন হয়, তাদের পরমায়ু ক্ষয় নিশ্চিত জানবে। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে বিজ্ঞ পুরুষ বিপদ আসবার পুর্বেই তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করে। সুতরাং তুমি সীতাকে নিয়ে বৃক্ষ পরিপূর্ণ দুর্গম পর্বত গুহায় আশ্রয় নাও। তুমি বলবান ও শৌর্যশালী। সুতরাং তুমি এই রাক্ষসদের বধ করতে পার—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি স্বয়ং এই রাক্ষসদের বধ করতে চাই।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ নিয়ে সীতার সঙ্গে দুর্গম পর্বত গুহায় আশ্রয়

নিলেন। রাম একাই দূষণ ও চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে নিহত করেন। তারপর খর রাক্ষস সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়ে রামের হাতে নিহত হল।

লক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে পর্বত গুহা হতে বেরিয়ে এসে রামের বিজয়ে আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। সীতাও আনন্দিত হয়ে রামকে আলিঙ্গন করলেন।

ঐদিকে শূর্পণখা তার অপমানের প্রতিশোধ নিতে রাবণের শরণাপন্ন হল। রাবণের প্ররোচনায় মায়াবলে মারীচ স্বর্ণ মৃগ রূপ নিয়ে পঞ্চবটী আশ্রমের সমীপে মণ্ডলাকারে বিচরণ করতে থাকে।

সীতা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সেই অপূর্ব মৃগকে দেখলেন। সীতা ঐ রকম মৃগ কখনো দেখেননি। তিনি তাঁর স্বামী ও লক্ষ্মণকে ঐ মৃগ দেখবার জন্য ডাকলেন। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার আহ্বানে এসে সেই মৃগটিকে দেখতে পেলেন।

স্বর্ণ মৃগ দেখে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, একে দেখে আমার মনে হচ্ছে মারীচ রাক্ষস এই মায়া রূপ নিয়েছে। পৃথিবীতে কখনও এরূপ রত্ন চিত্রিত মৃগ হতে পারে না। এ নিশ্চয় মায়া, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

লক্ষ্মণের এই উক্তি হতে কেবল তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই পাওয়া যায় না, তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষ্মণ আরও বললেন, বনে মৃগয়া করতে এসে অনেক নৃপতি এই মায়া রূপধারী রাক্ষসের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এই মায়াবী রাক্ষসই মায়া দ্বারা এই রমণীয় রূপ ধারণ করেছে।

কিন্তু লক্ষ্মণের সর্তক বাণী উপেক্ষা করে সীতা পুনরায় সেই মায়াবী মৃগকে খেলবার জন্য ধরতে বললেন। তিনি আরও বললেন যদি এই বিবিধ বর্ণের বিচিত্র দেহধারী স্বর্ণ মৃগ জীবন্ত ধরা যায়, তবে বনবাসান্তে এই মৃগকে রাজধানীতে নিয়ে যাবেন। এই মৃগ অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করবে। এই দিব্য রূপ তাঁর শ্বশ্রূদের ও ভরতেরও বিস্ময় উৎপাদন করবে। যদি জীবিত এই মৃগকে ধরা না যায় তবে একখানা সুন্দর মৃগচর্ম হবে। রাম ও সীতা এই স্বর্ণময় চর্ম কুশাসনে উপবেশন করবেন—এই তাঁর ইচ্ছা।

রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, বৈদেহীর যখন এ মৃগের জন্য এমন আগ্রহ হয়েছে, তখন এ মৃগকে এ সুন্দর দেহ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। তিনিও মৃগের রূপের প্রশংসা করে বললেন এমন মৃগ ইন্দ্রের নন্দন বনে বা কুবেরের চৈত্ররথ বনেও নেই। পৃথিবীতে তো থাকবার সম্ভাবনা নেই। তুমি আমাকে

যা বললে, যদি এই মৃগ সেই রূপই হয়, মারীচ রাক্ষসের মায়ার জন্যই তাকে আমার বধ করা উচিত। এই মারীচ অনেক রাজাকে বধ করেছে। এই মৃগ অবশ্যই আমার বধ্য। তার কারণ দেখাতে গিয়ে রাম লক্ষ্মণকে দণ্ডকারণ্যের বাতাপি রাক্ষসের গল্প বললেন এবং অগস্ত্য মুনি কি ভাবে সেই রাক্ষসকে বধ করেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

এই ভাবে মৃগের অনুসরণ করার যৌক্তিকতা দেখিয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এখন তোমার কাজ—আমি যতক্ষণ এ মৃগকে ধরে আনি বা বধ করে আনি, ততক্ষণ তুমি সাবধানে মৈথিলীকে রক্ষা কর। তুমি অস্ত্রাদি নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। তুমি সীতাকে নিয়ে, অতি শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান জটায়ুর সঙ্গে সর্বক্ষণ চারদিকে লক্ষ্য রেখে সাবধানে অপেক্ষা কর।

রাম স্বর্ণ মৃগকে অনুসরণ করে বাণাঘাত করলে মারীচ মায়ারূপ ছেড়ে রাক্ষস রূপ নিয়ে রাবণের হিতার্থে লক্ষ্মণকে আশ্রম হতে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য রামের গলার স্বর অনুকরণ করে হা সীতে হা লক্ষ্মণ বলে চীৎকার করে ডেকে ছটফট করতে করতে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পড়ে গেল। ঐ ডাক সীতার কাণে পৌঁছলে স্বামীর বিপদের আশঙ্কা করে তিনি লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যের জন্য যেতে বললেন।

রামের আদেশ স্মরণ করে লক্ষ্মণ সীতার ঐ রকম অনুরোধ সত্ত্বেও রামের সাহায্যে গেলেন না। লক্ষ্মণের অবাধ্যতায় সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে কটু ভাষায় তাঁকে নানা ভাবে অভিযুক্ত করেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

তখন লক্ষ্মণ সীতাকে বললেন, দেব, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, সর্প ও রাক্ষসরা মিলিত হয়েও আপনার স্বামীকে পরাজিত করতে পারবে না—এতে কোন সন্দেহ নেই। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস, মৃগ, ভয়ংকর দানব এবং পক্ষিদের মধ্যে এমন কোন বীরই নেই, যিনি মহেন্দ্রের ন্যায় রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। রাম যুদ্ধে অবধ্য। সুতরাং আপনার এরূপ বলা উচিত নয়। আমি রাম ব্যতিরেকে আপনাকে একাকিনী এই বন মধ্যে ছেড়ে যেতে পারি না। অতি শক্তিশালী ব্যক্তিরাও বলের দ্বারা রামকে পরাজিত করতে পারে না। দিক্‌পাল ও দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রিলোকবাসী প্রাণিরা ভাল ভাবে চেষ্টা করেও তাঁর তেজ খর্ব করতে পারবে না। অতএব আপনি এই দুঃখ ত্যাগ করুন। আপনি প্রসন্ন হন।

আপনার পতি সেই মৃগকে বধ করে শীঘ্রই ফিরে আসবেন। এই স্বর নিশ্চয়ই

তাঁর বা কোন দেবতার নয়। এটা নিশ্চয়ই সেই রাক্ষসের মায়ার কাজ। রাম আপনাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমার উপর দিয়েছেন। অতএব আমি এ স্থান ছেড়ে যেতে পারি না।

লক্ষ্মণ আরও বললেন, জনস্থানের রাক্ষসদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা এবং তারা সর্বদা আমাদের ক্ষতি সাধনে তৎপর। রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউই নেই। অতএব আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

লক্ষ্মণের এই যুক্তি তাঁর সুবুদ্ধির পরিচায়ক হলেও সীতাকে আশ্বস্ত করতে পারল না। বরং অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে সীতা কর্কশ ভাষায় লক্ষ্মণকে তিরস্কার করেন।

অধৈর্য হয়ে সীতা লক্ষ্মণকে কটূক্তি করলেন। তাঁর অভিপ্রায়ের কদর্থ করলে লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে উত্তরে বললেন—

উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম॥
বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।
স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে॥
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে॥
শ্রোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্।
উপশৃন্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ॥
ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোঽহং পরুষং ত্বয়া।
ধিক ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে॥
স্ত্রীত্বাদ্ দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্।
গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে॥ (অরণ্য) ৪৫।২৮-৩৩

—আপনি আমার দেবতা, আপনার কথার উত্তর দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। মৈথেলী, যুক্তি হীন কথা বলা নারীদের পক্ষে বিচিত্র নয়। তাদের স্বভাবই এই প্রকার দেখা যায়। স্ত্রী জাতি ধর্মজ্ঞান শূন্য, চপল, নির্দয়। তারা আত্মীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আপনার কঠোর বাক্য আমার সহ্য হচ্ছে না। আমার দুই কর্ণে যেন তপ্ত লৌহবান প্রবেশ করছে। হে জনক নন্দিনী, আপনার এ ধরণের কথা অসহ্য। আমি ন্যায় বাক্য বলায় আপনার থেকে যে কঠোর ভাষায় তিরস্কৃত হলাম, বনচরেরা সকলে আমার সাক্ষী হয়ে তা শ্রবণ করুন। আমি গুরু রামের আদেশ পালনে প্রবৃত্ত রয়েছি। আপনি যখন স্ত্রী সুলভ হীন

স্বভাবের বশে আমাকেও সন্দেহ করছেন, ধিক্ আপনাকে। আপনার সর্বনাশ আসন্ন বলে আমি আশঙ্কা করছি। কাকুৎস্থ যেখানে আছেন, আমি সেখানে যাচ্ছি। আপনার মঙ্গল হোক।

তিনি আরও বললেন, আমি চারদিকে দুর্লক্ষণ দেখছি। বন দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন। রামের সঙ্গে ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

লক্ষ্মণ ধার্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ॥
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর॥
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে॥
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর॥
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর পত্নী সীতা।
শূণ্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা॥
আমাকে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বাণী॥ (অরণ্য)

উপরোক্ত উক্তিতে লক্ষ্মণের দুঃখ ক্ষোভই কেবল প্রকাশ পায়নি, একদিকে সীতার কটূক্তিতে লক্ষ্মণ অপমানে জর্জরিত, অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সীতাকে বিপদের মুখে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে তাঁর মনে দুই বিপরীত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। যদিও সীতা অহেতুক লক্ষ্মণকে অপমানিত করলেন, তবু সীতার সব প্রকার অমঙ্গল রোধ করবার জন্য তিনি বন দেবতাদের কাছে সীতার নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন।

সীতাকে অভিবাদন জানিয়ে লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর মনে সীতার অমঙ্গল আশঙ্কা হয়েছিল বলেই যতদূর সীতার উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব, লক্ষ্মণ বার বার পিছনে তাকিয়ে সীতার প্রতি চোখ রেখেছিলেন।

লক্ষ্মণ চরিত্র আকাশের মত নির্মল। মনে প্রাণে তিনি রামের অনুগত। এই সত্য সীতার অজ্ঞাত ছিল না। তবু লক্ষ্মণের মত জিতেন্দ্রিয় দেওরকে বলা —রামের বিপদ তোমার অভিপ্রেত। গুপ্ত শত্রুর মত তুমি সর্বদা দুষ্ট ইচ্ছা

পোষণ করছ, তুই ভরতের চর, ভরত তোকে নিযুক্ত করেছে, আমি রামের মত স্বামীকে ছেড়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না ইত্যাদি কটুক্তি সীতার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। স্বামীর বিপদের আর্তস্বর শুনে স্বামীর জন্য উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা স্বাভাবিক। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালনে সত্যব্রত লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে এই প্রকার ঘৃণ্য অভিযোগ কিছুতেই সমর্থন যোগ্য নয়।

এদিকে মারীচকে বধ করে রাম দ্রুত সীতার নিকট ফিরবার পথে শুনলেন তাঁর পিছনে ভয়ংকর রবে শৃগাল ডাকছে। শৃগালের ডাকে রাম মারীচের সেই অমঙ্গল ডাক মনে করে কোনও অশুভ ঘটনার সম্ভাবনায় শঙ্কিত হলেন। তারপর মৃগ ও পক্ষীরা তাঁকে বামে রেখে নানাবিধ ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। রাম সেই সব অশুভ চিহ্ন দেখে যেতে যেতে পথে লক্ষ্মণকে বিমুখে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন।

উভয়েই বিষণ্ণ ছিলেন। রাম লক্ষ্মণের বাম হাত ধরে ভৎর্সনা করে তাঁকে বললেন, লক্ষ্মণ, সীতাকে একা রেখে তুমি এখানে এসেছো। তোমার এই কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। এখন মঙ্গল হলেই ভাল। এতক্ষণে সীতাকে বনচারী রাক্ষসরা হয় বধ করেছে বা খেয়ে ফেলেছে। কারণ আমি নানা অশুভ লক্ষণ দেখছি। আমরা কি আশ্রমে ফিরে সীতাকে দেখতে পাবো? শৃগাল, মৃগ ও পক্ষীরা দিবালোকে চারদিক থেকে যে ভাবে রব করছে তাতে কি সীতার মঙ্গল হতে পারে? সেই মায়াবী রাক্ষস মারীচ মৃত্যু কালে রাক্ষস রূপ ধরেছে। আমার মন খারাপ ও বাম চক্ষু কাঁপছে। সীতা আশ্রমে নেই। সে মরে গেছে কিংবা অপহৃতা হয়েছে এতে আমার সন্দেহ নেই।

রাম আরও বললেন আমি ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার সময় আমার সমদুঃখী হয়ে যিনি আমার অনুগমন করেছিলেন, যাঁকে ছেড়ে আমি মুহূর্ত কালও থাকতে পারি না, যাঁকে তুমি একা রেখে এসেছো—সেই সীতা এখন কোথায়? সীতাকে ছাড়া পৃথিবীর বা দেবলোকের প্রভুত্ব লাভ করতেও চাই না। আমার প্রাণ হতে প্রিয় সীতা কি এখনও জীবিত আছেন? সীতার জন্য আমার মৃত্যু হলে এবং তুমি অযোধ্যায় ফিরে গেলে কৈকেয়ী কি সুখী হবেন?

সপুত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্রা তপস্বিনী।
উপস্থাস্যতি কৌশল্যা কচ্চিৎ সৌম্যেন কৈকেয়ীম্॥ (অরণ্য) ৫৮।৮

—তাঁর পুত্রই রাজা থাকবে এবং তিনি কৃতকার্যও হলেন। আমার জননী তপস্বিনী কৌশল্যা মৃত পুত্রা হয়ে কি বিনীত ভাবে সেই কৈকেয়ীর সেবা করবেন?

লক্ষ্মণ, সীতা যদি জীবিত থাকেন, তবেই আমি আশ্রমে ফিরে যাব। কিন্তু যদি তিনি জীবিত না থাকেন, তবে প্রাণ ত্যাগ করব। আমি আশ্রমে প্রবেশ করলে সীতা হাসি মুখে আমাকে যদি সম্ভাষণ না জানায় তবে আমি জীবিত থাকতে পারব না।

সীতা এখনও জীবিত আছেন কিনা তা তুমি বল। তোমার অসাবধানতার জন্য কি রাক্ষসরা তাঁকে গ্রাস করেছে? যিনি কখনও দুঃখ ভোগ করেননি, সেই সীতা এখন আমার বিরহে শোক করছেন।

সেই দুরাত্মা রাক্ষসের চীৎকারে কি তোমারও ভয় হয়েছে? আমার মনে হয় সীতা আমার কণ্ঠ স্বরের মত সেই শব্দ শুনে থাকবেন। তিনি ভীত হয়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন এবং তুমি আমাকে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি এখানে এসেছো।

তুমি সীতাকে বনে একা ফেলে এসে মস্ত ভুল করেছ এবং রাক্ষসদের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিয়েছ। রাক্ষসরা খরের বিনাশে দুঃখিত। অতএব তারা সীতাকে যে বধ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি সব দিক দিয়ে বিপদগ্রস্ত হলাম। এখন আর কি করব? আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে এই বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

রাম লক্ষ্মণকে অভিযুক্ত করে আরও বললেন, আমি তোমার উপর বিশ্বাস করেই বন মধ্যে সীতাকে রেখে এসেছি, তখন তুমি তাঁকে ছেড়ে কেন আসলে? সীতাকে একা ফেলে আসায় আমার মন ভয়ানক অনিষ্ট আশঙ্কা করে ব্যথিত হচ্ছে—তা সত্য। পথি মধ্যে দূর হতে তোমার সঙ্গে সীতাকে না দেখে আমার হৃদয় বাম হস্ত ও নয়ন কম্পিত হচ্ছে। (স্ফুরতে নয়নং সব্যং বাহুশ্চ হৃদয়ঞ্চ মে।)

দুঃখিত চিত্তে লক্ষ্মণ রামের ভর্ৎসনার উত্তরে বললেন—

ন স্বয়ং কামকারেণ তাং ত্যক্ত্বাহমিহাগতঃ।
প্রচোদিতস্তয়ৈবোগ্রৈস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ॥ (অরণ্য) ৫৯।৬

—আমি নিজের ইচ্ছায় তাঁকে ছেড়ে এখানে আসিনি। বরং তিনি আমাকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় ভর্ৎসনা করে পাঠিয়েছেন। সে জন্য তাঁকে ছেড়ে এখানে আপনার কাছে আসতে আমি বাধ্য হয়েছি।

আপনার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ স্বর শুনে মৈথেলী ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আমাকে শীঘ্র আপনার কাছে যেতে বলেন। উত্তরে আমি তাঁকে বলি রামের ভয়ের কোন কারণ হতে পারে এমন কোন রাক্ষসকে আমি দেখছি না। রামের পক্ষে এমন কথা উচ্চারণও সম্ভব নয়। অতএব এইরূপ আর্তনাদ কোনও মায়াবী রাক্ষস করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি শান্ত হোন।

বিগর্হিতঞ্চ নীচঞ্চ কথামার্য্যোঽভিধাস্যতি।
ত্রাহীতি বচনং সীতে যস্ত্রায়েৎ ত্রিদশানপি॥ (অরণ্য) ৫৯।১১

—সীতে, যিনি দেবতাদেরও রক্ষা করেন, সেই আর্য (রাম) কি প্রকারে আমাকে বাঁচাও—এই নীচ ও নিন্দিত বাক্য উচ্চারণ করবেন? কোনও রাক্ষস দুরভিসন্ধি বশতঃ আমার ভ্রাতার স্বর নকল করে এই বাক্য উচ্চারণ করেছে। আপনি নীচ বংশীয় মহিলার মত এতে ব্যথিত হবেন না। অতএব আপনি অস্থিরতা ত্যাগ করে সুস্থ হয়ে আমাকে তাঁর নিকটে পাঠাবার ইচ্ছা ত্যাগ করুন। কারণ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও যুদ্ধে রামকে জয় করতে পারবে না।

জাতো বা জায়মানো বা সংযুগে যঃ পরাজয়েৎ।
অজেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ॥ (অরণ্য) ৫৯।১৫

—তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে পারে, ত্রিলোক মধ্যে এইরূপ কোন ব্যক্তি অতীতে জন্মায়নি, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

তখন তিনি আমাকে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় ভৎ‍র্সনা করেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) তাঁর তিরস্কারে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি এবং ক্রুদ্ধ হয়ে আশ্রম হতে বের হয়ে এসেছি।

রাম বললেন, সে যা হোক। এখন তাঁকে একা রেখে তোমার এখানে আসা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আমি রাক্ষসদের দমন করতে পারি তা জানা সত্ত্বেও তুমি কি প্রকারে সীতার ক্রুদ্ধ বাক্যে আশ্রম ত্যাগ করলে? তুমি ক্রুদ্ধ রমণীর কর্কশ কথা শুনে যে এখানে এসেছ—তাতে তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হচ্ছি না। তোমার তত্ত্বাবধানে আমি সীতাকে রেখে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি ক্রোধের বশীভূত হয়ে আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ। তোমার এই কাজ সর্বতো-ভাবে নীতি বিরুদ্ধ। যে রাক্ষস মৃগ রূপ নিয়ে আমাকে আশ্রম হতে দূরে নিয়ে এসেছে, ঐ দেখ, সেই রাক্ষস আমার শরে নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে রয়েছে। আমার বাণাঘাতে বিদ্ধ হয়ে ঐ রাক্ষস আমার স্বর অনুকরণ করে কাতর ভাবে ঐ কথা বলে—যা শুনে তুমি সীতাকে ছেড়ে এদিকে এসেছ।

লক্ষ্মণকে এরূপভাবে অভিযুক্ত করা কি রামের সমীচিন? নিঃসন্দেহে লক্ষ্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু কিরূপ ভয়ংকর অবস্থা রামের আদেশের বিপরীত কাজ লক্ষ্মণকে করতে বাধ্য করেছে তা বলা সত্ত্বেও লক্ষ্মণের কাজ নীতি বিরুদ্ধ বলে রামের অসন্তোষ প্রকাশ করা সমীচিন কি? লক্ষ্মণ কায়মনোবাক্যে পবিত্র ছিলেন। এরূপ লক্ষ্মণের চরিত্রে কটাক্ষ করে সীতা যখন তাঁকে রামের সাহায্যে যেতে বাধ্য করলেন, তাতেও কি লক্ষ্মণ অন্য একজনের আদেশ পালন করেননি? লক্ষ্মণের ত্রিশঙ্কু অবস্থা রাম একটুও অনুধাবন করলেন না। কারণ নানা অশুভ সংকেত রামকে বিহ্বল করে তুলেছিল।

নানা চিন্তায় অভিভূত হয়ে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে আশ্রমের দিকে গেলেন। সেখানে সীতাকে দেখতে না পেয়ে উভয়েই দুঃখিত হলেন। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অরণ্যে বৃক্ষ ও পশুদের নিকট সীতার সংবাদ জিজ্ঞেস করেন ও কাঁদতে কাঁদতে সীতার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু সীতাকে না পেয়ে তিনি শোকগ্রস্ত ও অবসন্ন হলে, লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি বিষণ্ণ হবেন না। আসুন আমরা এই বহু পর্বত গুহা শোভিত গিরি কাননে তাঁর অন্বেষণ করি। সীতা বন দেখতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন এবং বনে ভ্রমণ করতে বড়ই ভালবাসতেন। হয়ত কোন বনে ভ্রমণ করতে গেছেন বা কোন পুষ্প শোভিত পদ্ম সরোবরে কিংবা মৎস্য ও বঞ্জুল নামক পক্ষি শোভিত নদীতে গেছেন। আমাদের ভয় দেখাবার জন্য কিংবা আপনি তাঁকে কতটা ভালবাসেন এবং আমি তাঁকে কিরূপ ভক্তি করি তা যাচাই করবার জন্য কোন বনে লুকিয়ে আছেন। চলুন, আমরা শীঘ্র তাঁর খোঁজ করি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে সীতা যেখানেই থাকুন, আমরা সব বনেই তাঁর খোঁজ করব। অতএব হে কাকুৎস্থ, আপনি বৃথা শোকে অধীর হবেন না। (মন্যসে যদি কাকুৎস্থ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ) লক্ষ্মণের এইরূপ সৌহার্দ্দপূর্ণ কথা শুনে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার সন্ধানে তৎপর হলেন।

কিন্তু দশরথ-নন্দনদ্বয় বহু বন, পর্বত, নদী, সরোবর এবং পর্বতের সানু শিখর ও সমতল প্রদেশে অন্বেষণ করেও তাঁকে পেলেন না। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এই পর্বতে সীতাকে দেখতে পাচ্ছি না।

প্রাপ্স্যসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।
যথা বিষ্ণুর্মহাবাহুর্বলিং বদ্ধা মহীমিমাম্॥ (অরণ্য) ৬১।২৪

—মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করে এই পৃথিবী পেয়েছেন, তেমনি আপনি পৃথিবীকে বন্ধন করে মিথিলারাজ কন্যা সীতাকে পাবেন।

রাম তখন কাতর স্বরে বললেন, সমগ্র বন, প্রস্ফুটিত পদ্ম, পদ্মাকর সরোবরগুলি এবং এই বিবিধ কন্দর ও নির্ঝর সমন্বিত পর্বত খোঁজ করা হল। কিন্তু প্রাণ প্রিয় সীতাকে দেখতে পেলাম না। এই কথা বলে শোকার্ত রাম বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বার বার হা প্রিয়ে, হা সীতা বলে কাঁদতে লাগলেন।

রামের মত মহাশক্তিশালী বীর যোদ্ধার পক্ষে এই দুর্বলতা অচিন্তনীয়।

শোকার্ত লক্ষ্মণ নানাভাবে রামকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু রাম বিলাপ করে বললেন, লক্ষ্মণ, আমার কান্না শুনে তিনি কখনও পরিহাসচ্ছলেও আমাকে উপেক্ষা করে থাকতে পারতেন না। ঐ সমস্ত হরিণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে যেন আমাকে বলছে, রাক্ষসরা সীতাকে খাচ্ছে। এখন কৈকেয়ী দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। আমি সীতার সঙ্গে অযোধ্যা নগর হতে বের হয়েছি। এখন তাঁকে ছেড়ে কি প্রকারে রাজধানীতে প্রবেশ করব? সকলেই আমাকে নির্দয় ও শক্তিহীন বলবে।

রাক্ষসরা সীতাকে অপহরণ করায় আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়েছে। বনবাসান্তে যখন বিদেহরাজ জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি তাঁকে কি উত্তর দেব? তিনি আমাকে একা দেখে এবং কন্যা সীতার বিরহে অচৈতন্য হয়ে পড়বেন। আমি ভরত পালিত অযোধ্যা নগরীতে যাব না। (অথবা ন গমিষ্যামি পুরীং ভরতপালিতাম্)

স্বর্গও যদি সীতা শূন্য হয়, তবে তাও আমার শূন্য বোধ হবে। অতএব লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে বনে ত্যাগ করে অযোধ্যায় ফিরে যাও। আমি সীতা ব্যতিরেকে কখনই জীবিত থাকব না। তুমি ভরতকে আমার কথানুসারে বল, রাম তোমাকে রাজ্য শাসন করতে অনুমতি দিয়েছেন। তুমি রাজ্য শাসন কর। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে জননী কৈকেয়ী সুমিত্রা, ও কৌশল্যা দেবীকে অভিবাদন কর এবং আমার মত আমার জননীর রক্ষণাবেক্ষণ কর। লক্ষ্মণ, তুমি বিস্তারিত ভাবে আমার ও সীতার সংবাদ মাতা কৌশল্যাকে দিও।

রামের এই বেদনাদায়ক কথা শুনে লক্ষ্মণের মুখে ভয়-ব্যকুল ভাব প্রকাশ পেল এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

রাম পুনরায় বিলাপ করে বললেন, আমি মনে করি পৃথিবীতে আমার মত দুষ্কর্মকারী ব্যক্তি আর নেই। কারণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে শোকের পর শোক এসে আমার হৃদয় ও মন বিদ্ধ করে আমাকে আক্রমণ করছে। পূর্বে আমি নিশ্চয়ই

স্বেচ্ছামত বারংবার বহু পাপ কর্ম করেছি। সেজন্য এখন তার ফল পাচ্ছি। আমি ক্রমশঃ দুঃখের পর দুঃখ পাচ্ছি।

লক্ষ্মণ, রাজ্যনাশ, স্বজনবিচ্ছেদ, পিতার মৃত্যু ও জননীর থেকে বিচ্ছেদ—এই সমস্ত চিন্তা করে আমার শোক উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে। বন মধ্যে ক্লেশ অনুভব করেও আমার সমস্ত দুঃখের মধ্যে শান্তি ছিল। কিন্তু কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি যেমন প্রদীপ্ত হয়, তেমনি সীতা বিয়োগে আমার দুঃখ পুনরায় উজ্জীবিত হয়েছে (সীতা বিয়োগাৎ পুনরভ্যুদীর্ণং কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ)। সীতাকে নিশ্চয়ই রাক্ষস আকাশ পথে অপহরণ করেছে। হয়ত সীতা গোদাবরী নদীতে গেছেন। কিন্তু তিনি তো একাকিনী কখনই যেতেন না। সীতা হয়ত পদ্ম আনবার জন্য গেছেন। কিন্তু সে চিন্তাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তিনি কখনই আমাকে ছেড়ে পদ্ম আনতে যেতেন না। হয়ত তিনি নানাবিধ পক্ষিপূর্ণ ও পুষ্প শোভিত বনে গেছেন। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। কারণ স্বভাবে তিনি অতি ভীরু একাকিনী কোথাও যেতে তিনি ভয় পেতেন।

তারপর রাম বললেন, হে আদিত্য, সব লোকেরা কি করে বা না করে সমস্তই তুমি দেখ। তুমি সব, লোকের সত্য ও মিথ্যা কর্মের সাক্ষী (লোককৃতাকৃতজ্ঞ লোকস্য সত্যাবৃত-কর্মসাক্ষিন্)। আমি অত্যন্ত শোকাকুল হয়েছি। আমার প্রেয়সী সীতা অপহৃতা হয়েছেন বা কোথাও গিয়েছেন। তুমি সমস্ত ঘটনা আমার কাছে বল।

হে পবন, সমস্ত লোকের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আপনি জানেন না, বলুন সীতাকে কে হরণ করেছে অথবা তিনি মৃতা বা পথিমধ্যে কোথাও তিনি অবস্থান করছেন।

রামের উপরোক্ত বিলাপ শুনে মনে হয় ইনিই কি সেই রাম যিনি লঙ্কা জয়ের পর সীতাকে সমগ্র রাক্ষসকুল, বানরকুল সর্ব সমক্ষে অকথ্য ভাষায় অহেতুক নানা কটুক্তি করে তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। এমন প্রেমিক রাম তখন অত নির্মম কি করে হয়েছিলেন? বিশেষ করে ভক্ত হনুমানের নিকট সীতার পতিব্রতার সাক্ষ্য পেয়েও, রাবণ গৃহে সীতার অশেষ যন্ত্রণার কথা শুনেও—রামের যশোলিপ্সা কি তাঁর এই সুন্দর সুকোমল হৃদয় বৃত্তিকে দমন করেছিল?

তারপর লক্ষ্মণ শোকার্ত রামকে এই ভাবে বিলাপ করতে দেখে বললেন—আপনি এখন শোক ত্যাগ করে ধৈর্য অবলম্বন করে তাঁর অন্বেষণে উৎসাহী হোন।

উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে
সীদন্তি কর্মস্বতি দুষ্করেষু॥ (অরণ্য) ৬৩-১৯

—উৎসাহী ব্যক্তিরা জগতে অতি দুষ্কর কর্মেও ক্লান্ত হয় না।

লক্ষ্মণের সান্ত্বনা রামের হৃদয়কে অধিকতর উদ্বেল করে তুললো। রাম আরও অধিক দুঃখ করতে লাগলেন। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে গিয়ে সীতার কোন সন্ধান পেলেন না। তখন রাম নিজে গোদাবরী নদীতে গিয়ে সীতা কোথায় গেছেন জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু গোদাবরী নদী দুরাত্মা রাবণের রূপ ও কর্ম চিন্তা করে ভয়ে রামকে সীতার কোন তথ্য দিলেন না।

তখন রাম সীতার জন্য পুনরায় বিলাপ করে লক্ষ্মণকে বললেন, ঐ মৃগগুলি আমাকে বারংবার দেখছে। মৃগদের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে মনে হচ্ছে, তারা আমাকে কিছু বলতে চায়। তারপর রাম গদগদ বাক্যে মৃগদের জিজ্ঞেস করলেন, সীতা কোথায়? তখন মৃগরা সহসা উঠে তাঁকে আকাশ মণ্ডল দেখিয়ে দক্ষিণাভিমুখ হল এবং সীতা যে দিক দিয়ে অপহৃতা হয়েছেন, সেই দক্ষিণ দিকে গিয়ে পথ ও মাটি দেখছিল। লক্ষ্মণ তা লক্ষ্য করলেন। তাদের সেই ইঙ্গিতই তাদের প্রত্যুত্তর বলে বুঝতে পারলেন।

বুদ্ধিমান লক্ষ্মণ মৃগদের সংকেত ব্যাখ্যা করে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যদি সেদিকে সীতার দর্শন পাওয়া যায় অথবা তাঁর সন্ধানের কোন আভাস পাওয়া যায়। তখন রাম লক্ষ্মণের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দক্ষিণ দিকে চললেন। দুই ভাই বাদানুবাদ করে এগোলে দেখলেন যে পথ কুসুমাস্তীর্ণ। তা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, আমি বিশেষ ভাবে জানতে পেরেছি যে, বনমধ্যে সীতাকে আমি যে সব ফুল দিয়েছিলাম, তিনি তা পরে ছিলেন। আমি মনে করি বায়ু, সূর্য ও পৃথিবী আমার প্রিয় কাজ করার জন্য ঐ সমস্ত রক্ষা করছেন। লক্ষ্মণকে একথা বলে তিনি পর্বতকে বললেন, পর্বত শ্রেষ্ঠ, তুমি কি সুন্দরী সীতাকে দেখেছ? পর্বত কোন উত্তর না দেওয়ায় সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে সেইরূপ ক্রুদ্ধ হয়ে (ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ গিরিং তত্র সিংহঃ ক্ষুদ্র মৃগং যথা) পুনরায় রাম তাকে বললেন, হে পর্বত, তুমি আমাকে সীতাকে দেখিয়ে দাও, অন্যথা আমি তোমার শিখরগুলি ধ্বংস করব।

রামের কথা শুনে সীতাকে দেখাতে ইচ্ছা করেও পর্বত দেখাতে পারলেন না। অতঃপর রাম তাঁকে পুনরায় বললেন, তুই আমার বাণানলে দগ্ধ হয়ে

ভস্মীভূত হবি (মম বাণাগ্নিনির্দগ্ধো ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি)। তোর চারদিকের বৃক্ষ ও তৃণগুচ্ছ পত্র শূণ্য হবে।

তারপর রাম লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, এই গোদাবরী নদী যদি আমাকে সীতার সংবাদ না দেয়, তবে আমি তাঁকেও বাণানলে শুকিয়ে ফেলব। এই অবস্থায় ক্রুদ্ধ রাম মাটিতে রাক্ষসের বৃহৎ পদচিহ্নগুলি দেখতে পেলেন। রাবণ ভয়ে ভীতা সীতারও অনেক পদচিহ্ন তাঁর চোখে পড়ল। তিনি সীতা ও রাক্ষসের পরিভ্রমণ চিহ্ন ভগ্ন ধনু, ভগ্ন তূণদ্বয়, বহু ভাগে ছিন্ন ভিন্ন রথ দেখে তাঁর চিত্ত অস্থির হয়ে পড়ল। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, ঐ দেখ সীতার ভূষণের স্বর্ণ খণ্ডগুলি ও বিবিধ মালা পড়ে আছে। আমার মনে হচ্ছে রাক্ষসরা সীতাকে বহু ভাগে ছিন্ন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে ভোজন করেছে। সীতার জন্য বিবাদ করে দুই রাক্ষসের মধ্যে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছে। ভূতলে পতিত মণিমুক্তা যুক্ত ও রমনীয় এই ভগ্ন ধনু কার? এই ধনু রাক্ষসদের বা দেবতাদের হবে। এই সোনার কবচ ও দিব্য মালা শোভিত শত শলাকাযুক্ত এই ছত্র কার? এইভাবে রাম যুদ্ধের নানা চিহ্ন, নিহত গাধা, ভগ্ন রথ, নিহত সারথি দেখিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, সীতা মারা গেছেন অথবা রাক্ষসরা তাকে খেয়ে ফেলেছে। মহাবনে তিনি অপহৃতা হলে ধর্ম তাঁকে রক্ষা করলেন না। যদি কেউ সীতাকে হরণ বা ভক্ষণ করে, তবে দেবতারা আমার আর কি প্রিয় কাজ করবেন? যিনি সমস্ত লোকের সৃষ্টি পালন ও সংহার করেন তিনিও যখন নিজের করুণাময় স্বভাববশতঃ নিষ্ক্রিয় থাকেন তখন সমস্ত প্রাণী তাঁর ঐশ্বর্যের কথা না জেনে তাঁকে অবমাননা করে থাকে।

আমি নরম স্বভাব লোকহিতে নিযুক্ত ও পরম দয়ালু; এইজন্য দেবতারা আমাকে নিশ্চয়ই শক্তিহীন মনে করেন। লক্ষ্মণ—, দেখ আমার গুণগুলি দোষে পরিণত হল।

সংহৃত্যেব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
সংহৃত্যেব গুণান্ সর্বান্ মম তেজঃ প্রকাশতে॥ (অরণ্য) ৬৪।৫৭

—যেমন সূর্য নিজের কিরণ দ্বারা চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ সংহার করে উদিত হয়। তেমনি আজ আমার তেজ সমস্ত গুণ সংহার করে প্রদীপ্ত হয়ে প্রকাশিত হবে।

এখানে রাম, সকলকে পালন ও রক্ষা করা যাঁর স্বভাব, সেই সুকোমল স্বভাব

ছেড়ে ধ্বংসের রূপ নেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি যেন কালাপাহাড় সাজবেন। সাধারণ মানুষের মত তিনি দেবতাদেরও দোষারোপ করেছেন।

এখানে রাম কেবল আত্ম প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন, তিনি যে দেবতাদেরই হিতার্থে মানব জন্ম লাভ করেছেন তাও বিস্মৃত হয়েছেন, তাই সীতা হরণে দেবতাদের নির্লিপ্ত থাকতে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

রাম আরও বললেন, লক্ষ্মণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মানব কেউই সুখী নয়। দেখ আমার বাণগুলি আকাশ মণ্ডল পরিপূর্ণ করবে। আজ আমি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদের সমাগম রুদ্ধ করব। যদি দেবতারা আমায় সীতাকে ফিরিয়ে না দেন, তবে এই মুহূর্তে আমার পরাক্রম দেখবেন। আমার ক্রোধে ত্রিলোক বিনষ্ট হলে দেব, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসরা আজ আমার বাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে খণ্ডে খণ্ডে পতিত হবে। যদি দেবতারা সীতাকে আমার কাছে না পাঠায়, তবে আমি তাঁর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত বাণের দ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য এমন কি সমগ্র জগৎ ও ধ্বংস করব। তিনি আরও বললেন—

যথা জরা যথা মৃত্যুর্যথা কালো যথা বিধিঃ।
নিত্যং ন প্রতিহন্যন্তে সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ॥ (অরণ্য) ৬৪।৭৬

—হে লক্ষ্মণ, যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধান নিয়তই সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রযোজ্য। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। তেমনি আমিও ক্রুদ্ধ হয়ে অনিবারণীয় হয়েছি সন্দেহ নেই। যদি দেবতারা সীতাকে না দেন, তবে আমি দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, সর্প ও পর্বতদের সঙ্গে সমগ্র জগৎ ধ্বংস করব।

লক্ষ্মণ রামের ক্রোধ-দীপ্ত বিরহানলের ভীষণ পরিণতির আশঙ্কায় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভুতহিতে রতঃ।
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি॥ (অরণ্য) ৬৫।৪

—পূর্বে আপনি কোমলমতি, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর উপকারে বৃত ছিলেন, এখন ক্রোধান্বিত হয়ে আপনার সে প্রকৃতি ত্যাগ করা উচিত নয়।

চন্দ্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্যে গতির্বায়ৌ ভুবি ক্ষমা।
এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুত্তমং যশঃ॥ (অরণ্য) ৬৫।৫

—চন্দ্রের সৌন্দর্য, সূর্যের প্রভা বায়ুর গতি ও পৃথিবীর ক্ষমা—এই সব গুণ যেমন তাঁদের মধ্যে সর্বদা থাকে। তেমনি অতি উত্তম যশ আপনাতেও সর্বদা আছে।

একস্য নাপরাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি। (অরণ্য) ৬৫।৬

—একের অপরাধে সমুদয় লোককে বিনাশ করা আপনার উচিত হবে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি॥
সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর॥
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যকে নাহি বধি॥
তোমার বাণেত কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার॥
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার। (অরণ্য)

উপরোক্ত আকুতি হতে কঠিন বিপদের মুখেও লক্ষ্মণের ধীর স্থির প্রশান্ত চরিত্রর প্রকাশ পেয়েছে। সসৈন্যে ভরতের বনাগমনে লক্ষ্মণ যেরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছিলেন, অন্য পক্ষে সীতার শোকে মুহ্যমান রামকে যেরূপ প্রবোধ বাণী শুনিয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপদে তিনি অসীম ধৈর্য ধারণ করে রামকে সর্বতো ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

লক্ষ্মণ রামকে প্রবোধ দিয়ে বললেন। হয়ত কোন কারণে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কোন ব্যক্তির যুদ্ধ হয়েছে, তাই অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের সঙ্গে রথ ভেঙ্গে পড়ে আছে এবং এই স্থান অশ্ব খুর চিহ্ন ও রথের চক্র রেখায় পরিপূর্ণ ও রক্ত বিন্দুতে আর্দ্র হয়েছে।

এখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তা এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য এক ব্যক্তির যুদ্ধ। তার বেশী নয়। কারণ বহু সৈন্যের পদ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। অতএব এক জনের জন্য সমগ্র লোক বিনাশ করা উচিত নয়। নৃপতিরা কোমল ও শান্ত স্বভাব। কিন্তু দণ্ডদাতাও বটে। কিন্তু অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডদান করে থাকেন, বিশেষতঃ আপনি সমস্ত প্রাণীর রক্ষক ও পরম গতি।

যেমন সাধুরা দীক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির অপ্রিয় কাজ করেন না, তেমনি দেব, দানব, গন্ধর্ব, সাগর বা নদী কেউই আপনার অপ্রিয় কাজ করছেন না। যে সীতাকে হরণ করেছে তাকেই আপনার অন্বেষণ করা উচিত। অতএব আপনি আমার সঙ্গে মহর্ষিদের সাহায্য নিয়ে ধনু ধারণ করে তাঁর সন্ধান করুন। যতক্ষণ আমরা

সীতার সন্ধান না পাই, আমরা সমুদ্র, পর্বত, গুহা, বন, পদ্মাকর, সরোবর, দেবলোক ও গন্ধর্বলোকে অন্বেষণ করব। যদি দেবতারা শান্তিতে আপনার পত্নীকে না দেন তবে পরে যা কর্ত্তব্য মনে করেন তা করবেন। যদি আপনি সাম, নীতি, ন্যায় ও বিনয়াদি সদ্ব্যবহারেও সীতাকে না পান তাহলে পরে মহেন্দ্রের বজ্রের মত সুদৃঢ় স্বর্ণ পুঙ্খ বাণের দ্বারা সমুদয় জগৎ ধ্বংস করবেন।

লক্ষ্মণ রামকে পুনরায় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দেবতারা যেমন অমৃত লাভ করেছিলেন, তেমনি মহারাজ দশরথ মহা তপস্যা ও মহাযোগ দ্বারা আপনাকে পুত্র রূপে লাভ করেছিলেন। আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে আপনার বিরহেই তাঁর স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটেছে। যদি আপনি এই দুঃখ সহ্য করতে না পারেন তবে অল্প শক্তি সম্পন্ন সাধারণ কোন্ জীব তা সহ্য করবে? আপনি শান্ত হোন। এই সংসারে কোন্ প্রাণীর না বিপদ আসে? আপদ বা বিপদ অগ্নির মত সব প্রাণীকেই স্পর্শ করে। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই তা দূর হয়। যদি আপনি দুঃখিত হয়ে নিজের তেজে সমস্ত লোক দগ্ধ করেন, তাহলে পীড়িত প্রজারা কার আশ্রয় গ্রহণ করে শান্তি পাবে?

স্বভাবতই প্রাণীদের বিপদ থাকে। দেখুন নহুষ পুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করেও নীতি বর্জিত হওয়ায় দুঃখে পড়েছিলেন। আমাদের পিতার পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের এক দিনে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে একদিনেই বিনষ্ট হয়। এই যে জগতের জননী পৃথিবী, তাঁরও কম্পন দেখা যায়। জগতের প্রবর্ত্তক ও নেত্র স্বরূপ এবং যাঁদের উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত—সেই মহাবল সূর্য ও চন্দ্রও রাহু গ্রস্ত হয় (আদিত্য—চন্দ্রৌ গ্রহণমভ্যুপেতৌ মহাবলৌ)। সামান্য ব্যক্তিদের কথা দূরে থাক, দেবতা এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রাণিরাও দৈব হতে মুক্তি লাভ করতে পারেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের মধ্যেও নীতি ও অনীতি আছে বলে শোনা যায়। অতএব আপনি শোক করবেন না। সীতার মৃত্যু বা তাঁকে অপহরণ করলেও সাধারণ ব্যক্তির মত আপনার শোক করা উচিত না। আপনার ন্যায় সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ হিতদর্শী ব্যক্তিরা মহাবিপদেও শোক করেন না। প্রাজ্ঞরা বুদ্ধির দ্বারা শুভ ও অশুভ বুঝতে পারেন। আপনিও বুদ্ধির দ্বারা যথার্থ রূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুণ।

অদৃষ্টগুণদোষাণামধ্রুবাণাং তু কর্মণাম্।
নান্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্টং প্রবর্ততে॥ (অরণ্য) ৬৬।১৭

—প্রত্যক্ষভাবে যাদের গুণ ও দোষ অবগত হওয়া যায় না এবং যারা ফল

উৎপাদন করে বিনষ্ট হয়, সেই কর্মগুলি সম্পন্ন করা ব্যতীত সুখ বা দুঃখ রূপ ফল পাওয়া যায় না।

পূর্বে আপনিই আমাকে অনেকবার এই ভাবে হিতোপদেশ দিয়েছেন। সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও আপনাকে উপদেশ দিতে পারে না। আপনি নিজের শক্তি ও মানুষের পরাক্রম বিবেচনা করে শত্রুদের বধের জন্য চেষ্টা করুণ। আপনি সমস্ত লোক ধ্বংস কেন করবেন? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে খুঁজে বের করে সীতাকে উদ্ধার করুণ।

লক্ষ্মণের কথা শুনে রাম লক্ষণকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি করব, কোথায় কোথায় বা যাব এবং কি উপায়েই বা সীতাকে দেখতে পাব—এ বিষয়ে চিন্তা কর।

লক্ষণ শোকার্ত রামকে বললেন নানা বৃক্ষ ও লতা যুক্ত এবং রাক্ষস পরিপূর্ণ এই জনস্থানে অন্বেষণ করতে পারেন। এখানে অনেক গিরি দুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণ খণ্ড, কন্দর, নানা প্রকার মৃগে পূর্ণ ভয়ংকর গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্বদের নিবাস স্থান আছে।

আপনি একাগ্রচিত্তে এই সব অন্বেষণ করুণ। যেমন পর্বতগুলি বায়ুর বেগে কম্পিত হয় না, তেমনি আপনার মত বুদ্ধিমান মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠরা বিপৎকালে বিচলিত হয় না (আপৎসু ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ)।

লক্ষ্মণের কথায় উৎসাহিত হয়ে রাম ধনুতে এক ভয়ংকর ক্ষুর অস্ত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে সমগ্র বন পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি পক্ষি শ্রেষ্ঠ জটায়ুকে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে পতিত দেখতে পেলেন।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এ নিশ্চয়ই রাক্ষস। গৃধ্র রূপ ধারণ করে বনমধ্যে ভ্রমণ করে থাকে। এই সীতাকে মেরেছে এতে আর সন্দেহ নেই। সীতাকে গ্রাস করে এই রাক্ষস বিশ্রাম করছে। আমি এই রাক্ষসকে বধ করব। ক্রুদ্ধ রাম এই কথা বলে ধনুতে ক্ষুর যোজনা করে তাকে দেখবার জন্য অগ্রসর হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন জটায়ু রক্ত বমি করছে। রামকে দেখে জটায়ু কাতর ভাবে বললেন, তুমি এই মহাবনে যাঁর অন্বেষণ করছ, সেই সীতা ও আমার প্রাণ রাবণ হরণ করেছে। তুমি ও লক্ষ্মণ কাছে না থাকায় রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি সীতাকে সাহায্য করবার জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করলাম। যুদ্ধে আমি তার রথ ও ছত্র ভঙ্গ করলে সে মাটিতে পড়ে গেল! এই তার ভগ্নধনু, শর ও রথ পড়ে আছে। রাবণের সারথিও আমার পক্ষাঘাতে

নিহত হয়ে ভূতলে পতিত রয়েছে। অবশেষে আমি যখন ক্লান্ত হলাম, তখন রাবণ খড়্গ দিয়ে আমার ডানা দুটো কেটে ফেলে সীতাকে নিয়ে আকাশ পথে পলায়ন করেছে। পূর্বেই রাক্ষস আমাকে বিনাশ করেছে, এখন তোমার আর আমাকে আঘাত করা উচিত নয়।

জটায়ুর মুখে সীতার খবর পেয়ে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে থাকেন। রামের দুঃখ দ্বিগুণ বাড়লো। তিনি জটায়ুকে বারংবার উর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করতে দেখে দুঃখিত চিত্তে লক্ষ্মণকে বললেন, আমার রাজ্যচ্যুতি ও বনবাসের জন্য সীতা অপহৃতা হয়েছেন, আমার জন্য এই পক্ষী নিহত হলেন। আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, মনে হয় যেন অগ্নিকেও সে ভাল রূপে দগ্ধ করতে পারে (ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্)। যদি আমি এখন সাগর অতিক্রম করতে চাই—তবে নদীপতি সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যের জন্য শুষ্ক হয়ে উঠবে। মানুষের মধ্যে আমার মত মন্দ ভাগ্য আর দ্বিতীয় কেউই নেই। যেহেতু আমি এই মহাবিপদে পড়েছি, আমার পিতার বয়স্য এই গৃধ্ররাজ জটায়ুও আমারই ভাগ্য দোষে আহত হয়ে ভূমিতলে শয়ন করেছেন। এই কথা বলে রাম পিতার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা দেখানো হয়, তেমনি তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধা দেখিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁকে স্পর্শ করলেন।

রাম জটায়ুকে প্রশ্ন করলেন রাবণ কেন সীতাকে হরণ করেছে ? তিনি জটায়ু পর্ব ও সীতা হরণ বৃত্তান্ত জটায়ুর থেকে জানতে চাইলেন।

জটায়ু অস্ফুট স্বরে বললেন, রাবণ মায়ার দ্বারা সীতাকে হরণ করেছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হলে রাক্ষস রাবণ আমার ডানা দুটো কেটে সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। জটায়ু আরও বললেন। যে মুহূর্তে রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, সেই মুহূর্তে যদি কারো কোন ধন অপহৃত হয় সেই ব্যক্তি অবিলম্বে সেই ধন ফেরৎ পায় (বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎস্বামী প্রতিপদ্যতে)। সেই মুহূর্তের নাম বিন্দ। রাবণ তা বুঝতে পারেনি। যেমন মাছ ধারাল বড়শীতে ধরা দিয়ে শীঘ্র নষ্ট হয়, তোমার প্রিয় জানকীকে চুরি করে সেইরূপ রাবণও অবিলম্বে ধ্বংস হবে। তুমি সীতার জন্য কোন দুঃখ কর না। যুদ্ধে রাবণকে নিহত করে শীঘ্রই সীতার সঙ্গে বিহার করবে। রাবণ বিশ্রবার পুত্র ও কুবেরের ভ্রাতা—এই কথা বলেই জটায়ু প্রাণ ত্যাগ করলেন।

জটায়ুর মৃত্যুতে দুঃখ ভারাক্রান্ত রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এই পক্ষিরাজ রাক্ষসদের আবাসভূমি দণ্ডকারণ্যে বহুবর্ষ সুখে বাস করে মারা গেলেন। তিনি

অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। কালের প্রভাব কেউই অতিক্রম করতে পারে না (কালো হি দুরতিক্রমঃ)। আমার উপকারী জটায়ু সীতার সাহায্য করতে গিয়ে দুর্বৃত্ত রাবণের হাতে নিহত হয়েছেন।

সর্বত্র খলু দৃশ্যন্তে সাধবো ধর্মচারিণঃ।
শূরাঃ শরণ্যাঃ সৌমিত্রে তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি ॥ (অরণ্য) ৬৮।২৪

—জ্ঞানী জীবদের কথা দূরে থাকুক, পক্ষি যোনি জীবদের মধ্যেও দুর্বলের আশ্রয়, শক্তিশালী ধর্মানুষ্ঠায়ীদের দেখা যায়।

দশরথ আমার যেমন পূজনীয় ও মাননীয়, এই পক্ষিরাজও তেমনি আমার পূজনীয় ও মাননীয়। তুমি কাঠ আনো, আমি চিতা তৈরী করে এই গৃধ্ররাজকে দাহ করবো। কারণ তিনি আমার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

তারপর রাম জটায়ুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাঁরা নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন যাঁরা অগ্নিহোত্রী, যাঁরা সংগ্রামে কখনও নিবৃত্ত হন্ না এবং যাঁরা ভূমিদাতা—তাঁদের যে যে লোকে গতি হয় আপনিও আমার হাতের আগুন নিয়ে সেই সব লোকে যান। এই কথা বলে রাম জটায়ুর দেহ দাহ করেন; তারপর রাম লক্ষ্মণ গোদাবরীতে স্নান করে শাস্ত্র মত জটায়ুর তর্পণ করলেন।

তারপর রাম লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করতে করতে পশ্চিম দিকে যেতে লাগলেন। তাঁরা জনস্থান হতে তিন ক্রোশ দূরে গিয়ে ক্রৌঞ্চ নামে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা ঐ অরণ্য হতে তিন ক্রোশ দূরে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেখানে নিবিড় অরণ্যে একটি গুহার নিকটে গিয়ে দেখলেন এক ভয়ংকরী মুক্তকেশী রাক্ষসী মৃগ মাংস খাচ্ছে। সেই রাক্ষসী লক্ষ্মণের নিকট গিয়ে তাঁকে বললো, হে নাথ, এসো আমরা দুজনে বিহার করি। এই কথা বলে সে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বলল, আমার নাম আয়ামুখী, আমার পরম লাভ হল, তুমি আমার প্রিয় হলে। হে বীর, তুমি দীর্ঘ কাল জীবিত থেকে পর্বত, দুর্গ ও নদীতে আমার সঙ্গে বিহার করবে।

রাক্ষসীর কথা শুনে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তার কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি ছিন্ন করলেন। সেই ঘোর দর্শনা রাক্ষসী বিকট স্বরে চীৎকার করতে লাগল এবং যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে পলায়ন করল। সে চলে গেলে পর রাম লক্ষ্মণও দ্রুত বেগে গিয়ে এক নিবিড় বন পেলেন। তখন লক্ষ্মণ রামকে বললেন, হে আর্য, আমার বাহু অত্যন্ত কাঁপছে। মনও উদ্বিগ্ন হচ্ছে এবং প্রায়ই অশুভ ইঙ্গিত অনুভব করছি। সুতরাং আপনি আমার কথা রাখুন, শান্ত হোন। অশুভ

ইঙ্গিতগুলি ভয়ের সম্ভাবনার সূচনা বলে আমি মনে করি। বরং ঐ অতি ভয়ানক বঞ্জুলক পক্ষি যেন আমাদের যুদ্ধে বিজয় কীর্তণ করার শব্দ করছে (এষ বঞ্জুলকো নাম পক্ষী পরমদারুণঃ)।

অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণ সমগ্র বন অন্বেষণ করতে লাগলেন। তখন এক বিকট শব্দে সমস্ত বন যেন ভেঙ্গে ফেলল। হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ু বইতে লাগলো এবং তার মধ্যে এক বিকট শব্দ সমস্ত বন যেন পূর্ণ করে ফেললো। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে অসি নিয়ে সেই শব্দের উৎপত্তি স্থানে গিয়ে এক বিশাল বক্ষ রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। সেই কবন্ধ রাক্ষসের নীল মেঘের মত বর্ণ, অতি বৃহৎ ভয়ংকর ও মেঘের মত শব্দকারী। তার মস্তক ও গ্রীবা নেই, কেবল উদরে একটি মুখ আছে। এবং তাতে একটি মাত্র চোখ অগ্নি শিখার মত জ্বলছে। সেই রাক্ষস মানুষকে গ্রাস করবার জন্য সর্বদাই মুখ ব্যাদান করে আছে। সে এক যোজন প্রমাণ দীর্ঘ ভয়ংকর উভয় হস্ত দিয়ে ভয়ংকর সিংহ, ভল্লুক, মৃগ ও পক্ষিদের ভক্ষন করছিল। আবার উভয় হস্ত দ্বারা নানা রকম পক্ষি ও পশুকে আকর্ষণ করে দূরে নিক্ষেপ করছিল।

তারপর রাম লক্ষ্মণ উভয়কে কবন্ধ রাক্ষস এক সঙ্গে ধরলে উভয় ভ্রাতা অবশ হয়ে পড়লেন। রাম ধৈর্য ধরে নীরব রইলেন। কিন্তু বালক বুদ্ধি লক্ষ্মণ অস্থির হয়ে বললেন—আমি অবশ হয়ে রাক্ষসের বশীভূত হয়েছি। আপনি আমাকে তার ভোগ্য রূপে দান করে স্বচ্ছন্দে পলায়ন করুন (মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্)। আমার মনে হচ্ছে আপনি অবিলম্বে সীতাকে লাভ করবেন আপনি পিতৃ পিতামহের রাজ্যে গিয়ে আমাকে মনে রাখবেন।

এই উক্তির মধ্যেও লক্ষ্মণের এক অপূর্ব মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। রামের জন্য আত্মোৎসর্গ করতেও লক্ষ্মণ কুণ্ঠিত নন। যদিও লক্ষ্মণের এই দুর্বলতা সাময়িক।

রাম লক্ষ্মণকে অভয় দিলেন। এমন সময় কবন্ধ তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলো এবং কি উদ্দেশ্যে তাঁরা ঐ স্থানে এসেছেন তাও জানতে চাইলো। সে আরও বলল, যখন তোরা আমার কাছে এসেছিস, তখন নিশ্চয়ই তোদের জীবন দুর্লভ হয়েছে। কবন্ধের কথা শুনে রাম শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, আমি সীতাকে পেলাম না। বরং আরও বেশী ক্লেশ পেয়ে নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছি।

কালস্য সুমহদ্বীর্য্যং সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ ॥
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতৌ।
ন হি ভারোঽস্তি দৈবস্য সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ ॥ (অরণ্য) ৬৯।৪৮-৪৯

—হে লক্ষ্মণ, সমস্ত প্রাণী হতে কালই সর্বাধিক শক্তিশালী। দেখ, আমরাই কালের প্রভাবে বিপদে মোহিত হলাম। প্রাণীদের দুঃখ দিতে কালের পক্ষে কঠিন নয়।

শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ রণাজিরে।
কালাভিপন্নাং সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ॥ (অরণ্য) ৬৯ ৫০

—যেমন বালুকাময় সেতুগুলি তরঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ শক্তিশালী বলবান ও অস্ত্র প্রয়োগ নিপুণ ব্যক্তিরাও কাল প্রেরিত হয়ে যুদ্ধে পরাজিত হয়।

বিধি যে অলঙ্ঘনীয় রাম বার বার বিভিন্ন পরিবেশে তা প্রকাশ ও স্বীকার করেছেন।

রামের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে লক্ষ্মণ রামকে বললেন, এই অধম রাক্ষস আমাকে ও আপনাকে খাবে। আসুন ইতিমধ্যে আমরা অসির দ্বারা তার হস্তদ্বয় কেটে ফেলি। এই ভয়ংকর রাক্ষসের সমগ্র শক্তি তার হাতে। এই রাক্ষস সমস্ত লোককে পরাজিত করে আপনাকে ও আমাকে বধ করতে চাইছে। নিশ্চেষ্ট থেকে যজ্ঞের পশুর মত নিহত হওয়া রাজার পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত।

রাক্ষস এই কথা শুনে রাম লক্ষ্মণকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। তখন দুই ভ্রাতা রাক্ষসের দুই বাহু কেটে দিলেন। ছিন্ন বাহু সেই রাক্ষস বিকট আর্তনাদে চারদিক কাঁপিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সে নম্র ভাবে জিজ্ঞেস করলো তোমরা কে ?

তখন লক্ষ্মণ কবন্ধকে তাঁদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের বনে আসার কারণ ও সীতা হরণ বিষয়ে রাক্ষসকে জানালেন। লক্ষ্মণও কবন্ধ রাক্ষসের পরিচয় জানতে চাইলেন।

রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি ভাগ্যক্রমে আপনাদের দেখা পেলাম। আমার পরম সৌভাগ্য আপনারা আমার দু' হাত কাটলেন। সে রামকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমার এই বিকৃত রূপ আমার ঔদ্ধত্যের অভিশাপ। তারপর সে আত্মপরিচয় দিয়ে জানাল যে সে এক দানবের পুত্র দনু। সে মহাশক্তিশালী ও অত্যন্ত রূপবান ছিল। কিন্তু সে এই রূপ নিয়ে বনের ঋষিদের ভয় দেখাতো। একদিন মহর্ষি স্থূলশিরাকে ভয়ংকর মুখ করে ভয় দেখিয়ে ফলমূলাদি কেড়ে নিয়েছিল। তখন তিনি রাক্ষসকে "তোর এই নৃশংস রূপই থাকুক" বলে অভিসম্পাত করেন। তারপর রাক্ষসের অনুরোধে তিনি বললেন, রাম যখন

তোর মুণ্ড ছিন্ন করে নির্জন বন মধ্যে তোকে দগ্ধ করবেন তখন তুই নিজের সুবিশাল মনোহর রূপ পুনরায় ফিরে পাবি। তারপর কবন্ধ রাক্ষস রাম ও লক্ষ্মণকে অনুরোধ করে বলল, আপনারা আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করুন। আমি সীতা উদ্ধার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আপনাদের সহায়তা করবো এবং এখন আপনাদের যাঁর সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত, তাও বলবো।

তখন রাম বললেন, হে বীর, আমরা হস্তিদের দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ এনে স্বয়ং গর্ত খনন করে তোমাকে দাহ করব। তুমি আমাকে বল কে সীতাকে অপহরণ করেছে ও সীতা এখন কোথায় ?

উত্তরে কবন্ধ বলল, এখন আমার দিব্য জ্ঞান নেই, সেজন্য সীতা এখন কোথায় আছেন তা বলতে পারছি না। আমাকে দাহ করুন। আমি পূর্ব রূপ লাভ করার পর আপনাকে সীতার সংবাদ দিতে পারবো। আমার দিব্য জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় আমি দগ্ধ না হলে কোন রাক্ষস সীতাকে হরণ করেছে, তা জানতে পারব না। আমাকে দাহ করলে যিনি সেই রাক্ষসকে জানেন আপনাকে তাঁর নাম বলবো। আপনি অল্পক্ষণেই পরাক্রম দেখাতে পারবেন। সদাচারী তাঁর সঙ্গে আপনাকে বন্ধুত্ব করতে হবে। তিনি আপনার সাহায্য করবেন। পূর্বে তিনি কোন কারণ বশতঃ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিলেন। ত্রিলোক মধ্যে কোন স্থানই তাঁর অজ্ঞাত নেই।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণের সহায়তায় চিতায় কবন্ধের দেহ দাহ করার পর সে দিব্য রূপ লাভ করে চিতা হতে উঠে বলল, দুর্দশা গ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য দুর্দশা গ্রস্ত ব্যক্তিই সাহায্য করে থাকে। আপনি বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন। বালী তাঁকে রাজ্যের জন্য তাঁর রাজ্য হতে বিতাড়িত করেছেন। সেই নির্বাসিত তেজস্বী, মহাবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, সুদক্ষ, অতি প্রগলভ, মহাশক্তিশালী সুগ্রীবের সঙ্গে ঋষ্যমূক নামক পর্বতে গিয়ে বন্ধুত্ব করুন। তিনি আপনাকে সীতা অন্বেষণে সাহায্য করবেন। অতএব শোকাভিভূত হবেন না।

ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্যথা।
কর্তুমিক্ষ্বাকুশার্দূল কালো হি দুরতিক্রমঃ॥ (অরণ্য) ৭২।১৬

—হে ইক্ষ্বাকু শ্রেষ্ঠ! ভবিষ্যতে যা অবশ্যম্ভাবী, তা অন্যথা করতে কারোও সামর্থ্য নেই। কারণ কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

আপনি অনতিবিলম্বে ঋক্ষ রাজার ক্ষেত্রজ পুত্র সুগ্রীব যিনি বালীর নিগ্রহের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছেন, আপনারা দুই ভ্রাতা তাঁর অভিপ্রেত কার্য সাধনে

সমর্থ। তাঁর কার্য সিদ্ধি হোক বা না হোক, তিনি আপনাদের সহায়তা করবেন। তিনি বানরদের সঙ্গে পম্পা সরোবরে ভ্রমণ করছেন। সুগ্রীব ইহলোকে রাক্ষসদের সমস্ত আবাস স্থল ভাল ভাবে জানেন।

কবন্ধ রাক্ষস রামকে পম্পা সরোবরে যাবার পথেরও নির্দেশ দিল। মতঙ্গ মুনির বন ও আশ্রমের পরিচয় দিল এবং প্রতীক্ষারত তপস্বিনী শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলল। কারণ রামের দর্শন পেলে শবরী স্বর্গে যাবেন বলে কবন্ধ রাক্ষস পূর্ব রূপ লাভ করে চলে গেল।

রাম ও লক্ষ্মণ পম্পা সরোবর তীরে মতঙ্গ মুনির বনে শবরীর আশ্রমে গেলেন। শবরী তাঁদের মতঙ্গ বন দেখালেন। তারপর শবরী আত্মহুতি দিয়ে দিব্য ধামে চলে গেলেন।

অতঃপর রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবর অভিমুখে যাত্রা করেন। পম্পা সরোবরের বসন্ত কালের মনোহর শোভা দর্শনে বিরহী রামের বিরহ ব্যথা আধকতর বৃদ্ধি পেলো।

বিরহী রামকে লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি স্থির হোন। শোক সংবরণ করুন। প্রিয়জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটে, সেই সত্য স্মরণ করে মায়া ত্যাগ করুন। অধিক তেল সংযোগে আর্দ্র পলতে বর্তিকাও দগ্ধ হয়ে থাকে (অতিস্নেহ পরিষ্বঙ্গাদ বর্ত্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে)। রাবণ যদি পাতালে বা তারও নীচে গমন করে, তথাপি সে ধ্বংস হবে। এখন সেই পাপাত্মা রাক্ষসের অনুসন্ধান করা উচিত। রাবণ যদি সীতাকে ফেরৎ না দিয়ে তাঁর সঙ্গে অসুর জননী দিতির গর্ভেও প্রবেশ করে, তথাপি আমি সেখানে তাকে হত্যা করব। প্রয়োজনীয় বস্তু অপহৃত হলে যদি চেষ্টা করা না হয়, তবে কখনই পুনরায় তা লাভ করা যায় না। সুতরাং আপনি সুস্থ হয়ে এই দীনবুদ্ধি ত্যাগ করুন।

উৎসাহো বলবানার্য্য নাস্ত্যৎসাহাৎ পরং বলম্।
সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্॥ (কিঃ) ১।১২১

—হে আর্য, উৎসাহই পরম বল। তার থেকে আর উৎকৃষ্ট বল নেই। কেননা উৎসাহ সম্পন্ন জীবদের লোক মধ্যে কিছুই দুর্লভ হয় না।

উদ্যমী পুরুষ কোন কাজেই অবসাদগ্রস্ত হন না। আমরা কেবল উদ্যম দ্বারা সীতাকে পুনরায় লাভ করব। আপনি বিশুদ্ধ চিত্ত ও মহাত্মা হয়েও কেন তা বুঝতে পারছেন না। শোক সংবরণ করে কাম প্রবৃত্তি ত্যাগ করে চিত্ত ব্যাকুলতা দূর করুন।

লক্ষ্মণের উক্ত যুক্তি হতে তিনি যে যথার্থই রামের হিতাকাঙ্ক্ষী তা বুঝা যায়। তিনি বিপদের দিনে ও নৈরাশ্যের সময়ে রামকে উৎসাহিত করতে নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই সান্ত্বনা বাক্যের মধ্যে তাঁর দার্শনিক মনটিও সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজে সংযমী পুরুষ। তাই সমস্ত রামায়ণে কোথাও স্ত্রী উর্মিলার জন্য তাঁর কোন প্রকার বিরহ ব্যথা প্রকাশ পায়নি। তিনি প্রকৃত সংযমী ছিলেন বলেই অনুজ হয়েও রামকে কাম পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিতে সাহসী ও সক্ষম হয়েছিলেন।

লক্ষ্মণের সান্ত্বনা বাক্যে রাম শোক ও মোহ সংবরণ করে ধৈর্য ধারণ করলেন। A helping word to one in trouble is often like a Switch on a railroad-track-an inch between wreck and smooth rolling prosperity—American Clergy Henry Ward Beecher-এর এই উক্তিটি রামের জীবনে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লক্ষ্মণের সহানুভূতি বাক্যে।

উভয় ভ্রাতা সুগ্রীবের খোঁজে ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হলেন। অস্ত্রধারী মহাবীর রাম লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব ভীত হলেন। সুগ্রীব মনে করেছিলেন ভ্রাতা বালী চীর বস্ত্র পরিধেয় এই দুজনকে ছদ্মবেশে তাঁর সন্ধানেই পাঠিয়েছেন। সুগ্রীবকে শঙ্কিত হতে দেখে তাঁর অমাত্যরা তাঁর অনুগমন করলেন। হনুমান অভয় দিয়ে সুগ্রীবকে বললেন, আপনি এই সময় নিজে বানরের মত চপলতা প্রকাশ করছেন। আপনার চিত্ত চঞ্চল হওয়ায় বুদ্ধি স্থির করতে পারছেন না। রাজা বুদ্ধি হীন হলে প্রজাদের শাসন করতে পারেন না।

সুগ্রীব হনুমানকে রাম লক্ষ্মণের অভিপ্রায় কি এবং এই বনে আগমনের উদ্দেশ্য কি ইত্যাদি জানবার জন্য বললেন।

হনুমান সন্ন্যাসীর রূপ নিয়ে রাম লক্ষ্মণের নিকট আসলেন এবং তাঁদের প্রণাম করে বললেন, আপনারা ব্রহ্মচারী, বীর, অতি কঠোর ব্রতধারী আপনারা রাজর্ষি ও দেবতুল্য। আপনারা কি জন্য এই অরণ্যে এসেছেন? বনচারী মৃগ ও অন্যান্য জীবের ভয়ের কারণ হচ্ছেন কেন? আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। পবনের ঔরসে বানরীর গর্ভে আমার জন্ম। আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করতে পারি ও ইচ্ছানুরূপ স্থানে যেতে পারি। এখন সুগ্রীবের জন্য সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে ঋষ্যমূক পর্বত হতে এসেছি। তিনি আপনাদের বন্ধুত্ব চান।

রাম তখন লক্ষ্মণকে বললেন, আমি যাঁর অন্বেষণে এখানে এসেছি সেই বানর শ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের মন্ত্রী আমার নিকট এসেছে, তুমি বাক্‌পটু বানরকে প্রত্যুত্তর দাও।

লক্ষ্মণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, তাঁরা প্রখ্যাত ও ধার্মিক রাজা দশরথের পুত্র। সর্বগুণান্বিত রাম দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সর্ব প্রকার রাজ-লক্ষ্মণ থাকা সত্বেও রাজ্য প্রাপ্তিকালে কোন কারণ বশতঃ রাজ্য-ভ্রষ্ট হয়ে উনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁর ভার্যা সীতার সঙ্গে বনে এসেছিলেন। আমি এই বহু শাস্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরন্তু তাঁর গুণমুগ্ধ দাসের মত তাঁর পরিচর্যা করি। আমার নাম লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণের আত্ম পরিচয়ের ভঙ্গীতে তাঁর বিনয়ই কেবল প্রকাশ পায়নি, বরং রাম যে তাঁর কাছে এক মহৎ আদর্শ তা প্রকাশ করে তিনি গৌরব অনুভব করলেন।

অতঃপর লক্ষ্মণ হনুমানকে রাবণের সীতা হরণ কাহিনী বলে বললেন, দানব দনু রামকে বলেছে যে মহাবীর সুগ্রীবই এই বিষয়ে অবগত আছেন। সে আমাদের সুগ্রীবের শরণাগত হতে বলেছে। পূর্বে রাম সব প্রাণীদের আশ্রয় স্বরূপ ছিলেন, নানাবিধ ধন দান করে যশও লাভ করেছেন। ইনি এখন সুগ্রীবের আশ্রয় কামনা করছেন। শোকাভিভূত রাম সুগ্রীবের শরণার্থী হলে রামের প্রতি যেন দয়া করা হয়। লক্ষ্মণ অশ্রু মোচন করতে করতে এই সব কথা বললে হনুমান সকরুণ ভাবে বললেন, সুগ্রীবেরও আপনাদের সঙ্গে মিলন আবশ্যক হয়েছে। বরং ভাগ্যানুসারে—আপনারাই তাঁর চোখের সামনে এসেছেন।

সুগ্রীবও রাজ্য-ভ্রষ্ট এবং বালীর ভয়ে ভীত হয়ে এই বনে বাস করছেন। কোন কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়েছে। সেই জন্য বালী তাঁকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করে তাঁর স্ত্রীকে হরণ করেছে। সীতা অন্বেষণ বিষয়ে সুগ্রীব আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করবেন। এই কথা বলে হনুমান লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট যেতে আমন্ত্রণ জানালেন।

লক্ষ্মণ রামকে বললেন, হনুমান প্রসন্ন হয়ে যা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে সুগ্রীবেরও আপনার সাহায্যের কিছু প্রয়োজন। অতএব আপনি কৃতকার্য্য হবেন। হনুমানের মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে প্রকৃতই খুসী হয়েই এই কথা বলেছে। সুতরাং তার কথা কখনই মিথ্যা হবে না।

তারপর রাম সম্মত হলে হনুমান সন্ন্যাসীর পোষাক ছেড়ে রাম লক্ষ্মণকে তাঁর পিঠে করে ঋষ্যমূক পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেইখানে পৌছে হনুমান রাম লক্ষ্মণের পরিচয় সুগ্রীবকে দিলেন।

হনুমানের কথা শুনে সুগ্রীব রামের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের জন্য হাত বাড়িয়ে

দিলেন। এখন হনুমান কাঠ ঘষে অগ্নি জ্বালালেন। তারপর পুষ্প দ্বারা অগ্নির পূজা করে রাম ও সুগ্রীবের মাঝখানে ঐ অগ্নি রাখলে, রাম ও সুগ্রীব উভয়ে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করলেন। এই ভাবে রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হল। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

সুগ্রীব রামকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, শীঘ্রই পত্নীর জন্য আপনার বিরহ ব্যথা দূর হবে। যেমন বিষ্ণু অসুরের দ্বারা অপহৃতা শ্রুতি (বেদ) কে উদ্ধার করেছিলেন, তেমনি আমি রাক্ষসের দ্বারা অপহৃতা আপনার ভার্যাকে উদ্ধার করব। আপনার স্ত্রী রসাতলেই থাকুন বা আকাশেই থাকুন (রসাতলে বা বর্ত্তন্তীং বা নভস্থলে) আমি তাঁকে এনে দেব। আপনি আমার একথা সত্য বলে মনে করুন।

ন শক্যা সা জরয়িতুমপি সৈন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ।
তব ভার্য্যা মহাবাহো ভক্ষ্যং বিষকৃতং যথা॥ (কিঃ) ৬।৭-৮

—যেমন কোন ব্যক্তিই বিষ মিশ্রিত অন্ন খেয়ে হজম করতে পারে না, তেমনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেব এবং দানবরাও আপনার ভার্যাকে হরণ করে উপভোগ করতে পারবে না।

আমি অবশ্যি তাঁকে উদ্ধার করব। আপনি দুঃখ করবেন না। কয়েকদিন পূর্বে এক ভয়ানক রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করে আকাশ পথে গমন করেছে—আমি তা দেখেছি। এখন মনে হচ্ছে যে তিনিই মিথিলা রাজনন্দিনী সীতা। তখন তিনি রাক্ষস রাবণের ক্রোড়ে নাগরাজ বধূর ন্যায় ছটফট করতে করতে বিকট স্বরে 'হা রাম' 'হা লক্ষ্মণ' বলে কাঁদছিলেন। সেই সময় চার মন্ত্রীর সঙ্গে আমি পর্বত শিখরে বসেছিলাম। সেই রমণী আমাদের দেখে উত্তরীয় ও সুন্দর অলঙ্কার উপর থেকে ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা সেই সব গয়না রেখে দিয়েছি। আপনাকে এখন তা দেখাচ্ছি। আপনি দেখলে বোধ হয় তা চিনতে পারবেন।

সুগ্রীব উত্তরীয় ও অলঙ্কারগুলি এনে রামকে বললেন, এগুলি দেখুন। রাম উত্তরীয় ও অলঙ্কারগুলি দেখে চিনতে পেরে অশ্রুসিক্ত নয়নে 'হা প্রিয়ে' কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পরে তিনি উঠে বারংবার সেই গয়নাগুলি বুকে জড়িয়ে ধরে সাপের মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

সীতার অলঙ্কারগুলি দেখে লক্ষ্মণ বললেন—

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে॥
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ। (কিঃ) ৬।২২

—আমি প্রতিদিন সীতার চরণ বন্দনা করতাম। সেজন্য এই নূপুর দুটি আমি চিনতে পারছি। কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল চিনতে পারছি না। অর্থাৎ লক্ষ্মণ কখনো সীতার মুখের দিকে তাকাননি।

এই উক্তি হতে লক্ষ্মণের অসামান্য সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের চরিত্র এত দৃঢ় ছিল বলেই বছরের পর বছর এক সঙ্গে বাস করেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ জায়ার চরণ ব্যতীত অঙ্গের অন্য কোন অংশের দিকে দৃষ্টি দেননি। কত দৃঢ় মনোবল থাকলে, এমন সংযম সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুগ্রীবের অভিষেকের পর রাম ও লক্ষ্মণ প্রস্রবণ নামক পর্বতে আসলেন। ঐ গিরি শিখরের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা রামকে পুনরায় শোকাকুল করলো। তখন লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্বথা বিদিতং হি তে ॥ (কিঃ) ২৭।৩৪

—বৃথা দুঃখ বা শোক করা আপনার উচিত হচ্ছে না। কারণ আপনি জানেন যে শোকগ্রস্ত পুরুষের সব রকম কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

হে রঘুনন্দন, আপনি কর্তব্যপরায়ণ, দেবপরায়ণ আস্তিক, ধর্মশীল এবং উদ্যোগী পুরুষ হয়েও এ সময়ে শোকে এমন কাতর হলে বিক্রমশালী কুটিলমতি সেই শত্রু রাবণ রাক্ষসকে যুদ্ধে বিনাস করতে পারবেন না।

আপনি সব রকম শোক ত্যাগ করুন, ধৈর্য ধরুন। তাহলেই সেই শত্রু রাক্ষসকে সপরিবারে নিহত করতে পারবেন। আপনি সাগর, কানন ও পর্বতসহ এই পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, সেই স্থলে রাবণ কি ছাড়? যাহোক এখন বর্ষা কাল আসছে। শরৎকালের জন্য অপেক্ষা করুন। তাহলেই রাষ্ট্র ও বান্ধবদের সঙ্গে রাবণকে বধ করতে পারবেন।

অহং তু খলু তে বীর্যং প্রসুপ্তং প্রতিবোধয়ে।

দীপ্তৈরাহুতিভিঃ কালে ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্ ॥ (কিঃ) ২৭।৪০

—হোম কালে প্রদীপ্ত আহুতি দিলে যেমন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তেমনি আমি এই বীরোক্তি দ্বারা আপনার প্রসুপ্ত বীর্যকে উদ্বোধিত করছি।

লক্ষ্মণের এই হিতকর উক্তি শুনে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, অনুরক্ত, প্রিয় ও হিতকারী ব্যক্তির যা বক্তব্য, সত্য বিক্রম সম্পন্ন তুমি তাই বলেছ। সুতরাং আমি সব রকমের অবসাদ ও শোক ত্যাগ করে মহাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। তোমার কথায় সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও নদীগুলির জলের কথা মনে করে

শরৎকালের প্রতীক্ষা করছি। সেই সময় মনে হয় সুগ্রীব আমায় সাহায্য করবেন। কারণ—

উপকারেণ বীরস্তু প্রতিকারেণ যুজ্যতে।

অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ॥ (কিঃ) ২৭।৪৫

—বীররা উপকৃত হলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করে থাকে। যদি তারা অকৃতজ্ঞ হয় এবং প্রত্যুপকার না করে, তাহলে সাধুদের চিত্ত কখনই আর তাতে প্রবৃত্ত হবে না।

তারপর লক্ষ্মণ জোড়হাত করে রামকে বললেন, আপনার যা ইচ্ছা তা আপনি ব্যক্ত করলেন, সুগ্রীবও শীঘ্র তা সম্পন্ন করবেন আশা করি। এজন্য আপনি শত্রু নিধনে নিশ্চিন্ত হয়ে শরৎকালের প্রতীক্ষা করে উপস্থিত বর্ষাকালের কয়েকমাস সহ্য করুন। আপনি ক্রোধ সংবরণ করে শরৎকালের প্রতীক্ষায় চারমাস সহ্য করে আমার সঙ্গে মৃগরাজসেবিত এই পর্বতে বাস করুন। তাহলেই শত্রু বধ করতে পারবেন।

সীতা বিরহে শোকার্ত রামকে নির্জন স্থানে দুঃসহচিন্তান্বিত ও অচেতন প্রায় দেখে ভ্রাতার বিষাদে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, হে আর্য, আপনি কাম বশবর্ত্তী হয়ে কি জন্য নিজের পৌরুষ হানি করছেন? এই শোকের জন্য আপনার চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতএব যোগপথ অবলম্বন করলে কি আপনার এই সমস্ত চিন্তা দূর হবে না? (কিমত্র যোগেন নিবর্ততে ন)

লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিয়ে আরও বললেন, আপনি শোক ত্যাগ করে পৌরুষ বৃদ্ধির জন্য দেবার্চনাদি করুন। আপনার স্ত্রীকে কেউই নিতে পারবে না। কারণ প্রজ্বলিত অগ্নি শিখা স্পর্শে কে না দগ্ধ হয়?

লক্ষ্মণের কথা শুনে রাম বললেন, তুমি যা বললে তা মঙ্গলজনক, সত্য রাজনীতি সমন্বিত ও ধর্ম সঙ্গত। সুতরাং তোমার কথানুসারে আমার কর্ম করা অবশ্য কর্তব্য। তারপর রাম সীতার কথা মনে করে লক্ষ্মণের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, এখনই যুদ্ধ যাত্রার উপযুক্ত সময়। কিন্তু সুগ্রীবকে সে রকম উদ্যোগী দেখছি না।

সীতার অদর্শনে রাম বিরহে শোকাকুল হয়ে বললেন, বর্ষার চারমাস যেন আমার কাছে শতবর্ষ মনে হয়েছে। যেমন উদ্যান মধ্যে চক্রবাকী নিজ স্বামী চক্রবাকের পশ্চাৎ অনুগমন করে, তেমনি সীতা দণ্ডকারণ্যে আমার অনুগামিনী হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ, আমি প্রিয়াহীন, শোকার্ত, রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত হয়েছি

বলেই বানররাজ সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা করছে না। আমি অনাথ, আমার রাজ্য হৃত হয়েছে, রাবণ আমাকে তিরস্কার করেছে, আমি দীন আমার গৃহ এই স্থান হতে বহু দূরে, আমি কামাসক্ত এবং সুগ্রীবের শরণাগত—সে একথা মনে করছে। এই সব কারণেই সেই দুরাত্মা বানররাজ সুগ্রীব আমাকে অবজ্ঞা করছে। সেই দুর্মতি সুগ্রীব সময় স্থির করে সীতার অন্বেষণ বিষয়ে যেরূপ অঙ্গীকার করেছিল, এখন তা বিস্মৃত হয়েছে। অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে আমার কথামত গ্রাম্য সুখে আসক্ত মূর্খ সেই সুগ্রীবকে বল –

যে ব্যক্তি পূর্বের উপকারী, বলবান অথচ বীর্যশালী প্রার্থীদের আশা পূরণে প্রতিশ্রুত হয়ে তা পূরণ করে না, লোকে তাকে অধম পুরুষ বলে। যিনি শুভ বা অশুভ নিজ প্রতিশ্রুত বাক্য সত্য রূপে প্রতিপালন করেন, লোকে তাঁকে বীর ও উত্তম পুরুষ বলে থাকে। যারা স্বয়ং কৃতকার্য হয়ে অকৃতার্থ মিত্রদের কার্য করেন না, তাদের কৃতঘ্ন বলা হয়। তারা মারা গেলে কুক্কুরাদিও তাদের খায় না। আরও বলবে যে তুমি ক্রুদ্ধ হলে তোমার ধনুর বিদ্যুৎ স্বরূপ রূপ দর্শন এবং আমি ক্রুদ্ধ হলে যুদ্ধ স্থলে বজ্রধ্বনির ন্যায় আমার ধনুর ভয়ংকর শব্দ শুনতে কি তার ইচ্ছা করছে? এইভাবে তুমি আমার শক্তি সম্বন্ধে সুগ্রীবকে জানালে তার মনে ভয় হবে, লক্ষ্মণের সহায়তায় রাম যখন বালীকে বধ করেছেন, তখন আমাকেও বধ করতে পারেন।

সীতা উদ্ধারের জন্য মিত্রতা স্থাপন এবং বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করা প্রভৃতি যে সব আয়োজন করেছিলাম, কার্যসিদ্ধির পর সে কি তা ভুলে গেছে? নারীদের সঙ্গে বিহারে সুগ্রীব এতই তন্ময় হয়েছে যে চারমাস অতিক্রান্ত হয়েছে, সে তাও বুঝতে পারেনি। আমরা শোকাকুল জেনেও সে মন্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে বিহার ও মদ্য পানে মত্ত হয়ে আমাদের প্রতি তার দয়া হচ্ছে না। অতএব তুমি সুগ্রীবের কাছে গিয়ে আমার এই সব কথা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বলবে -

সুগ্রীব, তোমার ভাই বালী নিহত হয়ে যে পথে গেছে, আজও সে পথ রুদ্ধ হয়নি (ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ)। অতএব তুমি স্থির প্রতিজ্ঞ হও, বালীর পথে যেও না। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

সুগ্রীবকে এইরূপ বললে সে যদি নির্দ্ধারিত কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তাকে বলবে, তুমি কালাতিক্রম না করে শীঘ্র শুভ কার্যের অনুষ্ঠান কর। আরও বলবে, হে বানরেশ্বর, তুমি যেরূপ সত্যে প্রতিশ্রুত আছ, সনাতনধর্ম মনে

করে তা প্রতিপালন কর। নতুবা আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে আজ যমালয়ে গিয়ে প্রেত রূপে তুমি বালীকে দেখবে।

শোকার্ত রামকে এইভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বিলাপ করতে দেখে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রামকে বললেন, সুগ্রীব বানর। সে যে আপনার সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় সদ্‌ভাব দেখাবে তা মনে হয় না। সে নিশ্চয় বুঝতে পারছে যে তার এই নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফল। যাহোক সে যখন আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে উৎসুক নয়, তখন নিশ্চয়ই সে বানর রাজলক্ষ্মী ভোগ করতে পারবে না (ন ভোক্ষ্যতে বানর-রাজ্যলক্ষ্মীং)।

হতবুদ্ধি সুগ্রীব আপনার কৃপায় গ্রাম্য সুখ ভোগে ও বিহারে আসক্ত রয়েছে। প্রত্যুপকারে তার ইচ্ছে নেই। সুগ্রীব নিহত হয়ে তার অগ্রজ বালীকে দর্শন করুক। এইরূপ গুণহীন বানরকে রাজ্যাধিকারী করা যুক্তিযুক্ত হয়নি (ন রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম্)। আমি ক্রোধ সংবরণ করতে পারছি না। আমি মিথ্যাশ্রয়ী সুগ্রীবকে আজই নিহত করব, তারপর বালীপুত্র বীর অঙ্গদ, বানরদের সঙ্গে সীতার খোঁজ করুক। এই কথা বলে লক্ষ্মণ দ্রুত সুগ্রীবকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে রাম শান্ত ভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

ন হি বৈ ত্বদ্বিধো লোকে পাপমেবং সমাচরেৎ।
কোপমার্য্যেণ যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ। (কিঃ) ৩১।৬

—এই মর্তলোকে তোমার মত ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা মিত্র বধ রূপ পাপাচরণ করে না। বিবেক বলে যিনি ক্রোধকে সংযত করতে পারেন, তিনিই বীর এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

বিপদেও যে এভাবে ধৈর্য ধরে স্থির ভাবে কাজ করা সম্ভব একমাত্র রাম চরিত্রেই তা দেখা গেছে।

তিনি লক্ষ্মণকে আরও বললেন। তুমি সচ্চরিত্র। অতএব মিত্র বধে প্রবৃত্ত না হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে পূর্বের ন্যায় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন কর। এবং রূঢ় না হয়ে মিষ্ট বাক্যে তাকে বলবে যে বহুকাল হয়ে গেল, তথাপি তুমি নীরব রয়েছ কেন?

রামের কথানুযায়ী লক্ষ্মণ সুগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ করলেন এবং যমের ন্যায় সুগ্রীবের সামনে উপস্থিত হবার জন্য দ্রুত বেগে চললেন। তিনি বল পূর্বক শাল তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি গাছ এবং গিরি শিখরগুলি চূর্ণ করে পা দিয়ে শিলা গুলি খণ্ড খণ্ড করে এক এক পা দূরে নিক্ষেপ করে দ্রুতগামী গজেন্দ্রের ন্যায় অগ্রসর হতে লাগলেন।

বানররা হস্তির ন্যায় সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আসতে দেখে পর্বতের মধ্যবর্তী বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ ও শত শত বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করল। লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রধারী বানরদের দেখে অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হলেন। বানররা প্রলয় ও মৃত্যু স্বরূপ লক্ষ্মণকে দেখে ভীত হয়ে নানাদিকে পলায়ন করল (কালমৃত্যু যুগান্তাভং শতশো বিদ্রুতা দিশঃ)।

তারপর প্রধান প্রধান বানররা সুগ্রীবের ভবনে প্রবেশ করে লক্ষ্মণের ক্রোধ ও আগমন বার্তা নিবেদন করলে, সুগ্রীব তারার সঙ্গে বিহার সুখে আসক্ত থাকায় তাদের সেই কথা শুনতে পেলেন না। বালীপুত্র অঙ্গদ তাঁকে (লক্ষ্মণকে) প্রজ্বলিত কালানল এবং ক্রোধে নগেন্দ্রের ন্যায় দেখে (তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং নগেন্দ্রমিব কোপিতম্) ভয়ে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলেন।

ক্রুদ্ধ নয়নে লক্ষ্মণ অঙ্গদকে বললেন বৎস, তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমন বার্তা জানাও। তুমি তাকে বলবে যে—রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতার বিপদে সন্তপ্ত হয়ে আপনার দ্বার দেশে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আপনি তাঁর আজ্ঞা পালন করুন। তুমি তাঁকে এই কথা বলে দ্রুত তাঁর প্রত্যুত্তর আমাকে জানাও।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অঙ্গদকে বলেছিলেন—

সীতা লাগি দুই ভাই ভ্রমি বনে বনে।
নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্ন সিংহাসনে॥
বালীরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব।
সুগ্রীব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মত্ত॥
অতি দুষ্ট মিষ্ট বাক্যে আগে আশ্বাসিয়া।
কোন লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্তে বসিয়া॥
পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।
রাজ্য সহ পোড়াইব আজি এক শরে॥
সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার।
এখন না মনে করে তাহা একবার॥
বালী ভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে।
সে সকল সুগ্রীবের নাহি কিছু মনে॥
....

মারিলেন যে রাম বালীকে অনায়াসে।
সুগ্রীব তাঁহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে॥
পশুজাতি বানর সুগ্রীব দুরাচারী।
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি॥ (কি)

তখন অঙ্গদ পিতৃব্য সুগ্রীবের নিকট গিয়ে তাঁকে, জননী তারা ও রুমাকে প্রণাম করে সবিস্তারে লক্ষ্মণের কথা জানাল। কিন্তু সুগ্রীব নিদ্রা বশঃত ক্লান্তি এবং মদ মত্ত কামের জন্য বিমোহিত থাকায় অঙ্গদের কথা বুঝতে পারলেন না। এদিকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে বানররা ভয়ে কিল কিল শব্দ করতে লাগল।

অতঃপর সুগ্রীবের ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক মন্ত্রী প্লক্ষ ও প্রভাব নামক মন্ত্রীদ্বয় অঙ্গদের কথা শুনে সুগ্রীবের নিকট গিয়ে লক্ষ্মণের আগমন বার্তা জানালেন ও রামের নিকট তাঁর দেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য পরামর্শ দিল।

তারপর সুগ্রীব অঙ্গদের মুখে লক্ষ্মণের ক্রোধ বার্তা শুনে সচিবদের সঙ্গে আসন হতে উঠলেন। সুগ্রীব নিজেকে দোষ মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করলেন। তখন হনুমান তাঁকে তাঁর অপরাধ বিষয়ে সজাগ করে রামের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে অবহিত করেন।

অতঃপর অঙ্গদের মুখে প্রাসাদে ঢুকবার অনুমতি পেয়ে লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা নগরে প্রবেশ করলেন। লক্ষ্মণকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে দ্বারের বৃহদাকার মহাশক্তিশালী বানররা সকলেই কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাঁর অনুগমন করার সাহস পেল না।

লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই সমতল পদ ও অক্ষর সংযুক্ত তন্ত্রী গীতে পরিপূর্ণ মধুর ধ্বনি শুনতে পেলেন। রূপসী যুবতীদের দেখতে পেলেন। তারপর লক্ষ্মণ নূপুর এবং কাঞ্চী রব শুনে লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুতে জ্যা শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করলেন।

সুগ্রীব সেই জ্যা শব্দ শুনে লক্ষ্মণের আগমন ও তাঁর ক্রোধের আভাস পেয়ে ভীত হয়ে তারাকে বললেন, এই শান্ত স্বভাব লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে এসেছেন। তার কারণ কি? আমার মনে হয় লক্ষ্মণ সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হননি। যদি আমি তাঁর কোন অপ্রিয় কাজ করে থাকি তবে তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে প্রসন্ন কর। চরিত্রবান লক্ষ্মণ তোমাকে দেখে ক্রুদ্ধ হবেন না। কারণ মহাত্মারা স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও নিষ্ঠুর আচরণ করেন না (ন হি স্ত্রীষু মহাত্মানঃ ক্বচিৎ কুর্বন্তি দারুণম্)। তিনি শান্ত হলে পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

সুন্দরী তারা সুগ্রীবের আদেশানুসারে লক্ষ্মণের নিকট গেলেন। লক্ষ্মণ বানর বনিতা তারাকে দেখে উদাসীন ভাবে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রমনীর সান্নিধ্য বশতঃ তখন তাঁর ক্রোধ ছিল না। তারা লক্ষ্মণকে বলল—

হে নরেন্দ্রপুত্র, আপনার ক্রোধের হেতু কি? কোন্ ব্যক্তি আপনার আদেশ অমান্য করছে?

কঃ শুষ্ক বৃক্ষং বনমাপতন্তং
দাবাগ্নিমাসীদতি নির্বিশঙ্কঃ॥ (কিঃ) ৩৩।৪১

—কোন্ ব্যক্তি শুষ্ক বৃক্ষ সংযুক্ত বনমধ্যে দাবানল দেখে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতে পারে?

তারার স্তোক বাক্য শুনে লক্ষ্মণ বললেন, তোমার স্বামী কামে মগ্ন হয়ে ধর্ম ও অর্থ লোপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা কি তুমি জান না? তিনি রাজ্যের জন্য সামান্য পরিষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বদাই কামাসক্ত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমরা যে শোকাভিভূত, তা একবারও চিন্তা করছেন না। সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে চারমাস পরে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু এখন তিনি সুরাপানে মত্ত হয়ে বিহারে মগ্ন হয়ে প্রতিশ্রুত সময় যে অতিক্রান্ত হয়েছে তা বোধ হয় ভুলে গেছেন (ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রে বিহরন্নাববুধ্যতে)।

নহি ধর্মার্থ সিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে॥ কিঃ) ৩৩।৪৬

—ধর্ম ও অর্থ সিদ্ধি বিষয়ে সুরা পান ভাল নয়। যেহেতু সুরা পানে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের হানি হয়ে থাকে।

ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্বতঃ।
অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্॥ (কিঃ) ৩৩।৪৭

—উপকারীর প্রত্যুপকার না করলে মহান ধর্ম লোপ হয় এবং গুণবান্ মিত্রের সঙ্গে মিত্রতা নষ্ট করলে মহান অর্থ লোপ হয়।

যে মিত্র সত্য ধর্ম পরায়ণ এবং মিত্র কার্য সাধন করবার জন্য তৎপর তিনিই প্রকৃত মিত্র বলে পরিগণিত হন। কিন্তু সুগ্রীব মিত্রতার উভয় গুণকেই ত্যাগ করে ধর্ম ভ্রষ্ট হয়েছেন। যাহোক তুমি হিতাহিত কার্য সাধনে দক্ষ। অতএব এখন কার্য সিদ্ধির জন্য যা করণীয় আমাদের তুমি তার উপদেশ দাও।

তারা লক্ষ্মণের ধর্ম, অর্থ ও নিয়মযুক্ত মধুর বাক্য শুনে রামের প্রয়োজনীয় কাজের বিষয় বলল—হে ক্ষিতিপাল পুত্র, এখন আপনার ক্রোধের সময় নয় এবং

আত্মীয় জনের প্রতি আপনার ক্রোধও যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ বিষয়ে একান্ত ইচ্ছুক সুগ্রীব যে অপরাধ করেছে তা মার্জনা করা। কারণ এমন কোন বহু গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়? তেমনি কোন তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক সত্বগুণ ত্যাগ করে ক্রোধের বশবর্তী হয়? রামের ক্রোধ, সীতার অনুসন্ধান কার্যের বিলম্ব, আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন সেই বিষয়ে আমাদের যা কর্তব্য, কামাসক্ত সুগ্রীব বিভ্রান্ত হয়েছে এ সমস্ত আমি জানি।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। অন্যায় যুদ্ধে রাম বালীকে বধ করায় যে অনুযোগ তারা করেছিল, সেই তারাই আজ বলছে, আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন। তারার কোন উক্তিটি প্রশংসনীয়? অন্যায় সমরে নিহত বীর স্বামীর মৃত্যুতে শোকাভিভূত তারার উক্তি অথবা দেবরের সঙ্গে কামে লিপ্ত তারার স্বামী হত্যাকে উপকার বলে অভিহিত করা?

তারা পুনরায় বলল, আপনার বুদ্ধি কখনই কামতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়নি (ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি) বলেই সুগ্রীবকে কামাসক্ত দেখে আপনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কামাসক্ত মানুষ দেশ, কাল, ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিবেচনা করতে অসমর্থ। এমনকি যখন ধার্মিক ও তপোনিষ্ঠ মহর্ষিরা কামাভিলাষী হন, তখন স্বভাব চঞ্চল এই বানর জাতির কপিরাজ সুগ্রীব কেন আসক্ত হবেন না? অতএব আপনি সুগ্রীবকে ক্ষমা করুন। কামাসক্ত সুগ্রীব আপনার আগমনের পূর্বেই মন্ত্রীদের আপনাদের কার্য সাধনের জন্য উদ্যোগ করতে আদেশ দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় বহুরূপধারী নানা পর্বত নিবাসী মহাবীর কোটি সংখ্যক বানররা সমাগত। আপনি আমার সঙ্গে অন্তঃপুরের মধ্যে সুগ্রীবের নিকট চলুন।

তারার অনুরোধে এবং কাজ দ্রুত শেষ করবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ মহামূল্যবান আসনে উপবিষ্ট দিব্য আভরণ ও মালায় বিভূষিত এবং সুন্দরী নারী পরিবেষ্টিত সুগ্রীবকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। সুগ্রীব রুমাকে আলিঙ্গন করে লক্ষ্মণকে দেখলেন।

ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব সিংহাসন ছেড়ে করজোড়ে লক্ষ্মণের নিকট আসলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—যে রাজা বীর্যবান, বলসম্পন্ন, দয়ালু, ইন্দ্রিয়সংযমী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী, তিনি ইহলোকে মহত্ব লাভ করে থাকেন। আর যে রাজা উপকারী মিত্রদের প্রত্যুপকার অস্বীকার করে, প্রতিপালন করে না, সে অধার্মিক, তার থেকে নৃশংসতর আর কেউই নেই। একটি

অশ্বদানে প্রতিশ্রুত হয়ে তা দান না করলে শত অশ্ববধের পাপ ভাগী হয়। একটি গো-দানে প্রতিশ্রুত হয়ে তা দান না করলে সহস্র গোবধের পাপ ভাগী হয় এবং উপকারের জন্য প্রতিশ্রুত হয়ে সেই প্রতিজ্ঞা পালন না করলে আত্মবধ ও স্বজন বধের দোষ ভাগী হয়।

পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি যঃ।

কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বরঃ॥ কিঃ) ৩৪।১০

—হে বানররাজ, যে ব্যক্তি প্রথমতঃ মিত্রের দ্বারা উপকৃত হয়ে পরে মিত্রের কাজ সম্পন্ন করে না, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং সকল প্রাণীর বধ্য।

রাম তোমাকে কৃতঘ্ন মনে করে যা বলেছেন তা শোন—

গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।

নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ (কি) ৩৪।১২

—গোঘ্ন (গো হত্যাকারী), মদ্যপায়ী, ব্রতভঙ্গ ব্যক্তিদেরও নিষ্কৃতির বিধান পণ্ডিতরা দিয়েছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতির বিধান দেননি।

হে বানর, তুমি যখন রামের দ্বারা উপকৃত হয়ে তাঁর প্রত্যুপকার করছ না, তখন তুমি অনার্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী (অনার্য্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর)। হে সুগ্রীব, তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। এর পর যদি রামের প্রত্যুপকার করাই তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে সীতার অন্বেষণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তুমি যে গ্রাম্য সুখে মত্ত হয়ে মিথ্যাবাদী হবে রাম তোমার এমন চরিত্র সম্বন্ধে জানতেন না। তুমি দুরাত্মা ও বানরাধম। রাম তোমার এই স্বভাব না জেনেই তোমাকে বানর রাজ্য দিয়েছেন। যদি তুমি রামের উপকার স্বীকার না কর তাহলে এক্ষুনি শাণিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিহত হয়ে বালীকে দেখতে পাবে। অতএব তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। বালীর পথে যেও না। সুগ্রীব, তুমি নিশ্চয়ই রামের শরাসন চ্যুত বজ্রের ন্যায় বাণগুলি দেখনি। সেই জন্য তুমি গ্রাম্য সুখে সুখী হয়ে তা ভোগ করছ এবং রামের কথা মনেও করছ না।

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে এইরূপ রূঢ় কথা বললে, তারা তাঁকে বললেন, আপনার সুগ্রীবকে এইরূপ রূঢ় কথা বলা উচিত নয়। কারণ ইনি বানরদের অধিপতি। কর্কশভাষার যোগ্য নন। সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, ক্রুর মিথ্যাবাদী বা কুটিল নয়। রাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবের যে প্রভূত উপকার করেছেন, তাও সে ভুলে যায়নি। রামের অনুগ্রহেই সুগ্রীব কীর্তি, শাশ্বত বানররাজ্য, নিজের স্ত্রী রুমা ও আমাকে পেয়েছে। সুগ্রীব পূর্বে অনেক দুঃখ ভোগ করেছে।

তাই এখন বিশ্বামিত্র মুনির ন্যায় এমনই আসক্ত হয়ে পড়েছে যে সীতা অন্বেষণের সময় আগত একথা মনে রাখতে পারেনি।

ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্র মুনি অপ্সরা মেনকাতে আসক্ত হয়ে দশ বর্ষকে একদিন মনে করেছিলেন। তিনি কালজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী হয়েও ভোগাসক্তে কাল সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারেননি, তখন অন্য সাধারণ জীবের পক্ষে কি করে তা সম্ভব হবে?

সুগ্রীব রাক্ষস রাবণকে নিহত করে সীতার সঙ্গে রামকে নিয়ে আসবেন। কিন্তু লঙ্কার মধ্যে একশত হাজার কোটি, ছত্রিশ অযুত, ছত্রিশ হাজার এবং ছত্রিশ শত রাক্ষস সৈন্য রয়েছে, সেই কামরূপ দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের নিহত না করলে সীতাহরণকারী রাবণও বিনষ্ট হবে না। সুগ্রীবও অসহায় হয়ে একাকী সেই রাক্ষসদের এবং ক্রূরকর্মা রাবণকে নিহত করতে পারবে না। রাবণ সম্বন্ধে আমি যা বলছি, তা সর্বজ্ঞ বানররাজ বালী আমাকে বলেছিলেন। সুগ্রীব আপনাদের যুদ্ধের সাহায্যের জন্য বর্তমান বানর সৈন্য অপেক্ষা বহুগুণ বানর সৈন্য সংগ্রহ করবার জন্য প্রধান প্রধান বানরদের পাঠিয়েছেন। সেই বানরদের প্রতীক্ষা করেই রামের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করতে বের হচ্ছেন না। সুগ্রীব মিত্রদের সহস্র কোটী ঋক্ষ, শত কোটি গোলাঙ্গুল এবং বহুকোটী বানর সৈন্য সংগ্রহ করে শীঘ্র আনতে আদেশ দিয়েছেন। আজ বহু কোটি সৈন্য আসবে এবং অদ্যই সুগ্রীব আপনার অনুগমন করবে। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন।

তারপর সুগ্রীব রামের প্রশংসা করে লক্ষ্মণকে বললেন, পূর্বে আমার যে সব সম্পত্তি কীর্তি ও রাজ্য নষ্ট হয়েছিল, এখন আমি রামের অনুগ্রহে সে সব পুনরায় পেয়েছি। রামের কর্মের একাংশেরও প্রত্যুপকার করতে সমর্থ হব না। আমি কেবল সহায় হব। রাম নিজ তেজ দ্বারাই রাবণকে নিহত করে সীতাকে পাবেন।

লক্ষ্মণ, যিনি এক বাণে প্রকাণ্ড সাতটি বৃক্ষ, পর্বত ও পৃথিবী বিদীর্ণ করেছেন এবং যাঁর ধনুর শব্দে পর্বতের সঙ্গে পৃথিবী কম্পিত হয়, তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন কি? রাম যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যদের সঙ্গে রাবণকে নিহত করতে যাবেন, আমি তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাব। অতএব বিশ্বাস ও প্রীতি বশতঃ এই দাসের যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করবেন। কারণ সেবক কখনই প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় না।

এই কথা শুনে লক্ষ্মণ বললেন, হে বানররাজ, তোমার মত বিনয়ী ব্যক্তি বন্ধু হওয়ায় আমার ভ্রাতা রাম সর্বতো ভাবে সহায় সমৃদ্ধ হয়েছেন, সুগ্রীব তোমার যে রকম পরাক্রম এবং হৃদয় যেমন পবিত্র তাতেই তুমি বানর রাজ্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ভোগ করবার অধিকারী। তোমার সাহায্যে রাম অতি সত্বর রাবণকে বধ করবেন - এতে কোন সংশয় নেই।

তুমি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং সংগ্রাম বিমুখ নও। এজন্য তুমি যা বলেছ, তা যুক্তিযুক্ত ও উচিত। তুমি বা রাম ব্যতীত অন্য কোন্ বিদ্বান তোমার মত এইরূপ কথা বলতে পারে? তুমি বল বিক্রমে রামের সমান বলে দৈবই তোমাকে রামের চির বন্ধু করেছেন। অতএব তুমি শীঘ্র এই স্থান হতে আমার সঙ্গে গিয়ে তোমার বন্ধু রামকে সান্ত্বনা দাও। আমি শোকাচ্ছন্ন রামের বিলাপ শুনে তোমাকে যে সব রূঢ় কথা বলেছি, তা তুমি ক্ষমা কর।

এখানে লক্ষ্মণ চরিত্রের আরেকটি দিক প্রকাশ পেয়েছে! বজ্রের মত কঠোর লক্ষ্মণ পুষ্পের মত কোমল হলেন। তাঁর কটু উক্তির জন্য সুগ্রীবের কাছে ক্ষমা চাইতে দ্বিধা করলেন না। লক্ষ্মণের ব্যবহার খুবই সময় উপযোগী হয়েছিল।

English dramatist John Todd লিখেছেন—A good heart, benevolent feelings and a balanced mind, lie at the foundation of character. Other things may be deemed fortuitous; they may come and go; but character is that which lives and abides, and is admired long after its possessor has left the earth. লক্ষ্মণ এই উক্তির একটি দৃষ্টান্ত নয় কি?

এখানে কবি লক্ষ্মণের চরিত্র দিয়ে একটি সহজ সত্য প্রমাণ করেছেন। কেবলমাত্র নম্র ও বিনীত বা স্তোক বাক্য দ্বারা সুগ্রীবের মত কামার্ত ও মোহাচ্ছন্ন কপিরাজকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হত না। এই জন্য লক্ষ্মণ প্রথমে ক্রোধ ও ভয় দেখিয়েছিলেন। পরে তাঁর স্বভাব সুন্দর ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা তাঁর দৌত্যকে সর্বতোভাবে সার্থক করতে সক্ষম হলেন। লক্ষ্মণের এইরূপ আচরণ তাঁর বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের মধ্যে এইরূপ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হলে সুগ্রীব বানর সেনা সংগ্রহের জন্য হনুমানের নিকট দূত পাঠাবার আদেশ দেন। বানর সেনারা কিষ্কিন্ধ্যায় এসে সুগ্রীবকে উপহার স্বরূপ নানা ফল মূল ও ঔষধি দিয়ে এই কথা বলল, আমরা সমস্ত পর্বত ও কাননে গিয়ে আপনার শাসনানুসারে পৃথিবীর সমস্ত বানরকেই আপনার নিকট হাজির করেছি।

সুগ্রীব সমস্ত উপহার গ্রহণ করে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে সকলকেই বিদায় দিলেন। তারপর লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বললেন, যদি আমার সঙ্গে তোমার যাবার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হতে বের হও।

সুগ্রীব উত্তরে বললেন, তাই হোক। চলুন আমরা রওনা হই, কারণ আপনার শাসনাধীন থাকাই আমার কর্তব্য। তারপর সুগ্রীব বানরদের ডাকলেন এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে বানরবাহিত শিবিকায় চড়ে রামের নিকট আসলেন।

রামের কাছে এসে সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হয়ে বসলে রাম তাঁকে বললেন, হে বীর, যিনি ধর্ম, অর্থ ও কামকে সময়োচিত ভাগ করে সর্বদা সেবা করে থাকেন, তিনিই রাজ্য ভোগে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করে সর্বদাই কাম সেবাই অনুরক্ত হয়, তাকে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির মত জানবে। বৃক্ষ হতে পড়লে, তার চোখ খুলে (স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে)। যার যিনি শত্রু বধে উদ্যোগী, মিত্র সংগ্রহে রত এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ যথাকালে ভাগ করে তার ফল ভোগে আসক্ত হন, সেই রাজাই ধর্ম যুক্ত হয়ে থাকেন (ত্রিবর্গ ফল ভোক্তা চ রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে)। হে বানরেশ্বর, সীতার অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত। অতএব তুমি মন্ত্রীদের সঙ্গে সে সম্বন্ধে চিন্তা কর।

তখন সুগ্রীব রামকে বললেন, আমার যে সম্পত্তি কীর্তি ও বানর রাজ্য নষ্ট হয়েছিল, আপনার অনুগ্রহে আমি তা ফিরিয়ে পেয়েছি যখন আপনার ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের অনুগ্রহে আমার অপহৃত রাজ্য পুনরায় পেয়েছি, তখন আপনার প্রত্যুপকারে বিমুখ হলে পুরুষদের মধ্যে ধর্মের দূষক বলে পরিগণিত হতে হবে। (যৎ কৃতং ন প্রতিকুর্য্যাঃ পুরুষাণাং হি দূষকঃ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করে না, লোকে তাকে অধার্মিক বলে। আপনার কার্য সাধনের জন্য এই শত শত শ্রেষ্ঠ বানররা পৃথিবীর সমস্ত শক্তিশালী বানরদের সংগ্রহ করে এনেছে। ঋক্ষ বানর ও গোলাঙ্গুল প্রভৃতি বানর সৈন্যরা বন ও দুর্গম স্থানে গমনাগমন করবার উপায় অবগত আছে। এবং এরা দেখতেও ভয়ংকর। দেব ও গন্ধর্বদের ঔরসজাত যথেচ্ছ রূপধারী বানররা নিজ নিজ বহু সংখ্যক সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে পথিমধ্যে অবস্থান করছে। এরা নিশ্চয়ই রাবণকে নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করবে।

সুগ্রীবের মুখে সীতা উদ্ধারের আশ্বাস শুনে রাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সুগ্রীব নিজের সৈন্যদের সঙ্গে পুনরায় রামের নিকট আসলেন। অতঃপর রামের

আজ্ঞানুসারে সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব বানরদের পূর্বদিকে পাঠালেন ও বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা বানরদের নিকট দিলেন। সুগ্রীব দক্ষিণ দিকের স্থানগুলির পরিচয় দিয়ে সেই দিকে প্রধান প্রধান বীর বানরদের নিযুক্ত করলেন। তারপর তিনি পশ্চিম ও উত্তর দিকের বর্ণনা দিয়ে সুষেণাদি বানদের নিযুক্ত ও শতবলি বানরদের সেই দিকে পাঠালেন। সুগ্রীব রামের কাছে তাঁর ভূমণ্ডল ভ্রমণের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন।

সীতা ও রাবণের সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরবার পথে হনুমানের অনুমতি নিয়ে বানররা মধুবনে প্রবেশ করে মধু পান করে সঙ্গীত নৃত্যাদি দ্বারা মত্তের ন্যায় আচরণ করতে থাকে। বন রক্ষকরা নিষেধ করলে তাদের বিতাড়িত করে। তারা দধিমুখকে সব জানালে এবং দধিমুখ নিষেধ করলে তাকে মাটিতে ফেলে নিষ্পেষণ করে। দধিমুখ তখন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে রামের সামনে সুগ্রীবকে প্রণাম করে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালো। দধিমুখের নিকট মধুবন বিধ্বংসের সংবাদ শুনে লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বানর কি বন-পালক? কি জন্য এত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে কথা বলছে?

সুগ্রীব উত্তরে বললেন, অঙ্গদ প্রভৃতি বীর বানররা মধু পান করেছে। আমার মনে হয় তাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। নতুবা তারা এই ভাবে বন ধ্বংস করে উৎসব করত না। নিশ্চয়ই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। বন পালকরা বানর দলের হাতে নিগৃহীত হয়েছে, এবং তারা সেই বানর দধিমুখকেও গ্রাহ্য করেনি। অন্য কেউ নয়—হনুমানই বোধ হয় সীতা দেবীর সন্ধান ও দেখা পেয়েছে। নতুবা বানররা কখনই বর রূপে দেবতাদের প্রদত্ত—এই দিব্য কানন নষ্ট করত না।

রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সুগ্রীব দধিমুখকে শান্ত করে সত্বর প্রত্যাবর্তন করে বানরদের ফেরৎ পাঠাতে ও দধিমুখকে বন রক্ষা করতে বললেন। কারণ রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি সীতার সংবাদ জানাবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

দধিমুখ মধুবনে ফিরে গিয়ে অঙ্গদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সুগ্রীবের আদেশ জানাল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ ও অন্যান্য বানররা সুগ্রীবের নিকট এসে রামচন্দ্রকে প্রণাম করে সীতার সংবাদ জানালো।

রাম সীতার সংবাদ জিজ্ঞেস করলে হনুমান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে রাক্ষসী পরিবেষ্টিত সীতার কথা তাঁকে জানালেন এবং তাঁর প্রদত্ত অভিজ্ঞান রামের হাতে দিলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

অতঃপর রাম লোকক্ষয় লক্ষণ দেখে লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, এইসব দেখে মনে হচ্ছে যেন যুগান্তকাল উপস্থিত হয়েছে। (যুগান্তমিব লোকানাং) কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ হঠাৎ নীচে পড়ে যাচ্ছে। শেয়ালরা ভয়ে অশুভ সূচক শব্দ করছে। লক্ষ্মণ, এইসব দেখে মনে হচ্ছে শীগ্‌গির বানর ও রাক্ষসদের বিক্ষিপ্ত শেল, শূল ও খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা ভূখণ্ড সমাচ্ছন্ন এবং মাংস শোণিতে কর্দম পূর্ণ হবে। আমরা বানরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে লঙ্কায় যাব। তারপর রাম লক্ষ্মণের কাছে শরৎকালীন লঙ্কার সৌন্দর্য বর্ণনা করে ব্যূহবদ্ধ ভাবে সৈন্যদের দাঁড়াতে আদেশ দিলেন ১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

রাবণের কাছে শত্রু রামের সৈন্য সামন্তের শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে রাবণের দূত শুক রাম লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বলছে—হনুমানের নিকট যে শ্যামবর্ণ কমল লোচন বীর উপবিষ্ট রয়েছেন, উনিই সেই ইক্ষ্বাকুবংশের মহারথী। অসামান্য পুরুষাকারের জন্য তিনি বিখ্যাত। ধর্মে তিনি অটল। যিনি কখনই ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করেন না যিনি বেদবিদ্‌দের অগ্রগণ্য (যস্মিন চলতে ধর্মো যো ধর্মং নীতি বর্ততে যে বীর ব্রহ্ম অস্ত্র ও নিখিল বেদ অবগত হয়েছেন। যিনি বাণের দ্বারা মেদিনীকে বিদীর্ণ এবং আকাশকেও ভেদ করতে পারেন, যাঁর পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায় ও ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় এবং জনস্থান হতে আপনি যাঁর ভার্যাকে অপহরণ করে এনেছেন, উনিই সেই রাম—আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ যে বীরকে দেখছেন যাঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত, চক্ষু লোহিতবর্ণ, বক্ষস্থল বিশাল, নীল ও কুঞ্চিত কেশ—উনিই অনুজ লক্ষ্মণ। উনি নীতি বিশারদ, যুদ্ধ কুশল, অস্ত্রধারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য, ক্রুদ্ধ, দুর্জয়, পরাক্রমশালী। এমন কি রামের দক্ষিণ বাহু এবং প্রাণ স্বরূপ।

এই বীর লক্ষ্মণ রামের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এই বীর একাকীই রাক্ষস কুল বধ করবেন বলেছিলেন।

লংকার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাত্রে বানর রাক্ষসদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অঙ্গদের নিকট ইন্দ্রজিৎ পরাজিত হন। তারপর মায়া বলে অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎ নাগপাশে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করেন। রাম লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ পায়। বানররা শোকাভিভূত হয়। বিভীষণ সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দেন। লক্ষ্মণের পূর্বে রাম জ্ঞান লাভ করে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে মৃত মনে করে শোক করে বললেন—আমি যখন যুদ্ধে পরাজিত আমার ভাই লক্ষ্মণকে সমরে শায়িত দেখছি, তখন আমি সীতাকে নিয়ে কি করব? বা জীবিত থেকে কী হবে

আমার? (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) তিনি আরও বললেন, লক্ষ্মণের যদি মৃত্যু ঘটে থাকে তাহলে আমি বানরদের সামনে প্রাণ ত্যাগ করব। লক্ষ্মণকে এখানে ফেলে রেখে যদি আমি অযোধ্যায় ফিরি, তাহলে মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে কি বলব? আমি ভরত শত্রুঘ্নকে বলব যে লক্ষ্মণ বনে আমার অনুগামী হয়েছিল, কিন্তু আমি একাই ফিরে এসেছি—এমন নিদারুণ কথা কি করে বলবো? আমি জননীদের সঙ্গে সুমিত্রা মাতার ক্রুদ্ধ তিরস্কার সহ্য করতে পারব না। আমি এখানেই প্রাণ ত্যাগ করব। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বললেন, আমার জন্য লক্ষ্মণ পতিত হয়ে মৃতের ন্যায় শর শয্যায় শায়িত রয়েছে। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে বিলাপ করে বললেন—

লক্ষ্মণ, তুমি প্রতিদিন আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছো। কিন্তু আজ তুমি বিগত প্রাণ হয়ে আমাকে কিছু বলতে পারছ না। তুমি যুদ্ধে বহু রাক্ষসকে নিহত করেছ, আজ তুমি দেবতা হয়েও রণক্ষেত্রে মৃতপ্রায় পড়ে রয়েছ। যে আমার নিত্য প্রিয় বন্ধু ও সর্বদা আমার অনুরাগী, আমার দুর্নীতির জন্য সেই লক্ষ্মণের আজ এই অবস্থা। বীর লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেও কখনও আমাকে অপ্রিয় কর্কশ বাক্য শুনিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। লক্ষ্মণ এককালে পাঁচশত শর বর্ষণ করত, এজন্য সে ধনুর্বিদ্যাতে কার্তবীর্য অর্জুন অপেক্ষা অধিক বীর ছিল। সে অস্ত্রের দ্বারা সুরেন্দ্রেরও অস্ত্র খণ্ডন করতে সমর্থ, বহু মূল্য শয্যায় যার শয়ন করা অভ্যাস, সেই লক্ষ্মণ নিহত হয়ে আজ মাটির কোলে শুয়ে আছে।

তারপর গরুড়ের আগমনে যে সব সর্প রাম লক্ষ্মণকে বেঁধে রেখেছিল, তারা ভয়ে পালায়। এবং গরুড়ের স্পর্শে রাম লক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত নিশ্চিহ্ন হল এবং তাঁদের শরীরে তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ কোমল কান্তি যুক্ত হল (সুবর্ণে চ তনু স্নিগ্ধে তয়োরাশু বভূবতুঃ)

গরুড় রামকে বলল, দেবতাদের মুখে তাঁদের নাগ পাশ বন্ধনের খবর পেয়ে সে দ্রুত এসেছে তাঁদের সাহায্যার্থে। এই ভীষণ বাণ বন্ধন হতে তাঁদের মুক্ত করে সে ধন্য হল। তাঁদের উভয়কেই গরুড় সাবধানে থাকত বলল। কারণ যুদ্ধে কপট রাক্ষসদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

পুনরায় লঙ্কায় যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইতিমধ্যেই বহু বীর রাক্ষস নিহত হয়েছে। প্রহস্তের মৃত্যুতে রাবণ দুঃখিত হয়ে নিজেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসলেন। রাবণের সঙ্গে রাম যুদ্ধ করবার জন্য উদ্যোগ করলে, লক্ষ্মণ তাঁকে বিনীতভাবে বললেন,

এই দুরাত্মা রাবণকে বধ করবার জন্য আমিই যথেষ্ট। আমাকে আদেশ করুন। আমিই একে বিনাশ করব।

তাঁর কথা শুনে রাম লক্ষ্মণকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, মহাশক্তিশালী রাবণ যদি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, তা ত্রিভুবনেরও দুঃসহনীয়—এতে কোন সংশয় নেই। তুমি যুদ্ধে রাবণের ভুল ত্রুটি ও নিজের ত্রুটি দেখে অত্যন্ত সংযত হয়ে সাবধানে যুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করবে।

রামের আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ রামকে অভিবাদন করে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ যখন বানর সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন লক্ষ্মণ ধনুকে টংকার দিয়ে রাবণকে আহ্বান করে বললেন, হে নিশাচররাজ, আমাকে দেখ। আমি এসেছি। সুতরাং তুমি বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর না।

রাবণ লক্ষ্মণকে বললেন, হে রাঘব, সৌভাগ্য ক্রমে আজ আমার দৃষ্টি পথে তুমি এসেছো। তোমার অন্তিম উপস্থিত। তাই বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে। এক্ষুনি তুমি আমার শরজালের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে যমলোকে যাবে।

লক্ষ্মণ তাঁর কথা শুনে বিস্মিত না হয়ে রাবণকে বললেন, বীররা তোমার মত কেবল গর্জন করেন না। পাপিষ্ঠ রাবণ, তুমি বৃথা অহংকার করছ। রাক্ষসরাজ, তুমি শূন্য ঘর হতে এক অসহায় নারীকে হরণ করে এনেছো। এটাই তো তোমার শক্তি, বীরত্ব, প্রতাপ ও প্রভাব। এই জন্য ধনুর্বাণ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। এসো যুদ্ধ কর। বৃথা বাক্য ব্যয়ে কি লাভ হবে? (৩য় পর্ব দ্রষ্টব্য)

রাবণ ও লক্ষ্মণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাবণ ব্রহ্মদত্ত উগ্র শক্তি সম্পন্ন শক্তি লক্ষ্মণের উপর নিক্ষেপ করলেন, যদিও লক্ষ্মণ অগ্নি তুল্য তেজোময় বাণ দিয়ে সেই শক্তির উপর আঘাত হানলেন তবু সে শক্তিতে লক্ষ্মণ আহত হয়ে ভূমিতে পড়ে জ্বলতে লাগলেন। রাবণ লক্ষ্মণকে ভূপতিত দেখে সবেগে তাঁকে তুলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এই রাবণ দেবতাদের সঙ্গে হিমালয়, মন্দরগিরি, মেরুপর্বত অথবা ত্রিভুবন নিজের দুহাতে উঠাতে পারেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্মণকে মাটির থেকে তুলতে পারলেন না। কারণ সেই সময় লক্ষ্মণ স্মরণ করলেন যে তিনি বিষ্ণুর অংশ। (বিষ্ণোরমীমাংস্য ভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ)

তারপর হনুমান রাবণের দিকে ধাবিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের মুষ্টি দ্বারা তাঁর বক্ষে আঘাত করল। সেই মুষ্টাঘাতে রাবণ মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হলেন। তারপর হনুমান লক্ষ্মণকে দুহাতে তুলে

রামের নিকট নিয়ে গেলেন। শত্রুর কাছে লক্ষ্মণের দেহ ভারী হলেও সুহৃদ ও পরম ভক্ত হনুমানের নিকট তা খুবই হাল্কা।

হনুমান গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণী এনে ও তা প্রয়োগ করে লক্ষ্মণকে শল্য মুক্ত করলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) এবং লক্ষ্মণ পুনরায় বীর দর্পে উঠে দাঁড়ালেন।

রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় রাবণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর বহু রাক্ষস বীর ও রাবণ পুত্ররা যুদ্ধে নিহত হয়। তারপর রাবণের ঔরসজাত এবং ধান্যমালিনী নামক রাবণ পত্নীর গর্ভজাত রাক্ষস অতিকায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলো।

অতিকায় রাক্ষস যুদ্ধক্ষেত্রে বানরদের মধ্যে সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সেই বীর রাক্ষস কোন বানরকে প্রহার না করে কেবলমাত্র রামকে লক্ষ্য করে গর্বের সঙ্গে বলল, কোনও প্রাকৃত যোদ্ধার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নই। আমি ধনুর্বাণ হস্তে রথোপরি রয়েছি, যদি কারও শক্তি থাকে, তবে সে শীঘ্র এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক।

অতিকায়ের এই আস্ফালনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সহ্য করতে না পেরে ঈষৎ হেসে ধনুর্বাণ নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তূণ হতে বাণ নিয়ে অতিকায়ের সামনে ধনু আকর্ষণ করলেন। ধনুর শব্দে সসাগরা পৃথিবী এবং রাক্ষসরা ভীত হয়ে পড়ল। লক্ষ্মণের ধনুর শব্দে অতিকায়ও বিস্মিত হল।

লক্ষ্মণকে উঠতে দেখে অতিকায় ক্রোধে নিশিত বাণ নিয়ে বলল, সৌমিত্রে তুমি বালক, সুতরাং যুদ্ধ বিষয়ে বিচক্ষণ নও। যমের মত আমার সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করছ? অতএব অন্যত্র যাও। হিমালয়, আকাশ ও বসুমতী আমার বাণের বেগ সহ্য করতে অসমর্থ। কিসের জন্য সুনিদ্রিত কালাগ্নিকে জাগাতে চাচ্ছ? (সুখপ্রসুপ্তং কালাগ্নিং বিবোধয়িতুমিচ্ছসি।) ধনুর্বাণ ছাড়। আমার হাতে প্রাণ হারিও না। অথবা অহংকার বশতঃ যদি নিবৃত্ত হতে না চাও, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। প্রাণ ত্যাগ করে যমালয়ে যাও। আমার শাণিত বাণগুলি দেখ। ক্রুদ্ধ সিংহ যেমন গজরাজের রক্ত পান করে, তেমনি সর্পতুল্য এই বাণ তোমার রক্ত পান করবে—এই কথা বলেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুতে শর যোজনা করল।

যুদ্ধক্ষেত্রে অতিকায়ের সরোষ ও সগর্ব উক্তি শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দুরাত্মা, শুধু কথার দ্বারা তুমি প্রধান হতে পারবে না। কারণ বাক্যের

দ্বারা কেউ সৎপুরুষ হয় না। আমি ধনুর্বাণ হাতে অপেক্ষা করছি। তুমি নিজের শক্তি দেখাও।

কর্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি।
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ॥ (যুঃ) ৭১।৫৭

—কর্মের দ্বারা তোমাকে প্রকাশ কর, শুধু অহংকার কর না। যার পৌরুষ আছে, সেই বীর বলে কথিত।

নানাবিধ অস্ত্রে সেজে তুমি ধনু হাতে নিয়ে রথোপরি অপেক্ষা করছ। সুতরাং বাণ বা অপর অস্ত্র দ্বারা শক্তি প্রদর্শন কর। কালপক্ক তাল ফলকে বায়ু যেমন বৃন্ত হতে পতিত করে, সেইরূপ শাণিত বাণে তোমার মস্তক ভূপাতিত করব (মারুতঃ কালসম্পক্কং বৃন্তাৎ তালফলং যথা)। আজ আমার বাণ তোমার রক্ত পান করবে। আমাকে বালক বলে তোমার অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

বালো বা যদি বা বৃদ্ধো মৃত্যুং জানীহি সংযুগে॥
বালেন বিষ্ণুনা লোকাস্ত্রয়ঃ ক্রান্তাস্ত্রিবিক্রমৈঃ। (যুঃ) ৭১।৬৩—৬৪

—বালক রূপী বিষ্ণুর ত্রিপদদ্বারা ত্রিলোক আক্রান্ত হয়েছিল। আমি বালক বা বৃদ্ধই হই, আমার হাতেই তোমার মৃত্যু জানবে।

লক্ষ্মণের উপরোক্তি হতে বোঝা যায় তিনি মানব রূপ নিয়ে দশরথের গৃহে জন্ম নিলেও, তিনি যে বিষ্ণুরই অংশ বিশেষ এ সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল।

লক্ষ্মণ ও অতিকায়ের যুদ্ধ দেখতে দেব, দানব, মহর্ষি এবং মহাত্মা বিদ্যাধররা এসেছিলেন। লক্ষ্মণ অতিকায়ের অশ্ব এবং সারথিকে নিহত করলেন। কিন্তু বহু বাণ নিক্ষেপ করেও অতিকায়কে বধ করতে পারলেন না। তখন পবন দেব লক্ষ্মণকে বললেন, এই রাক্ষস ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত এবং অভেদ্য কবচে আচ্ছাদিত। সুতরাং তাকে ব্রহ্মাস্ত্রে বধ কর। অন্য অস্ত্রে একে বধ করা সম্ভব নয়।

পবনের পরামর্শে লক্ষ্মণ একটি ব্রহ্মাস্ত্র অতিকায়ের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এই বাণ অতিকায়ের কিরীট শোভিত মস্তক হরণ করল। মস্তকহীন অতিকায় হিমালয়ের শৃঙ্গের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হল (পপাত সহসা ভূমৌ শৃঙ্গং হিমবতো যথা)। যুদ্ধে তাদের সেনাপতি নিহত হওয়ায় রাক্ষসরা ভীত হয়ে দ্রুত পুরী অভিমুখে পলায়ন করল। অতিকায়কে বধ করে লক্ষ্মণ দ্রুতগতিতে রামের নিকট গেলেন।

অতঃপর ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ যাত্রা করেন ও তাঁর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে বানর সেনাসহ রাম লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হলেন। (৪র্থ পর্ব দ্রষ্টব্য) জাম্ববানের নির্দেশে হিমালয়ে

দিব্য ওষধি সংগ্রহের জন্য হনুমানের গমন এবং ওষধি নিয়ে প্রত্যাগমন করলে ওষধির গন্ধে রাম লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানররা পুনরায় সুস্থ হলেন। (৩য় পর্ব দ্রষ্টব্য)

রাবণের আজ্ঞায় ইন্দ্রজিৎ পুনরায় যুদ্ধ করতে আসলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে বধ করলেন।

হনুমানের মুখে সীতা বধের খবর শুনে রাম সংজ্ঞা হারালেন। বানর শ্রেষ্ঠগণ রামের দেহের উপর পদ্ম ও পদ্ম গন্ধ যুক্ত জল দিতে লাগল।

লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শোকার্ত রামকে আলিঙ্গন করে বললেন, আর্য, আপনি ধর্মনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয়। আপনাকে বিপদ হতে এই ধর্ম রক্ষা করতে পারল না। স্থাবর ও জঙ্গম পশু প্রভৃতি প্রাণী দেখতে পাচ্ছি বলে—এদের অস্তিত্ব বুঝছি। কিন্তু ধর্ম সেই ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না বলে মনে হচ্ছে ধর্মের অস্তিত্ব নেই। ধর্মাশ্রিতকে সুখী দেখতে পাওয়া যায় না। নতুবা আপনার ন্যায় ধার্মিক এরূপ দুঃখে পড়তেন না।

যদি অধর্ম দ্বারা দুঃখ এবং ধর্ম দ্বারা সুখ লাভ হতো, তবে রাবণ নরকে যেতো এবং আপনিও এরূপ দুঃখ ভোগ করতেন না। রাবণের কোন দুঃখ নেই অথচ আপনার দুঃখের অবধি নেই—এ দেখে মনে হয়—পরস্পর বিরোধী ধর্ম এবং অধর্ম বিরুদ্ধ ফল দেয়। কারণ ধর্ম আচরণে দুঃখ ভোগ বিধি। অধর্ম দ্বারা সুখ ভোগ হয়। যদি এরূপ নিয়ম হোত যে ধর্ম দ্বারা সুখ এবং অধর্ম দ্বারা দুঃখ লাভ হবে, তবে রাবণাদি পাপী দুঃখেই পতিত হোত। যদি ধার্মিকরা দুঃখে না পড়ে নিজের আচরিত ধর্মের সুখ ফল লাভ করতেন, তাহলে এদের বিরুদ্ধে ফল রহিত বলে নির্দেশিত করা যেতো (ধর্মেণাচরতাং তেষাং তথা ধর্মফলং ভবেৎ)। যারা নিত্য নিয়ত অধর্ম আচরণ করে তাদের শ্রী বৃদ্ধি এবং যারা ধর্ম পথে বিচরণ করে তাদের বিপদ দেখে ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই মিথ্যা বলে মনে হয়। যদি কর্মের জন্য অদৃষ্ট স্বীকৃত হয়, তবে বিধি পূর্বক কর্মানুষ্ঠাতা পুরুষ সেই পাপে লিপ্ত হতে পারে না।

যদি সৎ কর্মের জন্য অদৃষ্ট শুভ হয়, তবে আপনি কিছু মাত্র দুঃখ পেতেন না (যদি সৎ স্যাৎ সতাং মুখ্য নাসৎ স্যাৎ তব কিঞ্চন)। বরং আপনি যখন এরূপ দুঃখ পাচ্ছেন, তখন সেই ধর্ম আছে বলে মনে হয় না। আমার মতে দুর্বল মর্যাদাহীন ধর্মের সেবা করা উচিত নয়।

যদি ধর্ম পৌরুষেরই সহকারী হয়, তবে তার উপাসনায় লাভ কি?

আপনি অধর্মের উপাসনা ত্যাগ করে যেরূপ ধর্মের উপাসনা করছিলেন, সেই রূপেই সযত্নে পৌরুষের অনুগামী হোন।

যদি সত্য কথা আপনার বিবেচনায় ধর্ম, তাহলে পিতা আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলে, আপনি তা গ্রহণে স্বীকৃত হয়েও অবশেষে প্রতিপালন না করে কি জন্য অধর্মে লিপ্ত হলেন?

ধর্ম অথবা অধর্ম এই উভয়ের মধ্যে যদি কেউ প্রধান হোত, তাহলে ইন্দ্র বিশ্বরূপ মুনিকে হত্যারূপ অধর্ম এবং তারপর যজ্ঞরূপ ধর্ম, এই উভয় অনুষ্ঠান করতেন না।

হে রাঘব, পৌরুষাশ্রিত ধর্মই শত্রু সংহারে সমর্থ, সেই জন্যই প্রত্যেক মানুষ প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে উভয়ের অর্থাৎ ধর্ম ও পুরুষাকারের অনুষ্ঠান করে থাকে।

এই রকম ধর্ম ও পুরুষাকারের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করাই ধর্ম—এটাই আমার মত। যেদিন আপনি রাজ্য ত্যাগ করেছেন, সেদিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ হয়েছে (ধর্মমূলং ত্বয়া ছিন্নং রাজ্যমুৎসৃজতা তদা)।

অর্থেন হি বিমুক্তস্য পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা॥ (যুঃ) ৮৩।৩৩

—যেমন ক্ষুদ্র নদী গ্রীষ্মের তাপে শুষ্ক হয়, তেমনি অল্প বুদ্ধি অর্থহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্মই নষ্ট হয়।

পুরুষ প্রথমে সুখ সাধন অর্থ পরিত্যাগ করে পরে সুখাভিলাষী হয় এবং দেখা যায়—কাল ক্রমে সেই অভিলাষ বৃদ্ধি পেলে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব তখন দোষ ঘটে।

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ॥
যস্যার্থাঃ স চ বিক্রান্তো যস্যার্থাঃ স চ বুদ্ধিমান্।
যস্যার্থাঃ স মহাভাগো যস্যার্থাঃ স গুণাধিকঃ॥ (যুঃ) ৮৩।৩৫-৩৬

—যার ধর্ম আছে, তার মিত্র ও বান্ধব দেখা যায়। যার অর্থ আছে, সেই পুরুষ, সেই পণ্ডিত। যার অর্থ আছে, সে পরাক্রমী, বুদ্ধিমান, মহাভাগ্যশালী ও অধিক গুণবান।

অর্থ ত্যাগ করলে মিত্রের অভাব ঘটে ; আমি জানি না—আপনি কোন বুদ্ধিতে রাজ্য পরিত্যাগ করেছেন। ঐশ্বর্যশালীর সমস্তই অনুকূল এবং

অনায়াসেই সে ধর্ম ও কামনা রূপ সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে। কিন্তু যার ধন নেই সে অর্থের ইচ্ছা পোষণ করে অশেষ চেষ্টা করলেও তা সিদ্ধ হয় না।

হর্ষঃ কামশ্চ দর্পশ্চ ধর্মঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ॥ (যুঃ) ৮৩।৩৯

—হে নরাধিপ, অর্থ হতেই হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম ও দম—এ সবই হয়ে থাকে।

যাঁরা তপস্যা করেন তাঁদের ঐহিক পুরুষকার অর্থাভাবে নষ্ট হয়ে যায়। দুর্দিনে গ্রহের অদর্শনের ন্যায় সেই অর্থ আপনার কাছে দেখা যাচ্ছে না। পিতার আদেশে বনবাসী হয়েছেন বলে আপনার প্রিয় ভার্যা অপহৃতা হয়েছেন।

প্রকৃত বীর পুরুষও সাময়িক বিপর্যয়ে অধীর হয়ে ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। যদিও স্বভাবতঃ ধীর স্থির বলিষ্ঠ চরিত্রের তবুও সাময়িক ভাবে লক্ষ্মণ ধর্মকে অর্থ শূণ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সাময়িক দুর্বলতা নিন্দনীয় নয়, কারণ পরক্ষণেই তিনি তার লুপ্ত তেজ পুনরায় আহরণ করে সব দুঃখ কষ্ট বুক পেতে গ্রহণ করেছেন।

তারপর লক্ষ্মণ বজ্র কণ্ঠে রামকে আহ্বান করে বলেন, আপনি উঠুন। ইন্দ্রজিৎ আজ যে দুঃখ দিয়েছে, কর্ম দ্বারা আমি তা দূর করব। জানকীর বধ হবার সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত বললাম। আমি বাণ, রথ, হস্তী, অশ্ব ও রাক্ষসের নগরী ধ্বংস করে দেব।

লক্ষ্মণের উপরোক্তি হতে তিনি যে বাস্তববাদী তা বোঝা যায়। এই ক্ষেত্রে মহাভারতের ভীম চরিত্রের সঙ্গে লক্ষ্মণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। (ষষ্ঠ পর্ব দ্রষ্টব্য) বনবাসের নানা দুঃখ ও দুর্ভোগে বাস্তববাদী ভীম যেমন বার বার যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম ও অধর্মের তারতম্য বোঝাতে চেষ্টা করে, অদৃষ্টকে অস্বীকার করে পুরুষকারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানেও তেমনি অধর্মের জয়, ধর্মের নিগ্রহ হতে দেখে ধর্মাধর্মের উপর লক্ষ্মণ শ্রদ্ধা রাখতে পারেননি। বরং তিনি অদৃষ্ট অপেক্ষা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন। ভাবালুতা বা ধর্মের ভেকধারীকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। লক্ষ্মণ ঘোরতর বাস্তববাদী। তাই প্রয়োজনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অপারগ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব করতেও লক্ষ্মণ দ্বিধা করেননি।

লক্ষ্মণ অতি ক্ষোভে বলেছেন—আপনি মহাত্মা হয়েও কেন আপনার পরমাত্মা স্বরূপ বিস্মৃত হচ্ছেন (কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাবুধ্যসে)।

উপরের উক্তি হতে এই আশঙ্কা হয় যে লক্ষ্মণ ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল রাম যখনই দুঃখে ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছেন, লক্ষ্মণ অতি বিশ্বাসী অনুচরের মত কখনো আপ্ত বাক্যে কখনো অমিত শৌর্য বীর্যের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে উজ্জীবিত করেছেন। লক্ষ্মণ অনুক্ষণ বিস্মৃত রামকে তিনি যে পরমাত্মার অংশ বিশেষ তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর সাময়িক দুর্বলতাকে দূর করবার চেষ্টা করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামকে সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণ বলেছেন—

আপনার দোষেতে হইলা দেশান্তরী।
জন্মমত হারাইলা সীতা হেন নারী॥
পিতা মাতা বন্ধু আদি সকলি অলীক।
বৃক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক॥
স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কার নয়।
পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয়॥
সংসার অসার ভাই কপটের মেলা।
সুতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা॥
বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ।
জ্ঞানীলোক তাহে কিছু না করে বিষাদ॥
স্ত্রী শোকে কভু কেন হয়েছ কাতর।
মহাজন সম্বরে সে বিপদ সাগর॥
তোমার কিসের ভার্যা কেবা বাপ ভাই।
তোমার সমান নাই জগতে গোঁসাই॥
সকলের প্রাণ তুমি সব তব ছায়া॥
তোমা ছাড়া কেহ নহে সব তব মায়া॥
জীয়ে কি না জীয়ে সীতা করহ বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন একি ব্যবহার॥
... ...
শোকেতে কাতর হও কিছু নহে কাজ॥ (লং)

লক্ষ্মণের উপরোক্ত যুক্তিতে তাঁর প্রচুর দার্শনিক প্রজ্ঞার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর এ মোহ মুদ্গর অতি সুন্দরভাবে পার্থিব জীবনের অনিত্যতার সম্বন্ধে রামকে

বোঝাবার এবং রামকে মোহমুক্ত করার প্রয়াস মাত্র। লক্ষ্মণের চরিত্র রামের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। লক্ষ্মণ সংযমী ও বলিষ্ঠ দেহে এবং মনে।

অতঃপর লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিতে থাকলে বিভীষণ বানর সৈন্যদের নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করে সেখানে আসলেন। তিনি দেখলেন শোকার্ত রাম লক্ষ্মণের ক্রোড়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। লক্ষ্মণ শোকে আকুল হয়ে বিলাপ করছেন এবং বানররাও কাঁদছে। বিভীষণ কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লক্ষ্মণ বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হে সৌম্য, ইন্দ্রজিৎ সীতাকে নিহত করেছে হনুমানের মুখে রাম এ কথা শুনে মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন।

বিভীষণ তখন রামকে বললেন, হনুমান আপনাকে যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। যদি বানররা শক্তি প্রকাশ করতে থাকে তাতে বিঘ্ন উপস্থিত হবে মনে করে ইন্দ্রজিৎ বানরদের মুগ্ধ করবার জন্য মায়ার খেলা খেলছে। সুতরাং সীতাকে বধের যে অভিনয় করেছে সে মায়া সীতা জানবেন। সুতরাং যজ্ঞ সম্পন্ন করবার পূর্বেই আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলা মন্দিরে উপস্থিত হব। আপনি এই মিথ্যা শোক ভুলে যান। আপনাকে দেখে সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়ছে। আপনি এখানে সুস্থ চিত্তে থাকুন। কাল সৈন্য ও আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মণকে পাঠান, লক্ষ্মণ নিশিত বাণে তাকে হোম কার্য হতে নিবৃত্ত করলেই সে আমাদের বধ্য হবে। (৫ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

রাম প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি সেই ভীষণাকার রাক্ষসের মায়া জানি। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবিৎ, প্রাজ্ঞ, মহামায়াবী ও মহাবলশালী। সে যুদ্ধে বরুণসহ দেবতাদেরও অচেতন করতে পারে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে যেমন সূর্যের গতি নির্ণয় করা যায় না, তেমনি সেই রাক্ষস রথারোহণে অন্তরীক্ষে বিচরণ করলে তার গতি কেউ নির্ণয় করতে পারে না।

রামর লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, বানররাজ সুগ্রীবের যে সেনাবল আছে, সেই সমস্ত সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এবং হনুমান ও জাম্ববান পরিচালিত সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে সেই মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে বধ কর। বিভীষণ ইন্দ্রজিতের মায়া সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। ইনি সচিবদের সঙ্গে তোমার অনুগমন করবেন।

রামে কথা শুনে ভীম-পরাক্রম লক্ষ্মণ অন্য শ্রেষ্ঠ ধনু নিলেন, কবচ পরলেন এবং খড়্গ বাণ ও হাতে ধনু নিয়ে রামকে প্রণাম করে সহর্ষে বললেন, আজ আমার বাণগুলি ইন্দ্রজিতের দেহ ভেদ করে লংকা নগরীতে পড়বে। আমার

বাণরাশি আজই সেই রাক্ষসের দেহ ভেদ করে বিদীর্ণ করে ফেলবে। লক্ষ্মণ রামকে এই বলে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে দ্রুত ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি নিকুম্ভিলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। বহু সহস্র বানর পরিবৃত হনুমান এবং অমাত্য সহ বিভীষণ দ্রুত গতিতে লক্ষ্মণের অনুগমন করলেন। পথে লক্ষ্মণ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষমান ভল্লুক সৈন্য দেখতে পেলেন। বহু দূরে গিয়ে দূর হতে লক্ষ্মণ রাক্ষস সৈন্যব্যূহ দেখলেন এবং মায়াবী ইন্দ্রজিতকে বধ করবার জন্য নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হয়ে এক স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণ নানা নির্মম অস্ত্র দ্বারা ভাস্বর, বৃহৎ রথ ও ধ্বজসহ দুর্গম এবং ঘোরান্ধকারের মত অতি ভয়ানক অসংখ্য শত্রু সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তারপর বিভীষণ লক্ষ্মণকে বললেন, ঐ যে মেঘের মত শ্যামবর্ণ রাক্ষস সেনা দেখা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে বানররা শীঘ্র যুদ্ধ করুক এবং আপনি এই বিশাল সৈন্য-ব্যূহ ভেদ করতে চেষ্টা করুন। কারণ রাক্ষস সেনা বিচ্ছিন্ন হলে এই স্থানেই রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতকে দেখা যাবে।

আপনি ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পূর্বেই ইন্দ্রের বজ্রের মত বাণগুলি দ্বারা এই শত্রু সৈন্যদের নিহত করুন। পরে মায়াবী ইন্দ্রজিতকে বধ করুন।

বিভীষণের কথায় লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের প্রতি শর বর্ষণ করতে লাগলেন। ভল্লুক ও বানররাও বড় বড় বৃক্ষ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে নিকটে অবস্থানকারী রাক্ষস সৈন্যের প্রতি ধাবিত হল। রাক্ষসরাও যুদ্ধে বানর সৈন্য হত্যা করবার জন্য তীক্ষ্ণ বাণ, অসি, শক্তি এবং তোমরগুলি নিয়ে বানর সৈন্যের সম্মুখীন হল। বানর ও রাক্ষসদের মধ্যে এইবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রধান প্রধান মহাকায় ও মহাশক্তিশালী ভল্লুক এবং বানরদের পরাক্রম দেখে রাক্ষসরা ভীত হল।

নিজের সৈন্যদের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হতে ও বিপদগ্রস্ত শুনে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ কার্য শেষ না হতেই উঠে পড়লেন এবং ক্রোধে বৃক্ষান্ধকার হতে বের হয়ে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করলেন। (৪র্থ পর্ব দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ ফণীর মত নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর ধনুর শব্দ শুনে ইন্দ্রজিৎ বিবর্ণ মুখে লক্ষ্মণকে দেখতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎকে বিবর্ণ মুখ ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধাসক্ত দেখে বিভীষণ তাঁকে উৎসাহিত করে বললেন, মহাবাহো, রাবণ পুত্রর বিবর্ণ মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে হতাশ হয়েছে। সুতরাং আপনি সত্বর তাকে নিহত করতে চেষ্টা করুন।

তখন লক্ষ্মণ বিষধর সর্পের মত ভয়ংকর বাণ ধনুতে যোজনা করলেন এবং ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্রের বজ্রের মত কঠিন সেই বাণাহত ইন্দ্রজিৎ অচেতন হল এবং তার ইন্দ্রিয়গুলিও বিকল হল, মুহূর্তকাল পরই সুস্থ হয়ে জ্ঞান লাভ করে দেখলেন লক্ষ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। তখন ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণের নিকট গিয়ে পুনরায় পুরুষ কণ্ঠে বললেন, প্রথম যুদ্ধে তুমি যে ভ্রাতার সঙ্গে আমার বাহুবলে রণ মধ্যে বদ্ধ হয়েছিলে এবং ছটফট করছিলে, তা কি তোমার মনে নেই? যেদিন আমার সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ হয়, সেদিন আমি তোমাদের দুই ভাইকে রণক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত করেছিলাম। বোধ হয় তা ভুলে গেছো। যাহোক, তুমি যখন আমাকে বধ করতে চাচ্ছ, তখন নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে তোমার যমালয়ে যাবার ইচ্ছা হয়েছে। যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখে থাক, তবে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি তোমাকে সত্বর তা দেখাচ্ছি। এই কথা বলে ইন্দ্রজিৎ সাতটি বাণে লক্ষ্মণকে এবং দশটি বাণে হনুমানকে বিদ্ধ করে দ্বিগুণ উৎসাহে ক্রুদ্ধ হয়ে শত শত শর দ্বারা বিভীষণকে বিদ্ধ করলেন।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের এই কাজ দেখে হেসে বললেন, এরূপ অস্ত্রাঘাতে আর কি হতে পারে? নির্ভীক লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতের প্রতি শর নিক্ষেপ করে বললেন—

নৈবং রণগতাঃ শূরাঃ প্রহরন্তি নিশাচর।
লঘবশ্চাল্পবীর্য্যাশ্চ শরা হীমে সুখাস্তব॥ (যুঃ) ৮৮।৫২

—ওহে রাক্ষস, তোমার অল্প বীর্য ও ক্ষুদ্র এই বাণগুলি আমার দেহে সুখ স্পর্শ মনে হচ্ছে।

তুমি যে রকম প্রহার করলে, যুদ্ধাভিলাষী রণ মধ্যে বীররা যুদ্ধে কখনও এ রকম প্রহার করেন না—বলে লক্ষ্মণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তারা যেমন আকাশ হতে ভূতলে পড়ে, তেমনি লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিতের স্বর্ণময় কবচ বিকীর্ণ হয়ে রথ পার্শ্বে পড়ে গেল। দুই বীর পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করতে লাগলেন। উভয়ের দেহ হতে রক্তস্রোত বইতে লাগল। কিন্তু কেউই ক্লান্ত বা রণ বিমুখ হলেন না। এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ অস্ত্র কৌশল দেখিয়ে উভয় উভয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ শরগুলি অন্তরিক্ষে শরজাল বন্ধন করতে লাগলেন। এইভাবে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো।

এমন সময় লক্ষ্মণের সাহায্যে বিভীষণ রণক্ষেত্রে আসলেন। সেখানে এসে

মাটিতে দাঁড়িয়ে ধনু বিস্ফারণ করে রাক্ষসদের প্রতি শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বিভীষণের শরাঘাত মাংসাশী রাক্ষসদের নিহত করল। তারপর বিভীষণ বানরদের সম্বোধন করে বললেন, এই ইন্দ্রজিতেই রাক্ষসদের শেষ অবলম্বন জীবিত রয়েছে এবং যে সৈন্যদের দেখছ তাই রাবণের শেষ বল। অতএব তোমরা আর বিলম্ব করছ কেন ? তোমাদের জয় করবার জন্য কেবলমাত্র এই রাক্ষসরা অবশিষ্ট আছে। ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতুল্য। সুতরাং তাকে বধ করা অনুচিত হলেও আমি রামের জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করব। আমি যদিও একে বধ করতে চাচ্ছি, কিন্তু চোখের জলে আমার দু চোখ আচ্ছন্ন হচ্ছে। অতএব লক্ষ্মণ তাকে বধ করুন এবং তোমরা ইন্দ্রজিতের পাশ্বচরদের নিহত কর।

বিভীষণের বাক্যে উৎসাহিত হয়ে বানররা প্রসন্ন চিত্তে চীৎকার করে নখ, দন্ত ও প্রস্তর বর্ষণ করে রাক্ষসদের তাড়াতে আরম্ভ করল। রাক্ষসরা জাম্ববানকে ঘিরে আঘাত করতে লাগল। পূর্বে দেবতা ও অসুরদের যেমন ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি বানর ও বাক্ষসদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল।

এদিকে শক্তিশালী ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হলেন। পুনরায় লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ আরম্ভ হল। লক্ষ্মণ চারটি শরের দ্বারা ইন্দ্রজিতের অশ্ব চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করলেন। তারপর সারথির মস্তক ছিন্ন করলেন। সারথি নিহত হলে ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং সারথির কাজ করতে করতে ধনু গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর সারথির কাজ দেখে সকলেই বিস্মিত হল !

ইন্দ্রজিৎ যখন অশ্ব চালনা করছিলেন, লক্ষ্মণ সেই সময় তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন, এবং যখন ধনু ধারণ করে তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, তখন তাঁর অশ্বদের শাণিত শরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। এইভাবে লক্ষ্মণ নির্ভীক চিত্তে ইন্দ্রজিতকে পীড়ন করতে লাগলেন। সারথি নিহত হলে ইন্দ্রজিৎ বিষণ্ণ হলেন।

ইন্দ্রজিতকে বিষণ্ণ দেখে বানররা সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণের প্রশংসা করল। তারপর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন—এই চার মহাশক্তিশালী বানর ইন্দ্রজিতের চারটি অশ্বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই পর্বতের ন্যায় বানরদের ভারে অশ্বদের মুখ হতে রক্ত ধারা ঝরতে লাগল। অশ্বরা মরলে ঐ বানররা রথকে বিনষ্ট করে পুনরায় লক্ষ্মণের পার্শ্বে গেল। ঐদিকে ইন্দ্রজিৎ অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ হতে নেবে শর বর্ষণ করতে করতে লক্ষ্মণের দিকে গেলেন।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। বানর ও রাক্ষসরা পরস্পরকে নিহত করতে লাগল। তারপর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসদের সান্ত্বনা দিয়ে

বললেন, চারদিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় রণক্ষেত্রে কে আত্মীয়, কে পর কিছুই জানা যাচ্ছে না। অতএব বানরদের ভয় দেখাবার জন্য তোমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আমিও এই অবসরে রথারূঢ় হয়ে আসি। তোমরা বানরদের সঙ্গে এমন ভাবে যুদ্ধ করবে যে, এরা যেন আমার গতি রোধ করতে না পারে।

ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলে বানরদের বঞ্চনা করে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে অশ্ব শাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত সারথি সহ রথ আরোহণ করে যেখানে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ ছিলেন, সেইখানে পুনরায় আসলেন। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও বানররা তাঁকে রথারূঢ় দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে সহস্র সহস্র বানরকে নিহত করলেন। তখন লক্ষ্মণ ক্ষিপ্রহস্তে ইন্দ্রজিতের ধনু ছিন্ন করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গদাঘাতে ইন্দ্রজিতের চারটি অশ্বকে নিহত করলেন। ইন্দ্রজিৎ অশ্ব ও সারথিহীন রথ হতে লাফ দিয়ে একটি শক্তি অস্ত্র নিয়ে পিতৃব্যের উপর নিক্ষেপ করলেন। লক্ষ্মণ সেই শক্তিকে বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করে ভূতলে ফেলে দিলেন। বিভীষণও অশ্বহীন ইন্দ্রজিতের বক্ষ লক্ষ্য করে বজ্রের ন্যায় কঠিন পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যকে আক্রমণ করবার জন্য একটা ভাল শর নিলেন। তা দেখে লক্ষ্মণ কুবেরের দ্বারা স্বপ্নে প্রদত্ত এবং ইন্দ্রাদি সুরাসুরদের দুঃসহ ও দুর্জয় একটি শর নিলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত যুদ্ধ চলল। তখন আকাশবাসী প্রাণীরা লক্ষ্মণকে ঘিরে ফেলল।

সেই সময় বানর ও রাক্ষসদের ভৈরব চীৎকারে যুদ্ধ দেখবার জন্য নভোমণ্ডলের অসংখ্য প্রাণী এসে উপস্থিত হল। গন্ধর্বরা, গরুড়, ঋষিরা, পিতৃগণ ও দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে সামনে নিয়ে রণক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে লাগলেন।

অতঃপর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করবার জন্য ঐন্দ্র নামক একটি অস্ত্র—যা কখনও ব্যর্থ হয় না, ইন্দ্রজিতের প্রতি ক্ষেপণ করলেন। সেই আঘাতে ইন্দ্রজিতের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এইখানে অর্জুনের সঙ্গে লক্ষ্মণের সাদৃশ্য দেখা যায়। ন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণ কখনই ইন্দ্রজিতকে বধ করতে পারতেন না। তেমনি অভিশপ্ত কর্ণর রথের চাকা বসে গেলে সেই সুযোগে অর্জুন নিরস্ত্র কর্ণকে নিহত করেন।

দেবতাদের আশীর্বাদ ধন্য লক্ষ্মণ ও অর্জুন শত্রুকে নিহত করে জয়ী হয়েছিলেন। দেবতাদের থেকে এত সহযোগিতা না পেলে লক্ষ্মণ বা অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ জয় সম্ভব হত না। ইন্দ্রজিৎ ও কর্ণ যথার্থই অসম মহাশক্তিশালী বীর

ছিলেন। তাঁরা অভিশপ্ত না হলে তাঁদের পরাজিত করা কখনই কারো পক্ষে সম্ভব হত না।

লঙ্কা যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ বধই লক্ষ্মণের অমর কীর্তি ও তাঁর বীরত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অগস্ত্য মুনি বলেছিলেন সর্ব ইন্দ্রিয় জয়ী লক্ষ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বীর ইন্দ্রজিতকে বধ করতে সমর্থ হবেন না।

ইন্দ্রজিতকে বধ করায় নিখিল মহর্ষিরা এবং ইন্দ্রসহ দেবতারা সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ পাপাচারী সেই রাক্ষস সকলেরই শত্রু ছিলেন। নভোমণ্ডলে দেবতা ও গন্ধর্বদের দুন্দুভি ধ্বনি শোনা গেল। অপ্সরাগণ নাচতে লাগল এবং আকাশ হতে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল। দেব, দানব ও গন্ধর্বরা সকলে একযোগে প্রসন্ন চিত্তে বললেন, নিরপরাধী ব্রাহ্মণরা এখন নির্ভয়ে বিচরণ করুন। বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান ও বানররা সকলেই লক্ষ্মণকে অভিনন্দিত করল।

অতঃপর রক্তাক্ত কলেবরে বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে দুই বাহু রেখে রামের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন করে ইন্দ্র বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ বধের সংবাদ জানালেন। এই শুভ সংবাদ শুনে মহাপরাক্রমী রাম আনন্দিত হয়ে বললেন, লক্ষ্মণ তোমার কাজে আমি খুব খুসী হয়েছি। কারণ ইন্দ্রজিৎ বধে আমাদের জয় অবধারিত। রাম স্নেহ বশতঃ লক্ষ্মণকে নিজের কোলে বসিয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন এবং সস্নেহ দৃষ্টিতে বারংবার তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন।

তিনি পুনরায় লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি অন্যের দুঃসাধ্য কাজ করেছো। এই দুরাত্মা নিহত হওয়ায় আজ আমি নিজেকে বিজয়ী মনে করছি। ইন্দ্রজিতই রাবণের একমাত্র ভরসা ছিল। আজ তাকে তুমি হত্যা করে রাবণকে দক্ষিণ বাহুহীন করলে। বিভীষণ ও হনুমান যুদ্ধে গিয়ে ভাল করেছে। তিন রাত্রি তিন দিনে সেই বীরকে তোমরা অতি কষ্টে নিহত করেছ। আজ পুত্র শোকাতুর রাবণ নিশ্চিত যুদ্ধ করতে আসবে। আমি বহু বানর সেনা পরিবৃত হয়ে তাকে বধ করব।

ত্বয়া লক্ষ্মণ নাথেন সীতা চ পৃথিবী চ মে।
ন দুষ্প্রাপা হতে তস্মিন শক্র জেতরি চাহবে॥ (যু:) ৯১।১৯

—লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ বিজয়ী তুমি রণ মধ্যে আমার সহায় থাকলে সীতা অথবা পৃথিবী—এ দুয়ের কোনটিই আমার কাছে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

তারপর রাম সুষেনকে নির্দেশ দিলেন, তুমি শীগ্‌গির লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও আহত বীর ভল্লুক ও বানরদের ওষুধ দ্বারা সুস্থ করো। তখন সুষেণ লক্ষ্মণের নাকে

এক ওষুধ দিলেন। সেই গন্ধে ওষুধের লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর সুষেণ বিভীষণ ও বানরদের চিকিৎসা করে সুস্থ করল। ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ায় সুগ্রীবও আনন্দিত হল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ কাব্যে" ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য লক্ষ্মণকে পাঠাবার সময় রাম বলছেন :—

"হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;—
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি ! আজি বাঁধিনু তোমারে :
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোণিত স্রোতঃ, হায় অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে।
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, সবন্ধু-বান্ধবে—
হারানু ভাগ্য দোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পাদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষস পুরে, ভাই, আইনু আমরা।"

রামের মত মহাবীরের মুখ দিয়ে কবির এই অকারণ উদ্বেগ প্রকাশ কেবল মাত্র মেঘনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু এখানে রামের অপূর্ব ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শনও বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। তাই লক্ষ্মণের জন্য সীতা উদ্ধার কাজ বন্ধ রাখার সঙ্কল্প করতে তিনি দ্বিধা করেননি।

উত্তরে রামকে লক্ষ্মণ বলেছেন…
"কি কারণে রঘুনাথ! সভয় আপনি
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস নিবাসী
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ম সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কাপানে; কালমেঘ সম
দেব ক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা—
চারিদিকে! দেব—হাস্য উজলিছে, দেখ.
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে,
ধরি দেব—অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ—প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব—আজ্ঞা? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম—কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?

লক্ষ্মণের উক্তির মধ্যে পৌরুষের ঝংকার পাওয়া যাচ্ছে। কবি কি সুন্দর ভাবে রামের বিজয় ও লংকার পরাজয়ের ছবি তাঁর কাব্যে ফুটিয়েছেন। এক পক্ষ পাচ্ছেন দেবতার আশীর্বাদ, অন্য পক্ষের অদৃষ্টে দেব রোষ।

ইন্দ্রজিৎ যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পুজারত লক্ষ্মণ সেখানে প্রবেশ করলে তাঁর পরিচয় তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ! তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।"

এখানে বীরের প্রতি বীরের যুদ্ধ আহ্বান। ইহা যথার্থ বীরের লক্ষণ। এখানে কবি বাল্মীকির সঙ্গে মসি যুদ্ধ ঘোষণা করেই মেঘনাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার জন্য মধুসূদন মসি ধরেছিলেন। তাই লক্ষ্মণের উত্তর শুনে ইন্দ্রজিৎ বললেন—

সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি ! কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষ শত শত,
যক্ষপতি ত্রাস বলে ভীম-অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগরদ্বারে ; শৃঙ্গ ধরসম
এ পুর—প্রাণের উচ্চ ; প্রাচীর-উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলী রূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি ! ভুলালে এ সবে ?
মানব কুল সম্ভব, দেব কুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষো বৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্বভূক ! কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে ? এখনও দেখ
রুদ্ধদ্বার। বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে
নিঃশঙ্কা করিব লংকা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা—অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম। বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোত্তম বক্ষশ্চমূ, বিদায় আমারে।

ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের এক অপূর্ব দিক কবি এখানে চিত্রিত করেছেন। ইন্দ্রকে জয় করে যিনি ইন্দ্রজিৎ খেতাব লাভ করেছেন, সামান্য মানুষ লক্ষ্মণ কি করে তাঁর রুদ্ধ দ্বার মন্দিরে প্রবেশ করল বিভ্রান্ত রাবণি এই প্রশ্ন রাখলেন লক্ষ্মণের কাছে ও তাঁর ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে। তবু তিনি ভীত নন, কাপুরুষ নন। তাই ইন্দ্রজিৎ এই বরই প্রার্থনা করছেন যেন তিনি কিষ্কিন্ধ্যা অধিপতি সুগ্রীবকে লঙ্কা হতে বিতাড়িত করতে পারেন এবং 'রাজদ্রোহী, খুল্লতাত বিভীষণকে বন্দী করে রাজা রাবণের সমীপে উপস্থিত করতে পারেন। শত্রু দ্বারে কিন্তু তিনি নিরস্ত্র,

তবু তাঁর মনে কোন ভয় বা শঙ্কার ছায়া পড়ে নাই। মধুসূদনের কলমে মেঘনাদ এক অসাধারণ পরাক্রমশালী বীর রূপে চিত্রিত হয়েছেন।

কবি মাইকেল লক্ষ্মণকেও তেমনি ভাবে অঙ্কিত করেছেন—

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্তরাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।
মদে মত্ত সদা তুই, দেব—বলে—বলী।
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে। এত দিনে মজিলি, দুর্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে।"

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের আহ্বানে তাঁকে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ করলেন এবং বীরের ধর্ম মনে করিয়ে দিয়ে বললেন—

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব।
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে;
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে।
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; কি আর কহিব?"

ইন্দ্রজিৎও যে সমান বীর ও ধীমান তার প্রমাণ তাঁর পূর্বোক্তি। বিপদে তিনি বুদ্ধি হারান নি। বরং লক্ষ্মণকে তিনি ক্ষত্র ধর্ম ও বীরের ধর্ম মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্মণের কৃপা প্রার্থী নন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাছে তিনি ক্ষত্র-ধর্ম আচরণ আশা করেন।

লক্ষ্মণ উত্তরে বললেন—

"আনায়—মাঝারে বাঘে পাইলে কি প্রভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ! তেমতি তোরে। জন্ম রক্ষঃ কুলে

তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি ! কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি, পারি যে কৌশলে ?"

মাইকেল মধুসূদন লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে অতি সংক্ষেপে কিন্তু অপূর্ব ভাবে ইন্দ্রজিতের শৌর্য বীর্যের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে বাঘ ও নিজেকে কিরাতের সঙ্গে তুলনা করছেন। যুদ্ধের অপর নীতি ছলে বলে কৌশলে শত্রু নিধন। লক্ষ্মণ সেই রীতি পালনে ব্যগ্র।

লক্ষ্মণের উত্তর শুনে—

কহিলা বাসবজেতা ;— (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্ত লৌহাকৃতি
রোষে।) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে।
লক্ষ্মণ নির্লজ্জ তুই ক্ষত্রিয়—সমাজে
রোধিবে শ্রবণ পথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ। তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ? কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি ?

যথার্থই তস্করের মত নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয়ে প্রবেশ করে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্মণ যে ভাবে নিহত করেন, তার তুলনা মেলে সপ্তরথী মিলিত হয়ে অভিমন্যুকে বধ করার আখ্যানে।

পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু শোকে রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত হলে সুপার্শ্ব নামক অমাত্য ও অন্যান্য সচিবরা তাঁকে স্ত্রীবধ রূপ অধর্ম আচরণ হতে বিরত করল এবং রামকে বধ করে সীতাকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিল। রাবণও সুহৃদদের ধর্ম সঙ্গত কথা শুনে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে পুনরায় সভায় প্রবেশ করলেন।

তারপর রাম রাক্ষস সৈন্যদের সংহার করতে লাগলেন। মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষ মহাযুদ্ধে নিহত হল দেখে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন সেদিন সুগ্রীব, জাম্ববান, অঙ্গদ, হনুমান, সুষেণ ও অন্যান্য দলপতি সহ রামকে বধ করবেন।

অতঃপর রাম রাবণে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়। লক্ষ্মণ রাবণের সারথির মস্তক ছিন্ন করলেন ও রাবণের বিশাল ধনু ছিন্ন করলেন। সেই সময় বিভীষণ রাবণের পর্বতাকার চারটি অশ্বকে বধ করলেন।

তখন রাবণ অশ্বহীন রথ হতে লাফ দিয়ে নেবে বিভীষণের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তি পড়তে না পড়তে লক্ষ্মণ তিনটি বাণে তা ছিন্ন করলেন। তা দেখে রাবণ অন্য একটি অব্যর্থ বিশাল শক্তি গ্রহণ করলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণ সংশয় উপস্থিত দেখে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য সেই শক্তির সম্মুখে এসে এবং ধনুতে গুণ যোজনা করে রাবণকে শর বর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন রাবণ লক্ষ্মণকে বললেন, ওহে বীর, তুমি আমার অস্ত্রাঘাত হতে বিভীষণকে রক্ষা করেছ, এখন তোমার প্রতিই আমি অস্ত্র প্রয়োগ করব। এই অস্ত্র তোমার হৃদয় ভেদ করে তোমার প্রাণ হরণ করবে।

রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করলেন। সেই শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণ ভূপতিত হলেন। তখন রাম রাবণকে শর জালবর্ষণে জর্জরিত করলে, রাক্ষসরাজ রাবণ রণক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেলেন।

শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের জন্য রামের বিলাপ শুনে সুষেণ তাঁকে জানালেন লক্ষ্মণ মৃত নয়। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) তারপর হনুমান গন্ধমাদন পর্বতের দক্ষিণ শিখরে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্য করণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধ্যাকরণী নামে ঔষধের জন্য পর্বত শৃঙ্গ উৎপাটিত করে আনলেন। সুষেণ ওষধি চূর্ণ করে লক্ষ্মণের নাসিকায় প্রলেপ দিলেন। সেই ওষুধের গন্ধে সুস্থ হয়ে লক্ষ্মণ মাটির কোল থেকে উঠলেন।

বানররা সকলেই লক্ষ্মণকে প্রাণ ফিরে পেতে দেখে আনন্দিত হল। রাম লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে বললেন, হে বীর, আমি ভাগ্য বলেই তোমাকে মৃত্যু হতে ফিরে পেয়েছি। বিজয়লাভ, সীতা অথবা জীবন ধারণ এই সমস্ত আমার আর কোন কাজেই আসত না। কারণ তুমি মরলে বেঁচে থেকে আমার কি লাভ হোত?

লক্ষ্মণ রামের এই কাতর বাক্য শুনে ক্ষুন্ন হয়ে বললেন—

তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম।
লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি॥
ন হি প্রতিজ্ঞাং কুর্বন্তি বিতথাং সত্যবাদিনঃ।
লক্ষণং হি মহত্ত্বস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্॥ (যুঃ) ১০১।৫১-৫২

—হে সত্য পরাক্রম, পূর্বে এক প্রতিজ্ঞা করে এখন দুর্বল ব্যক্তির মত এরূপ কথা বলা উচিত নয়। হে বীর, সত্যবাদীগণ কখনও মিথ্যে প্রতিজ্ঞা করে না। প্রতিজ্ঞা পালন করাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

অগ্রজ রামকে এমন কঠিন ভাবে ধিক্কার দেবার সাহস প্রমাণ করে যে লক্ষ্মণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের ছিলেন। এবং রামও সম্যক ভাবে তা জ্ঞাত ছিলেন।

লক্ষ্মণ রামকে আরও বললেন, আমার জন্য আপনার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আপনি আজই রাবণকে বধ করে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। যেমন তীক্ষ্ণ দন্ত ও ক্রোধে গর্জিত সিংহের মুখ হতে হস্তী অব্যাহতি পায় না, তেমনি আপনার দৃষ্টি পথে পড়লে শত্রু কখনও জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। আমি সূর্যাস্তের পূর্বেই এই দুরাত্মা রাবণের বধ দেখতে চাই। যদি যুদ্ধে রাবণকে বধ করতে এবং আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চান, যদি সীতাকে লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তবে সত্বর আমার কথা মত কাজ করুন।

এখানে লক্ষ্মণের সুরে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিরকালের অনুগত বিনম্র লক্ষ্মণ যেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য দৃঢ় স্বরে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। একদিকে লক্ষ্মণ যেমন শান্ত, ধীর, স্থির অনুগত, অন্যদিকে তিনি কর্তব্যে অবিচল—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কর্তব্যে ত্রুটি যেন কোন প্রকারেই তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

লক্ষ্মণের কথায় রাম উৎসাহিত হয়ে রাবণের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। (৩য় পর্ব দ্রষ্টব্য)

রাবণ বধের পর, সীতা উদ্ধারের পর রাম সীতার প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার করেছিলেন, তাতে লক্ষ্মণ ব্যথিত হয়েছিলেন। স্বামীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মবিসর্জনের জন্য সীতা লক্ষ্মণকে চিতা সাজাতে বললে লক্ষ্মণ সরোষে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, অবশেষে আকারে ইঙ্গিতে তাঁর সত্যিকার মনোভাব বুঝতে পেরে সীতার চিতা সাজালেন।

এখানেও লক্ষ্মণের ধৈর্য ও আনুগত্য অনন্য সাধারণ। সীতার প্রতি রামের এই আচরণ অন্যায়, অসঙ্গত, অশোভনীয় জানা সত্বেও রামের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অনুজের উচিত নয় বলেই তিনি রামকে এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নি।

সীতার অগ্নি পরীক্ষার শেষে সেই স্থানে রাজা দশরথ স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করলে তিনি আলিঙ্গন করে লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—

রামং শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া।
কৃতা মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলঞ্চ তে॥ (যুঃ) ১১৯।২৮

—তুমি ভক্তির সঙ্গে বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার সঙ্গে রামের সেবা করে আমার বিশেষ প্রীতির কাজ করেছ এবং ধর্ম ফলও প্রাপ্ত হয়েছ।

রাম অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলে, লক্ষ্মণ কোন প্রকারেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন নি। যেহেতু ভরত তাঁর অগ্রজ- সুতরাং এই সম্মান তারই প্রাপ্য।

ভ্রাতা ভরতের জন্য লক্ষ্মণের এই ত্যাগের দ্বারা কেবল তাঁর উদারতা প্রকাশ পায়নি, তাঁর চরিত্র আরও নির্মল ও মহীয়ান রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম রাজা হয়ে সকলকে পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি হনুমানকেও একটি রত্নহার উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু হনুমান সেই হার অতি তুচ্ছ জ্ঞানে ছিঁড়ে ফেলেন। এতে লক্ষ্মণ নিতান্ত অপমানিত বোধ করে ক্ষুব্ধ হয়ে রামকে বললেন—

মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ॥
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে।
রত্নহার দিলে কেন বানরের গলে॥ (লঃ)

উত্তরে হনুমান বলেছিলেন, রাম নাম হীন ধন পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ মনে করে তিনি তা ছিঁড়ে ফেলেছেন। উত্তরে লক্ষ্মণ উপহাস করে হনুমানকে বললেন—

রাম নাম চিহ্ন নাহি দেহেতে তোমার॥
তবে কেন মিথ্যা দেহ ক'রেছ ধারণ।
কলেবর ত্যাগ কর পবন নন্দন॥ (লঃ)

হনুমান তখন তাঁর বুক চিরে দেখালেন সেখানে তাঁর অস্থিময় লক্ষ লক্ষ রাম নাম লেখা আছে।

লক্ষ্মণ বলেন শুন বীর হনুমান।
শ্রীরামের ভক্ত নাই তোমার সমান॥
রাম জানে তোমারে শ্রীরামে জান তুমি।
তোমার মহিমা সীমা কি জানিব আমি॥ (লঃ)

হনুমান পশু হলেও রামভক্ত। তাঁর নিকট নিজ অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার করা সত্য সত্যই মহত্ত্বের চিহ্ন। রামের প্রতি হনুমানের অচলা ভক্তি দেখে লক্ষ্মণ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হলেন।

রাম অযোধ্যায় ফিরলে অগস্ত্য মুনি যখন তাঁর কাছ থেকে শুনলেন যে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করেছেন, তখন তিনি বললেন :—

চৌদ্দ বর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন।
চৌদ্দ বর্ষ স্ত্রীমুখ না করে দরশন ॥
চৌদ্দ বর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে।
ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই জন পারে ॥ (উত্তর)

লক্ষ্মণ সম্বন্ধে অগস্ত্য মুনির এরূপ উক্তি রামের বিশ্বাস উৎপাদন করল না। তখন অগস্ত্য মুনি লক্ষ্মণকে সভায় ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে বললেন। রাম লক্ষ্মণকে অগস্ত্য মুনির কথা জিজ্ঞেস করলে,

লক্ষ্মণ বলেন শুন রাজীবলোচন।
পাপিষ্ঠ রাবণ সীতা হরিল যখন ॥
....
ঋষ্যমূকে মা জানকীর পাই আভরণ ॥
সুগ্রীবের অগ্রে তুমি সুধালে যখন।
....
আমি না চিনিনু সীতার হার কি কেয়ুর
সবে মাত্র চিনিলাম চরণ নূপুর ॥
সত্য প্রভু একত্র ছিলাম তিন জন।
শ্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ নিদ্রা না যাই কেমনে।
শুন শুন রঘুনাথ কহি তব স্থানে ॥
তুমি আর মা জানকী কুটীরে থাকিতে।
আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে ॥
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে।
ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে ॥
... .
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে।
তব বামে মা জানকী বৈসে সিংহাসনে ॥
আমি দণ্ডাইনু ছত্র করিয়া ধারণ।
হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িল তখন ॥

ঐ কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত।
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত॥
অনাহারে চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিনু বনে।
তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে॥
আমি গিয়া কাননেতে আনিতাম ফল।
তুমি প্রভু তিন অংশ করিতে সকল॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীব লোচন।
আমারে কহিতে ফল ধর রে লক্ষ্মণ॥
আমি ধ'রে রাখিতাম কুটীরেতে আনি।
খাইতে কখনো নাহি বল রঘুমনি॥
আজ্ঞা বিনা কেমনেতে করিব আহার।
চৌদ্দ বৎসরের ফল আছয়ে তোমার॥ (উত্তর)

যে সাত দিন ফল আহরণ করা হয়নি তার হিসাব দিয়ে, লক্ষ্মণ হনুমানকে দিয়ে তাঁর গচ্ছিত ফলের তুণ আনালেন। তিনি কেবল চৌদ্দ বৎসর উপবাস থাকার কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি রামকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—

পূর্ব কথা কেন প্রভু হলে বিস্মরণ॥
বিশ্বামিত্র স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে।
তুমি ভুলিয়াছ প্রভু আছে মম মনে॥
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঋষি।
এ কারণে চতুর্দ্দশ বর্ষ উপবাসী॥
পালিয়া মুনির আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে।
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাণে॥ (উঃ)

লক্ষ্মণের উপরের বিবৃতিতে লক্ষ্মণ চরিত্র কত মহৎ তা প্রকাশ পেয়েছে। কবি রামানুজ লক্ষ্মণের চরিত্রের সব দিক ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাই নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বামিত্র প্রদত্ত মন্ত্র অভ্যাস করায় তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ উপবাস করতে পেরেছিলেন। নিয়মিত যোগ সাধনা ব্যতীত এই কাজ কখনই সম্ভব নয়।

প্রজারঞ্জনের জন্য নিরাপরাধী জেনেও লোকাপবাদের ভয়ে রাম সীতাকে পরিত্যাগ করবেন সঙ্কল্প করে লক্ষ্মণকে আদেশ দেন—তিনি যেন সুমন্ত্র চালিত রথে রাজ্যের সীমার বাইরে বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে পরিত্যাগ করে আসেন।

লক্ষ্মণ অনিচ্ছায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশ পালন করতে উদ্যত হয়ে দুঃখিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন। সীতা তাঁর কাঁদবার হেতু জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—

রাম বুদ্ধিমান হয়েও আমাকে লোকনিন্দিত এই কাজে নিযুক্ত করে লোক সমাজে আমাকে নিন্দার পাত্র করলেন। এই জন্য আমি দুঃখ বোধ করছি। আজ আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয় ছিল। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সীতা নির্বাসনের কথা জানতে পেরে কাঁদতে থাকেন ও লক্ষ্মণকে বললেন, তিনি যে গর্ভবতী লক্ষ্মণ যেন স্বচক্ষে তার লক্ষণ দেখে যান। নতুবা পরে আবার অপবাদ দেওয়া হবে।

উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন—

দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে।
কথমত্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে। (উঃ) ৪৮।২১-২২

—আমি পূর্বে আপনার রূপ কখনও দেখিনি, কেবল দুটো পা দেখেছি। রামের অবর্ত্তমানে এই বনে আপনাকে আমি কি ভাবে দেখব?

এখানেও লক্ষ্মণের আত্মসংযমের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে সীতাকে প্রণাম করে লক্ষ্মণ নৌকা যোগে গঙ্গার অপর তীরে নামলেন। তিনি বার বার সীতাকে দেখতে দেখতে কেঁদে কেঁদে রথে উঠলেন।

সীতার প্রতি নিরন্তর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে লক্ষ্মণের অশান্ত ও অসহায় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সীতার শারীরিক এই অবস্থায় পুণ্যবতী জানা সত্বেও এই নির্বাসন দণ্ডকে লক্ষ্মণ কোন প্রকারেই অনুমোদন করতে পারেননি। অথচ অগ্রজের আজ্ঞা যত কঠোরই হোক, অমান্য করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তিনি সুমন্ত্রকে সীতার সম্বন্ধে নানা কথা বলে দুঃখ করে বললেন—

অন্যায়বাদী পৌরদের কথায় সীতাকে পরিত্যাগ করে রাম কোন যশের কাজ করলেন বা কোন্ ধর্ম রক্ষা করলেন?

লক্ষ্মণের চরিত্রে এইরূপভাবে জ্যেষ্ঠের সমালোচনা অতি বিরল। তিনি যে অত্যধিক দুঃখ পেয়েছিলেন এই উক্তির থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে।

লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে দেখলেন রাম তখনও শোকাভিভূত। লক্ষ্মণ রামকে বললেন, তিনি তাঁর নির্দেশ মত কাজ সম্পন্ন করে এসেছেন। রামকে সান্ত্বনা দিয়ে শোক সংবরণ করতে বললেন—কালের গতিই এই প্রকার,

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥ (উঃ) ৫২।১১

—সব সঞ্চয়ই অবশেষে ক্ষয় হয়, উন্নতির অন্তে পতন, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ, জীবনের অন্তে মরণ হয়।

কবি এখানে লক্ষ্মণের মুখে এক শাশ্বত দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। এরূপ মোহ মুদ্গর প্রয়োগে লক্ষ্মণ রামকে প্রকৃতিস্থ করতে চেষ্টা করতেন।

তিনি আরও বললেন, হে অযোধ্যারাজ, আপনি যদি সীতার বিরহে ব্যাকুল হন, তবে যে লোকাপবাদের ভয়ে তাঁকে ত্যাগ করেছেন, সেই অপবাদই পুনরায় রাজ্যে প্রচারিত হবে তার কোন সন্দেহ নেই।

শোকার্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের যখনই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মণ সান্ত্বনার ছলে আধ্যাত্মিক কথায় রামের হৃদয়ের দুর্বলতা লাঘব করেছেন।

রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ আরও অনেক কঠিন কাজ করেছেন। যেমন বিচারার্থী কুকুরকে রাজসভায় ডেকে আনেন। শূদ্র শম্বুক তপস্যা করায় রাজ্যে জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্রের মৃত্যু ঘটায়, রাম তার শাস্তি বিধানে যাত্রা করবার পূর্বে লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন, লক্ষ্মণ যেন ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দেন এবং বালকের শবদেহ গন্ধ দ্রব্য লিপ্ত করে তৈলদ্রোণীর মধ্যে রাখেন। যেন শব দেহের ক্ষয় বা বিকৃতি না ঘটে। তারপর রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের উপর নগর রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে পুষ্পক রথে করে রাজ্যের সব দিক পরিদর্শন করতে লাগলেন।

রাম রাজসূয় যজ্ঞ করতে চাইলে, লক্ষ্মণ তাঁকে সর্ব পাপ নাশক অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার পরামর্শ দেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান করবার জন্য রাম সুগ্রীব, নৃপতিদের, বিদেশের ধার্মিক ব্রাহ্মণদের ও সস্ত্রীক ঋষিদের নিমন্ত্রণ করবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আটকিয়ে রাখায় লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুঘ্নের মৃত্যু হলে শোকার্ত রামকে লক্ষ্মণ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন—

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এই যুদ্ধেতে মরণ॥
বিলাপ সম্বর প্রভু না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈব পাড়িল প্রমাদ॥
পতিব্রতা সীতা তুমি বর্জিলে যখন।
জেনেছি তখনি হবে বিধি-বিড়ম্বন॥

দেবতা জানেন যে সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বর্জিলে যে তাই পাই তাপ॥
আজি যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
শিশু ধরিবারে মোরা যাই দুই ভাই॥ (উঃ)

সীতার প্রতি রামের দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রতি লক্ষ্মণের মনে মনে যে ক্ষোভ ছিল, এখানে তারই পুনঃ বিকাশ দেখা গেল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে লক্ষ্মণও প্রাণ হারালেন। পরে বাল্মীকি মুনির কৃপায় তাঁরা চার ভ্রাতা সসৈন্যে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন।

এইভাবে রামের রাজকার্যে নির্বিচারে সহায়তা ও তাঁর সেবা করাই লক্ষ্মণের একমাত্র ব্রত ছিল।

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সীতাকে রাম পুনরায় সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলায়, তিনি পাতালে প্রবেশ করেন। তারপর রাম ভরতের পুত্রদ্বয়কে দুই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তিনি লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকেও দুইটি অনুরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রামের আদেশে লক্ষ্মণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদকে অঙ্গদীরায় রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভরত চন্দ্রকেতুকে চন্দ্রকান্ত নগরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এক বৎসর বাস করে উভয়েই অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

কয়েক বৎসর পর একদিন তাপসরূপী কাল রামের দর্শন প্রার্থী হয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। রামকে দিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করালেন যে রামের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ কালে কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হলে রাম তাকে হত্যা করবেন।

রাম লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষক নিযুক্ত করলেন। লক্ষ্মণ যখন ঐ প্রকার পাহাড়ায় নিযুক্ত ; সেই সময় দুর্বাসা মুনি রামের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে রাজদ্বারে এসে লক্ষ্মণকে বললেন, আমার প্রয়োজন আছে। শীঘ্র রামের কাছে নিয়ে চল। লক্ষ্মণ তাঁকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু দুর্বাসা তা মানলেন না। বরং তিনি লক্ষ্মণকে জানালেন যে তিনি এসেছেন এ সংবাদ সেই মুহূর্তেই রামকে না দিলে, তিনি শাপ দিয়ে রঘুবংশ ও সমগ্র অযোধ্যা নগরী ধ্বংস করবেন।

অনন্যোপায় হয়ে তখন লক্ষ্মণ স্থির করলেন—

একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ॥ (উঃ) ১০৫।৯

—সকলের বিনাশ অপেক্ষা আমার একারই মরণ হোক্। বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ স্থির করে রামচন্দ্রের নিকট (দুর্বাসার আগমন বার্তা) নিবেদন করলেন।

এরূপ সিদ্ধান্ত লক্ষ্মণ চরিত্রকে মহান করেছে। বংশ ও রাজ্য রক্ষার জন্য আত্মাহুতি শ্রেয়।

সেই তাপস রূপী কাল ও দুর্বাসা রামের সঙ্গে তাঁদের প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলে, রাম কালের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা চিন্তা করতে থাকলে, লক্ষ্মণ তাঁকে বললেন—

ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি।
পূর্বনির্ম্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী॥
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
হীন প্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রয়ান্তি নরকং নরাঃ॥ (উঃ) ১০৬।২-৩

—হে মহাবাহো, আমার জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়। পূর্বজন্মের কর্ম ফলে কালের গতিই এইরূপ। হে সৌম্য কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশঙ্ক ভাবে আমাকে বধ করে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নরগণ নরকে গমন করে।

রাম মন্ত্রীগণ ও বশিষ্ঠকে ডেকে সব ঘটনা বললেন। তাঁর কর্ত্তব্য কি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের অভিমতও একই জেনে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

রাম লক্ষ্মণকে বললেন—

বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ ধর্মবিপর্য্যয়ঃ।
ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধুনাং হ্যভয়ং সমম্॥ (উঃ) ১০৬।১৩

—হে সৌমিত্রি, তোমাকে বিসর্জন দিলাম। যেন ধর্মের বিপর্যয় না হয়, বর্জন বা বধ সাধুদের মতে দুইই এক পর্যায়ের।

সীতাকে বনবাসে নির্বাসন দিয়ে ফিরবার পথে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রর নিকট সীতার প্রতি রামের এই প্রকার অন্যায় আচরণের অভিযোগ করলে, তিনি লক্ষ্মণকে জানিয়েছিলেন, এক সময়ে রাম তাঁকেও বর্জন করবেন।

সুমন্ত্রর সেই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যে পরিণত হলো।

লক্ষ্মণ সকলের নিকট বিদায় নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে সরযূ নদী তীরে গেলেন এবং আচমন করে সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বার ও নিঃশ্বাস রোধ করলেন। ঋষিগণ ও অপ্সরাদের সঙ্গে দেবতারা তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। বিষ্ণুর চতুর্থ অংশকে পেয়ে দেবতারা আনন্দিত হয়ে তাঁর পূজা করলেন।

এই মহাপ্রস্থানের সময়ও লক্ষ্মণ উর্মিলাকে একবার স্মরণ করেননি। সমগ্র রামায়ণ গ্রন্থে লক্ষ্মণ ও উর্মিলাকে আমরা কোথাও একত্রে পাইনি। একমাত্র বিবাহ প্রসঙ্গ ব্যতীত তাঁর কোন প্রসঙ্গই কোথাও পাওয়া যায় না। উর্মিলা চিরকাল অন্তঃপুরবাসিনী রইলেন।

অর্জুন

মহাভারতে অর্জুন চরিত্রটি একটি অনন্য চরিত্র। অর্জুন যেন তাঁর ঘটনা বহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে মহাভারতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, অর্জুনের নিজস্ব শক্তি অপেক্ষা তাঁকে সর্বদা জয়ের মুকুট পরিয়ে দিতে যেন অন্যরা ব্যগ্র।

রাজপুত জননী যেমন তাঁর বীর সন্তানকে নানা অস্ত্রে নিজ হাতে সাজিয়ে রণে পাঠাতেন, যেমন দেবগণের দেহজাত পুঞ্জীভূত শক্তিতে দুর্ধর্ষ হয়ে দশ-প্রহরণে ভূষিত হয়ে কাত্যায়নী দানব দলনে গিয়েছিলেন, তেমনি দেবলোকের দেবতারা অতি যত্নে নানা অস্ত্রে সজ্জিত করে অর্জুনকে সাজিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রর মহাকাণ্ডর হোতা করে। দেবতার আশীর্বাদ লাভে অর্জুন অনন্য ও অতুলনীয়।

নানা জন অর্জুন চরিত্রে নানা ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ঋষি অরবিন্দের মতে অর্জুন জ্ঞানী নন, তিনি কর্মী। এজন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ইহকাল, পরকাল এ প্রকার জীবন রহস্যে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। সামাজিক উচ্চাদর্শ সমূহ সাত্ত্বিক ভাবে সম্পন্ন করা ছিল তাঁর ধর্মাদর্শ। এ জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় বন্ধু হনন দৃশ্যে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলেন। জ্ঞানী প্রকৃতি সম্পন্ন এবং চিন্তাশীল ছিলেন না বলেই যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার চোখের সামনে উদঘাটিত না হয়েছে, ততক্ষণ তিনি পূর্ব হতে চিন্তাশক্তি বলে এই ভীষণ হনন কর্মের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারেননি।

কবি নবীন চন্দ্র সেন অর্জুন সম্বন্ধে বলেছেন—অর্জুন তো সামান্য বীর নন—

অর্জুনের পরাক্রম অরাতির কানে
পারে কহিবারে বজ্র-নির্ঘোষে ভীষণ ;
পারে লিখিবারে উগ্র অনল-অক্ষরে
অরাতির বুকে। (কুরুক্ষেত্র)

অর্জুন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—হয় যুদ্ধ নয় ভ্রমণ, আর মাঝে মাঝে ক্ষণকালীন বাসর শয্যা—কোথাও তিনি থামেন না, বাঁধা পড়েন না—এমনি করে অর্জুন তাঁর জীবনকে সম্প্রসারিত করে চলেছেন বছরের পর বছর। অফুরন্ত উদ্যম ও তৃপ্তি হীন জিগীষা নিয়ে।

অর্জুন চরিত্র কেবল বিচিত্র ও ঘটনা বহুল নয়। অর্জুন একটি বিতর্ক মূলক চরিত্র।

রাজা পাণ্ডু যখন তাঁর দুই রাণী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতবাসী হন, তখন সেইখানে পাণ্ডুর পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তান জন্মায়। অর্জুন পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র। দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে অর্জুনের জন্ম হয়। জন্মক্ষণে দৈববাণী হয়েছিল—হে কুন্তি, তোমার এ পুত্র বীর্যে কার্ত্তিকেয়র সমকক্ষ হবে, পরাক্রমে শিবতুল্য, ইন্দ্রের মত অজেয় হয়ে তোমার যশ বিস্তার করবে। বিষ্ণু বামন রূপ নিয়ে অদিতির যেমন আনন্দ বর্দ্ধন করেছিলেন, এ পুত্র তেমনি তোমার আনন্দের কারণ হবে।

অর্জুনের এগারটি নাম ছিল—অর্জুন, পার্থ, কৃষ্ণ, ফাল্গুনী, ধনঞ্জয়, বিজয়, কিরীটি, বীভৎসু, সব্যসাচী, জিষ্ণু, গুড়াকেশ।

উপাকর্ম শেষে পঞ্চ পাণ্ডব বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং তাতে পারদর্শী হলেন। ঐ সময়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে রাজা শুক বাণপ্রস্থাশ্রম নিয়ে বাস করছিলেন। ঐ রাজা পাণ্ডু পুত্রদের ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। অর্জুন ধনু বিদ্যায় পারদর্শী হলেন। রাজা শুক যখন বুঝলেন অর্জুন ধনু বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর শক্তি খড়্গ, শর, তাল বৃক্ষের ন্যায় বিরাট ধনু, নারাচ প্রভৃতি যুদ্ধ সম্ভার অর্জুনকে দিলেন। ঐ সমস্ত অস্ত্র লাভে অর্জুন মনে করলেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজন্যবর্গকে পরাজিত করতে পারবেন।

পিতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর জননী কুন্তী ও ভ্রাতাদের সঙ্গে অর্জুন হস্তিনায় আসেন। জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে পঞ্চ পাণ্ডবের সংস্কারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁরা কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করতেন। বেদাদি শাস্ত্রেও পাণ্ডবদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে অস্ত্র বিদ্যায় অর্জুনের দক্ষতা অনতিক্রম্য ছিল।

একদিন দ্রোণ একান্তে বসেছিলেন। কুরু পাণ্ডব কুমারগণ তাঁর নিকট আসলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমার অন্তরে এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জেগে আছে। অস্ত্র শিক্ষা অন্তে আমার সেই আকাঙ্ক্ষা তোমাদের পূরণ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কে তা করবে? সকলেই নীরব রইলেন। কেবল মাত্র অর্জুন দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি গুরুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন।

গুরুর মনের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি অর্জুনের কাছে তা অজ্ঞাত ছিল। তা সহজ কি কঠিন সাধ্য তাও তাঁর জানা ছিল না। তবু তিনি এই প্রতিশ্রুতি কেন

দিলেন ? এটা কি তাঁর বালকোচিত চপলতা, না তাঁর চরিত্রে অসীম সাহসের উদ্গমন ?

দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামাও কুরু পাণ্ডব কুমারদের সঙ্গে পিতার নিকট অস্ত্র শিক্ষা করতেন। দ্রোণ কৌশলে অন্যদের অবর্ত্তমানে অশ্বত্থামাকে বিশেষভাবে অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। অর্জুন এ বিভেদ ধরে ফেললেন এবং তিনি অশ্বত্থামার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে ফিরলেন এবং অন্যান্য শিষ্যদের অবর্ত্তমানে অশ্বত্থামা যে অস্ত্র শিক্ষার সুযোগ পেতেন তা হারালেন এবং ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের ন্যূনতা রইল না। তিনি গুরু দ্রোণের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

এক রাত্রে খাবার সময় প্রবল ঝড়ে ঘরের বাতি নিভে গেল। কিন্তু অর্জুন খাওয়া বন্ধ করলেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন অভ্যাসবশতঃ অন্ধকারেও তাঁর গ্রাস ঠিক মুখেই যাচ্ছে—এই অভিজ্ঞতা হতে তাঁর ধারণা হলো অন্ধকারেও শর নিক্ষেপ সম্ভব এবং তিনি রাত্রির অন্ধকারে অস্ত্র বিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। অর্জুনকে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে শাস্ত্রাভ্যাস করতে দেখে দ্রোণাচার্য পরম সন্তুষ্ট হয়ে শিষ্যকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার মত অন্য ধনুর্ধর যেন পৃথিবীতে কেউ হতে না পারে, আমি তোমাকে সেই ভাবেই শিক্ষা দেব—এ কথা দিচ্ছি।

তারপর দ্রোণ অর্জুনকে অশ্বপৃষ্ঠে গজপৃষ্ঠে রথে ও মাটিতে দাঁড়িয়ে কি করে যুদ্ধ করতে হয় সেই শিক্ষা দিলেন।

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণের নিকট আসলেন। যেহেতু নিষাদপুত্রের ধনু বিদ্যার অধিকার নেই তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন দ্রোণাচার্য। বিফল মনোরথ হয়ে একলব্য গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বনে চলে গেলেন। দ্রোণের এক মৃন্ময়মূর্তি স্থাপন করে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। একদিন কুরুপাণ্ডব রাজপুত্ররা মৃগয়ায় গেলেন। তাঁদের সঙ্গে একজন অনুচর মৃগয়ার উপকরণ নিয়ে একটি কুকুর সহ তাঁদের পিছনে পিছনে অনুগমন করছিল। কুকুর ঘুরে ফিরে একলব্যের কাছে উপস্থিত হল এবং তার কৃষ্ণবর্ণ, মলিন দেহ, পরিধানে মৃগচর্ম ও মাথায় জটা দেখে কুকুরটি চীৎকার করে ডাকতে থাকে। একলব্য একসঙ্গে সাতটি শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে তার ডাক বন্ধ করলেন। সেই অবস্থায় কুকুরটি রাজপুত্রদের কাছে ফিরে এলে তারা এই বাণক্ষেপণায় শস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা দেখে অরণ্যে অনুসন্ধান করে একলব্যের

সন্ধান পেয়ে, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেকে দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে পরিচয় দেন।

অর্জুন তখন দ্রোণাচার্যকে অনুযোগের স্বরে বললেন, আপনার শিষ্যবর্গের মধ্যে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হতে কাউকে দেবেন না বলেছিলেন, কিন্তু একলব্য সমস্ত ধনুর্ধর হতে শ্রেষ্ঠ হলো কি করে?

দ্রোণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অর্জুনের সঙ্গে একলব্যের নিকট উপস্থিত হলেন। একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও, তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য বললে, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনাকে কি দেব? আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। একলব্য হৃষ্টচিত্তে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণা দিলেন। তারপর হতে একলব্য অন্যান্য সব অঙ্গুলি দ্বারা শরাকর্ষণ করলেও পূর্বের ক্ষিপ্রতা হতে বঞ্চিত হলেন।

তখন অর্জুনের ক্ষোভ গেল এবং তিনি খুশী হলেন। তোমার চেয়ে ধনুর্বিদ্যায় কেউ শ্রেষ্ঠ হবে না—দ্রোণের এই উক্তি সত্য হল।

এখানে গুরু দ্রোণ ও শিষ্য অর্জুনের যে চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা কেবলমাত্র চরম নিষ্ঠুরই নয়, অতি নীচ। গুরু তাঁর সত্য রক্ষা করলেন বটে—অন্য এক বীরকে পঙ্গু করে শিষ্যকে তার সমকক্ষ করলেন। গুরু শিষ্য উভয়ের পক্ষেই এই আচরণ নিন্দনীয়, যদিও ব্যাসদেব অর্জুনের কীর্তির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—বুদ্ধি, মনের একাগ্রতা, বল, উৎসাহের আধিক্য বশতঃ সর্বশাস্ত্রে ও গুরুভক্তিতে অর্জুন সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন মহৎ চরিত্র আর একজন সমকক্ষকে সহ্য করতে পারলেন না। এবং নৃশংস ভাবে এক সবল সরল প্রতিভাকে হত্যা করালেন। এক নিভৃত সাধনার সংহার ঘটল।

একদিন দ্রোণ শিষ্যদের শস্ত্র বিদ্যায় নৈপুণ্য পরীক্ষার জন্য একটি কৃত্রিম পাখীকে একটি গাছের উপর রেখে প্রত্যেক রাজপুত্রকে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করেন তাঁরা কি দেখছেন? কোন রাজপুত্রই ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হলেন না। দ্রোণ অবশেষে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? অর্জুন উত্তর দিলেন, তিনি কেবল পাখীর মস্তক দেখছেন। দ্রোণ প্রিয় শিষ্যের উত্তরে আনন্দিত হয়ে তাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। অর্জুনের বাণে পাখীর ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে পড়ল।

দ্রোণাচার্য নানাভাবে শিষ্যদের কৃতিত্ব পরীক্ষা করতেন। একদিন শিষ্যদের সঙ্গে তিনি গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে নামলে একটি কুমীর তাকে কামড়ে ধরল। দ্রোণ নিজেই কুমীরটিকে বধ করতে পারতেন। কিন্তু পরীক্ষার জন্য শিষ্যদের সাহায্য চাইলেন। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচটি শরের দ্বারা কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করলেন। দ্রোণাচার্য সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দান করে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ সংবরণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন।

কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় এক অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীতে অর্জুন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। (৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব দ্রষ্টব্য)

দ্রোণাচার্য শিষ্যরা অস্ত্র বিদ্যায় কৃতবিদ্য হয়েছে দেখে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে। এখন গুরু দক্ষিণা দাও। তোমরা যুদ্ধে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে নিয়ে এসো—তাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ গুরু দক্ষিণা।

অর্জুনই ঘোরতর যুদ্ধের পর দ্রুপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাতা সত্যজিতকে যুদ্ধে পরাজিত করে সপারিষদ দ্রুপদ রাজাকে বন্দী করে গুরুদাক্ষণা দিলেন। এ যুদ্ধই অর্জুনের অসাধারণ শৌর্য বীর্যের প্রথম দৃষ্টান্ত।

এক বৎসর পর যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন। সেই কৌরব সভায় একদিন গুরু দ্রোণ অর্জুণকে উদ্দেশ্য করে বললেন তাঁর গুরু মহর্ষি অগস্ত্য তাঁকে ব্রহ্মশির অস্ত্র দিয়েছিলেন। এই অস্ত্র দেবার সময় অগস্ত্য মুনি দ্রোণকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন অল্প বীর্য মানুষের উপর যেন কখনও ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করা না হয়। দ্রোণও অর্জুনকে সেই নির্দেশ রক্ষা করতে আদেশ করলেন। তারপর কৌরব সভায় তিনি অর্জুনের কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলেন। অর্জুন গুরুদক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন দ্রোণ বললেন, আমি যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই তবে তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। তুমি এই প্রতিশ্রুতি দাও। এটাই হবে আমার গুরুদাক্ষিণা। অর্জুন তাই হবে (তথেতি) বলে গুরুকে প্রণাম করে সরে গেলেন।

গুরু দ্রোণের অর্জুনের থেকে এ প্রকার প্রতিশ্রুতি আদায়ের মধ্যে ভবিষ্যতের এক কঠিন ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল। অর্জুন কি তা বুঝেছিলেন?

স্বভাবাদমচ্ছন্দো মহীং সাগরমেখলাম্
অর্জুনস্য সমো লোকে নাস্তি কশ্চিদ্ ধনুর্ধরঃ॥ (আঃ) ১৩৮।১৬

—তখন সাগরান্ত সমস্ত পৃথিবীতে এই কথা প্রচারিত হলো যে অর্জুনের সমান কোন ধনুর্ধর পৃথিবীতে নেই।

অর্জুন ধনু যুদ্ধের ন্যায় গদা, অসি ও রথ যুদ্ধেও পারদর্শী হয়েছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা শৌর্য বীর্যে পঞ্চ পাণ্ডবের কোন রূপ সমকক্ষ নয় দেখে ধৃতরাষ্ট্র ঈর্ষান্বিত হয়ে পুত্র দুর্যোধন ও শ্যালক শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে কুন্তী সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে বারণাবতে জতুগৃহে দগ্ধ করে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে তাঁদের বারণাবতে পাঠিয়েছিলেন। বিদুরের সতর্কতায় তাঁরা কৌশলে সেই ষড়যন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা পান। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

কিছুকাল নানা দেশে ছদ্মবেশে দুঃখ কষ্টে পঞ্চ পাণ্ডব অতিবাহিত করেন। তারপর ব্যাসদেবের পরামর্শে তাঁরা ব্যাসদেবের সঙ্গে একচক্রা নগরে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। (৬ষ্ঠ পর্ব দ্রষ্টব্য)

ব্যাসদেবের নির্দেশে পঞ্চ পাণ্ডব জননী কুন্তীকে নিয়ে পাঞ্চাল দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। একদিন এক রাত্রি হেঁটে তাঁরা গঙ্গা তীরস্থ সোমাশ্রয়ায়ণ নামক তীর্থে পৌছলেন। অর্জুন সকলকে পথ দেখিয়ে অগ্রে মশাল নিয়ে চলছিলেন। সেই তীর্থে পূর্বেই গন্ধরাজ চিত্ররথ স্ত্রীদের সঙ্গে জলকেলি করবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের আগমন সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ চিত্ররথ বললেন, এই মুহুর্তটি কামচারী যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট সমস্ত দিন মনুষ্যদের কর্মানুষ্ঠানের জন্য। যে সব মনুষ্য লোভবশতঃ আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে ঘোরাফেরা করে, রাক্ষসদের সঙ্গে আমরা সেই মূর্খদের বন্দী করব। আমাকে গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ বলে জানবে। আমি যেখানে থাকি, সেখানে রাক্ষস, যক্ষ, দেবতা ও মনুষ্য কেউই আসতে সাহসী হয় না। তোমরা কেন এদিকে আসছ ?

অর্জুন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে এবং গঙ্গা নদীতে রাত্রি, দিন সন্ধ্যায় কোন সময়ই কারও ব্যক্তিগত অধিকার নেই। ভুক্ত অথবা অভুক্ত কারও পক্ষেই রাত্রি বা দিনে গঙ্গায় আসতে কোন বাধা নেই। সুতরাং গঙ্গা সম্বন্ধে কোন কাল নিয়ম নেই (ন কাল নিয়ামা হ্যস্তি গঙ্গাং প্রাপ্য সরিদ্বরাম্)। আমরা শক্তি সম্পন্ন। সুতরাং আমরা অসময়েও তোমাকে আক্রমণ করতে পারি। যারা দুর্বল, তারাই তোমার পূজা করে।

এই গঙ্গা পূর্বে হিমালয়ের হেমশৃঙ্গ হতে নির্গত হয়ে সমুদ্রে মিলে সাত ভাগে বিভক্ত হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষবৃক্ষ হতে উৎপন্ন সরস্বতী, রথস্থা, সরযূ,

গোমতী এবং গণ্ডকী—এই সাতটি নদীর জল যারা পান করে, তারা তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয়। এই গঙ্গা আকাশগামিনী অবস্থায় দেবতাদের নিকট অলকানন্দরূপে, পিতৃ পুরুষদের জন্য বৈতরণী নদীরূপে প্রকাশিত হয়েছে। পাপী পুরুষরা কখনও বৈতরণী পার হতে পারে না। এই মর্ত্যলোকে এসে এই নদীর নাম গঙ্গা হয়েছে—একথা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলেছেন। সুতরাং তুমি গঙ্গার আগমনকে কেন রোধ করতে চাচ্ছ? তা সনাতন ধর্ম নয়।

অর্জুনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে অঙ্গারপর্ণ তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করতে লাগলেন। অর্জুন তা ব্যর্থ করে দিলেন এবং বললেন, অস্ত্রজ্ঞের নিকট কোন বিভীষিকা প্রয়োগ করা উচিত নয়। প্রয়োগ করলে তা ব্যর্থ হবেই। আমি তোমার সঙ্গে দিব্যাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করব মায়ার দ্বারা নয়। এই দিব্যাস্ত্র ইন্দ্রের গুরু বৃহস্পতির শিষ্য পরম্পরা দ্রোণ পান। গুরু দ্রোণ আমাকে তা দিয়েছেন। ঐ অস্ত্র দ্বারা প্রথমেই গন্ধর্বের রথ ভস্মীভূত হল। রথহীন অচৈতন্য গন্ধর্বকে অর্জুন চুল ধরে টেনে ভ্রাতাদের নিকট নিয়ে গেলেন। গন্ধর্বের স্ত্রী পতির প্রাণ ভিক্ষা চাইলে, যুধিষ্ঠির অর্জুনকে অঙ্গারপর্ণকে মুক্তি দিতে বললেন।

অর্জুন চরিত্রে একটি গুণ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেখানেই তাঁর গতিকে কোন প্রকার বাধা দিয়েছে—তিনি দুর্বার শক্তিতে তা প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে দৃঢ় হস্তে আঘাত করে জয়ী হয়েছেন। এজন্য অর্জুনের অন্য নাম জিষ্ণু।

গন্ধর্ব মুক্তি পেয়ে অর্জুনকে মিত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে গান্ধর্বী মায়া শেখালেন। তিনি পরাজিত হয়ে তাঁর পূর্ব নাম ত্যাগ করে চিত্ররথ নাম গ্রহণ করলেন। চিত্ররথ আরও বললেন, সম্ভৃতা নামক মায়া বিদ্যা যা তিনি তপস্যার দ্বারা লাভ করেছিলেন, সেই বিদ্যাও অর্জুনকে দান করবেন। এই শক্তির দ্বারা ত্রিলোকের যা দেখতে ইচ্ছা হয়, তাই দেখা যাবে এবং যে রূপ দর্শন করতে ইচ্ছা হবে, সেই রূপও দেখা যাবে।

চিত্ররথ অর্জুন ও তাঁর ভ্রাতাদের প্রত্যেককে একশত গান্ধর্ব অশ্ব দিলেন। দেব ও গন্ধর্বদের বাহন এই অশ্বরা মনের ন্যায় গতিশীল। ইহারা প্রয়োজনানুসারে কৃশ ও স্থূল হতে পারে। কিন্তু কখনও এদের বেগ কমে না। এই গান্ধর্ব অশ্বরা কামবর্ণ। কাম বেগ এবং কামনা মাত্র উপস্থিত হয়। অতএব গান্ধর্ব অশ্বরা অর্জুনদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করবে। গন্ধর্ব অর্জুনের নিকট হতে উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র চাইলেন। অর্জুন অস্ত্রের বিনিময়ে অশ্ব গ্রহণে সম্মত হলেন।

অর্জুন গন্ধর্বরাজের নিকট একজন উপযুক্ত পুরোহিতের সন্ধান করলেন।

চিত্ররথ দেবল ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য মুনির নাম উল্লেখ করলেন। অর্জুন গন্ধর্বকে আগ্নেয়াস্ত্র দিলেন এবং বললেন, তোমার কাছেই এখন অস্ত্রগুলি থাকুক। সময়ে আমি তা নেব। তারপর পাণ্ডবরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্য মুনির আশ্রমে গিয়ে তাঁকে পুরোহিত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। ধৌম্য মুনি পাণ্ডবদের পুরোহিত হতে সম্মত হলেন।

পাঞ্চাল দেশাভিমুখে তাঁরা যাত্রা করলেন। পথি মধ্যে তাঁরা অনেক ব্রাহ্মণকে দেখলেন। পাণ্ডবদের ব্রহ্মচারী পোষাক দেখে এবং একচক্রানগর হতে তাঁরা আসছেন শুনে ব্রাহ্মণরা তাঁদের দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দ্রুপদ রাজার প্রাসাদে যেতে বললেন। তাঁরাও সেখানে যাচ্ছেন জানালেন। অর্জুনকে লক্ষ্য করে তাঁরা বললেন—

অয়ং ভ্রাতা তব শ্রীমান দর্শনীয়ো মহাভুজঃ।
নিযুজ্যমানো বিজয়ে সংগত্যা দ্রবিণং বহু॥
আহরিষ্যন্নয়ং নূনং প্রীতিং বো বর্ধয়িষ্যতি। (আঃ) ১৮৩।১৯

—আপনাদের মধ্যে এই ভ্রাতা দেখতে সুন্দর ও মহাশক্তিশালী। তাঁকে বিজয় কার্যে নিযুক্ত করলে এ দৈববশতঃ বহু ধন আহরণ করে অবশ্যই আপনাদের আনন্দ বর্দ্ধন করবেন।

অর্জুনের সৌভাগ্যের পূর্ব সূচনা যেন এই ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ বাণীতেই নিহিত ছিল।

দ্রুপদের রাজধানীতে পৌঁছে পাণ্ডবরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন। দ্রুপদ রাজার মনে মনে এই ইচ্ছাই ছিল যে তিনি অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দেবেন। কিন্তু সে কথা তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেননি। অর্জুনকে খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্যে ধনুতে যাতে অন্য কেউ গুণ আরোপ করতে না পারে, সেইজন্য এক সুদৃঢ় ধনু নির্মাণ করালেন। শূন্যে একটি এমন কৃত্রিম যন্ত্র স্থাপন করলেন, যা অনবরত ঘুরতে থাকবে এবং সেই যন্ত্রের ছিদ্রের ঠিক উপরে এক লক্ষ্য মৎস্যাদি রেখে দিলেন। যে এই ধনুতে গুণ আরোপ করে যন্ত্রের ছিদ্রপথে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করতে পারবে, সেই তাঁর কন্যাকে লাভ করবে বলে ঘোষণা করলেন।

বহু ঋষি, ব্রাহ্মণ, নৃপতি সেই সভায় সমবেত হয়েছিলেন। কর্ণকে লক্ষ্যবেধে উদ্যত দেখে দ্রৌপদী বললেন—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না। অন্যান্য রাজ্যের শক্তিশালী রাজারা যথা, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলেই লক্ষ্যবেধে অসমর্থ হলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বেশী অর্জুন ধনুতে গুণ আরোপ করতে ধনুর নিকটে গেলেন। একমাত্র কৃষ্ণই এই ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের চিনতে পারলেন। ব্রাহ্মণরা অর্জুনকে উঠতে দেখে অজিনাদি উড়িয়ে চীৎকার করে তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণরা বললেন, আমরা যেন উপহাসাস্পদ না হই, আমরা যেন রাজাদের বিদ্বেষ ভাজন না হই। কেউ বললেন, পরশুরাম একাই যুদ্ধে সব ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করেছিলেন। অগস্ত্য ব্রহ্মতেজে অগাধ সমুদ্র পান করে ছিলেন। সুতরাং আপনারা সকলেই এই ব্রহ্মচারীকে আশীর্বাদ করুন যেন সে শীঘ্র ধনুতে গুণ আরোপ করতে পারে।

অর্জুন ধনুর নিকটে গিয়ে পর্বতের মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধনুটিকে প্রদক্ষিণ করলেন।

প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদঃ প্রভুম্।
কৃষ্ণঞ্চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধনুঃ॥ (আঃ) ১৮৭।১৮

—বরদাতা ভগবান মহাদেবকে প্রণাম করে মনে মনে কৃষ্ণের ধ্যান পূর্বক অর্জুন ধনু গ্রহণ করলেন।

চক্ষুর নিমেষে তিনি সেই চক্রের ছিদ্র পথে শর নিক্ষেপ করে লক্ষ্য ছিন্ন করে ভূমিতে পাতিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরিক্ষে ও সভামধ্যে প্রবল হর্ষ ধ্বনি হল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ নিজ নিজ উত্তরীয় উড়িয়ে হর্ষ প্রকাশ করলেন, কিন্তু অকৃতকার্য ক্ষত্রিয়রা লক্ষ্যবেধ দেখে হাহাকার করতে লাগলেন। আকাশ হতে অর্জুনের চারদিকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল। বাদকরা শত শত বাদ্য বাজাতে লাগলো এবং সূত, মাগধ ও বন্দীরা অর্জুনের স্তুতি গান করতে লাগলেন।

দ্রুপদ রাজা খুসী হয়ে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে পার্থের সাহায্যে অগ্রসর হলেন। মহাকোলাহলের শব্দ বৃদ্ধি পেতে থাকলে যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বিদ্ধং তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা
পার্থঞ্চ শক্রপ্রতিমং নিরীক্ষ্য।
আদায় শুক্লং বরমাল্যদাম
জগাম কুন্তীসুত মুৎস্ময়ন্তী॥ (আঃ) ১৮৭।২৭

—ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পার্থকে লক্ষ্যবেধ করতে দেখে কৃষ্ণা শুক্লবর্ণ বরমাল্য নিয়ে মন্দ হাসি সহকারে ধীরে ধীরে কুন্তীপুত্র, অর্জুনের দিকে অগ্রসর হলেন।

দ্রৌপদী সমাগত রাজন্যবৃন্দের সামনেই তাঁদের উপেক্ষা করে সেই মালা অর্জুনের গলায় পরিয়ে দিলেন এবং নম্রভাবে অর্জুনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। অর্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে রঙ্গভূমি হতে বের হলে দ্রৌপদী তাঁর পশ্চাতে ছায়ার মত অনুগমন করলেন।

দ্রুপদরাজা ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনকে কন্যাদান করবার জন্য প্রস্তুত হলে, তখন ব্যর্থকাম নৃপতিরা ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুপদ রাজাকে বধ করতে উদ্যত হলে ভীমার্জুন দ্রুপদ রাজার সাহায্যের জন্য তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভীম দুই হাতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকে উপড়িয়ে সেটি পত্রশূন্য করলেন এবং ঐ বৃক্ষ হাতে অর্জুনের পাশে দাঁড়ালেন। অর্জুন ভীমের এই অদ্ভুত কাজে বিস্মিত হয়ে নিজেও ধনু হাতে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণ ভীমের সঙ্গে অর্জুনের ঐ অদ্ভুত সাহস দেখে বলরামকে বললেন, ঐ সে সিংহবিক্রমশালী পুরুষটি তাল বৃক্ষের ন্যায় বিরাট ধনু আকর্ষণ করছে, ঐ পুরুষই অর্জুন এতে বিচারের কিছু নেই (এষহোর্জুনো নাত্র বিচার্য্যমস্তি)। ঐ যে দেখছেন—একটি বৃক্ষকে উৎপাটন করে রাজাদের নিরস্ত্র করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে—ভীম ভিন্ন এরূপ কার্য করবার সামর্থ অন্য কারো নেই। আমি যদি বাসুদেব হই, তবে আমার এই ধারণা মিথ্যা হবে না। তিনি আরও বললেন, আমি শুনেছি পৃথার সঙ্গে পাণ্ডবরা জতুগৃহ হতে রক্ষা পেয়েছে।

ভীম ও অর্জুনের উপর রাজাদের আক্রমণের উদ্যোগ দেখে বলরাম চঞ্চল হলে কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—

ভীমানুজো যোধয়িতুং সমর্থ
একো হি পার্থং অসুরাসুরান্ বহূন।
অলং বিজেতুং কিমু মানুষান্ নৃপান্
সাহায্যমস্মান্ যদী সব্যসাচী। (আঃ) ৮৮৷২৪

—ভীমের অর্জুনের শক্তি আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। আপনি কোনরূপ আশঙ্কা করবেন না। একাকী অর্জুনই সুর ও অসুরের সঙ্গে সমস্ত ত্রিলোক জয় করতে সমর্থ, এই মানুষ নৃপতিদের জয় করা তার পক্ষে কিছুই নয়।

সেদিন অর্জুন ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ জানতেন ঐ কুঁড়িতে কি ভীষণ শক্তি নিহিত আছে।

এদিকে ব্রাহ্মণরা তাঁদের অজিন কমণ্ডলু নেড়ে ভীম ও অর্জুনকে উৎসাহিত

করে বলতে লাগলেন, তোমরা ভয় পেও না। আমরাও তোমাদের সঙ্গে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

অর্জুন উচ্চহস্যে সহকারে বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে আমাদের পাশে বসুন। যুদ্ধ করতে হবে না। রাজারা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তৎপর হলেন। অর্জুন কর্ণকে এক তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কর্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, আপনি কি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদের মূর্তি অথবা আপনি কি পরশুরাম কিংবা সাক্ষাৎ ইন্দ্র অথবা সাক্ষাৎ অচ্যুত বিষ্ণু ?

যুদ্ধে ক্রুদ্ধ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অথবা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ব্যতীত অন্য কেউ যুদ্ধ করতে সমর্থ নয় (পুমান্ যোধয়িতুং শক্তঃ পাণ্ডবাদ বা কিরীটিনঃ)।

অর্জুন প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি ধনুর্বেদও নই এবং প্রতাপশালী পরশুরামও নই। আমি যোদ্ধাদের ও সর্বশাস্ত্রবিদদের মধ্যে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মাস্ত্র ও ইন্দ্রাস্ত্র বিদ্যায় গুরু কৃপায় পারদর্শী। হে বীর, আজ আমি তোমাকে যুদ্ধে জয় করবার জন্য ইচ্ছুক। তুমি স্থির হয়ে যুদ্ধ কর।

অর্জুনের কথা শুনে কর্ণ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হলেন। অপর দিকে ভীম ও শল্য যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। উভয়েই বলবান, যুদ্ধে নিপুণ, বিদ্যা ও বলে উভয় উভয়কে আহ্বান করে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধ করছিলেন। উভয়ের মধ্যে আটচল্লিশ মিনিট যুদ্ধ হয়। তারপর ভীম দুই হাতে শল্যকে মাটিতে ফেলে দিয়েও তাঁকে বধ করলেন না।

এই দুই ভ্রাতার রণকৌশল দেখে নৃপতিরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন পরশুরাম, দ্রোণ অথবা অর্জুন ব্যতীত আর কে এমন পুরুষ আছে যে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন ? কৃষ্ণ অথবা কৃপ ছাড়া আর কে যুদ্ধে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে ? স্বয়ং বলদেব, দুর্যোধন অথবা ভীম ব্যতীত আর কে এমন আছে যে শল্যকে মাটিতে আছড়াতে পারে ? সুতরাং এই ব্রাহ্মণদের থেকে দূরে সরে পড়াই ভাল।

অগ্নিকে যেমন ঢাকা যায় না. তেমনি ছদ্মবেশী ভীমার্জুনের অসাধারণ শক্তি তাঁদের ছদ্মবেশকে অন্যান্য বীরদের কাছে কিছুটা উন্মোচন করল।

রাজন্যবর্গের উক্তি শুনে ভীমার্জুন প্রসন্ন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের অদ্ভুত কর্ম দেখে তাঁকে চিনতে পেরে উপস্থিত নৃপতিদের বললেন, ইহারা ধর্মতঃ কৃষ্ণাকে লাভ করেছেন। সুতরাং আপনারা ফিরে যান।

কাশীদাসী মহাভারতে দ্রৌপদী একজন ব্রাহ্মণকে বরণ করেছেন দেখে

উপস্থিত নৃপতিরা অর্জুনের এই জয়কে উপলক্ষ্য করে নানা প্রকার বিদ্রূপ করতে লাগলে—

হাসিয়া অর্জুন বীর বলেন বচন ॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কহে যে যে কার্য্য লভে ॥
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্বজন ॥
একবার নয় বলি সম্মুখে করাব।
যতবার বলিবে বিন্ধিব ততবার ॥
এত বলি অর্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর ॥
সুরাসুর নাগ নর দেখায়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সভার সম্মুখে ॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজাগণ। (আঃ)

অর্জুনের এইরূপ উক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যতঃ নিষ্পন্ন করা তাঁর অপরিসীম বীরত্বের প্রকাশ মাত্র। সমবেত নৃপতিরা যা বহু চেষ্টাতেও সম্পন্ন করতে পারেননি, বীর অর্জুন তা অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করলেন।

ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীকে বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে দুর্যোধন অর্জুনের নিকট দুত পাঠালেন। দূত অর্জুনকে জানালেন—

দুর্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ॥
বহুরাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব।
একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব ॥
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদ দুহিতা ॥

একথা শুনিয়া অর্জুন বীর অগ্নি প্রায় জলে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ চর প্রতি বলে ॥
ওহে দ্বিজ যেই মত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
সে কারণে মোরে ঠাঁই পাইলা জীবন।
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন ॥
আর তাহে দূত তুমি কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্বার ॥ (আঃ)

দুর্যোধনের প্রস্তাবের সমুচিত উত্তর পাঠালেন অর্জুন—

দুর্যোধন আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি ধনে ॥
আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানা রত্ন দিব যে আনিয়া ॥
তোমা সবাকার ভার্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি ॥ (আঃ)

অর্জুনের মত বীরের যোগ্য উত্তরই হয়েছে।
বেদব্যাসের মহাভারতে এই ঘটনার উল্লেখ নেই।

স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যভেদে অকৃতকার্য হয়ে নৃপতিরা দ্রুপদ রাজাকে বধ করবার জন্য আক্রমণ করতে গেলে, অর্জুন তাঁকে সহায়তা করতে উদ্যত হলে দ্রৌপদী বললেন, লক্ষ নরপতির বিরুদ্ধে একা অর্জুন কি করতে পারবেন? দ্রৌপদীকে অর্জুন বললেন—

হাসিয়া অর্জুন বলে দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি ॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পরে অজার-সংহতি।
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে ॥
একা ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র ॥

একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা॥
এত বলি অর্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুগু'ণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥ (আঃ)

নিজের শক্তির তুলনা দিতে গিয়ে অর্জুন নিজেকে অনেক শক্তিশালী জীবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি একাই সহস্র আশ্বাসে দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করেন। যুগাবতার কৃষ্ণ যেমন বিশ্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনকে মোহাবেশ থেকে মুক্ত করে ছিলেন, তেমনি বীর অর্জুনও নিজেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর বলে দ্রৌপদীর সব ভয় দূর করেন। অর্জুনের মত বীরের পক্ষে ঐ রকম পরিবেশে আত্মশ্লাঘা কিছু মাত্র নিন্দনীয় নয়।

দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীমার্জুন, তাঁদের বাসস্থান কুম্ভকারের গৃহে এসে আনন্দিত মনে কুন্তীকে জানালেন যে তাঁরা ভিক্ষা নিয়ে ফিরেছেন। কুটিরের ভেতর থেকে জননী বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। পরে বাইরে এসে দ্রৌপদীকে দেখে কুন্তী নিজের আদেশের জন্য লজ্জিত হলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য)

নিয়মভঙ্গ অপরাধে অর্জুন দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে যাপন করবার জন্য গৃহত্যাগ করলেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করে গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) এসে বাস করতে লাগলেন। একদিন স্নানান্তে পিতৃ পুরুষদের তর্পণ সেরে হোম সমাপনের জন্য উঠতে যাবেন তখন নাগকন্যা উলূপী জলমধ্য হতে অর্জুনকে টেনে পাতালে নিয়ে গেলো। অর্জুন নাগরাজ কৌরব্যের পরম সুন্দর প্রাসাদে গিয়ে একাগ্র চিত্তে লক্ষ্য করলেন যে সেখানে অগ্নি জ্বালানো হচ্ছে। অর্জুন সেই অগ্নিতে হোম কার্য সম্পন্ন করলে অগ্নিদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তারপর অর্জুন সেই কন্যার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তখন উলূপী তাঁকে জানালো সে ঐরাবত কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা। তার নাম উলূপী। উলূপী তাঁর প্রতি আসক্ত এ কথা জানিয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলে। উত্তরে অর্জুন সর্ত ভঙ্গের বিধান স্বরূপ বার বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে বনবাস করার কথা জানান।

উত্তরে উলূপী তাঁকে বলল—আপনাদের এই সর্ত দ্রৌপদীর সম্বন্ধে অন্যের সম্বন্ধে নয়। অর্থাৎ বার বছর আপনি দ্রৌপদীর সংসর্গ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। সুতরাং কামার্ত আমার অনুরোধ রাখলে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন না। কিন্তু আমার প্রাণ রক্ষা হবে। তারপর অর্জুন উলূপীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। উলূপী তাঁকে বর দিল, আপনি জলে অজেয় হবেন, সব জলচর আপনার বশ

হবে। উলূপীর গর্ভে অর্জুনের একটি পুত্র জন্মায়। তার নাম ইরাবান। উলূপীর নিকট বিদায় নিয়ে অর্জুন নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন।

তারপর অর্জুন কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করে নানা দেশ, দেব মন্দির ইত্যাদি দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। মহেন্দ্র পর্বত দেখে তিনি সমুদ্র তীর ধরে চলতে চলতে ধীরে ধীরে মণিপুরে উপস্থিত হলেন। সেখানে সব তীর্থ ও পুণ্য মন্দিরাদি দেখে অর্জুন মণিপুর রাজা চিত্রবাহণের নিকট গেলেন। চিত্রবাহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি তাঁর কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখতে পেলেন—যিনি সেই নগরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি সুন্দরী চিত্রাঙ্গদার পাণি প্রার্থী হয়ে বললেন—

দেহি মে খল্বিমাং রাজন্ ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে ॥ (আঃ) ২১৪।১৭

—হে রাজন্, মহাত্মনে আমি ক্ষত্রিয় কুলজাত, আমাকে আপনার এই কন্যা দান করুন।

রাজা চিত্রবাহন তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন—

পাণ্ডবোঽহং কুন্তী পুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ (আঃ) ২১৪।১৮

– আমি পাণ্ডু ও কুন্তীর পুত্র ধনঞ্জয় ॥

এখানে অর্জুন ব্রহ্মচর্য পালনের প্রসঙ্গ তুললেন না। নিজেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে চিত্রাঙ্গদার পানি প্রার্থী হলেন। তবে কি বুঝতে হবে অর্জুন সামান্য নাগকন্যার যুক্তির বশবর্তী হয়েই তাঁর ব্রহ্মচর্য পালন কেবল মাত্র দ্রৌপদীর জন্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন? নাকি সুন্দরী নারীর প্রতি তাঁর চিরন্তন আকর্ষণই তাঁকে এমন অবাস্তব যুক্তি সমর্থনে প্ররোচিত করেছিল?

চিত্রবাহন অর্জুনকে জানালেন শঙ্করের বরে তাঁদের বংশে একটি মাত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর পূর্ব পুরুষরাই পর্যায়ক্রমে এক একটি পুত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই কন্যাই তাঁর পুত্রের ন্যায়। তার পুত্রই চিত্রবাহনের পিণ্ডদাতা পুত্র হবে। এই কন্যার প্রথম পুত্রকে তুমি আমার কুল রক্ষার জন্য দান করবে—এই সর্তে তুমি আমার কন্যাকে গ্রহণ করতে পার। 'তাই হবে,' বলে অর্জুন মণিপুর রাজকন্যাকে বিয়ে করে তিন বৎসর সেই নগরে বাস করলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁর যে পুত্র জন্মে তাঁর নাম বভ্রুবাহন। তারপর অর্জুন পুনরায় স্ত্রী পুত্রকে মণিপুরে রেখে ভ্রমণে বের হলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মিলন অনুরূপ রূপ ও রসে পরিবেশন করেছেন।

পুরুষ বেশী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন চিনতে পারেননি। সেই লজ্জায় চিত্রাঙ্গদা নারীর বেশে যখন ব্রহ্মচারী পার্থের পরিচয় পেয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করলেন, তখন অর্জুন কি রকম নিষ্ঠুর ভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন, আক্ষেপ করে চিত্রাঙ্গদা তা মদনকে বললেন—

শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
"ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"
পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে। তাও আমি নারিনু টলাতে।

অর্জুন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ গ্লানিতে চিত্রাঙ্গদা দগ্ধ হন। এটা নারীত্বের প্রতি অপমান তিনি মনে করলেন। এর একমাত্র প্রতিশোধ অর্জুনের হৃদয় জয়। এই অপমান হতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চিত্রাঙ্গদা মদনের শরণাপন্ন হলেন। এক বৎসরের জন্য মদন চিত্রাঙ্গদাকে অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী করলেন। একদিন অপরূপ সুন্দরী যুবতীর মূর্তিতে চিত্রাঙ্গদাকে শিবালয়ের মন্দিরে দেখে উৎসুক অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন—

অর্জুন—শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্ত্যজন করিয়া বঞ্চিত।

চিত্রাঙ্গদা—এক ব্রত পালনের জন্য তাঁর এত কৃচ্ছ্র সাধনা. তখন অর্জুন
বললেন— কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

....

চিত্রাঙ্গদা—কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে
রাজবংশচূড়া।

....

অর্জুন— আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয় দ্বারে
প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা— শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী,
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি। হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ।
অর্জুন—তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর, চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা—অন্ধকারে।

চিত্রাঙ্গদা— এই দুটি
নবনী নিন্দিত বাহু পাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন।
....
এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।
অর্জুন— খ্যাতি মিথ্যা
বীর্য মিথ্যা আজি বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি। সর্ব তুমি। বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি—এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিনী।

চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রতের কথা কেবল বিস্মৃতই হলেন না, নিজেকে চিত্রাঙ্গদার প্রেমের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু এই প্রেমেও যেন তাঁর ক্লান্তি এসেছে। অজানার উদ্দেশ্যে যেন তরী ভাসিয়ে দিতে চান। তাই ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদাকে চিনতে না পেরে—সকলের নিকট চিত্রাঙ্গদার প্রশংসা শুনে চিত্রাঙ্গদার আকর্ষণ যেন উত্তরোত্তর তাঁকে ব্যাকুল করে তুলল। তাই তিনি চিত্রাঙ্গদার কাছে বলছেন—

অর্জুন— রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই-ভাবিতেছি মনে।

প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা নব নব অপূর্ব কাহিনী।

ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদার সংবাদ শুনে অর্জুন তাঁর সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বলছেন—

অর্জুন— বলো বলো! শ্রবণ লালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি। প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধ রজনীতে।
....
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।

ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন ব্রহ্মচর্য ব্রত ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। আবার সেই পার্থ সর্বত্র রাজকুমারীর বীরত্ব ও তার স্নেহ ভালবাসার কাহিনী শ্রবণ করে অজ্ঞাতে তার প্রতিও আসক্ত হয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অর্জুন চরিত্রের খানিকটা পরিচয় তাঁর এই চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে প্রকাশ করেছেন।

চিত্রাঙ্গদা নাটকে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র দেখিয়েছেন যে প্রকৃতিকে জোর করে দমন করা যায় না। ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য অর্জুন যখন বনে বাস করছিলেন। চিত্রাঙ্গদার প্রেমে আত্মভোলা অবস্থায় ও তাঁর ক্ষত্রিয় বৃত্তির মহিমা ছিল অক্ষুন্ন। যখন তিনি শুনলেন যে লোকালয় বিনাশের জন্য বন্যার মত দস্যুদল ছুটে আসছে তার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি ঘৃতাহুতিতে অগ্নির মত জলে উঠল, তিনি বললেন—

শুনিয়াছি, দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ, ভীত জনে
করিব রক্ষণ।

ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদা উত্তর করলেন, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা দিকে দিকে সতর্ক প্রহরী রেখে বিপদের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন। তখনও অর্জুন বললেন—

তবু আজ্ঞা করো প্রিয়ে, স্বল্পকাল তরে
করে আসি কর্তব্য সন্ধান। বহু দিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু,

....................এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি
তোমার মস্তক তলে যতনে রাখিব
হবে তব যোগ্য উপাধান।

এই আর্ত ত্রাণ সঙ্কল্পই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। বাড়বাগ্নির মত ক্ষত্রিয় ধর্ম জ্বলে নিরন্তর। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন চরিত্রে সাময়িক দুর্বলতার আবির্ভাব হলেও অন্তরে অন্তরে তার মধ্যে ক্ষাত্রধর্ম ছিল অনির্বাণ।

রূপসী চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহের পরও ব্যাসদেবের মহাভারতে অর্জুনের নারীর প্রতি আসক্তির আরও পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর অর্জুন দক্ষিণ সমুদ্র তীরের পাঁচটি পরিত্যক্ত তীর্থক্ষেত্র দেখতে গেলেন। তিনি তপস্বীদের থেকে জানতে পারলেন যে ঐ পঞ্চ তীর্থে পাঁচটি কুমীর আছে। তপস্বীরা স্নান করতে গেলেই কুমীররা স্নানরত তপস্বীদের ধরে নিয়ে যায়। অর্জুন সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ঐ তীর্থে স্নানের জন্য নাবলে একটি কুমীর তাঁর পা কামড়িয়ে ধরলে অর্জুন বল পূর্বক তাকে উপরে উঠালেন। জল হতে উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কুমীর নারী মূর্তি গ্রহণ করল। তিনি অপ্সরা বর্গা। তাঁর থেকে অর্জুন জানতে পারলেন যে পাঁচজন অপ্সরা কোন এক ব্রাহ্মণের শাপে কুমীর রূপ নিয়েছিল। অর্জুন অবশিষ্টদের জল হতে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শাপ মুক্ত হন। এইভাবে অর্জুন অপ্সরাদের শাপ মুক্ত করেন।

তারপর অর্জুন পুনরায় চিত্রাঙ্গদাকে দেখবার জন্য মণিপুরের রাজধানীতে গেলেন। তাঁর পুত্র বভ্রুবাহনকে দেখলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পিতা চিত্রবাহন ও বভ্রুবাহনকে নিয়ে চিত্রাঙ্গদাকে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুন গোকর্ণ তীর্থে গমন করলেন।

অতঃপর অর্জুন পশ্চিম সমুদ্র তীরবর্তী সমস্ত তীর্থস্থান ও দেবমন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে প্রভাস তীর্থে গিয়ে উপস্থিত হন। অর্জুনের উপস্থিতির খবর পেয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁকে স্বাগত জানান। উভয়ে কুশল প্রশ্নাদির পর তাঁরা নর ও নারায়ণ ঋষি সেই বন থেকে রৈবতক পর্বতে গেলেন। এবং সেখানে বাস করলেন। রৈবতক পর্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দের এক মহা উৎসব আরম্ভ হয়। সেই উৎসবে সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য করে বসুদেবের প্রিয় কন্যা ও বাসুদেবের ভগ্নী সুভদ্রার পরিচয় দিয়ে বললেন, যদি

তুমি সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাক, তবে আমি স্বয়ং পিতার নিকট এই প্রস্তাব দিতে পারি। উত্তরে অর্জুন বললেন—

দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা।
রূপেণ চৈষা সম্পন্না কমিবৈষা ন মোহয়েৎ ॥ (আ) ২১৮।১৮

—বসুদেবের কন্যা, বাসুদেবের ভগ্নী ইনি অতুলনীয়া রূপসী। এইরূপ সুন্দরী রমণী কোন্ পুরুষের চিত্তকে মোহিত না করে?

অর্জুনের উপরোক্তি হতে তিনি যে সৌন্দর্যের পূজারী তা উপলব্ধি করা যায়। তাই সুন্দরী রমণী মাত্র তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং তিনি তাঁকে পত্নী রূপে পাবার জন্য বীরোচিত সম্ভাব্য সবই করতে প্রস্তুত।

অর্জুন সুভদ্রার মিলন ইচ্ছা করলে কৃষ্ণ অর্জুনকে মাত্র ধর্মানুসারে সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করতে পরামর্শ দিলেন। কারণ বলরাম এই বিবাহে কখনও সম্মত হবেন না। তাছাড়া সুভদ্রার মনোভাব জানাও সম্ভব নয়। কৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে তাঁর সম্মতি চাইলেন। (৪র্থ পর্ব দ্রষ্টব্য)

অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করে এক বৎসর দ্বারকায় অতি আনন্দের মধ্যে ছিলেন। তারপর বনবাসের অবশিষ্ট কাল পুষ্কর তীর্থে যাপন করলেন। বার বছর পূর্ণ হলে অর্জুন সুভদ্রাকে সঙ্গে করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন। সুভদ্রা বীরপুত্র অভিমন্যুর গর্ভধারিনী।

None but the brave deserve the fair—Dryden এর এই উক্তিটি অর্জুন সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য। অর্জুনের অনন্য সাধারণ শৌর্য পৃথিবী খ্যাত হয়েছিল, এ জন্য সুন্দরীরা তাঁকে সানন্দে বরণ করেছেন ও নারী জীবন সার্থক করেছেন।

কাশীদাসী মহাভারতে সুভদ্রা অর্জুন বিবাহ কাহিনী অন্য ভাবে ধ্বনিত হয়েছে। সুভদ্রাই অর্জুনের প্রতি আসক্ত হয়ে সত্যভামার সাহায্যে নিশীথ রজনীতে অর্জুনের কক্ষে অভিসারে যান। সত্যভামার ডাকে—

অর্জুন বলেন হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি ॥
যদি কার্য ছিলা পাঠাইতে দূতগণ।
আজ্ঞা মাত্রে করিতাম তথাতে গমন ॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা কাল করিব তখনি ॥ (আ)

সত্যভামা অর্জুনকে সুভদ্রাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন—

পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত এ কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয় কাহার দুহিতা॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
করিতে বিবাহ বল কেমন বিচার॥ (আ)

সত্যভামা অর্জুনকে সুভদ্রাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করতে বললেন,

অর্জুন বলে একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদু কুলপতি॥
তাঁদের অজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবী॥ (আ)

অর্জুনের মত পুরুষ সিংহের ক্ষাত্র ধর্মানুযায়ী গন্ধর্ব মতে বা আসুরিক বিবাহে অনীহা যেন এই বীর চরিত্রকে ম্লান করে দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের অসম্মতিতে সত্যভামা রণে ভঙ্গ না দিয়ে পরন্তু অর্জুনের চরিত্র হনন করেন। সুভদ্রাকে বিয়ে করতে বাধ্য করাবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অযথা অপবাদ দিলেন।

অর্জুন বলেন স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশা শেষে নিদ্রা যাই কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থ যাত্রা করি দেশ দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমার নিন্দা করিবে সংসারে॥ (আ)

কোন প্রকারে অর্জুনকে গোপনে সুভদ্রাকে গন্ধর্ব মতে বিয়েতে সম্মত করাতে না পেরে সুভদ্রাকে সুন্দর রূপে সাজিয়ে, সিন্দুর পরিয়ে, মন্ত্র পড়ে দুই চোখে কাজল পরিয়ে অর্জুনের কক্ষে পাঠিয়ে দেন। অর্জুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি।
স্ত্রী নহিলে খড়্গেতে কাটিতাম এখনি॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা কান কাটিব খড়্গে॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি। (আ)

কিন্তু সুভদ্রার রূপ দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়ে আপন ব্রহ্মচর্য ও প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন। এবং অবশেষে সত্যভামার পরামর্শে অর্জুন গান্ধর্ব মতে সুভদ্রাকে বিয়ে করলেন।

সত্যভামা গোবিন্দে বলেন সব গিয়া॥
সত্যভামা বলেন যে আজ্ঞা কৈলে তুমি।
গান্ধর্ব বিবাহ দিয়া আইলাম আমি॥ (আ)

এইখানে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের কৌশলেই সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের গান্ধর্ব বিবাহ সত্যভামা ঘটিয়েছিলেন।

অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসার পর একদিন কৃষ্ণার্জুন তাঁদের সুহৃদদের ও নারীদের সঙ্গে যমুনায় জল বিহারে গেলেন। সেখানে নানা আনন্দ উপভোগের পর উভয়ে এক মনোরম স্থানে গিয়ে অতীতের পরাক্রম ও অন্যান্য বিষয়ে নানা প্রকার কথায় আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বেশে অগ্নিদেব তাঁদের নিকট এসে বললেন, আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ। আপনারা প্রচুর ভোজন করিয়ে আমাকে একবার তুষ্ট করুন। আমি অগ্নি। অন্য অন্ন চাই না। (নাহমন্নং বুভুক্ষে বৈ পাবকং মাং নিবোধতম্।) আমি এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করতে চাই। এটা সপরিবারে তক্ষক নাগের বাসস্থান। তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন। সেজন্য আমি এ বন দগ্ধ করতে পারছি না। ইন্দ্র বারি বর্ষণে আমাকে সাতবার নির্বাপিত করেছেন। আপনারা দক্ষ অস্ত্রবিৎ। আপনারা সহায় হলে আমি খাণ্ডবদাহ করব—এই ভোজনই আমি চাই।

শ্বেতকি রাজার দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী মহাযজ্ঞে অপরিমিত ঘৃত ভোজনে অগ্নিদেবের অরুচি হয়েছিল। এই অরুচি রোগ হতে মুক্ত হবার জন্য অগ্নিদেব ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, নর ও নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে মর্ত্যে জন্ম নিয়েছেন। এবং তাঁরা খাণ্ডব বনেই আছেন তাঁরা সহায় হলে দেবতারাও খাণ্ডবদাহে তোমাকে বাধা দিতে পারবেন না। অগ্নিদেব অর্জুনকে দিব্যধনু (গাণ্ডীব) অক্ষয়তূণ, দিব্যরথ ও কৃষ্ণকে চক্র দিয়ে তাঁকে খাণ্ডব বন দগ্ধ করতে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন।

দেবতা ও অসুরদের অনুরোধে ইন্দ্র স্বয়ং খাণ্ডবের অগ্নি নেভাতে আসলেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘমালা প্রবল বারি বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু চারিদিকে অগ্নি উত্তপ্ত হওয়ায় বারি ধারা উপরেই শুকিয়ে গেল। কুয়াসার ধোঁয়া আচ্ছন্ন

চন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ খাণ্ডববনকে অর্জুন অসংখ্য শর বর্ষণে আচ্ছাদিত করলেন। তাই কোন প্রাণী বের হতে পারছিল না।

বন যখন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিলেন না। তিনি কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। তার পুত্র অশ্বসেন বন হতে বের হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। তখন তার মা সর্পিনী তাকে গিলে ফেলে বাঁচাল। নাগিনী পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য তাকে গিলতে গিলতে আকাশ পথে পালাতে লাগলেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা পলায়মানা নাগিনীর মাথা কেটে ফেললেন। ইন্দ্র তখন বায়ু দ্বারা এমন ধূলি জাল সৃষ্টি করলেন যে অর্জুন তাকে দেখতে পেলেন না। ফলে অশ্বসেন অগ্নির লেলিহান জিহ্বা হতে রক্ষা পেল।

অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বসেনকে শাপ দিলেন, তুই নিরাশ্রয় হবি। অগ্নি ও বাসুদেব তা অনুমোদন করলেন। অর্জুন বুঝতে পারলেন ইন্দ্রই অনাসৃষ্টি ঘটিয়েছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আকাশে দ্রুতগামী শর নিক্ষেপ করে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তারপর দেবতাদের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবতারা কৃষ্ণার্জুনের নিকট পরাজিত হওয়ায় মুনিরা আশ্চর্য হলেন (আশ্চর্য্যমগমুংস্তত্র মুনয়ো)।

দেবতারা যখন যুদ্ধ হতে বিরত হলেন, তখন এক দৈববাণী ইন্দ্রকে সম্বোধন করে—ইন্দ্র, তোমার বন্ধু তক্ষক খাণ্ডববনে দগ্ধ হয়নি। তোমরা যুদ্ধে বাসুদেব ও অর্জুনকে কোন প্রকারেই জয় করতে পারবে না। এঁরা উভয়েই আদিদেব নর ও নারায়ণ ঋষি। দেবলোকে এঁদের খ্যাতি আছে। তুমি নিজেও এঁদের বীর্য ও পরাক্রম জান। সুতরাং কোন রূপেই এই অজেয় ও দুর্ধর্ষ বীরদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব নয়।

অপি সর্বেষু লোকেষু পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
পূজনীয়তমাবেতাবপি সর্বৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব-নর-কিন্নর-পন্নগৈঃ।
তস্মাদিতঃ সুরৈঃ সার্ধং গন্তুমর্হসি বাসব ॥ (আ) ২২৭।২০-২১

—এই দুই পুরাণ ঋষি শ্রেষ্ঠ নর নারায়ণ সর্বলোকেই সুর, অসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণ দ্বারা সর্বদাই পূজনীয়। সুতরাং হে বাসব, তুমি দেবতাদের সঙ্গে এ স্থান থেকে চলে যাও।

খাণ্ডববনের এই বিনাশ বিধির বিধান বলে জানবে। এই কথা শুনে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলেন।

দানব শিল্পী ময় অর্জুনের কাছে ছুটে এসে আশ্রয় চাইল। অর্জুন তাকে অগ্নির কবল থেকে রক্ষা করেন। অগ্নি পনের দিন ধরে খাণ্ডববন দগ্ধ করলে সেই বন সম্পূর্ণ দগ্ধ হলো। মাত্র ছয়টি প্রাণী দগ্ধ হয়নি—অশ্বসেন, ময় ও চারটি শার্ঙ্গক পক্ষী।

তারপর ইন্দ্র মরুদদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভূতলে এসে বললেন, তোমরা উভয়ে দেবতাদের পক্ষে দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করেছ। এজন্য আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। পুরুষদের পক্ষে দুর্লভ এমন অভিলষিত বর তোমরা প্রার্থনা কর।

অর্জুন সমস্ত দৈবাস্ত্র প্রার্থনা করলেন। ইন্দ্র বললেন, যখন মহাদেব তোমার উপর প্রসন্ন হবেন, তখন আমি তোমাকে সর্ব প্রকার দৈবাস্ত্র দেব। তোমার কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে আমি তোমাকে সর্ব প্রকার অস্ত্র দেব। তুমি আমার থেকে সম্পূর্ণ আগ্নেয়, বায়ব্য ও অন্যান্য সব অস্ত্র পাবে।

বাসুদেব ইন্দ্রের নিকট বর চাইলেন, অর্জুনের সঙ্গে আমার শাশ্বতী প্রীতি হোক (বাসুদেবোঽপি জগ্রাহ প্রীতিং পার্থেন শাশ্বতীম)। সুরপতিও পরম বুদ্ধিমান কৃষ্ণকে সেই বরই দিলেন। ইন্দ্র তারপর স্বর্গে গেলেন। অগ্নিও সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। অর্জুন, কৃষ্ণ ও ময়দানব অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে যমুনা তীরে একত্রে বসলেন।

এখানে খাণ্ডব দাহনের সঙ্গে হোমারের Illiad এর জল ও আগুনের যুদ্ধের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এই উভয় কাব্যেই অগ্নি দেবতা রণে জয়ী হয়েছিলেন। এটা তখনকার মত অনিবার্য ছিল। কারণ হোমারের Illiad-এ তখন মহাযুদ্ধ চলছে, আর খাণ্ডব দাহন এক মহাযুদ্ধের সূচনা মাত্র। হোমারে দেখা যায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত এক ধরনের আপোস করলেন। নির্যাতন সইতে না পেরে স্কামান্ড্রস্ নদী কথা দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি ট্রয় পক্ষপাতী কোন কাজ করবেন না, আর ইন্দ্র তাঁর বন্ধু তক্ষকের প্রাণ বাঁচিয়ে সর্বভুক অগ্নির গহ্বরে সমর্পণ করলেন খাণ্ডববন।

অর্জুন শিল্পী ময়দানবকে অগ্নির দহন ও কৃষ্ণের ক্রোধ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই ময় অর্জুনের কোন প্রত্যুপকার করতে চাইল। অর্জুন ময়কে জানালেন যে যেহেতু তিনি ময়াসুরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করেছেন—সেজন্য তাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে তিনি ইচ্ছুক নন।

এখানে অর্জুন চরিত্রের একটি সুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় তিনি কারো উপকার করেন না।

কিন্তু তিনি ময়াসুরকে নিরাশ না করে বললেন, তুমি কৃষ্ণের কোন কাজ কর। তাহলেই আমার প্রত্যুপকার করা হবে (কৃষ্ণস্য ক্রিয়তাং কিঞ্চিৎ তথা প্রতিকৃতং ময়ি)। কৃষ্ণ ময়দানবকে যুধিষ্ঠিরের জন্য একটা সভাগৃহ নির্মাণ করতে বললেন, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

ময় কৈলাসের বিন্দু সরোবর হতে উপকরণ সংগ্রহ করে ইন্দ্রপ্রস্থে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর এক স্ফটিকের সভাগৃহ প্রস্তুত করেন। ময়দানব একটি ভয়ঙ্কর গদা ভীমকে এবং দেবদত্ত নামে উত্তম এক শঙ্খ অর্জুনকে উপহার দিলেন। চোদ্দ ম সে ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য অনুপম একটি সভাগৃহ তৈরী করলেন।

দেবর্ষি নারদের পরামর্শে ও পিতা পাণ্ডুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবার সম্বন্ধে ভ্রাতাদের, মন্ত্রিদের, মুনিদের ও কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে বললেন মগধাপতি এবং কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি মহাদেবের বর প্রভাবে ছিয়াশিজন রাজাকে জয় করে তাঁর রাজধানী গিরিব্রজে বন্দী করে রেখেছেন। আরও চোদ্দজনকে বন্দী করতে পারলে, তিনি সকল রাজাকে বলি দেবেন। যদি আপনি যজ্ঞ করতে চান তবে ঐ রাজাদের মুক্ত করুন ও জরাসন্ধকে বধ করুন।

কৃষ্ণের মুখে জরাসন্ধের প্রতাপের কথা শুনে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্কল্প ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের শক্তির উপর নির্ভর করেই রাজ্য শাসন করতেন। তিনি বলতেন—

ভীমার্জুনাবুভৌ নেত্রে মনো মন্যে জনার্দনম্।
মনশ্চক্ষুর্বিহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবেৎ॥ (স) ১৬।২

—ভীম ও অর্জুন আমার দুই চক্ষু স্বরূপ এবং জনার্দন আপনাকে আমি মন স্বরূপ মনে করি। অতএব এই তিনজনকে তথায় প্রেরণ করে মনহীন ও চক্ষুহীন হয়ে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করব?

ইতিপূর্বেই ভীম অর্জুন ও কৃষ্ণের সহায়তায় জরাসন্ধকে বধ করবার অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্কল্প ত্যাগের কথা শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি দুর্লভ ধনু, শর, উৎসাহ, সহায়, শক্তির অধিকারী, বল প্রয়োগ করাই বা যুদ্ধ করাই আমি উচিত মনে করি।

কৃতবীর্যকুলে জাতো নির্বীর্য্যঃ কিং করিষ্যতি।
নির্বীর্য্যে তু কুলে জাতো বীর্য্যবাংস্তু বিশিষ্যতে॥ (সভা) ১৬।৯

—বীর্যবান্ ব্যক্তির কুলে জন্মগ্রহণ করে নিবীর্য ব্যক্তি কি করতে পারে ? কিন্তু নিবীর্য ব্যক্তির কুলে জন্মেও বীর্যবান ব্যক্তি সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়।

শত্রুকে যিনি জয় করতে চান, তিনি সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। বলবান পুরুষরা গুণ বিহীন হলেও শত্রুদের জয় করতে পারে। নিবীর্য ব্যক্তি সর্বগুণ-সম্পন্ন হয়েও কিছুই করতে পারে না, যেহেতু শক্তিশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ থাকে।

বলবান পুরুষের দীনতা প্রকাশ যেমন দোষের, তেমনি বীর পুরুষের মোহগ্রস্ত হওয়াও দোষনীয়। দীনতা ও মোহ এই দুটি বিনাশের কারণ। এজন্য জয়ী রাজা এ দুটিকে ত্যাগ করেন।

যদি আমরা রাজসূয় যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য জরাসন্ধের বিনাশ ও অন্যান্য নৃপতিদের উদ্ধার করতে পারি, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম আর কি হতে পারে ? যদি আমরা যজ্ঞ আরম্ভ না করি, তবে নিশ্চয় আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। এজন্য হে রাজন, সুনিশ্চিত জয়কে উপেক্ষা করে আপনি কেন এই দুর্বলতা প্রকাশ করছেন ? যদি শান্তিকামী মুনি হতে চান তবে এরপর কাষায় বস্ত্র ধারণ করবেন। কিন্তু এখন সাম্রাজ্য লাভ করুন, আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

অর্জুনের মত বীরের উপযুক্ত উক্তিই বটে। অর্জুনই সাহস ও উৎসাহ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের মত সমর্থন করলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত পাণ্ডব ভাইদের শোনালেন। তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমাতে নীতি, ভীমসেনের বল এবং অর্জুন আমাদের দুজনের রক্ষা কর্তা। অতএব তিন অগ্নি যেমন যজ্ঞ সম্পন্ন করে, তেমনি আমরা তিনজন জরাসন্ধের বিনাশ সাধন করব (মাগধং সাধয়িষ্যামো ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ)। আমরা তিনজন সেই রাজাকে নির্জনে পেলে, আমাদের একজনের সঙ্গে অবশ্যি তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি নিশ্চয় ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। যম যেমন একাই উদ্ধত লোকের বিনাশ করতে পারে তেমনি ভীমও একাই জরাসন্ধকে বধ করতে পারে। যদি আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন, তবে ভীম ও অর্জুনকে আমার সঙ্গে দিন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হলে তিনজনই মগধরাজের রাজধানীর দিকে রওনা হলেন।

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন মগধে গিরিব্রজপুরে পৌঁছে জরাসন্ধকে যুদ্ধে আহ্বান

করেন। ভীমের বাহুবলে জরাসন্ধ নিহত হলেন এবং ছিয়াশি বন্দী নৃপতিও মুক্তি পেলেন।

নিজের শত্রু জরাসন্ধকে বুদ্ধির দ্বারা বধ করিয়ে কৃষ্ণ সকলের থেকে বেশী খুসী হয়ে প্রসন্ন চিত্তে বিদায় নিয়ে দ্বারকাভিমুখে চলে গেলেন।

তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কৃষ্ণের সহায়তায় আমি ধনু, অস্ত্র, অক্ষয় বাণসমূহ, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য, যশ ও পরাক্রম এবং যা দুর্লভ ও অভীপ্সিত সবই লাভ করেছি। এখন আমাদেব বাজকোষ বৃদ্ধি কবা উচিত। সুতরাং আমি সব নৃপতির থেকে কব আদায় করব—অনুমতি দিন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে পাণ্ডব ভ্রাতারা দিগ্বিজয়ে বেব হলেন। অর্জুন উত্তর দিকে যাত্রা করে কুলিন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, সিংহপুর, চোলদেশ, বাহ্লীক, কম্বোজ, দরদ, কিম্পুরুষ, হাটক, গান্ধর্ব প্রভৃতি দেশ জয় করে প্রচুর ধনরত্ন এনে যুধিষ্ঠিরের হাতে দিলেন।

যুধিষ্ঠিরেব রাজসূয় যজ্ঞ পাণ্ডবদের পববর্তী রাজ্য বিপর্যয়ের কারণ। যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে যুধিষ্ঠিরের যশ, ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি দেখে দুর্যোধন ঈর্ষায় দগ্ধ হতে থাকেন। (২য় ও ৩য় পর্ব দ্রষ্টব্য) পাণ্ডবদের বিপুল ঐশর্য লাভ করবার জন্য দুর্যোধন যুধিষ্ঠিবকে পাশা খেলায় আহ্বান করেন।

কপট পাশা খেলায় জিতে দুর্যোধন, দুঃশাসনাদির অশিষ্ট আচরণ সীমা লঙ্ঘন করে ও দ্রৌপদীকে রাজসভায় লাঞ্ছিত করতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না। এরকম নিষ্ঠুর আচরণে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরের হাত দুটি পোড়াতে চাইল, অর্জুন তাঁকে শান্ত কববার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি পূর্বে কখনও ধর্মরাজকে এরূপ কথা বলেননি। শত্রুদের নির্দয়তা নিশ্চয়ই আপনার ধর্ম গৌরব নষ্ট করেছে।

ন সকামাঃ পরে কার্য্যা ধর্মমেবাচরোত্তমম্।
ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং কোহতিবর্ত্তিতুমর্হতি ॥ (সভা) ৬৮।৮

—আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে শত্রুর বাসনা পূর্ণ হতে দেবেন না। ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কে অবজ্ঞা করতে পারে?

আহূতো হি পরৈ রাজা ক্ষাত্রং ব্রতমনুস্মরন্।
দীব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্ত্তিকরং মহৎ ॥ (সভা) ৬৮।৯

—রাজা শত্রুদের আহ্বানে ক্ষাত্র ধর্ম স্মরণ করে শত্রুদের ইচ্ছানুসারে তাদের সঙ্গে পাশা খেলেছেন। এতে আমাদের মহাকীর্তিই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্জুন যে অতি নীতিনিষ্ঠ, ভ্রাতৃবৎসল ও ধৈর্যশীল ছিলেন তাঁর এ উক্তি তারই প্রমাণ। এমন সঙ্কট মুহূর্তে মহাবীর অর্জুন নিজেকে সংযত রেখে ভীমকে ধৈর্য ধারণ করবার যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এক মহৎ দৃষ্টান্ত।

রাজসভায় দ্রৌপদীর নির্যাতন দেখে ভীম ক্রুদ্ধ হলে অর্জুন ভীমের ক্রোধ প্রশমিত করবার জন্ত তাঁর গুণাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে অতি সুন্দর ভাবে শান্ত করেন। কাশীদাশী মহাভারতে—

ধনঞ্জয় বলে ভাই কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোন কালে॥
আজি কেন কটুত্তর বলিলে রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য কভু না বেরয়॥
পরম পণ্ডিত তুমি ধর্মজ্ঞ যে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈলে হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন॥
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্মচ্যুত॥ (সভা)

—এখানে লক্ষ্মণ চরিত্রের সঙ্গে অর্জুন চরিত্রের সাদৃশ্য দেখতে পাই। রামও সীতাকে বিনা দোষে পরীক্ষাচ্ছলে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত করেন। লক্ষ্মণের মন যদিও এই অন্যায়কে অনুমোদন করেননি, তথাপি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরুদ্ধে বা তাঁর এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করেননি বা বিদ্রোহ করেননি।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধনাদির দ্রৌপদীর প্রতি অশিষ্ট আচরণে ক্ষোভে দুঃখে ভীম গদা হস্তে যখন তাঁদের সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত তখন অর্জুন তাঁকে নিবৃত্ত করবার জন্য বললেন—

... ... ভাই না কহ অনীতি।
কি হেতু হেলন কর ধর্ম নরপতি॥

দিক্‌পাল সহ যদি আইসে দেবরাজ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ॥
ধর্মেরে করিবে হেয় আমরা থাকিতে।
মুহূর্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে॥
কোন্ ছার এরা সব তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি কারে নাহি মানি॥
বিনা ধর্ম আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন ভদ্র যাহে ধর্মেতে অভক্তি॥
অস্বীকার ধর্মের এ কর্মে অভিপ্রায়।
সে কারণে এ কর্ম না করিতে যুয়ায়॥ (সভা)

অর্জুনের এরূপ দম্ভ করা সম্ভব। কারণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের এবং তাঁদের মিত্র পক্ষের মধ্যে কেউ অর্জুনের সমকক্ষ ছিলেন না। অমিত বিক্রমের অধিকারী হলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের বিনা আদেশে শক্তি প্রকাশ—অগ্রজকে অসম্মানের সমান। অগ্রজের প্রতি এমন শ্রদ্ধা অর্জুনের পক্ষেই সম্ভব। কারণ এরূপ আচরণ দুর্বলতা নয়, অচলা ভক্তির নিদর্শন মাত্র।

তাঁর কঠিন সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল যখন দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ায় হেরে গিয়ে অজিনোত্তরীয় পরে বনে যাত্রা করছেন, তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রমুখ ব্যক্তিরা নানাভাবে তাঁদের বিদ্রূপ করতে গেলে ভীম এই অপমান সহ্য করতে না পেরে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করেন। অর্জুন ভীমকে নিবৃত্ত করবার জন্য বলেন—

নৈবং বাচা ব্যবসিতং ভীম, বিজ্ঞায়তে সতাম্।
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে দ্রষ্টারো যদ্ ভবিষ্যতি॥ (সভা) ৭৭।৩০

– ভীম কেবল বাক্য দ্বারা অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উচিত হবে না। চতুর্দশ-বৎসর পর যা ঘটবে তা সকলেই দেখবেন।

George Eliot-এর মতে—The responsibility of tolerance lies with those who have the wider vision—এই উক্তিটি অর্জুন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অর্জুনের দূরদর্শিতাই তাঁকে কৌরবদের সব রকম অপমান সহ্য করার সহিষ্ণুতা দিয়েছিল। তাই তিনি বারংবার ভীমকে সংযত করতে চেষ্টা করেছেন।

অবশেষে ভীমের গভীর ক্রোধ শান্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি কর্ণ বধের প্রতিজ্ঞা করলেন।

অসূয়িতারং দ্রষ্টারং প্রবক্তারং বিকত্থন্‌ম।
ভীমসেননিয়োগাৎ তে হন্তাহং কর্ণমাহবে॥ (সভা) ৭৭।৩২

—ভীমসেনের আদেশ অনুসারে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে অসূয়াকারীরা কুৎসিত কর্মের দ্রষ্টা এবং অতি কুৎসিত বাক্য ও দম্ভের প্রবক্তা এই কর্ণকে আমি যুদ্ধে স্বয়ং বধ করব।

বনে গমনের সময় তিনি দুই হাতে ধুলি বিকীর্ণ করে চলেছিলেন। তাঁর এই আচরণের অর্থ ভবিষ্যতে তিনি শত্রুদের উপর ধুলি মুষ্টির মত অজস্র বাণ নিক্ষেপ করবেন। এটাই ছিল তাঁর অন্তরের গুপ্ত প্রতিজ্ঞা।

'চলেদ্ধি হিমবান্‌ স্থানান্নিষ্প্রভঃ স্যাদ্‌ দিবাকরঃ।
শৈত্যং সোমাৎ প্রণশ্যেত মৎসত্যং বিচলেদ যদি॥ (সভা) ৭৭।৩৫

—আমার প্রতিজ্ঞার যদি কিছু বিপরীত হয়, তাহলে জানতে হবে—হিমালয়ও স্থান ভ্রষ্ট হতে পারে, দিবাকরও প্রভাশূন্য হতে পারে এবং চন্দ্রও শৈত্য ত্যাগ করতে পারে।

যদি আজ হতে চতুর্দশ বর্ষ পরে দুর্যোধন আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তবে আমি যে প্রতিজ্ঞা করলাম তা সত্য হবে। এভাবে অন্যান্য ভ্রাতারাও কে কাকে বধ করবেন তা প্রতিজ্ঞা করলেন।

ভোজ. বৃষ্ণি এবং অন্ধক বংশীয় বীররা পাণ্ডবদের বন গমনের খবর পেয়ে বনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে আসেন এবং তিনি দুঃখিত চিত্তে উপস্থিত ক্ষত্রিয়দের সামনে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করে জানালেন পৃথিবী দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন (দুঃশাসন চতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্)। পাণ্ডবদের অপমানে কৃষ্ণ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি যেন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করবেন। তখন তাঁকে অর্জুন শান্ত করতে তাঁর নানা স্তুতি করেন।

দ্রৌপদীও কৃষ্ণের স্তুতি করে কৌরব সভায় তাঁর অপমানের কথা কৃষ্ণের কাছে প্রকাশ করে আক্ষেপ করেন—ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ আমাকে তাঁদের সামনেই বলপূর্বক দাসী করা হল। অল্প শক্তিশালী স্বামীও নিজের ধর্ম পত্নীকে রক্ষা করে। কিন্তু পঞ্চ পুত্রের জননী আমাকে কেন আমার শক্তিশালী স্বামীরা রক্ষা করলেন না? নারীদের বরণীয়া সতী হয়েও আমি পাণ্ডু পুত্রদের সামনেই দুঃশাসন দ্বারা কেশাকৃষ্টা হলাম। কৃষ্ণ তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আছে।

যজ্ঞ হতে উদ্ভূত হওয়ার গৌরব আমার আছে, আমি তোমার চিরসখী এবং তুমি আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ, তাই আমাকে তোমার রক্ষা করা উচিত।

কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, যাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, তাদের পত্নীরা নিজেদের পতিদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুনের শরাঘাতে নিহত হতে দেখে ক্রন্দন করবে। পাণ্ডবদের হিতের জন্য আমার যা করা সম্ভব তা সবই আমি করব। আমি নিশ্চয় করে বলছি তুমি সম্রাজ্ঞী হবে।

যদি স্বর্গও ভূমিতে পতিত হয়, যদি হিমালয়ও বিদীর্ণ হয়, যদি পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হয় এবং সমুদ্রও শুকিয়ে যায়, তথাপি আমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না।

কৃষ্ণের কথা শুনে দ্রৌপদী অর্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করলেন। তখন অর্জুন দ্রৌপদীকে বললেন, তুমি কেঁদো না। কৃষ্ণ যা বলেছেন, তা কখনও মিথ্যা হবে না।

ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন, আমি দ্রোণকে বধ করব, শিখণ্ডী ভীষ্মকে ভীম দুর্যোধনকে এবং অর্জুন কর্ণকে বধ করবে। কৃষ্ণ ও বলরামকে আশ্রয় করে আমরা যুদ্ধে ইন্দ্রেরও অজেয়। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্ররা আমাদের পরাজিত করতে পারবে না।

বনবাস কালে ভীম সর্বদা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করলে যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বললেন, সুবিচার করে কাজ করলে তা সিদ্ধ হয়, কিন্তু দর্প করে কাজ করলে তা সার্থক হয় না। যুধিষ্ঠির ধীর স্থির ভাবে দুর্যোধনের তখনকার সময় শক্তির এক বিশদ বিবরণ দিয়ে বলেন দুর্যোধনের শক্তির কথা চিন্তা করে তাঁর রাতের ঘুম হারিয়েছেন।

ব্যাসদেব যোগবলে যুধিষ্ঠিরের মানসিক অবস্থার বিষয় জানতে পেরে তাঁর ভয় দূর করবার জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট এলেন এবং তাঁর ভাল সময় এসেছে বলে তাঁকে আশ্বাস দেন। সিদ্ধির জন্য যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা গ্রহণ করতে বলেন। এই বিদ্যা লাভ করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবেন। অর্জুন অস্ত্র লাভের জন্য মহেন্দ্র রুদ্র, বরুণ, কুবের ও ধর্মরাজ যমের শরণাপন্ন হলে তপস্যার দ্বারা সব দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করতে সমর্থ হবে।

ব্যাসদেব অর্জুনের পূর্ব পরিচয় দিয়ে জানালেন, অর্জুন আর কেউ নয়। সে মহা তেজস্বী নারায়ণ ঋষির নিত্য সঙ্গী নর ঋষি। অর্জুন সব দিকপালের থেকে অস্ত্র লাভ করবে।

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা শিখে মন্ত্রের মত তা অভ্যাস করতে

থাকেন। ব্যাসদেবের উপদেশে যুধিষ্ঠির দ্বৈতবন ত্যাগ করে কাম্যক বনে বাস করতে লাগলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নির্জনে দুর্যোধন পক্ষের শক্তিমত্তার এক সুস্পষ্ট বিবরণ দিলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) যুধিষ্ঠির অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রদত্ত মন্ত্রের কথা প্রকাশ করেন। তিনি ঐ মন্ত্র-উপদেশ সম্পাদনের উপযুক্ত সময় এসেছে বলে অর্জুনকে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করে উগ্র তপস্যার দ্বারা শরীরকে তেজোময় করে দেব প্রসাদ লাভের চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। তাঁর কার্য সিদ্ধির ও অভিষ্ট সিদ্ধিতে কেউ যাতে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য অর্জুনকে কবচ ধারণ করে, ধনু ও খড়্গ সঙ্গে নিয়ে তপস্যার জন্য উত্তর দিকে যেতে বললেন। তিনি অর্জুনকে আবার জানালেন যে ইন্দ্রের কাছে সমস্ত দৈবাস্ত্র আছে। তিনি ইন্দ্রের আরাধনা করলে এ সমস্ত অস্ত্র লাভে সমর্থ হবেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা মত অর্জুন গাণ্ডীব ধনু ও তূণীর দুটো নিয়ে কবচ ও নানাবিধ অঙ্গে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রের দর্শন লাভের জন্য ইন্দ্রনীল পর্বতের দিকে রওনা হলেন।

অর্জুনকে বিদায় জানাতে গিয়ে দ্রৌপদী অতি মনোরম ভাবে বললেন, তোমার জন্মকালে জননী কুন্তী যা ইচ্ছা করেছেন এবং তুমি স্বয়ং যা ইচ্ছা করেছ, সেসব পূর্ণ হোক। আমাদের বংশে যেন আর কেউ জন্ম গ্রহণ না করে যাকে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জন করতে হয়। ভোগ ও ধনহীন অর্জুনের দীর্ঘ প্রবাস জীবনের জন্য তাঁরও ধন বা ভোগ কোন কিছুতেই স্পৃহা থাকবে না। কারণ অর্জুনের উপরই পাণ্ডবদের সমস্ত সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য সবই নির্ভর করে। তিনি আরও বললেন, তুমি মঙ্গল লাভ কর। তারপর তিনি ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার করে অর্জুনের কুশলে ও সুস্থ শরীরে ভ্রমণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। হ্রী, শ্রী, কীর্তি, ধৃতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী সরস্বতীর নিকট পথে অর্জুনের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য করুণ প্রার্থনা করেন।

এরপর অর্জুন পুরোহিত ধৌম্যকে ও ভ্রাতাদের প্রদক্ষিণ করে মনোহর ধনু ধারণ করে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছার কবচ ধারণ করে দ্বিতীয় বার ভ্রমণে বের হলেন। এ ভ্রমণ মর্ত্যলোকে নয়, দেবলোকে দেবতাদের আশীর্বাদ ও অস্ত্র-পুষ্ট হয়ে হৃত পাণ্ডব গৌরব পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে।

অর্জুন যোগাবলম্বন করে মনের ন্যায় বেগগামী, বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী হয়ে একদিনেই হিমালয় অতিক্রম করেন। তিনি হিমালয় গন্ধমাদন পর্বত ও অন্যান্য বহু দুর্গম স্থান অতিক্রম করে ইন্দ্রনীল পর্বতে থামলেন এক দৈববাণীর নির্দেশে।

সেখানে এক বৃক্ষমূলে ব্রাহ্মণের তেজে উদ্দীপ্ত এক তপস্বীকে দেখলেন। সেই তপস্বী অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার বেশ দেখে মনে হচ্ছে তুমি ক্ষত্রিয়। এ স্থান যুদ্ধের স্থান নয়। অতএব তুমি তোমার তীর ধনুক ত্যাগ কর। তুমি তপস্যা বলে অন্যের দুষ্প্রাপ্য জিনিষ লাভ করবে। কিন্তু অর্জুন কিছুই ত্যাগ করলেন না। তপস্বী তখন সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনের মঙ্গল কামনা করলেন এবং বর প্রার্থনা করতে বললেন। আত্ম পরিচয় দিয়ে জানালেন তিনি ইন্দ্র। অর্জুন ইন্দ্রকে প্রণাম করে ইন্দ্রের কাছে সমস্ত অস্ত্র জানবার বর চাইলেন। ইন্দ্র তাঁকে অস্ত্রের পরিবর্তে স্বর্গ ভোগে প্রলুব্ধ করেন। অর্জুন বললেন—

ন লোকান্ন পুনঃ কামান্ন দেবত্বং পুনঃ সুখম্।
ন চ সর্বামরৈশ্বর্য্যং কাময়ে ত্রিদশাধিপ ॥ (বন) ৩৭।৫৪

—আমি স্বর্গ অন্য অভীষ্ট বিষয়, দেবত্ব কিংবা সুখ প্রার্থনা করি না, এমন কি সমস্ত দেবতাদের আধিপত্যও কামনা করি না।

ভ্রাতাদের নির্জন বনে পরিত্যাগ করে এবং শত্রুতার প্রতিশোধ না নিয়ে আমি দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত জগতের নিন্দাভাজন হব।

ইন্দ্র তখন অর্জুনকে বললেন, তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করতে পারলে তাঁর নিকট হতে দিব্যাস্ত্র লাভ সম্ভব হবে। অর্জুন মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুন একাকী কণ্টকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর বনের ভেতর উপস্থিত হলেন। সে বনটি নানাবিধ ফুল ও ফলে শোভিত এবং বহুবিধ পশুদের দ্বারা পরিবৃত ছিল। সেখানে নানা প্রকার সিদ্ধ ও চারণরা বিচরণ করতেন। অর্জুন সেই মনুষ্যবিহীন বনে প্রবেশ করলে আকাশে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল, পুষ্প বৃষ্টি হল এবং বিস্তৃত মেঘে সমস্ত দিক সমাচ্ছন্ন হল। অর্জুন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত হিমালয়ের সন্নিহিত দুর্গম বন পার হয়ে তার উপরে বাস করতে থাকেন।

তারপর তিনি দারুণ তপস্যায় রত হলেন। তিনি কুশের কৌপীন পরে দণ্ড ও মৃগচর্ম ধারণ করে প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক পত্র মাত্র ভোজন করতেন। পরে তিন দিনের পর এক একটি ফল খেয়ে একমাস কাটালেন। তারপর ছয় দিনের পর একটি ফল ভোজন করে দ্বিতীয় মাস কাটালেন। তৃতীয় মাসে পনর দিনের পর একটি ফল ভোজন করলেন। তারপর যখন চতুর্থ মাস আসলো, তখন অর্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করতেন। সে সময় অর্জুন কোন সাহায্য না নিয়েই কেবল চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে তপস্যা

করতে লাগলেন। অর্জুনের জটার মধ্যে কতকগুলি বিদ্যুতের মত পিঙ্গল বর্ণ এবং কতকগুলি জটা মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ হল।

অর্জুনের কঠোর তপস্যা মহর্ষিদের মনে ভয়ের কারণ হল। তাঁরা মহাদেবের শরণাগত হলে, মহাদেব বললেন, অর্জুনের তপস্যায় তাঁদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

অর্জুনের কঠোর তপস্যায় মহাদেব তুষ্ট হয়ে তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য কিরাতের বেশে পিনাক ধনু হস্তে অর্জুনের নিকট এলেন। অনুরূপ বেশে উমা ও তাঁর সহচরীরা, ভূতরাও মহাদেবের অনুগমন করেন। সে সময় মূক নামক এক দানব বরাহের রূপে অর্জুনকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তার দিকে ধাবিত হলো। তখন অর্জুন ঐ বরাহকে বধ করতে উদ্যত হলে কিরাত বেশী মহাদেব অর্জুনকে বারণ করে বললেন, আমি আগে এই পশুকে বধ করব স্থির করেছি। অর্জুন কিরাতের কথা অগ্রাহ্য করে বরাহকে শরাঘাত করলেন। কিরাতও সেই বরাহকে লক্ষ্য করে একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। উভয়ের শরাঘাতে ভীষণ রূপ ধারণ করে সেই বরাহের মৃত্যু ঘটল। কার বাণে বরাহের মৃত্যু ঘটেছে এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। তা পরিশেষে যুদ্ধে পরিণত হয়। অর্জুন বাণের দ্বারা ব্যাধকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু ব্যাধ সমস্ত নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে হিমালয়ের মত অবিচল থাকলে অর্জুনের সম্বিত ফিরে এল। তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—ইনি কে? ইনি কি স্বয়ং মহাদেব বা যক্ষ বা অন্য কোন দেবতা? আমার ছোড়া সহস্র সহস্র নারাচ বাণ মহাদেব ব্যতীত অন্য কেউ এমন অবিচলিতভাবে সহ্য করতে পারেন না। অচিরে অর্জুনের সমস্ত বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন অর্জুন ব্যাধকে ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে অর্জুনের সে দিব্য ধনুও ধরে গিলে ফেললেন। তারপর অর্জুন তরবারি নিয়ে ব্যাধের দিকে ছুটে গেলেন। তরবারি ব্যাধের মাথায় ছুড়ে মারলেন। কিন্তু সে তরবারি ব্যাধের মাথায় ঠেকে লাফিয়ে উঠল। এরপর অর্জুন শেষ অস্ত্র বৃক্ষ ও শিলা দিয়ে ব্যাধের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলে, ব্যাধ সেই অস্ত্রগুলোও গিলে ফেললো। তারপর উভয়ের মধ্যে মুষ্টি যুদ্ধ আরম্ভ হল। ব্যাধ তাঁকে এমনভাবে আঘাত করল যে অর্জুন কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে ছিলেন। তারপর রক্তলিপ্ত দেহে উঠে এবং কোন প্রকারেই ব্যাধকে পরাভূত করতে না পেরে মহাদেবের মৃন্ময় মূর্তি গড়ে মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। অর্জুন অবাক বিস্ময়ে দেখলেন তাঁর নিবেদিত মালা কিরাতের

মস্তকে শোভা পাচ্ছে। তখন তিনি কিরাতরূপী মহাদেবের চরণে পড়ে আশুতোষের পদ বন্দনা করেন।

মহাদেব প্রসন্ন হয়ে অর্জুনকে আলিঙ্গন করে বললেন, অর্জুন, আমি তোমার এই অতুলনীয় কর্মে সন্তুষ্ট হয়েছি। বীরত্বে ও ধৈর্য গুণে তোমার সমান কোন ক্ষত্রিয় নেই। আজ আমার ও তোমার উৎসাহ ও বল সমানই দেখলাম (সমং তেজশ্চ বীর্য্যঞ্চ মমাদ্য তব চানঘ)। সুতরাং 'আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার প্রকৃত রূপ দেখ।

দদামি তে বিশালাক্ষ চক্ষুঃ পূর্ব ঋষির্ভবান্।

বিজেষ্যসি রণে শত্রূনপি সবান্ দিবৌকসঃ॥ (বন) ৩১।৭০

—তুমি পূর্ব জন্মে ঋষি ছিলে। সুতরাং তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। আর তুমি যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে এবং সমস্ত দেবতাকেও জয় করতে পারবে।

আমার যে অস্ত্র অন্য কেউ নিবারণ করতে পারেনি, আমি প্রীতি বশতঃ সেই অস্ত্র তোমাকে দান করব। তুমিঅবিলম্বে আমার সেই অস্ত্র ধারণ করতে পারবে।

তারপর অর্জুন সেই স্থানে দেবী পার্বতীর সঙ্গে অত্যন্ত তেজস্বী কৈলাসবাসী ও শূলপাণি মহাদেবকে দেখলেন। তখন অর্জুন মহাদেবের বন্দনা করেন এবং অজ্ঞাতে তাঁকে চিনতে না পেরে যে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

মহাদেব সহাস্যে অর্জুনের হাত দুখানি ধরে তাঁকে ক্ষমা করেছেন জানালেন এবং বললেন, অর্জুন তুমি পূর্বজন্মে নর নামে ঋষি ছিলে। তুমি বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সখা হয়ে বহু অযুত বৎসর যাবৎ ভয়ঙ্কর তপস্যা করেছিলে। তুমি ও নারায়ণ তোমাদের তেজ দ্বারাই দুজনে জগৎ রক্ষা করছ। তারপর তিনি অর্জুনকে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

অর্জুন মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র চাইলেন। মহাদেব কৃতান্তের মত সেই অস্ত্র অর্জুনকে দান করে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বিধি শিখিয়ে দিলেন। তারপর অর্জুনকে স্বর্গে যেতে বলে মহাদেব আকাশ পথে চলে গেলেন। অর্জুনও মহাদেবকে স্বশরীরে দেখে ও তাঁর স্পর্শ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

অতঃপর অর্জুনের নিকট দিকপালরা এলেন এবং তাঁকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করলেন। ইন্দ্র অর্জুনকে বললেন, তোমাকে স্বর্গে নেবার জন্য মাতলি চালিত রথ ভূতলে আসবে। সেই স্বর্গেই আমি তোমাকে স্বর্গীয় অস্ত্রগুলি দান করব। তিনি অর্জুনকে বলেছিলেন—

কুন্তীমাতর্মহাবাহো ত্বমীশানঃ পুরাতনঃ।
পরাং সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তঃ সাক্ষাদ্ দেবগতিং গতঃ॥ (বন) ৪১।৪৩

—বৎস, কুন্তীনন্দন, তুমি সনাতন ঈশ্বরের অংশ। এই তপস্যার দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছ, সাক্ষাৎ দেবত্ব পেয়েছ।

ইন্দ্রের এই উক্তির দ্বারা অর্জুন যে সাধনার দ্বারা কত উচ্চ মার্গে উপস্থিত হয়েছিলেন তা জানা যায়। অর্জুন ভাগ্যবান পুরুষ। তাই সব দেবতার আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন—যার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন কর্ণ।

তারপর অর্জুন ইন্দ্র প্রেরিত রথে স্বর্গে পৌঁছলেন। রথ হতে নেমে অর্জুন ইন্দ্রকে প্রণাম করলে তিনি বহু সমাদরে নিজ সিংহাসনের পাশে অর্জুনকে বসালেন।

একাসনোপবিষ্টৌ তৌ শোভয়াঞ্চক্রতুঃ সভাম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ব্যোম চতুর্দশ্যমিবোদিতৌ॥ (বন। ৪৩।২৭

—কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উদিত চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, সেইরূপ ইন্দ্র ও অর্জুন একাসনে উপবিষ্ট হয়ে দেবসভাকে শোভিত করলেন।

অতঃপর ইন্দ্রের অভিপ্রায় অনুসারে দেবতারা ও গন্ধর্বরা অর্জুনকে উত্তম অর্ঘ্য দ্বারা পূজা করলেন এবং অর্জুনকে ইন্দ্রের পুরীতে নিয়ে গেলেন। অর্জুন এভাবে সম্মানিত হয়ে ইন্দ্রের নিকট হতে অস্ত্র শিক্ষা করতে লাগলেন। অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত হলেও ইন্দ্রের আদেশে অর্জুন আরও ৫ বছর স্বর্গে সুখে কাটালেন। তারপর একদিন তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে নৃত্য-গীত বাদ্য শিখে নিলেন।

নৃত্যকালে অর্জুন পুনঃ পুনঃ উর্বশীর প্রতি লক্ষ্য করায় ইন্দ্র মনে করলেন, অর্জুন উর্বশীর প্রতি আসক্ত হযেছেন। তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের দ্বারা উর্বশীকে অর্জুনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উর্বশীর নিকট তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য শুনে অর্জুন লজ্জায় কান ঢেকে বললেন—আপনার কথা আমার শ্রবণ-যোগ্য নয়। আপনাকে আমি কুন্তী ও শচীর ন্যায় মনে করি (যথা কুন্তী মহাভাগা যথেন্দ্রাণী শচী মম)। আপনি পুরুবংশের জননী (ইয়ং পৌরবংশস্য জননী)। এই জন্য আমি উৎফুল্ল নয়নে আপনাকে দেখছিলাম।

এখানে অর্জুন চরিত্রের একটি সুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। সুন্দরী নারী স্বভাবতঃ অর্জুনকে আকৃষ্ট করতো যার জন্য তাঁর একাধিক পত্নী হয়েছিল।

কিন্তু সুন্দরী হলেও অপ্সরা উর্বশী যিনি ইন্দ্র সভার নর্তকী তাঁর প্রতি অর্জুন কুদৃষ্টি দেননি বরং পিতামহী রূপে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন।

এতে উর্বশী অপমানিতা বোধ করে ক্রুদ্ধা হয়ে অর্জুনকে অভিশাপ দিলেন — তোমার পিতার নির্দেশে কামার্ত হযে আমি এসেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমায অপমানিত করেছ। তুমি সম্মানহীন নপুংসক নর্তক হয়ে স্ত্রীদের মধ্যে বিচরণ করবে।

চিত্রসেনের নিকট উর্বশীর অভিশাপের খবর জানতে পেরে ইন্দ্র অর্জুনকে নির্জনে এনে মৃদু হাস্যে বললেন —

সুপুত্রাদ্য পৃথা তাত ত্বয়া পুত্রেণ সত্তম্।

ঋষয়োঽপি হি ধৈর্য্যেণ জিতা বৈ তে মহাভুজ ॥ (বন) ৪৬।৫৬

—আজ পৃথা তোমার ন্যায় উত্তম পুত্র দ্বারা সুপুত্রা হলেন। কারণ, হে মহাবাহো। আজ তোমার ধৈর্য ঋষিগণকেও জয় করেছে।

তিনি অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, উবশীর অভিশাপ তোমার আশীর্বাদ হবে। অজ্ঞাতবাস কালে তুমি এক বৎসর নপুংসক নর্তক হযে থাকবে, তারপর আবার পুরুষত্ব পাবে। ইন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী অর্জুনকে শান্ত করে।

লোমশ মুনি ইন্দ্রলোকে এসে অর্জুনকে ইন্দ্রের সঙ্গে একাসনে আসীন দেখে আশ্চর্য হওয়ায ইন্দ্র বললেন—এই মহাবাহু আমার পুত্র এবং ইনি কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন। ইনি কোন কারণবশতঃ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য এখানে এসেছেন।

নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণোঋষিসত্তমৌ।

তাবিমাবভিজানীহি হৃষীকেশ— ধনঞ্জয়ৌ ॥ (বন) ৪৭।১০

—নরনারায়ণ নামে যে দুজন প্রাচীন ঋষি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরাই এখন কৃষ্ণ ও অর্জুন। এটা আপনি অবগত হোন।

ত্রিলোক বিখ্যাত সেই নর ও নারায়ণ নামে ঋষিদ্বয় বিশেষ কার্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই মহাবীরদ্বয় পৃথিবীর ভার লাঘব করবেন (ভূমের্ভারাবতরণং মহাবীর্য্যৌ করিষ্যতঃ)। কৃষ্ণার্জুন এক মহাযুদ্ধে আমাদের মহৎ কার্য সাধন করবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রের এই উক্তির দ্বারা কেবলমাত্র পাণ্ডবরা নয় দেবতারাও যে অর্জুনের শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তা প্রমাণিত হয়। অর্জুন পূর্ব জন্মেও কঠোর তপস্বী ছিলেন, মহাদেব ও ইন্দ্রের উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্র লোমশ মুনিকে জানালেন ব্রহ্মার আশীর্বাদে নিবাতকবচ নামে অসুররা

দেবতাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করছে। অর্জুন এই নিবাতকবচ দৈত্যদের বধ করে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে যাবেন। লোমশ মুনি যেন যুধিষ্ঠিরকে জানান যে অর্জুন অস্ত্র শিক্ষা শেষ করে সত্বরই ফিরে যাবেন।

অর্জুন লোমশ মুনিকে অনুরোধ করে বললেন, আপনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবেন। তিনি যেন তীর্থ পর্যটন করেন এবং দান করেন, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন।

দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের অভিশাপ নিয়ে পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী যাত্রা করলেও—অর্জুন আপন তপস্যার ফলে পাঁচ বৎসর স্বর্গের সব রকম সুখ ভোগ করেছেন। তিনি নিজে স্বর্গ সুখে বিভোর থাকলেও তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁর মন থেকে হারিয়ে যাননি। এটাই তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দেয়।

সঞ্জয় পাণ্ডবরা বনবাসে থাকাকালীন একদিন ধৃতরাষ্ট্রকে অর্জুনের তপস্যা ও মহাদেব ও ইন্দ্র হতে অস্ত্র লাভের সংবাদ দিলেন। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র আক্ষেপ করে বললেন—

ঘৃণী কর্ণঃ প্রমাদী চ আচার্য্যঃ স্থবিরো গুরু.।
অমর্ষী বলবান্ পার্থঃ সংরম্ভী দৃঢ় বিক্রমঃ ॥ (বন) ৪৮।১০

—কর্ণ দয়ালু কিন্তু অসাবধান, দ্রোণ স্থবির ও গুরু আর অর্জুন ক্রোধী, বলবান, উদ্যমী ও দৃঢ় বিক্রমশালী।

যথা হি কিরণা ভানোস্তপন্তীহ চরাচরম্।
তথা পার্থভুজোৎ সৃষ্টাঃ শরাস্তপ্স্যান্তি মৎসুতান ॥ (বন) ৪৮।১৬

—সূর্যের কিরণ যেমন জগতে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থকে সন্তপ্ত করে সেরূপ অর্জুন বাহু নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আমার পুত্রদের সন্তপ্ত করবে।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কাকে অনুমোদন করে বলেছিলেন—স্বয়ং মহাদেব ব্যাধের ছদ্মবেশে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সে স্থানেই যম প্রভৃতি দিকপালগণ অর্জুনকে অস্ত্র দান করবার জন্য তাঁদের আপন আপন রূপ দেখিয়েছিলেন। অষ্ট মূর্তি স্বয়ং মহাদেব যাকে বধ করতে পারেননি (মহেশ্বরেণ যো রাজন্ ন জীর্ণো হ্যষ্ট মূর্তিনা) সেই অর্জুনকে অন্য কোন্ বীর বধ করতে পারবেন?

ধৃতরাষ্ট্র চিত্তে নিজের পুত্রদের সর্বনাশ অনিবার্য জেনে দুঃখিত হয়ে বললেন—

যস্য মন্ত্রী চ গোপ্তা চ সুহৃদশ্চৈব জনার্দনঃ।
হরিস্ত্রৈলোক্যনাথঃ স কিং নু তস্য ন-নির্জিতম্ ॥ (বন) ৪৯।২০

—ত্রিভুবনের অধীশ্বর জনার্দন কৃষ্ণ যার মন্ত্রী, রক্ষক এবং সুহৃৎ, সে অর্জুনের অজেয় কি আছে ?

অতঃপর লোমশ মুনি স্বর্গ হতে ফিরে যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের পাশুপত প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভের সংবাদ ও ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে যা জানাতে বলেছিলেন তা অর্থাৎ যা দেবতাদেরও অসাধ্য, এমন দেবকার্য সম্পাদন করে সে ফিরে আসবে।

লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে তপস্যায় আত্মনিয়োগ কর। কারণ তপস্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। তপস্যার দ্বারা মহৎ বস্তুও লাভ করা যায়।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে আরও বললেন—আমি কর্ণকে ভালভাবে জানি। সে সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবীর্যবান এবং মহাবলশালী, মহাযুদ্ধ বিশারদ, সংগ্রামে অতুলনীয়, মহাধনুর্ধর, পরমসুন্দর, বীর এবং মহাস্ত্রবিদ্, মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয়র তুল্য শক্তিশালী। আমি অর্জুনকেও তেমনিই জানি। সে স্বাভাবিক তেজ ও পৌরুষ যুক্ত হওয়ায় কার্ত্তিকেয়কেও অতিক্রম করতে সমর্থ।

ন স পার্থস্য সংগ্রামে কলামর্হতি ষোড়শীম্।
যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণান্মানসিস্থমরিন্দম॥
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্যুপাগতে। (বন) ৯১।২৩-২৪

—সুতরাং কর্ণ অর্জুনের ষোল অংশের এক অংশেরও যোগ্য নয়। অরিন্দম কর্ণর জন্য তোমার মনে যে ভয় আছে, সব্যসাচী এখানে আসলে আমি সে ভয়ও দূর করব।

লোমশ মুনি অর্জুনের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করার সময় অজ্ঞাতে কর্ণের বীরত্বও স্বীকার করলেন।

লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে তীর্থ ভ্রমণে যাবার জন্য অর্জুনের প্রস্তাব জানালেন এবং পাণ্ডু পুত্রদের তীর্থ ভ্রমণ কালে রাক্ষসাদি শত্রুর থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছেন বলে জানালেন। অর্জুন লোমশ মুনিকে বলেছেন—

দধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্।
তথা রক্ষস্ব কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোত্তম্॥ (বন) ৯২।৬

—দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যেরূপ দধীচি মুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং মহর্ষি অঙ্গিরা সূর্যকে রক্ষা করেছিলেন সেইরূপ আপনিও রাক্ষসদের কবল থেকে কুন্তী কুমারদের রক্ষা করবেন।

লোমশ মুনি বললেন ইন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী ও অর্জুনের অনুরোধে সমস্ত ভয় স্থান হতে রক্ষা করে তীর্থে তীর্থে তোমাদের সঙ্গে থাকব।

অতঃপর পাণ্ডবরা লোমশ মুনির সঙ্গে বহু বন নদ নদী পাহাড় পর্বত অগণিত তীর্থস্থান পরিভ্রমণ শেষে যুধিষ্ঠির অর্জুনের বিরহে কাতর হয়ে অর্জুনের সম্বন্ধে ভীমের নিকট যা বলেছিলেন তাঁর সে উক্তি থেকে অর্জুন চরিত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়।

তিনি খেদ করে বলেছিলেন—আজ অবধি অর্জুনকে দেখতে না পেয়ে আমি শোকে দগ্ধ হচ্ছি। অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধ নিপুণ ধনুর্ধরদের মধ্যে অতুলনীয় অর্জুনকে না দেখে দুঃখ হচ্ছে। যে যুদ্ধের সময় শত্রু সৈন্যের মধ্যে ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় বিচরণ করে, মদধারায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যার গতি এবং যার স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, যে পরাক্রমে ও ধনে ইন্দ্রতুল্য, যার বিক্রম অপরিমিত, সেই অজেয় উগ্রধন্বা অর্জুনের বিরহে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি।

সততং য ক্ষমাশীলঃ ক্ষিপ্যমাণোঽপ্যণীয়সা।
ঋজুমার্গপ্রপন্নস্য শর্মদাতাভয়স্য চ॥
স তু জিহ্ম প্রবৃত্তস্য মায়য়াভিজিঘাংসতঃ।
অপি বজ্রধরস্যাপি ভবেৎ কালবিষোপমঃ॥
শত্রোরপি প্রপন্নস্য সোঽনৃশংসঃ প্রতাপবান্।
দাতাভয়স্য বীভৎসুরমিতাত্মা মহাবলঃ॥
সর্বেষামাশ্রয়োঽস্মাকং রণেঽরীণাং প্রমর্দিতা।
আহর্তা সর্বরত্নানাং সর্বেষাং নঃ সুখাবহঃ॥ (বন) ১৪১।১৩-১৬

—ক্ষুদ্র লোকও তিরস্কার করলে যে তাকে ক্ষমা করে, সরল ভাবে শরণাপন্ন হলে যে তাকে অভয় ও তার মঙ্গল করে, অথচ যে ব্যক্তি কুটিল পথে তার অনিষ্ট করতে ইচ্ছা করে, সে বজ্রধর হলেও তার নিকট সে কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর। শরণাগত শত্রুর প্রতিও যে প্রতাপশালী হয়েও দয়ালু, যে বীভৎস মহাবল, অমিতাত্মা ও অভয়দাতা, যে রণে শত্রুমর্দ্দনকারী, যে সর্বরত্নের আহরণকারী, আমাদের সকলের সুখবহনকারী এবং আশ্রয় স্বরূপ তাকে না দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

যার বিক্রমে বহু দিব্য রত্ন রাশিতে আমার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল—যা এখন দুর্যোধন ভোগ করছে। যার বাহুবলে পূর্বে আমার সভা সর্বরত্নময়ী হয়ে ত্রিভুবনে খ্যাতি লাভ করেছিল, যে পরাক্রমে বাসুদেব তুল্য এবং যুদ্ধে

কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের সমান, যে যুদ্ধে সর্বদা অজেয় অপ্রমেয় সেই ফাল্গুনীকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। যার প্রভাব ও বাহুবল ইন্দ্রের ন্যায়, যিনি বায়ুর ন্যায় বেগবান, যার মুখ চন্দ্রের ন্যায় এবং যার ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় এমন মহাবীরের বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর।

অর্জুনের সন্ধানে যুধিষ্ঠিররা অতঃপর নরনারায়ণের বদিরকা আশ্রমে, গন্ধমাদন পর্বতে যাবার পথে পাণ্ডবরা প্রচণ্ড বাতাস ও প্রবল বর্ষণে আক্রান্ত হন। পথ ক্লান্তিতে দ্রৌপদী সংজ্ঞাহীন হলেন, ভীম ঘটোৎকচকে স্মরণ করলে সে ঘটনা স্থানে আসলে, তার ও তার সঙ্গীদের সহায়তায় পাণ্ডবরা গন্ধমাদন পর্বত ও বদরিকা আশ্রমে প্রবেশ করেন। গন্ধমাদন পর্বতে পাণ্ডবরা অর্জুনের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকলেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর অর্জুন মাতলি চালিত রথে স্বর্গ হতে পুনরায় মর্ত্যে ফিরে এলেন। অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলেই আনন্দিত হলেন। পরদিন দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে যুধিষ্ঠিরকে জানালেন—তুমি এই পৃথিবী শাসন করবে। তুমি এখন পুনরায় কাম্যক বনের আশ্রমে ফিরে যাও। ধনঞ্জয় পরম সংযম ও যত্ন সহকারে আমার নিকট থেকে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করেছে এবং সে আমার শত্রু বধ করে আমার প্রিয় কাজও করেছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। ত্রিলোকে কেউই ধনঞ্জয়কে জয় করতে পারবে না (বৃতিপ্রয়শ্চাস্মি ধনঞ্জয়েন জেতুং ন শক্যাস্ত্রিভিরেষ লোকৈঃ)। যুধিষ্ঠিরকে এভাবে আশ্বস্ত করে দেবরাজ পুনরায় স্বর্গে ফিরে গেলেন।

অতঃপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে নিজ তপস্যার কথা, শিবের সঙ্গে যুদ্ধ ফলে পাশুপত অস্ত্র লাভ, অস্ত্র শিক্ষা ও নিবাতকবচ দানবদের হত্যা, পাতালে দানবদের সঙ্গে তাঁর মায়াময় যুদ্ধের কাহিনীও বর্ণনা করলেন। অর্জুন হিরণ্যপুর নিবাসী পৌলোমে ও কালমেয় অসুরদের হত্যা করে ইন্দ্রর অভিনন্দন লাভ করেছেন। অর্জুনের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে আনন্দিত হয়ে যুধিষ্ঠির দিব্যাস্ত্রগুলি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অর্জুন প্রথমে স্নান করে শুচি শুদ্ধ হয়ে দিব্যাস্ত্রগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করলে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আতঙ্কিত হয়ে দেবতারা মহর্ষি নারদকে অর্জুনের নিকট পাঠালেন। তিনি অর্জুনকে অহেতুক এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে ত্রিলোকের ক্ষতি করতে বারণ করলেন।

কিছুকাল পর দুর্যোধন সপরিবারে ও সবান্ধবে ঘোষ যাত্রার ছলনায় এসে গন্ধর্বরাজের হাতে সপরিবারে বন্দী হলেন ও পাণ্ডবদের সাহায্য প্রার্থনা করে

পাঠালেন। যুধিষ্ঠির কৌরবদের সাহায্যার্থে অন্যান্য ভ্রাতাদের যেতে বললেন। ভীম বরং দুর্যোধনের এই নিগ্রহে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং দুর্যোধনের সাহায্য যেতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কিন্তু অর্জুন বিনা প্রতিবাদে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পালন করে বললেন—

যদি সাম্না ন মোক্ষ্যন্তি গন্ধর্বা ধৃতরাষ্ট্রজান্।
অদ্য গন্ধর্বরাজস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্॥ (বন) ১৪৩।২১

—যদি গন্ধর্বরা মিষ্ট ভাষায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ছেড়ে না দেয়, তবে আজ পৃথিবী গন্ধর্বরাজের রক্ত পান করবে।

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা শুনে কুরুপক্ষীয়দের দেহে প্রাণ ফিরে এলো।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে পাণ্ডবরা প্রথমে মৃদু যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু গন্ধর্ব সৈন্যরা যুদ্ধে নিবৃত্ত না হওয়ায় ধনঞ্জয় যুদ্ধস্থলে আকাশচারী দুধর্ষ গন্ধর্বদের অনুরোধ করলেন দুর্যোধনকে মুক্তি দিতে। কিন্তু গন্ধর্বরা তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে। অর্জুন পুনরায় তাদের বলেন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ও তাঁদের পত্নীদের মুক্তি দাও। যদি তোমরা সামনীতি অনুসারে ছেড়ে না দাও, তবে আমি স্বয়ং বিক্রম প্রকাশ করে দুর্যোধনদের মুক্ত করব। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে গন্ধর্বদের প্রতি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে দশ লক্ষ গন্ধর্বকে বধ করলেন। ভীমও তীক্ষ্ণ শরাঘাতে শত শত গন্ধর্বকে সংহার করলেন। গন্ধর্বরা পালাতে চেষ্টা করলে অর্জুন ভল্লাস্ত্রের দ্বারা তাদের অগ্রগতি রোধ করেন। তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন গদা হস্তে সব্যসাচীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। অর্জুন শরাঘাতে তাঁর গদা চূর্ণ করলেন।

এইভাবে উভয়ে দিব্যাস্ত্র বিনিময় করতে লাগলেন। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হয়ে চিত্রসেন অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। চিত্রসেন বললেন, এই যুদ্ধে তুমি আমাকে তোমার সখা বলে জেনো। চিত্রসেন এই যুদ্ধের কারণ জানিয়ে বললেন যে দুর্যোধনদের ঘোষ যাত্রার দুরভিসন্ধি দেবরাজ জানতে পেরে আমাকে বললেন, তুমি দুর্যোধনকে বেঁধে এখানে নিয়ে এস। কিন্তু যুদ্ধে ভ্রাতাদের সঙ্গে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করবে (ধনঞ্জয়শ্চ তে রক্ষ্যঃ সহ ভ্রাতৃভিরাহবে)। কারণ ধনঞ্জয়, তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য। দেবরাজের আজ্ঞায় আমি দ্রুত এখানে এসেছি! সেই দুরাত্মা দুর্যোধনকে তাই আমি বন্দী করেছি।

উত্তরে অর্জুন বললেন, দুর্যোধন আমাদের ভ্রাতা। তুমি যদি আমার প্রিয় কাজ করতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাকে ছেড়ে দাও। চিত্রসেন বললেন, এ পাপিষ্ঠ নিত্য রাজৈশ্বর্য্যের ভোগ সুখে মত্ত হয়ে উঠেছে। একে ছেড়ে

দেওয়া উচিত নয়, দুর্যোধন, ধর্মরাজ ও দ্রৌপদীকে প্রবঞ্চনা করতে এসেছিল। যুধিষ্ঠির এদের পাপ অভিসন্ধি জানেন না। ধর্মরাজ তাদের ছলনার কথা জেনে যে নির্দেশ দেবেন, তাই মান্য করা হবে। যুধিষ্ঠিরের আদেশে তাঁদের মুক্ত করা হল। গন্ধর্বরাজ সসৈন্যে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করেছেন জানতে পেরে পাণ্ডবরা জয়দ্রথ ও তার সৈন্যদের পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন। অর্জুন জয়দ্রথকে ধরবার জন্য তাঁকে ঘিরে অবস্থিত পাঁচশত পাহাড়ী রথীকে নিহত করলেন। পাণ্ডবদের ভয়ে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ছেড়ে বনের পথে পালাবার চেষ্টা করলেন। ধৌম্য মুনির সঙ্গে দ্রৌপদীকে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির সহদেবের সাহায্যে তাঁকে রথে উঠালেন। পলায়মান জয়দ্রথকে দেখে অর্জুন ভীমকে সৈন্ধব সৈন্যদের বধ করতে নিষেধ করে বললেন, যার দুষ্কর্মের জন্য আমরা এই কষ্ট করছি, তাকে রণ স্থলে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি জয়দ্রথের সন্ধান করুন। যদি মুখ্য অপরাধীই পালিয়ে যায়, তবে তার সৈন্যদের বধ করে কি লাভ হবে? অথবা আপনি এ বিষয়ে যথোচিত ঠিক করুন।

এখানে অহেতুক সৈন্য নাশের বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা অর্জুনের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া বয়ঃ জ্যেষ্ঠ ভীমের প্রতি কোন রকম আদেশ না করে—তিনি তাঁর অভিমতও জানতে চাইলেন। এর দ্বারা অর্জুনের বুদ্ধিমত্তা ও বিনয় প্রকাশ পেয়েছে।

ভীমার্জুন যখন জানতে পারলেন শত্রু এক ক্রোশ দূরে এগিয়ে গেছে, তখন স্বয়ং অশ্বচালনা করে অতি বেগে জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তখন অর্জুন এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়দ্রথের অশ্বগুলিকে সেই স্থান হতেই সংহার করলেন।

স হি দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ কৃচ্ছ্রে কালেঽপ্যসম্ভ্রমঃ।
অকরোদ্ দুষ্করং কর্ম শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ॥ (বন) ২৭২।৫৪

—(অর্জুন) তিনি যেমন দিব্যাস্ত্র সম্পন্ন ছিলেন, তেমনি সঙ্কটের সময় অবিচলিত থাকতেন। তিনি অস্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রিত শর সমূহের দ্বারা উক্ত দুষ্কর কাজটি সম্পাদন করলেন।

তারপর ভীমার্জুন পলায়মান জয়দ্রথ অভিমুখে ধাবিত হলেন। অর্জুন বললেন, এই বিক্রম নিয়ে তুমি বলপূর্বক পরস্ত্রী হরণ করতে এসেছিলে? ফিরে

এসো। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ পলায়ন করা অনুচিত। তুমি ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে সৈন্যদের শত্রুর দয়ায় ফেলে কেন পলায়ন করছ?

জয়দ্রথ তবু পালাবার চেষ্টা করলে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি ধাবিত হলে, অর্জুন দয়া পরবশ হয়ে বললেন, আপনি ওনাকে প্রাণে বধ করবে না। (মা বধীরিতি পার্থস্তং দয়াবান্ প্রত্যভাষাতে।) ভগ্নী দুঃশলার কথা মনে করে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন অর্জুন ভীমকে তা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়েছে আমার হাতে সে বাঁচতে পারে না। যুধিষ্ঠির সর্বদা দয়ালু এবং তুমিও মূর্খের ন্যায় আমাকে বারণ করছ।

ভীমার্জুন উভয়েই বীর। কিন্তু অর্জুনের মধ্যে দম, সম প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ভীমের মধ্যে সম বৃত্তির অভাব। দুর্জনকে শাস্তি দেওয়াই ভীমের ধর্ম। কিন্তু অর্জুন স্থান ভেদে ক্ষমার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। উপরোক্ত দুই ঘটনা—দুর্যোধনাদি ও জয়দ্রথের প্রতি ক্ষমা তার অন্যতম প্রমাণ।

ভীমার্জুনের কাছে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের তপস্যা করলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শঙ্কর বর দিতে চাইলেন। জয়দ্রথ পঞ্চ পাণ্ডবকে জয় করবার বর চাইলেন।

শঙ্কর বললেন, তা হতে পারে না। তুমি অজয় হলেও অর্জুন ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডবকে একদিন যুদ্ধে জয় করতে পারবে। কিন্তু অর্জুনকে জয় করতে পারবে না। কারণ অর্জুন দেবেশ্বর 'নর' ঋষি (ঋতেঽর্জুনং মহাবাহুং নরং নাম সুরেশ্বরম্)। যিনি বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষির সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। ইনি তাঁর নিত্য সঙ্গী।

অজিতং সর্বলোকানাং দেবৈরপি দুরাসদম্।
ময়া দত্তং পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্॥
অবাপ লোকপালেভ্যো বজ্রাদীন্ স মহাশরান্॥ (বন) ২৭২।৩০

—অর্জুন সব লোকের এমন কি দেবতাদেরও অজেয়। আমি দিব্য ও অপ্রতিম পাশুপত অস্ত্র তাকে দিয়েছি। এবং সে সমস্ত লোকপালদের নিকট হতে বজ্রাদি সব দৈবাস্ত্র লাভ করেছে।

অর্জুন যে যথার্থই মানুষের অবধ্য তা মহাদেব জয়দ্রথকে জানিয়ে দিলেন। অর্জুনের সম্বন্ধে মহাদেবের এই প্রশংসনীয় বানী অর্জুনের কিরীটী নামকে সার্থক করেছে।

পাণ্ডবদের বনবাসের বার বৎসর উত্তীর্ণ হলে, যুধিষ্ঠির অভিজ্ঞ অর্জুনকে পরবর্তী এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের উপযুক্ত বাসস্থান নির্ণয় করতে বললেন। অর্জুন বললেন—

তস্যৈব বরদানেন ধর্মস্য মনুজাধিপ।

অজ্ঞাতা বিচরিষ্যামো নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ॥ (বি) ১।১০

—সেই ধর্মদেবেরই বর প্রভাবে আমরা মানুষের অজ্ঞাত থেকে বিচরণ করতে পারব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

তিনি কয়েকটি রমনীয় ও সুরক্ষিত রাষ্ট্রের নাম করলেন—যে সব দেশে প্রচুর খাদ্য ও রমনীয় জনপদ আছে। যুধিষ্ঠির তার মধ্য হতে বিরাট রাজ্যকেই মনোনীত করলেন, পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করলেন ত্রয়োদশ বর্ষটি বিরাট রাজার নগরে ছদ্মবেশে বাস করা হবে। অর্জুন কোন্ ছদ্মবেশে মৎস্যরাজ বিরাটের পুরীতে প্রবেশ করবেন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন বললেন, আমি বৃহন্নলা নাম নিয়ে নপুংসক সেজে যাব। বাহুতে ধনুকের গুণের আঘাতে গুরুতর কড়ার চিহ্ন বলয় দিয়ে ঢাকব। কুণ্ডলে কান সাজাব, এয়োতির শাখায় হাত ভরাব এবং পুরনারীদের নৃত্যগীত বাদ্যাদি শিখিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াব। দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম বলে আত্মপরিচয় দেব। নিজেদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য অর্জুনের গুপ্ত নাম হল বিজয়।

বিরাট রাজা অর্জুনের অনুপম রূপ দেখে তাঁকে কোন ছদ্মবেশী নরপতি বলেই ভুল করেছিলেন। তিনি অর্জুনের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের সঙ্গীত শিক্ষক রূপে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। অল্পদিনের মধ্যে বৃহন্নলা সকলের প্রিয় হলেন।

কীচক বধের পর নৃত্যশালায় অর্জুন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন দেখে, দ্রৌপদী সেখানে গেলে কন্যারা তাঁকে বলল, সৈরিন্ধ্রী, তুমি ভাগ্য ক্রমে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছো এবং যারা নিরপরাধী তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল সেই সূতরাও ভাগ্যক্রমে নিহত হয়েছে।

বৃহন্নলা বললেন, সৈরিন্ধ্রী, তুমি কি করে মুক্ত হলে, সেই পাপীরাই বা কি করে নিহত হল তা সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। দ্রৌপদী অভিমান করে বললেন, বৃহন্নলা, সৈরিন্ধ্রীর কথায় তোমার কি প্রয়োজন? সৈরিন্ধ্রী যেরূপ দুঃখ পাচ্ছে, তুমি তো আর সেরূপ দুঃখ পাচ্ছ না। সেজন্য এই দুঃখিনীকে কেন উপহাস করছ?

বৃহন্নলা উত্তরে বললেন, কল্যাণি, বৃহন্নলাও ক্লীবযোনি প্রাপ্ত হয়ে মহাদুঃখ পাচ্ছে, তুমি তাকে বুঝছ না। আমি তোমার সঙ্গে বাস করছি, তুমিও সকলের সঙ্গে বাস করছ। তুমি দুঃখ পেলে কে না দুঃখবোধ করবে? কেউ কারো অন্তরের কথা উপলব্ধি করতে পারে না। সেজন্য তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না।

অর্জুনের এই খেদ হতে একজন শ্রেষ্ঠ বীরের পক্ষে নপুংসক জীবন কতটা দুঃসহ ক্লেশের তা প্রকাশ পেয়েছে।

অজ্ঞাতবাসের কাল সমাপ্ত প্রায়। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাট রাজার গোধন হরণ করতে গেলে বিরাট তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে সুশর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। বিরাট যখন সুশর্মার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন দুর্যোধন গোপালকদের তাড়িয়ে ষাট হাজার গরু হরণ করেছে—এই দুঃসংবাদে বিরাট পুত্র উত্তর আস্ফালন করে বললেন, উপযুক্ত সারথি পেলে তিনি কৌরবদের জয় করে গোধন উদ্ধার করতে পারেন।

আস্ফালনকারী উত্তরের কথা শুনে, অর্জুন তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণের সময় অতীত হয়েছে জেনে, (অতীত সময়ে কালে) অর্জুন দ্রৌপদীকে নির্জনে ডেকে বললেন, তুমি উত্তরকে বল যে এই বৃহন্নলা পাণ্ডবদের অতি আদরের সারথি ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধে সে প্রশংসা পেয়েছে। সে-ই তোমার সারথির যোগ্য।

অতঃপর দ্রৌপদী উত্তরের নিকট এসে লজ্জায় মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললেন, ঐ যে হাতীর মত বিশালকায় অত্যন্ত প্রিয় দর্শন বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত যুবক রয়েছেন, উনি অর্জুনের সারথি ছিলেন। ধনু বিদ্যায় উনি সেই মহাত্মার উত্তম শিষ্য ছিলেন। আমি যখন পাণ্ডবদের কাছে থাকতাম, তখন তাঁকে দেখেছি। যখন অগ্নি সুবিশাল খাণ্ডববন দগ্ধ করছিলেন, তখন উনি অর্জুনের ভাল অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছিলেন। তারই সারথ্যে অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সমস্ত প্রাণীকে সর্বতোভাবে জয় করেছিলেন। তাঁর মত সারথি আর নেই। (অজয়ৎ খাণ্ডব প্রস্থে ন হি যন্তাস্তি তাদৃশঃ)

উত্তর প্রত্যুত্তরে বললেন—সৈরিন্ধ্রী, তুমি এঁকে যে রকম যুবক বলে জান, তাতে তিনি নপুংসক হতে পারেন না। আমি নিজে বৃহন্নলাকে আমার সারথি হবার আদেশ দিতে পারব না।

দ্রৌপদী বললেন, আপনার কনিষ্ঠা ভগ্নীর কথা তিনি রাখবেন। যদি

তিনি সারথি হন, তবে সমস্ত কৌরবদের জয় করে গোধনগুলি নিয়ে আশা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে—এতে কিছু সন্দেহ নেই।

সৈরিন্ধ্রীর কথা শুনে উত্তর ভগ্নী উত্তরাকে বৃহন্নলাকে নিয়ে আসতে বললেন। উত্তরা নৃত্যশালায় বৃহন্নলার নিকট গেলেন। বৃহন্নলা উত্তরার বিষাদ মুখে দ্রুত আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরা জানালেন কৌরবরা রাজ্যের গোধন চুরি করেছে। তাঁর ভ্রাতা উত্তর সেগুলিকে উদ্ধার করতে যাবেন। তাঁর রথের সারথি অল্পদিন হল যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তিনি সারথির খোঁজ করায় সৈরিন্ধ্রী বৃহন্নলার অশ্ব বিজ্ঞানের দক্ষতার কথা ও তিনি পূর্বে অর্জুনের প্রিয় সারথি ছিলেন বলে জানিয়েছেন। অর্জুন বৃহন্নলার সাহায্যে পৃথিবী জয় করে ছিলেন।

উত্তরা আরও বললেন, আপনি আমার ভ্রাতার সারথির কাজ ভালরূপে করুন। বিলম্ব হলে কৌরবরা আমাদের গোধনগুলিকে অতি দূরে নিয়ে যাবে। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখেন তবে আমি জীবন ত্যাগ করব। এই কথা শুনে অর্জুন রাজপুত্র উত্তরের নিকট গেলেন। উত্তরা তাঁর অনুগমন করলেন। উত্তর দূর হতে বৃহন্নলাকে দেখে বলতে লাগলেন তোমার সহায়তায় অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থ দাহনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন এবং তোমারই সাহায্যে তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন। সৈরিন্ধ্রী পাণ্ডবদের জানে। সৈরিন্ধ্রী আমাকে তোমার পরিচয় দিয়েছে। তুমি সেইভাবে আমার অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। আমি গোধন উদ্ধারের জন্য কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমার সাহায্যে অর্জুন সমগ্র পৃথিবী জয় করেছেন।

বৃহন্নলা বিনয় প্রকাশ করে বললেন, সংগ্রামে সারথির কাজ করতে আমার কি শক্তি আছে? নৃত্য, গীত ও বাদ্য যদি হয়, তবে তা করব। সারথ্য করবার আমার শক্তি কোথায়?

উত্তর বললেন, বৃহন্নলা, তুমি গায়ক বা নর্ত্তক যাই হও না কেন—সত্বর আমার রথে চড়ে অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত কর। সব কিছু জেনেও অর্জুন উত্তরের সম্মুখে নানা প্রকার হাস্যকর কাণ্ড করলেন। কবচকে উপরে তুলে পরলেন। কুমারীরা তাঁর কাণ্ড দেখে হেসে উঠল।

অর্জুন কিভাবে কবচ পরবেন তা ঠিক করতে পারছেন না দেখে উত্তর নিজেই মহামূল্য কবচ পরিয়ে দিলেন। তিনি নিজেও সূর্যপ্রভ উত্তম কবচ পরে

সিংহাঙ্কিত ধ্বজদণ্ড উচিয়ে তাঁকে সারথ্যে নিযুক্ত করলেন। বীর উত্তর মহামূল্য ধনু ও বহু বিচিত্র বাণ নিয়ে সারথি বৃহন্নলার সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

তখন উত্তরা ও অন্যান্য কন্যারা এবং সখীবৃন্দ বললেন, বৃহন্নলে যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবদের শুধু জয় করবে না আমাদের পুতুলের জন্য তাঁদের পরণের সূক্ষ্ম, কোমল, বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্র আনবে। প্রত্যুত্তরে সহাস্যে বৃহন্নলা তাঁদের বললেন, যদি উত্তর যুদ্ধে মহারথ কৌরবদের জয় করেন তাহলে বিচিত্র ও মনোরম বস্ত্রগুলি নিশ্চয় আনবো।

অতঃপর নির্ভীক উত্তর রাজধানী হতে বের হয়ে সারথিকে বললেন, কৌরবরা যেদিকে গিয়েছে, সেদিকে রথ চালাও। তাদের পরাজিত করে গোধনগুলি উদ্ধার করে শীঘ্রই আমি ফিরে আসব।

অর্জুন অশ্বগুলিকে দ্রুত ছোটাতে লাগলেন। অনতিদূর অতিক্রম করেই উত্তর ও অর্জুন কৌরব সৈন্যদের দেখতে পেলেন। কিন্তু বিশাল কৌরব সৈন্য ও মহা বিক্রমশালী বীরদের দেখে আতঙ্কিত হয়ে উত্তর যুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করলেন। এবং বিলাপ করে বললেন, আমার পিতা ত্রিগর্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সব সৈন্য নিয়ে গেছেন। আমার সঙ্গে কোন সৈন্য নেই। আমি একা অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত বহু বীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব না। বৃহন্নলা রথ ফিরাও।

বৃহন্নলা বললেন, তুমি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছো। তুমি সকলের সামনে যুদ্ধ জয় করবার আস্ফালন করে বের হয়েছো। এখন অপহৃত গরুগুলি ফিরিয়ে না নিলে সকলেই তোমাকে উপহাস করবে। সৈরিন্ধ্রী আমার সারথ্যের প্রশংসা করেছে। আমি গোধন জয় না করে নগরে ফিরে যেতে পারব না। সৈরিন্ধ্রীর সেই প্রশংসার লোভে এবং তোমার সেই দম্ভ রক্ষার জন্য আমিই সমস্ত কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তুমি স্থির হও।

উত্তর বললেন—কৌরবরা মৎস্যরাজের ধন হরণ করে নিক, নরনারীরা আমাকে উপহাস করুক, যুদ্ধে আমার কাজ নেই। আমার রাজধানী রক্ষকহীন, পিতাকে আমি ভয় করি। এই বলে উত্তর ধনুর্বাণ ছেড়ে ভয়ে রথ হতে লাফ দিয়ে পালাতে লাগল।

বৃহন্নলা বললেন, বীররা ক্ষত্রিয়ের পলায়নকে ধর্ম বলে না। যুদ্ধে মরণই প্রশংসনীয়, ভয়ে পলায়ন নয়। তারপর বৃহন্নলা লাফ দিয়ে উত্তরের পশ্চাৎ ধাবন করলেন। অর্জুন দ্রুত উত্তরের কেশগুচ্ছ ধরে ফেললেন।

উত্তর তখন কাতর হয়ে বিলাপ করে বললেন বৃহন্নলা তুমি শীঘ্র রথ ঘুরিয়ে

নাও। মানুষ বেঁচে থাকলে কল্যাণের মুখ দেখতে পায়। তোমাকে বিশুদ্ধ স্বর্ণের এক শত মোহর দেব এবং সোনায় বাঁধান আটটি মহোজ্জ্বল বৈদূর্যমণি দেব। তোমাকে সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত সুবর্ণ দণ্ডাচ্ছাদিত রথ ও দশটি মত্ত হস্তী দেব, তুমি আমাকে দেড়ে দাও।

অর্জুন হাসতে হাসতে উত্তরকে রথের নিকট ধরে আনলেন। তারপর তিনি উত্তরকে বললেন, যদি তুমি যুদ্ধ করতে না চাও, তবে এসো। আমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করি তুমি আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রিত কর। তুমি ভয় পেও না। তুমি ক্ষত্রিয়। তুমি শত্রুদের মধ্যে কি প্রকারে বিষাদগ্রস্ত হচ্ছ? আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমার পশুগুলি উদ্ধার করব। তুমি সারথি হও। এই ভাবে আশ্বস্ত করে উত্তরকে রথে আরোহণ করালেন।

উত্তরকে রথে আরোহণ করিয়ে ক্লীব বেশী অর্জুনকে শমীবৃক্ষাভিমুখে যেতে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবরা সকলেই অর্জুনের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। দ্রোণ ভীষ্মকে বললেন, ছদ্মবেশী অর্জুন গোধনগুলি নিয়ে যাবে। আপনারা গোধন রক্ষা করুন। এই সেই অর্জুন। আমি এখানে তার সমকক্ষ বীর আর কাউকে দেখছি না।

কর্ণ দ্রোণকে বললেন, আপনি সর্বদা আমাদের হেয় করে অর্জুনের প্রশংসা করে থাকেন। অথচ অর্জুন আমার বা দুর্যোধনের আংশিক যোগ্যতা সম্পন্নও নয়।

দুর্যোধন বললেন, যদি এ ব্যক্তি অর্জুন হয় তবে আমার কার্য সিদ্ধ হবে। এদের পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করতে হবে। আর যদি এই নপুংসক অন্য কোন ব্যক্তি হয় তবে তাকে ভূপাতিত করব।

দুর্যোধনের কথা শুনে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা সেই পরাক্রমের প্রশংসা করলেন।

শমীবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে অর্জুন উত্তরকে বললেন, তুমি শমীবৃক্ষ থেকে শীঘ্র ধনুগুলি নামিয়ে আন। তোমার ধনুকগুলি আমার বল সহ্য করতে বা গুরুভার বহন করতে কিংবা হস্তীদের মর্দন করতে পারবে না (ভারং চাপি গুরুং রোঢুং কুঞ্জরং বা প্রমর্দিতুম্)। এই বৃক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডবের ধনু ও তাঁদের বিচিত্র কবচ, ধ্বজ ও শরগুলি রয়েছে। এখানে অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু রয়েছে—যা একাই শত সহস্র ধনুকের সমকক্ষ, যার সাহায্যে পাণ্ডবদের রাষ্ট্রের সীমা বর্দ্ধিত হয়েছে, যা অত্যন্ত শক্তি

প্রয়োগ সহিষ্ণু বা তাল বৃক্ষের ন্যায় বিশাল। পাণ্ডবদের সব ধনুকই ঐরূপ শক্ত ও সুদৃঢ়।

উত্তর বললেন, শুনেছি এই বৃক্ষে শবদেহ বদ্ধ আছে। রাজপুত্র হয়ে আমি কিরূপে তা স্পর্শ করব ? শব স্পর্শে আমি অশুচি ও সমাজে ব্যবহারের অযোগ্য হব। বৃহন্নলা বললেন, তুমি শুচি ও সমাজে ব্যবহার যোগ্যই থাকবে। এগুলি ধনুক, তুমি ভয় কর না, এর মধ্যে শবদেহ নেই। তুমি উচ্চ বংশজাত। তোমাকে দিয়ে আমি নিন্দিত কাজ কেন করবো ? (ত্বাং কথং নিন্দিতং কর্ম কারয়েয়ং নৃপাত্মজ।)

অর্জুনের কথা শুনে উত্তর তক্ষুনি রথ হতে নেমে শমীবৃক্ষে আরোহণ করলেন। অর্জুনের নির্দেশে উত্তর ধনুকগুলি নামিয়ে তার আবরণ খুলে ফেললেন। এবং চারটি ধনুক ও গাণ্ডীবটি দেখতে পেলেন। সেই প্রভাময় বিশাল ধনুকগুলি হাতে করে কোন ধনুকটি কার অর্জুনের থেকে উত্তর জানতে চাইলেন। ঐ সব বিস্ময়কর ও অস্ত্রাদি দেখে উত্তরের বিস্ময় জাগল। তাই তিনি এই সমস্ত অস্ত্রধারীদের সম্বন্ধে জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন।

বৃহন্নলা অর্জুন ও অন্যান্য পাণ্ডবদের ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রের গুণাগুণের বিশদ বর্ণনা দিলেন। তারপর উত্তর জানতে চাইলেন পঞ্চ পাণ্ডবরা ও দ্রৌপদী বর্ত্তমানে কোথায় ?

অহমস্ম্যর্জুনঃ পার্থঃ সভাস্তারো যুধিষ্ঠিরঃ।
বল্লবো ভীমসেনস্তু পিতুস্তে রসপাচকঃ॥
অশ্ববন্ধোহথ নকুলঃ সহদেবস্তু গোকুলে।
সৈরিন্ধ্রীং দ্রৌপদীং বিদ্ধি যৎকৃতে কীচকা হতাঃ॥ (বি) ৪৪।৫-৬

—পাণ্ডবদের তখনকার নাম ও পরিচয় দিতে গিয়ে অর্জুন বললেন, আমিই পার্থের পুত্র অর্জুন। সভাসদ যুধিষ্ঠির, তোমার পিতার ব্যঞ্জন পাচক বল্লব ভীমসেন, অশ্ব রক্ষক নকুল এবং গোষ্ঠে নিযুক্ত সহদেব। সৈরিন্ধ্রীকে দ্রৌপদী বলেই জানবে—যার জন্য কীচকেরা নিহত হয়েছে।

নপুংসক বৃহন্নলা দুর্দ্ধর্ষবীর অর্জুন শুনে উত্তর অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অর্জুন! তবে তোমার যে কয়টি নাম আছে বল দেখি। উত্তরে অর্জুন বললেন, আমার দশটি নাম বলছি। তুমি তা শোন। অর্জুন, ফাল্গুনী, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেত বাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।

উত্তর প্রশ্ন করলেন তোমার এত নামের তাৎপর্য আমাকে যথার্থভাবে বল।

আমি সেই বীরের নামগুলির কারণ সব শুনেছি। সেই সমস্ত যদি তুমি যথাযথ বলতে পার, তবে তোমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করতে পারি।

অর্জুন বললেন, সমস্ত দেশ জয় করে তাদের ধন আহরণ করি সেজন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না করে ফিরি না সেজন্য আমি বিজয়। আমার রথে রজতশুভ্র অশ্ব থাকে সেজন্য আমি শ্বেত বাহন। হিমালয়ে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে আমার জন্ম সেজন্য আমি ফাল্গুনী। দানবের সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্যপ্রভ একটি কিরীটী দিয়েছিলেন সেজন্য আমি কিরীটী। যুদ্ধে বীভৎস কর্ম করি না সেজন্য আমার বীভৎসু নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই আমি গাণ্ডীব আকর্ষণ করতে পারি সেজন্য সব্যসাচী নাম। আমার নিষ্কলঙ্ক যশ চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। আমার সকল কর্মও শুভ্র এজন্য অর্জুন নাম। আমি শত্রু বিজয়ী এজন্য জিষ্ণু নাম। আমার উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ। আমি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। এজন্য বাল্যকালে পিতাই আমার কৃষ্ণ নাম রেখেছিলেন।

অতঃপর বিরাট রাজপুত্র উত্তর অর্জুন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে অর্জুনকে অভিবাদন করে বললেন, আমার নাম ভূমিঞ্জয়, উত্তরও আমার অপর নাম। অর্জুন আমার সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। যেহেতু পূর্বে আপনি বিস্ময়কর কর্ম করেছেন, সেজন্য আমার ভয় চলে গেছে। আপনি রথে আরোহণ করে কোন সৈন্যের দিকে রথ চালাব তা আদেশ করলেই আমি সেরূপ করব।

অর্জুন বললেন, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার ভয় নেই। আমি যুদ্ধে তোমার সব শত্রুদের তাড়াব। আমি শত্রুদের সঙ্গে কিরূপ যুদ্ধ করি তা দেখ, এই সমস্ত তূণগুলি শীঘ্র নিয়ন্ত্রণ কর এবং আমার রথে একটি স্বুবর্ণ মণ্ডিত খড়্গ আন। উত্তর নির্দেশ যথাযথ পালন করলেন।

অর্জুন উত্তরকে অভয় দিলেন। উত্তর জানালেন তিনি অর্জুনকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা ইন্দ্রের ন্যায় অটল বলে জানেন। স্বুতরাং তিনি আর ভীত নন। তবে অর্জুনের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। অর্জুন ইন্দ্র সভায় অপ্সরা উর্বশীর অভিশাপের কাহিনী বললেন। বর্ত্তমানে ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশে অজ্ঞাত এক বৎসর ব্রত ও ব্রহ্মচর্য পালন করছি। আমি ক্লীব নই। পরাধীন ও ধর্মপাশে আবদ্ধ ছিলাম। আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হয়েছি বলেই জেনো।

উত্তর খুসী হয়ে বললেন, আপনার অশ্বগুলিকে আমি নিয়ন্ত্রিত করব। আমি

সারথ্যের কাজ গুরুর নিকট শিখেছি। কৃষ্ণের যেমন দারুক, ইন্দ্রের যেমন মাতলি আমাকেও সারথ্যে সেইরূপ শিক্ষিত জানবেন।

তারপর অর্জুন বাহুদ্বয় হতে বলয়গুলি খুলে স্বর্ণ খচিত দুটি জ্যা-ঘাত-বারণ পরিধান করলেন। কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশগুলি শ্বেতবস্ত্র দ্বারা উর্দ্ধ দিকে বন্ধন করে সেই রথোপরি বসে শুচি ও সংযত চিত্তে সমস্ত অস্ত্রগুলিকে ধ্যান করলেন। তারপর তিনি গাণ্ডীবে গুণ আরোপ করে বলপূর্বক আকর্ষণ করলেন। আকর্ষণ মাত্রই সেই ধনুকের কোন পর্বতের সঙ্গে মহা পর্বতের আঘাতের ন্যায় উৎকট শব্দ হ'ল। অর্জুনের গাণ্ডীবের বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনি কৌরবরা শুনল।

উত্তর বললেন, আপনি একা কি করে এই বিরাট সংখ্যক শত্রুদের পরাজিত করবেন এজন্য আমি ভীত। অর্জুন উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন। ঘোষযাত্রাকালে যখন বলবান গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম তখন কে আমার সহায় ছিল? সেই দেবদানব সঙ্কুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার সহায় ছিল? ইন্দ্রের জন্য নিবাতকবচও পৌলোম নামক দৈত্যবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার সহায় ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় কে আমার সহায় ছিল?

গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৃপাচার্য, কৃষ্ণ সখা ও মহাদেব এদের আশ্রয় নিয়ে আমি শত্রুদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করতে পারব না? তোমার উদ্বিগ্নতা দূর কর। তুমি শীঘ্র আমার রথ চালাও।

অর্জুনের মত মহাবীরের এরূপ অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অর্জুনের শঙ্খধ্বনিতে উত্তর ভীত কম্পিত হয়ে রথপৃষ্ঠে বসে পড়লেন। তখন অর্জুন অশ্বগুলিকে সংযত করে এবং রশ্মির সাহায্যে উত্তোলন করে উত্তরকে আলিঙ্গন করে এইরূপ ভীত হতে নিষেধ করলেন।

ভয়ার্ত উত্তর উত্তরে বললেন, আমি পূর্বে অনেক শঙ্খধ্বনি ও তীব্র ভেরী শব্দ শুনেছি, সেনাবাহিনীর মধ্যে হস্তী নিনাদও শুনেছি। কিন্তু ইতিপূর্বে এমন শঙ্খধ্বনি শুনিনি এবং ধ্বজের এইরূপ আকৃতিও দেখিনি। ধনুকের এইরূপ নির্ঘোষ পূর্বে কখনও শুনিনি। শঙ্খের ধ্বনি, ধনুকের টংকার, ধ্বজবাসী ভূতদের অলৌকিক গর্জন ও রথের শব্দে আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছে। দশদিক যেন ব্যাকুল হয়ে গেছে। এই ধ্বজ দ্বারা সমস্ত দিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাতে

কোন কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। গাণ্ডীবের শব্দ আমার কর্ণদ্বয় বধির করে দিচ্ছে।

উত্তরের এই বর্ণিত অবস্থা হতে বোঝা যায় যে অর্জুনের যুদ্ধের উপকরণগুলিই অর্জুনকে একজন মহাবলশালী যোদ্ধা রূপে পরিচিত করছে।

দ্রোণ কৌরবদের বললেন, যেরূপ রথের নির্ঘোষ, যেমন মেঘ উঠেছে এবং ভূমি যেরূপ কম্পিত হচ্ছে, তাতে মনে হয়—এ ব্যক্তি অর্জুন ভিন্ন অন্য কেউ নয়।

অর্জুনের নির্দেশে উত্তর রথী সৈন্যদের ছেড়ে বা পাশ কাটিয়ে দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে রথ চালনা করলেন। কৃপাচার্য দুর্যোধনের সমূহ বিপদ বুঝতে পেরে অর্জুনের পশ্চাৎ নিলেন।

অর্জুন বলপূর্বক শত্রু সৈন্যদের বিতাড়িত করে গরুগুলিকে উদ্ধার করে পুনরায় দুর্যোধনের অভিমুখে ছুটলেন। গরুগুলি মহাবেগে মৎস্য দেশাভিমুখে পথ নিলে জয়ী অর্জুনকে দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে ধাবমান দেখে কৌরব সৈন্যরা সহসা ছুটে আসল।

তখন অর্জুন উত্তরকে কৌরব বীরদের সম্মুখীন হতে বললেন। অর্জুন রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে গেলে চিত্রসেন, সংগ্রামজিৎ শত্রুসহ ও জয় নামক মহারথীরা কর্ণকে রক্ষা করবার জন্য বিপাঠ নামক স্থূলদণ্ড বাণ দ্বারা অর্জুনকে অভ্যর্থনা করল। ক্রুদ্ধ অর্জুন কুরুবীরদের রথগুলি দগ্ধ করলেন। বিকর্ণ ভয়ানক বিপাঠ বর্ষণে অর্জুনের সম্মুখীন হলেন। অর্জুনও ভয়ানক যুদ্ধ করেন। শ্রেষ্ঠ বীররা অর্জুনের দ্বারা পরাজিত হয়ে ভীত হলেন। অর্জুন যুদ্ধে শত্রুদের নিহত করতে করতে দাবানলের ন্যায় রণাঙ্গনের দিগ্বিদিকে বিচরণ করতে লাগলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামজিতের অশ্বগুলিকে নিহত করে একটি বাণে সংগ্রামজিতের মস্তক ছিন্ন করলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে কর্ণ অর্জুনকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। তাঁর সমস্ত অশ্বের গাত্র বিদ্ধ করলেন এবং সারথি উত্তরের বাহুতে আঘাত হানলেন। অর্জুন বেগে কর্ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কর্ণার্জুনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। অর্জুনের আক্রমণে কর্ণ সম্মুখ সংগ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

কর্ণ পলায়ন করলে দুর্যোধন প্রভৃতি বীররা নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে ধীরে ধীরে অর্জুনের মুখোমুখি হলেন। শত্রুরা একবার মাত্র অর্জুনের রথকে চিনবার সুযোগ পেলো। মুহূর্ত্ত মধ্যে তা তাদের সামনে যেন অদৃশ্য হল। কারণ

অর্জুন তৎক্ষণাৎ তাঁদের অশ্বের সঙ্গে রথচ্যুত করলেন। অর্জুনের বাণগুলি যেমন শত্রুদের শরীর ভেদ করল, তেমনি অর্জুনের রথও শত্রু সৈন্যের মধ্যে আটক না থেকে তা ভেদ করে চলে যেতে লাগল।

সেই যুদ্ধে অর্জুনকে সকলেই কৃতান্তই মনে করল। যে সমস্ত কুরু সৈন্যে অর্জুনের আঘাত লাগেনি, তারাও নিহতের মত অসাড় হয়ে গেল।

ওষধীনাং শিরাংসীব দ্বিষচ্ছীর্ষাণি সোঽন্বয়াৎ।
অবনেশুঃ কুষাণাং হি বীর্য্যাণ্যর্জ্জুনজাদ্ ভয়াৎ॥ (বি) ৫৫।৩১

—অর্জুন ওষধির ন্যায় শত্রুর মস্তকগুলি মাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অর্জুনের ভয়ে কৌরবদের বীর্য নষ্ট হয়ে গেল।

অর্জুন অনেক ক্ষুরধার অস্ত্রে দ্রোণের দেহ আচ্ছাদিত করলেন, সেইভাবে অশ্বত্থামাকেও বিদ্ধ করলেন। দুঃশাসন, কৃপাচার্য, ভীষ্ম ও দুর্যোধনকেও অর্জুন শরাঘাতে বিদ্ধ করলেন। কর্ণকে কর্ণদেশে কর্ণিবাণে বিদ্ধ করলেন। কর্ণ বিদ্ধ হলে ও তাঁর সারথি নিহত এবং রথ ভগ্ন হলে সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হলো।

তখন উত্তর অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন এবার তিনি কোন সৈন্যের অভিমুখে রথ চালনা করবেন? অর্জুন তাঁকে আচার্য দ্রোণের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে প্রদক্ষিণ কর। এই সময়েই তাঁর উপর চড়াও হও। কারণ এটাই যুদ্ধের সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ যদি দ্রোণাচার্য আমাকে আঘাত করেন তবেই আমি তাঁকে প্রত্যাঘাত করব। এতে তাঁর ক্রোধ হবে না। তাঁর অনতি দূরে যাঁর ধ্বজাগ্রভাগে ধনুক দেখা যাচ্ছে, তিনি আচার্য পুত্র অশ্বত্থামা। ইনিও আমার ও অস্ত্রধারীদের মাননীয়। এঁর রথের নিকট উপস্থিত হলেই তুমি বারংবার ফিরে আসবে। এইভাবে তিনি উত্তরকে সমস্ত যোদ্ধাদের ও তাঁদের শক্তির পরিচয় দিয়ে কার সামনে কিভাবে এগোবে তা বলে দিলেন।

কৃপাচার্য ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখতে বিমানারূঢ় হয়ে দেবতারা সমর ক্ষেত্রে আসলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। অর্জুন কৃপাচার্যের চারটি অশ্বকে বিদ্ধ করলেন। অশ্বগুলি সকলেই লাফিয়ে উঠল, ফলে কৃপাচার্য ভূমিতে পড়ে গেলেন। তাঁর সম্মানার্থে অর্জুন আর শরাঘাত করলেন না। কৃপাচার্য আবার উঠে অর্জুনকে আক্রমণ করেন। অর্জুনও শোণিত বাণের দ্বারা তাঁর কবচ কেটে ফেললেন, কিন্তু তাঁর দেহে আঘাত করলেন না। এইভাবে অর্জুন কৃপাচার্যের ধনু রথ ও অশ্ব বিনষ্ট করলেন। তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপাকে নিয়ে বেগে পলায়ন করলেন।

অতঃপর অর্জুন দ্রোনাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অভিবাদন করে বললেন, আমরা বনে বাস করছিলাম, এখন প্রতিকার করতে চাই। আপনি আমাদের উপর রাগ করতে পারেন না। আপনি প্রথমে প্রহার করলে পরে আমি আপনাকে প্রহার করব, এটা আমার ইচ্ছা। আপনি পথ দেখান।

অর্জুন ও দ্রোণাচার্যের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। তাঁরা উভয়েই বিখ্যাত যোদ্ধা, উভয়েই বেগে বায়ুতুল্য, উভয়েই দিব্য অস্ত্রে অভিজ্ঞ, উভয়েই উত্তম পরাক্রমী, উভয়ে শরজাল নিক্ষেপ করে সকলকে মুগ্ধ করলেন। রণক্ষেত্রে দ্রোণ এবং অর্জুনের বলি ও ইন্দ্রের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হল। (দ্রোণ-কৌন্তেয়য়োস্তত্র বলি-বাসবয়োরিব) যুদ্ধে অর্জুনের শিক্ষা অভ্রান্ত ক্ষিপ্রতা ও অতি দূর পর্যন্ত অস্ত্রক্ষেপণ শক্তি দেখে দ্রোণেরও বিস্ময় জাগল। অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব দ্বারা পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে নিরবচ্ছিন্ন বাণ বর্ষণ করছেন দেখে সকলে বিস্মিত হল এবং সাধু সাধু বলে প্রশংসা করতে লাগল। তাঁর অবিরত শর সন্ধান শর বর্ষণ ও শর গ্রহণে অর্জুনের মধ্যে ফাঁক অর্থাৎ গ্রহণ, সন্ধান ও ক্ষেপণের ব্যবধান এত সূক্ষ্ম ছিল যে কেউ লক্ষ্য করতে পারল না। এরূপ ক্ষিপ্র গতিতে অর্জুনের লক্ষ লক্ষ বাণ দ্রোণের রথের উপর পড়তে লাগল। এইভাবে দ্রোণ অর্জুনের দ্বারা আক্রান্ত হলে সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার উঠল। ইন্দ্র, গন্ধর্ব ও অপ্সরা প্রভৃতি যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অর্জুনের অস্ত্র চালনা ও অস্ত্র ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

তারপর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বৃহৎ রথীদল নিয়ে অর্জুনকে ঘিরে ফেললেন। অশ্বত্থামা মনে মনে অর্জুনের কাজের প্রশংসা করলেন। তাঁর প্রতি ক্রোধও করলেন (পুজয়ামাস পার্থস্য কোপং চা স্যাকরোদ্ ভৃশম্)। তিনি সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করতে করতে যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি ধাবিত হলেন।

অর্জুন অশ্বত্থামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে সরে যাবার সুযোগ করে দিলেন। দ্রোণাচার্য ক্ষত-বিক্ষত দেহে পলায়ন করলেন। অর্জুন ইচ্ছে করলে দ্রোণকে পরাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বশতঃ গুরুকে কৌশলে সরে যাবার সুযোগ করে দিলেন।

তারপর অর্জুন ও অশ্বত্থামার মধ্যে দেব-দানবের যুদ্ধের ন্যায় মহাযুদ্ধ শুরু হল। অর্জুন অশ্বত্থামার সমস্ত অশ্বকে মৃতপ্রায় করে ফেললেন। অশ্বত্থামা অর্জুনের বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। অর্জুনের স্বর্গীয় তূণ দুইটি অক্ষয়। তাতে

যুদ্ধে অর্জুন পর্বতের ন্যায় অটল অব্যয় রইলেন। কিন্তু যুদ্ধে অশ্বত্থামার সমস্ত বাণ শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে গেল। এভাবে অর্জুন জয়ী হলেন।

তারপর কর্ণকে বিশাল ধনুক আকর্ষণ করতে দেখে ক্রুদ্ধ অর্জুন বললেন,

কর্ণ যৎ তে সভামধ্যে বহু বাচা বিকত্থিতম্।
ন মে যুধি সমোঽস্তীতি তদিদং সমুপস্থিতম্॥ (বি) ৬০।১

—কর্ণ, তুমি যে সভামধ্যে যুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেউ নেই বলে বহু আস্ফালন করছিলে এখন কার্যতঃ তা প্রমাণের সময় উপস্থিত।

আমার অসাক্ষাতে পূর্বে যা বলেছ—আজ কৌরবদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে কার্যতঃ তা প্রমাণ কর। তুমি যে সভাস্থলে দুরাত্মাদের দ্বারা দ্রৌপদীকে নিপীড়িতা দেখেছিলে আজ শুধু তারই ফল লাভ কর।

ধর্মপাশনিবদ্ধেন যন্ময়া মর্ষিতং পুরা।
তস্য রাধেয় কোপস্য বিজয়ং পশ্য মে মৃধে॥ (বি) ৬০।৬

—রাধেয়, ধর্মপাশে আবদ্ধ থেকে পূর্বে আমি যা সহ্য করেছিলাম, যুদ্ধে আমার সেই ক্রোধের বিজয় মূর্তি দেখ।

বনবাসে বার বছর ধরে যা সহ্য করেছি, আজ তারই প্রতিমূর্তি এই ক্রোধের ফল এক্ষণে ভোগ কর। উভয়ের মধ্যে প্রচুর বচসা হয়। অর্জুন কাচ ভেদ করতে পারে এমন বাণ বর্ষণ করতে করতে কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। কর্ণ অর্জুনের প্রতি প্রচুর শর বর্ষণ করলেন। অর্জুনও কর্ণের ধনুক কেটে ফেললেন। কর্ণ তার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনও বাণ দ্বারা তা পাতিত করলেন। কর্ণের সাহায্যে বহু সৈন্য আসলো। অর্জুন তাদের নিহত করলেন। তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা কর্ণের অশ্বগুলিকে বধ করলেন। তারা নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অর্জুন অপর একটি বাণের দ্বারা কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করলেন। বাণটি তাঁর কবচ ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করল। তাতে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। কর্ণ তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করে উত্তর মুখে পলায়ন করলেন। তারপর অর্জুন ও উত্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন।

অতঃপর অর্জুন উত্তরকে যেখানে ভীষ্ম আছেন সেইখানে রথ নিয়ে যেতে বললেন। উত্তর বললেন, আমি সৈন্য মধ্যে আপনার অশ্বগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, মন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ এটা আপনার ও কৌরবদের প্রযুক্ত দিব্যাস্ত্রের প্রভাব। রুধির ও মেদের গন্ধে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ছি। সমস্ত দেখে আমার মন ভেঙ্গে পড়ছে।

আপনার মনের সঙ্গে আমার মনের আর একতা নেই। যুদ্ধে বীরদের এরূপ সংঘর্ষ আমার অদৃষ্টপূর্ব। নানা রকম শব্দে আমার স্মৃতি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়েছে। চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে। আপনি সর্বদা গাণ্ডীবকে প্রজ্বলিত অঙ্গার চক্রের ন্যায় মণ্ডলাকারে আকর্ষণ করতে থাকায় আমার চোখ ঝলসিয়ে গেছে, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ কালে ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় আপনার ভয়ঙ্কর মূর্তি এবং সুদীর্ঘ বাহু নিক্ষেপ দেখে আমার ভয়ও হচ্ছে। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে, এই পৃথিবী যেন চলছে, আমার যষ্টি ও রজ্জু নিয়ন্ত্রিত করবার শক্তি নেই।

উত্তরের উপরোক্ত বর্ণনা হতে অর্জুন একা কিরূপ দুর্ধর্ষ যুদ্ধ করছিলেন তা প্রকাশ পাচ্ছে।

অর্জুন উত্তরকে সাহস দিয়ে বললেন, ভয় পেও না, নিজেকে শক্ত কর। তুমিও ত সংগ্রামে অদ্ভুত কাজ করেছ। তুমি মৎস্য রাজপুত্র, তোমার এমন অবসাদগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। ধৈর্য ধর। যুদ্ধে অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর, ভীষ্মের সৈন্যের পুরো ভাগে।

অর্জুনকে আসতে দেখে ভীষ্ম বাধা দিতে লাগলেন। অর্জুন তাঁর ধ্বজটি মূল হতে পাতিত করলেন। এবং তীক্ষ্ণ ধারাল বাণ বিদ্ধ করে ভীষ্মকে ভূপাতিত করলেন। তারপর মহারথী বীরদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জুনের হাজার হাজার বাণ মানুষের ও অশ্বের শরীর এবং লৌহ কবচ ভেদ করে নির্গত হল। সন্ত্রস্ত হয়ে রথীরা রথ হতে, অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হতে এবং পদাতিতা ভূমিতে লাফাতে ও দৌড়াতে লাগল। শাণিত বাণে যাদের জীবন নষ্ট হয়েছে এবং যাদের চেতনা বিলুপ্ত হয়েছে এইরূপ হস্তী, অশ্ব ও আরোহীদের দেহে সমস্ত রণাঙ্গন আচ্ছন্ন হল।

রথোপস্থাভিপতিতৈরাস্তৃতা মানবৈর্মহী।

প্রনৃত্যতীব সংগ্রামে চাপহস্তো ধনঞ্জয়॥ (বি) ৬২।৯

—রথের উপর হতে পতিত মানুষে ভূতল আস্তীর্ণ হল। ধনুক হস্তে অর্জুন সংগ্রামে যেন নৃত্য করতে লাগলেন।

ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ প্রতিজ্ঞা পাশে অবরুদ্ধ পরাক্রমশালী অর্জুন রুদ্র মূর্তি দেখিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের উপর ক্রোধানল নিক্ষেপ করতে করতে বিচরণ করতে লাগলেন। সেই সৈন্যদগ্ধকারী অর্জুনের পরাক্রম দেখে দুর্যোধনের সাক্ষাতেই সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধ ত্যাগ করল।

অতঃপর দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, দ্রোণ, কৃপাচার্য— সকলেই অর্জুনকে আক্রমণ করবার জন্য পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসলেন। সকলের মিলিত নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্র সমূহে চারদিকে অর্জুনের দুই আঙ্গুল পরিমিত স্থানও অনাবৃত দেখা গেল না।

অর্জুন উচ্চহাস্য করে সূর্যের মত জ্যোতির্ময় ঐন্দ্রাস্ত্র নামক দিব্যাস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা করলেন। গাণ্ডীব দশ দিক শরে আবৃত করে ফেলল। তাতে হস্তী ও রথীরা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সমস্ত যোদ্ধাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। যোদ্ধারা সকলেই সংগ্রামে বিমুখ হল। এইরূপে সমস্ত সৈন্য পরাজিত হয়ে নিজ নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করে রণে ভঙ্গ দিয়ে নানা দিগ্বিদিকে দৌড়িয়ে পালাতে লাগল।

যোদ্ধারা যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ সমরে আসলেন। ভীষ্ম অর্জুনের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হয়েও মহাশক্তিশালী দিব্যাস্ত্র দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করলেন। অর্জুনও দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ভীষ্ম ও অর্জুনের মধ্যে তুমুল ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হল।

অর্জুন তরুণ, শক্তিশালী, ক্ষিপ্রকারী ও সুদক্ষ। যুদ্ধে অর্জুনের বেগ সহ্য করতে ভীষ্ম, কৃষ্ণ এবং দ্রোণাচার্য ভিন্ন আর কে পারে?

সেই যুদ্ধে অর্জুন যেন ভীষ্মকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন। ঐদিকে ভীষ্মও যেন অর্জুনকে ছাড়িয়ে উঠতে লাগলেন—এটা জগতে বিস্ময়কর। এমন মুহূর্তে ভীষ্মের রথরক্ষী বীররা অর্জুনের দ্বারা নিহত হয়ে অজুনের রথের উভয় পার্শ্বে শায়িত হল।

আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় অর্জুনের দিকে সৈন্যরা যেমন তাকাতে পারেনি, তেমনি কেউ দৃষ্টিপাত করতে পারেনি ভীষ্মের দিকেও। উভয়েই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, উভয়েই বিখ্যাত কর্মা, উভয়েই রণ দক্ষতায় সমান এবং উভয়েই যুদ্ধে অতি দুর্জয়। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের এই অভিমতে প্রসন্ন হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রামকে পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা সম্মানিত করলেন।

অতঃপর অর্জুন ভীষ্মের ধনু কেটে ফেললেন। ভীষ্ম আহত হয়ে দীর্ঘ সময় রথের কুবর (জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত কাঠ) ধরে রইলেন। রথের অশ্বগুলি আক্রান্ত সংজ্ঞাহীন প্রভু ভীষ্মকে রক্ষা করবার জন্য তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সরিয়ে নিল।

ভীষ্ম সমর ক্ষেত্র হতে পলায়ন করার পর দুর্যোধন পতাকা উড়িয়ে ধনুক

নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে অর্জুনের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ভল্ল দ্বারা অর্জুনের ললাট বিদ্ধ করলেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হল।

বিকর্ণ একটা বিশাল হস্তী এবং তার পাদ রক্ষী চারটি রথের সঙ্গে পুনরায় অর্জুনের প্রতি ধাবিত হলেন। অর্জুনের আক্রমণে হস্তী ভূপাতিত হওয়ায় বিকর্ণ ভয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে দৌড়িয়ে বিবিংশতির রথে আরোহণ করলেন। পাদ রক্ষার সঙ্গে বিকর্ণ পলায়ন করলেন। অন্যান্য যোদ্ধারাও পলায়ন করল। অর্জুন ঐরূপ অপর একটি বাণ দ্বারা দুর্যোধনের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। দুর্যোধন বান বিদ্ধ হয়ে রক্ত বমি করতে করতে পলায়মান হলে অর্জুন উপহাস করে বললেন—

বিহায় কীর্তিং বিপুলং যশশ্চ
যুদ্ধাৎ পরাবৃত্য পলায়সে কিম্।
ন তেহদ্য তূর্য্যাণি সমাহতানি
তথৈব রাজ্যাদবরোপিতস্য ॥ (বি) ৬৫।১৫

—বিপুল যশ ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ হতে পরাবৃত্ত হয়ে পলায়ন করছ কেন? এখন তো তোমাকে রাজ্য ভ্রষ্ট করে তেমন তূর্য্যধ্বনি করা হয় নাই।

দুর্যোধন, মনে কর, আমি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাকারী কুন্তীদেবীর তৃতীয় পুত্র। আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছি। সেইজন্যও ফিরে মুখ দেখাও। পূর্বে জগতে তোমার দুর্যোধন এই নাম বৃথাই করা হয়েছিল (দুর্য্যোধনেতীহ কৃতং পুরস্তাৎ)। এখন সমর ক্ষেত্র হতে পলায়ন করায় তোমার নাম দুর্যোধন মানায় না। দুর্যোধন, সম্মুখে বা পশ্চাতে তোমার রক্ষাকারী কাউকে দেখছি না। হে বীর পুরুষ, যুদ্ধস্থান হতে পলায়ন কর। আজ পাণ্ডবের হাত হতে প্রিয় প্রাণ রক্ষা কর।

অর্জুনের বিদ্রূপ শুনে দুর্যোধন রথ ঘুরিয়ে ফিরে এলেন। ভীষ্মাদি মহারথীরাও তাঁকে রক্ষা করতে আসলেন। অর্জুনকে বেষ্টন করে তাঁরা সর্বদিক হতে বাণাঘাত করতে লাগলেন। তখন অর্জুন সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগে ভীষ্ম ব্যতীত সকলকে সংজ্ঞাহীন করলেন। তারপর উত্তরার কথা মনে পড়ায় অর্জুন উত্তরকে বললেন, কৌরবরা সংজ্ঞাহীন থাকতে থাকতেই মধ্য পথ দিয়ে বের হও। আচার্য দ্রোণ, কৃপের শুক্ল বস্ত্র, কর্ণের পীত বস্ত্র, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্র নিয়ে এসো। উত্তর মহারথীদের বস্ত্রগুলি নিয়ে নিজ রথে ফিরে আসলেন। এবং রথীদের বূ্যহ অতিক্রম করে গেলে ভীষ্ম শরাঘাত করলেন। তখন অর্জুনও ভীষ্মের অশ্বগুলিকে বধ করে দশটি বাণ দ্বারা তাঁকে বিদ্ধ করলেন। অর্জুন উত্তরার পুতুল তৈরীর আবদার রক্ষার জন্য বস্ত্রগুলি নিয়ে উত্তরাকে দিলেন।

দুর্যোধন জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভীষ্মকে বললেন, এই অর্জুন কি করে আপনার হাত থেকে মুক্তি পেল? যাতে সে জয়ের গৌরব না পায়—সেই ব্যবস্থা করুন। অর্থাৎ সৈন্য সাজিয়ে পুনরায় তাকে আক্রমণ করুন।

ভীষ্ম শ্লেষ করে বললেন, যখন বিচিত্র ধনুক ও বাণগুলি ত্যাগ করে একান্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে ছিলে, তখন তোমার বুদ্ধি ও বীরত্ব কোথায় গিয়েছিল?

ন ত্বেষ বীভৎসুরলং নৃশংসং
কর্তুং ন পাপেঽভ্য মনো বিশিষ্টম্‌॥
ত্রৈলোক্যহেতোর্ন জহেৎ স্বধর্মং
সর্বে ন তস্মিন্নিহতা রণেঽস্মিন। (বি) ৬৬।২১-২২

—এই অর্জুন অতি নৃশংস কাজ করতে পারে না, তার মহৎ চিত্ত পাপে অভিনিবিষ্ট নয়। ত্রিভুবনের জন্যও অর্জুন স্বধর্ম ত্যাগ করবে না। সেই জন্যই এই যুদ্ধে সকলে নিহত হওনি।

কুরুরাজ শীঘ্র কুরু দেশে প্রস্থান কর। অর্জুনও গোধন জয় করে প্রস্থান করুক। মোহবশে তোমার নিজের সম্পদ নষ্ট না হয়। সেই ব্যবস্থা কর।

ভীষ্মের উক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও অর্জুনের উদারতা প্রমাণ করে।

কৌরব সৈন্য পলায়ন করে বনে জঙ্গলে যত্রতত্র জড় হয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, হতোৎসাহ ও বিচলিত হয়ে অর্জুনকে প্রণাম করে বলল—আমরা আপনার কি কাজ করব?

অর্জুন বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক। তোমরা প্রস্থান কর। কোন ভয় নেই। আমি কাতর ব্যক্তিদের হত্যা করি না। অর্জুনের কথায় খুশী হয়ে কৌরব সৈন্যরা তাঁর যশ, কীর্তি ও পরমায়ু লাভের আশীর্বাদ করে তাঁকে অভিবাদন করল।

এখানেও অর্জুনের উদারতা প্রকাশ পেয়েছে। বিনা কারণে শত্রু সৈন্যদের তিনি বধ করতেন না।

রাজধানীতে ফিরেই বিরাট রাজার নিকট পঞ্চ পাণ্ডব যে গুপ্ত ভাবে তাঁর রাজত্বে বাস করছেন—সেই তথ্য অর্জুন উত্তরকে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। কারণ তাহলে তিনি ভীত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন।

বিরাট রাজা উত্তরের এইরূপ সাফল্যে উৎসবের আয়োজন করেন। তিনিও কঙ্কর সঙ্গে পাশা খেলায় মেতে গেলেন। তিনি বার বার পুত্র উত্তরের প্রশংসায় মুখর। তখন কঙ্ক বৃহন্নলার প্রশংসা করলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) ইহাতে

বিরাট রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে খেলার পাশা কঙ্কর মুখে ছুঁড়ে মারেন। ফলে কঙ্কের নাক দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে লাগল। তিনি হাত দিয়ে তা ধরে দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণ পাত্র এনে নিঃসৃত রক্ত ধরলেন। ঠিক সে সময় দ্বারপাল এসে সংবাদ দিল রাজপুত্র উত্তর এসেছেন। তিনি বৃহন্নলার সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে যদি কোনও ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত করে তবে সে জীবিত থাকতে পারবে না। এই প্রতিজ্ঞা মনে করে কঙ্ক দ্বারপালকে কেবল উত্তরকে আনবার নির্দেশ দিলেন, বৃহন্নলা নয়। উত্তর কঙ্কের রক্ত ক্ষরণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বিরাট রাজা বললেন, এই ক্রুরটাকে আমি প্রহার করেছি। যেহেতু তোমার মত বীরের প্রশংসাকালে সে নপুংসকটার প্রশংসা করে। উত্তর পিতার আচরণের জন্য তাঁকে ভৎর্সনা করলেন এবং তাঁর নিকট মার্জনা চাইতে বললেন। ক্ষমা চাইবার পূর্বেই যুধিষ্ঠির তাঁকে ক্ষমা করলেন।

অতঃপর বৃহন্নলা প্রবেশ করলেন। অর্জুনের সম্মুখে বিরাট রাজা পুত্রের প্রশংসা করে উত্তর কিরূপে কৌরব মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তা জানতে চাইলেন।

তখন উত্তর বললেন—আমি গোধন উদ্ধার করিনি। আমি শত্রুদেরও পরাজিত করিনি। সে সমস্তই কোন এক দেবপুত্র করেছেন। আমি ভয়ে পালিয়ে আসছিলাম, সেই বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় যুবক দেবপুত্র আমাকে ফিরিয়ে এনে স্বয়ং যুদ্ধ করে গোধনগুলি জয় করেছেন।

বিরাট রাজা সেই দেবপুত্র কোথায় জানতে চাইলেন। তিনি তাঁর পুত্রের রক্ষক সেই মহাবীরকে দেখতে এবং তাঁর অর্চনা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উত্তর জানালেন তিনি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হয়েছেন। দুই তিন দিনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন।

তৃতীয় দিবসে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করে শুক্ল বস্ত্র পরে রাজাসন গুলিতে বসলেন। বিরাট রাজসভায় এসে পাণ্ডবদের ঐ ঔদ্ধত্য দেখে রুষ্ট হয়ে কঙ্ককে ভৎর্সনা করলেন।

তখন অর্জুন সহাস্তে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দিলেন। (১ম পর্ব দ্রষ্টব্য) বিরাট রাজা অপর ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে অর্জুন পর পর সকলেরই পরিচয় প্রকাশ করেন।

হর্ষে, বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় বিরাট একান্ত অভিভূত হয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট আপন অজ্ঞতায় দরুণ অপরাধের জন্ম মার্জনা প্রার্থনা করেন। বিরাট রাজসভা আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হলো।

কিছুদিন পর বিরাট রাজা অর্জুনের সঙ্গে উত্তরার বিয়ের প্রস্তাব করেন।

অর্জুন উত্তরে বললেন, আমি উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করব। বিরাট তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি নিজে উত্তরাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।

উত্তরে অর্জুন বললেন, আমি অন্তঃপুরে বাস করেছি। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বদাই উত্তরাকে দেখেছি। সে আমাকে পিতৃতুল্য বিশ্বাস করেছে। আমি সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিক্ষক রূপে তার প্রিয় ও বহু সম্মানের পাত্র ছিলাম। আপনার কন্যা সর্বদা আমাকে গুরুতুল্য মনে করেছে।

বয়ঃস্থয়া তয়া রাজন্ সহ সংবৎসরোষিতঃ।
অতিশঙ্কা ভবেৎ স্থানে তব লোকস্ত বা বিভো॥ (বি) ৭২।৪

—রাজন, আমি বয়ঃপ্রাপ্তা উত্তরার সঙ্গে এক বৎসর বাস করেছি। (এখন তাকে বিয়ে করলে তার সঙ্গে আমার পবিত্র সম্পর্ক বিষয়ে) লোকের এবং আপনার অত্যন্ত আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত।

সেইজন্যই আমি আপনার কন্যাকে পুত্র বধূ রূপে প্রার্থনা করছি। আমি পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও সংযত চিত্ত। তারও পবিত্রতা প্রমাণ করলাম। মিথ্যা অপবাদ অভিশাপ স্বরূপ, সেজন্য আমি তাকে ভয় করি (অভিশাপাদহং ভীতো মিথ্যাবাদাৎ পরন্তপ)। আমি আপনার কন্যা উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করলাম। অভিমন্যুর গুণ গরিমা বলতে গিয়ে অর্জুন জানালেন—আমার পুত্র অভিমন্যু বাসুদেবের ভাগ্নে যেন সাক্ষাৎ দেবশিশু। সে সমস্ত অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী এবং কৃষ্ণের অতি প্রিয়। সে আপনার জামাতা ও আপনার কন্যার স্বামী হবার উপযুক্ত।

অর্জুনের যুক্তি অকাট্য। তাঁর যুক্তি তাঁকে বুদ্ধিমান ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ও নানা গুণে খ্যাত করেছিল। যদিও অর্জুনের একাধিক ভার্যা—তবু স্থান বিশেষে তিনি সংযমী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। একাধিকবার তার পরিচয় পাওয়া যায়। পিতামহী তুল্যা অপ্সরা উর্বসীকে যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি কন্যা তুল্যা উত্তরাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

অর্জুনের যুক্তিতে বিরাট রাজা খুশী হয়ে সম্মত হলেন। যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন পেয়ে শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। এই বিবাহে কৃষ্ণ বলরাম অন্যান্ত যাদবরাও দ্রুপদ

প্রমুখ আত্মীয় বান্ধবরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের পর পাণ্ডবরা বিরাট পুরীর নিকটে উপপ্লব্যনগরে বাস করতে লাগলেন।

কিছুকাল পর পাণ্ডবরা হৃত রাজ্য ফিরিয়ে পাবার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় এ সম্বন্ধে কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ রাজা প্রভৃতি সকলে বিরাট রাজসভায় মিলিত হলেন। পাণ্ডবদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শান্তির প্রস্তাবের জন্য পাঞ্চাল পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠানো হবে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হলো। সঙ্গে সঙ্গে সব দেশের নৃপতিদের স্বপক্ষে আনবার জন্য চেষ্টা চালান হবে স্থির হলো।

কৃষ্ণ বলরাম দ্বারকায় ফিরে গেলেন। দুর্যোধন গুপ্তচরের মুখে সব সমাচার পেয়ে কৃষ্ণের সাহায্যার্থে দ্বারকায় গেলেন। সেইদিন অর্জুনও দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। দুর্যোধন নিদ্রিত কৃষ্ণের শয্যা পার্শ্বে শিয়রের দিকে বসলেন।

ততঃ কিরীটী তস্যানুপ্রবিবেশ মহামনাঃ।
পশ্চাচ্ছৈব স কৃষ্ণস্য প্রহ্বোঽতিষ্ঠৎ কৃতাঞ্জলিঃ॥ (উঃ) ৭।৯

—তারপর মহামনা অর্জুন দুর্যোধনের পরে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর কৃষ্ণ উভয়কে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে, উভয়েই বললেন যে তাঁরা কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থী। দুর্যোধন বললেন তিনি সর্বপ্রথম এসেছেন—সুতরাং পূর্ব পুরুষদের সদাচার অনুসরণকারী কৃষ্ণের উচিত তাঁর ইচ্ছা পুরণ করা। উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, যদিও দুর্যোধন পূর্বে এসেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ সর্বপ্রথম অর্জুনকে দেখতে পেয়েছেন। তাছাড়া বয়ঃকনিষ্ঠের অভীষ্ট প্রথম পূর্ণ করা উচিত। অর্জুন দুর্যোধনের বয়ঃকনিষ্ঠ তাই তিনিই প্রথম অভীষ্ট বস্তু পাবার অধিকারী। কৃষ্ণ জানালেন তিনি কোন পক্ষের হয়ে অস্ত্র ধরবেন না। এক পক্ষে তাঁর দশ অক্ষৌহিনী সেনা ও অপর পক্ষে তিনি সারথি রূপে সাহায্য করতে পারেন। তিনি উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন কে তাঁকে চান আর কে দশ অক্ষৌহিনী সেনাদলকে চান? অর্জুনকে প্রথম জিজ্ঞেস করা হলো।

অর্জুন বললেন, আপনাকে আমার রথের সারথি রূপে পাবার ইচ্ছা আমার দীর্ঘ কালের। আমার বহু দিনের অভিলাষ আপনি পূর্ণ করুন।

কৃষ্ণকে সারথি রূপে পাওয়ার প্রার্থনা অর্জুনের বিচক্ষণতার নিদর্শন। অর্জুনই কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানতেন।

দুর্যোধন দশ অক্ষৌহিনী সৈন্য প্রার্থনা করলেন। এবং ঐ যোদ্ধাদের সাগ্রহে গ্রহণ করে বাজি মাত করেছেন মনে করে আনন্দিত হলেন। তারপর

তিনি বলরামের নিকট গেলেন। বলরাম জানালেন তিনি কোন পক্ষকেই সহায়তা করবেন না। তিনি দুর্যোধনকে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ করতে বললেন। দুর্যোধন বলরামকে আলিঙ্গন করে এবং অর্জুন প্রবঞ্চিত হয়েছে ধরে নিয়ে যুদ্ধে নিজের জয় নিশ্চিত মনে করে আনন্দে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনের সারথি হতে রাজি হয়ে তাঁর সঙ্গে উপপ্লব্য নগরে আসলেন।

দ্রুপদ রাজার পুরোহিত শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবপতির নিকট আসলেন। দ্রুপদ পুরোহিত পাণ্ডবদের শক্তির কথা বলে বললেন, কৌরবদের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যদি একদিকে থাকে, আর অপর দিকে যদি অর্জুন একা থাকেন, তবে তিনি একাই এই সব সৈন্যের পক্ষে যথেষ্ট।

বহুলত্বঞ্চ সেনানাং বিক্রমঞ্চ কিরীটিনঃ।
বুদ্ধিমত্ত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য বুদ্ধ্বা যুধ্যেত কো নরঃ॥ (উঃ) ২০।২০

—পাণ্ডবদের সৈন্য বাহুল্য, কিরীটধারী অর্জুনের পরাক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা জেনে কোন্ লোক আবার পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে?

দ্রুপদের পুরোহিতের যুক্তি সমর্থন করে ভীষ্ম অর্জুনের প্রশংসা করে বললেন, অর্জুন শক্তিশালী ও অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ। এমন কোন বীর আছে, যে যুদ্ধে অর্জুনের বেগ সহ্য করতে পারে?

অপি বজ্রধরঃ সাক্ষাৎ কিমুতান্যে ধনুর্ভৃতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং সমর্থ ইতি মে মতিঃ॥ (উঃ) ২১।৭

—সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও যুদ্ধে তার সম্মুখীন হতে পারেন না, সেখানে অন্য ধনুর্ধারী মানুষের কথা কি আর বলবার আছে? আমার এই বিশ্বাস যে, অর্জুন একাই যুদ্ধে তিন লোকের মুখোমুখি হতে পারে।

পিতামহ ভীষ্মের মুখে অর্জুনের অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনে হিংসাপরায়ণ কর্ণ বললেন, যদি পাণ্ডব ভ্রাতারা পিতৃরাজ্য চায়, তবে আবার বার বছর বনে বাস করুক। আর যদি ধর্ম ত্যাগ করে তারা যুদ্ধ চায় তবে যুদ্ধে আমার কথা মনে করতে হবে।

কর্ণর ঔদ্ধত্য পূর্ণ উক্তি শুনে ভীষ্ম কর্ণকে ভৎর্সনা করে অর্জুনের প্রশংসা করে বলছেন—রাধানন্দন, তোমার অহঙ্কার করে লাভ কি? অর্জুনের সেই অলৌকিক পরাক্রম স্মরণ কর। অর্জুন একাকী সমগ্র সৈন্য সহ ছয় মহারথীকে জয় করেছিল।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের প্রভাব ও প্রতিভাব কথা বলে অর্জুন প্রসঙ্গে বলেন গাণ্ডীবধারী অর্জুন রথে বসে একাই সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পারে।

তিষ্ঠেত কস্তস্য মর্ত্যঃ পুরস্তাদ্
যঃ সর্বলোকেষু বরেণ্য একঃ।
পর্জন্যঘোষান্ প্রবপন্ শরৌঘান্
পতঙ্গ সঙ্ঘানিব শীঘ্রবেগান্॥ (উঃ) ২২।২১

—যে সমস্ত লোক মধ্যে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে খ্যাত, যে যুদ্ধে মেঘ গর্জনতুল্য গম্ভীর গর্জনকারী এবং যে যুগপৎ এক সঙ্গে অতিবেগে পতঙ্গ শ্রেণীর মত বাণরাশি বর্ষণ করতে সক্ষম, সেই বীর অর্জুনের সম্মুখে কে যুদ্ধ করতে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে উপপ্লব্যনগরে যুধিষ্ঠিরের নিকট শান্তির প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ না করলেও পাণ্ডবদের যুদ্ধ না করবার জন্য অনুরোধ করবার জন্য।

যুধিষ্ঠির জানালেন যে ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দিলে শান্তি সম্ভব। তিনি আরও বললেন :—

গাণ্ডীববিস্ফারিত শব্দ সাজা—
বশৃণ্বানা ধার্তরাষ্ট্রা ধ্রিয়ন্তে।
ক্রুদ্ধং ন চেদীক্ষতে ভীমসেনং
সুযোধনো মন্যতে সিদ্ধমর্থম্॥ (উঃ) ২৬।২৫

—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ততকাল জীবিত থাকবে, যতদিন না তারা যুদ্ধে গাণ্ডীব ধনুর টংকার ধ্বনি শুনতে না পাবে। দুর্যোধন যে পর্যন্ত না ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে যুদ্ধে দেখবে, সেই পর্যন্তই তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে বুঝবে।

সঞ্জয়ের নিকট হতে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হয়ে কৃষ্ণ অর্জুনের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা সঞ্জয়কে জানান। তিনি অর্জুন প্রসঙ্গে বলেন, মৎসরাজ্যে কৌরব যোদ্ধাদের সঙ্গে অর্জুনের একক যুদ্ধের যে পরিণতি শোনা যায়, তা বিস্ময়কর। অর্জুনের শৌর্যবীর্যের এটাই যথেষ্ট উদাহরণ। কৃষ্ণ অর্জুনের বল, বিক্রম, তেজ, রণকৌশল, ক্ষিপ্রতা ধৈর্য ইত্যাদির উল্লেখ করে বলেন যে অপর যোদ্ধায় এইসব গুণ নেই।

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্রকে এক সতর্ক বাণী পাঠালেন। যদি আমার সন্ধির প্রস্তাব অন্যথা করে কৌরবরা এর বিপরীত ভাব দেখিয়ে থাকে—তবে

জেনে নিও—রথের উপর উপবিষ্ট অর্জুন এবং যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করতে প্রস্তুত হয়ে ভীমের দ্বারা পরাজিত ধৃতরাষ্ট্রের সকল পাপাত্মা পুত্ররা নিজেদেরই কর্ম দোষে দগ্ধ হয়ে যাবে।

যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাক্রমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং ত্বহং ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥ (উঃ) ২৯।৫৩

—যুধিষ্ঠির হলেন ধর্মময় এক বিশাল বৃক্ষ। অর্জুন ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীমসেন তার শাখা এবং মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব এই বৃক্ষের সমৃদ্ধ ফল-ফুল। আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণরাই এই বৃক্ষের মূল।

সঞ্জয় ফিরে রাজসভায় সর্ব সমক্ষে জানালেন অর্জুন যুদ্ধের জন্য উৎসুক। তিনি বলে পাঠিয়েছেন—যদি দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ছেড়ে না দেয় তবে নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের পূর্ব জন্মকৃত পাপ কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। তাদের পাণ্ডবদের ও তাঁদের পক্ষীয় তেজস্বী রাজাদের এবং ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী মহারাজ যুধিষ্ঠির—যিনি অনিষ্ট চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গেই এই পৃথিবী ও স্বর্গলোক ভস্মীভূত করতে পারেন—এঁদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। বনে নির্বাসিত যুধিষ্ঠির যে দুঃখ শয্যায় শয়ন করেছিলেন, দুর্যোধনকে ততোধিক মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সৈন্যদের দৃষ্টিপাত মাত্রই দগ্ধ করে ফেলবেন। দুর্যোধন দেখবে গ্রামকে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করবার ন্যায় তার ভ্রাতাদের ক্রোধাগ্নির দ্বারা ভীম দগ্ধ করে ফেলবে। তখন তার মুখ্য বীররা নিহত হয়েছে, সৈন্যরা পশ্চাদনুসরণ করছে, সমস্ত যোদ্ধারা নিজ নিজ সাহস কিংবা ধৃষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে এবং ভীমসেনের অস্ত্রানলে সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে, সেই সময় দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। দীর্ঘকাল বনে থেকে নকুল যে দুঃখ শয্যায় শয়ন করেছিল, তা স্মরণ করে সর্পের ন্যায় সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ স্থলে বিচরণ করতে থাকবে, তখন দুর্যোধনকে যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করতে হবে। দ্রৌপদীর বালক পঞ্চপুত্র যখন দ্রুতগতিতে কৌরব সৈন্যের উপর আক্রমণ করবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। সহদেব যখন সমর ভূমিতে সগর্বে অবস্থান করে সর্ব দিক হতে শত্রুদের আক্রমণ করবে, সেই অবস্থা দেখে দুর্যোধন মনে মনে যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। বালক অভিমন্যু কৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী এবং অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ। সে ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী ও অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। সে যখন

করাল কালের ন্যায় শত্রুদের আক্রমণ করবে, তখন দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করবে। এইরূপ ভাবে অর্জুন পাণ্ডব পক্ষীয় প্রত্যেক বীর রথি ও মহারথীর বিক্রমের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

তারপর অর্জুন নিজের শক্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, গাণ্ডীব ধনুর গুণ হতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট সুন্দর পক্ষযুক্ত ও ভয়ংকর বাণগুলি বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় যখন যুদ্ধ ভূমিতে শত্রুদের উপর পড়বে এবং সহস্র সহস্র সৈন্য, সেই সঙ্গে বহু অশ্ব, হস্তী ও যোদ্ধাদের নিহত করবে, সেই সময় দুর্যোধন অনুতাপ করবে। যখন রথে আমার গাণ্ডীব ধনু, সারথি কৃষ্ণ তাঁর দিব্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ, রথে যোজিত দিব্য অশ্বগুলি, বাণপূর্ণ অক্ষয় তূনীরদ্বয়, আমার দেবদত্ত নামক শঙ্খ ও আমাকে দেখবে, তখন যুদ্ধের পরিণামের কথা চিন্তা করে দুর্যোধন অনুতাপ করবে। দুর্যোধন মনে করছে আমার সঙ্গে কৃষ্ণের হঠাৎ কলহ বাঁধিয়ে দিতে পারবে। পাণ্ডবদের কৃষ্ণের উপর যে মমতাবোধ আছে—তা হরণ করতে পারবে বলে সে মনে করেছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে তার এইসব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হবে। যে পাপ বুদ্ধি মানুষ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, ধর্ম দৃষ্টিতে তার ধ্বংস নিশ্চিত—এটাই আমার বিশ্বাস। আমি কর্ণের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বধ করে কুরু রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করব। অতএব তারা যা যা কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে, তা পূরণ করে নিক। যে পাণ্ডবরা সমর ভূমিতে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাকেও পেয়ে তাদের পরাজিত না করে থাকতে পারেন না, সেই পাণ্ডবদের সঙ্গে এই হঠকারী দুর্যোধন যুদ্ধ করতে চাচ্ছে—তার মোহ দেখ।

ভীষ্মের একান্ত ইচ্ছা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হোক। তাই তিনি দুর্যোধনের কাছে কৃষ্ণার্জুনের শৌর্যের প্রশংসা করে বললেন—

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।
নর—নারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ॥ (উঃ) ৪৯।১৯

—বীর কৃষ্ণ ও বীর অর্জুন এই দুই মহারথী একত্রে পূর্বকালের দেবতা নর ও নারায়ণ—ইহাই জনশ্রুতি।

ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাব্য যুদ্ধে অর্জুনের নিকট হতে ভয়ের বর্ণনা করে বললেন, যার পক্ষে অর্জুনের ন্যায় যোদ্ধা আছে, কেবল সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ত্রিভুবনের রাজ্য লাভ হতে পারে। গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সামনে রথে আরোহণ করে যুদ্ধ করতে পারে এমন বীর আমার পক্ষে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। যদি দ্রোণাচার্য ও কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে আসেন, তথাপি

অর্জুনকে জয় করা বিষয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। আমরা জয়ী হব না। কারণ কর্ণ দয়ালু ও অসাবধান এবং দ্রোণ বৃদ্ধ ও অর্জুনের গুরু।

সমর্থো বলবান্ পার্থো দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
ভবেৎ সুতুমুলং যুদ্ধং সর্বশোঽপ্যপরাজয়ঃ॥ (উঃ) ৫২।৬

—অর্জুন সমর্থ ও বলবান, তার ধনুও সুদৃঢ়। সে আলস্য ও শ্রান্তিকে জয় করেছে, অতএব তার সঙ্গে যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে, তাতে সর্ব প্রকারে অর্জুনেরই জয় হবে।

দ্রোণাচার্য ও কর্ণ বধে আমাদের পক্ষ শান্ত হবে অথবা অর্জুন বধ হলে পাণ্ডবরা শান্ত হবে, কিন্তু অর্জুকে বধ করতে পারে এরূপ তো কেউ নেই। এমন কি তাকে জয় করতে পারে এমন কাউকে দেখছি না। আমার মন্দ বুদ্ধি পুত্রদের উপর তার যে রাগ হয়েছে—তা কি ভাবে শান্ত হবে?

পাণ্ডবরা সকলেই অস্ত্র চালনায় দক্ষ। কিন্তু তারা জয় পরাজয়ের অধীন। কেবল অর্জুনই সর্বদা জয় লাভ করেছে বলে শোনা যায়।

অর্জুনের পূর্ব গৌরবের উল্লেখ করে তিনি বললেন, খাণ্ডব বনদাহের সময় অর্জুন তেত্রিশ দেবতাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছিল এবং সকল দেবতাকে জয় করেছিল। তার পরাজয় হয়েছে, এমন খবর আমি জানি না। অর্জুনের সারথি স্বয়ং কৃষ্ণ। ইন্দ্রের বিজয়ের ন্যায় অর্জুনেরও বিজয় সুনিশ্চিত। (ধ্রুবস্তস্য জয়স্তাত যথেন্দ্রস্য জয়স্তথা।) এক রথে কৃষ্ণ, অর্জুন তার সঙ্গে জ্যা যুক্ত গাণ্ডীব ধনু—এই ত্রিবিধ তেজ যুগপৎ সম্মিলিত হয়েছে—তা আমি শুনেছি। ধৃতরাষ্ট্র আক্ষেপ করে বলেন, আমাদের পক্ষে না আছে সেইরূপ ধনু, না আছে অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম শালী যোদ্ধা এবং না আছে কৃষ্ণ তুল্য সারথি—কিন্তু দুর্যোধনের অনুগত হয়ে আমার অন্যান্য মূর্খ পুত্ররা তা জানতে পারছে না।

কৌরব রাজসভায় কৃষ্ণকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কৃষ্ণ তখন অর্জুনের অভিমত জানতে চাইলেন। উত্তরে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, আপনি এরূপ চেষ্টা করবেন যাতে শত্রুদের সঙ্গে আমাদের সন্ধিই ঘটে। আপনি পাণ্ডব ও কৌরবদের প্রধান সুহৃদ। আপনি চেষ্টা করবেন পাণ্ডবদের ও কৌরবদের দুঃখের শেষ যাতে হয়। আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই আমাদের পক্ষে গৌরবের এবং সমাদরের বস্তু হবে। দুর্যোধন পাশার চাতুরীতে সমস্ত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে পেয়েছে এবং আমাদের বনে পাঠিয়েছে বলে আমি স্থির করেছি যে

আমার বধের যোগ্য। যদি মনে করেন সন্ধি কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়, তবে আপনার নির্দেশে আমরা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হব এবং দুর্যোধনের পক্ষের সব নৃপতিদের আমি নিহত করব। মৃদু বা কঠোর—যে কোন উপায়েই সম্ভব, আপনার মুখ্য কাজ অবশ্যই সফল হওয়া চাই।

যদি আপনি কৌরবদের বধ করাই শ্রেয় মনে করেন তবে অতি সত্বর তারই ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়ে আপনি দ্বিধা করবেন না। পাপমতি দুর্যোধন কৌরব সভায় যেরূপ অপমান করেছে, আমরা তার এই মহাপরাধকে সহ্য করেছি। সেই দুর্যোধন এখন পাণ্ডবদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, এরূপ আশা আমার বুদ্ধিতে আসছে না। তার সঙ্গে সন্ধির সমস্ত প্রচেষ্টাই ঊষর ভূমিতে রোয়া বীজের মত ব্যর্থতায় শেষ হচ্ছে। (ন মে সঞ্জায়তে বুদ্ধির্বীজমুপ্তমিবোষরে) উভয় পক্ষের যা হিতকর হবে বলে বিবেচনা করেন, তা অতি সত্বর চেষ্টা করুন।

অর্জুনের অভিমত অতি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান যোদ্ধার উপযুক্ত। শান্তিই তিনি ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। তাই প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হতে দ্বিধা করবেন না এ কথাও তাঁদের জানান। অর্জুন দুহাত বিস্তার করে জানান শান্তি ইচ্ছা করলে শান্তি স্থাপনে কোন আপত্তি নেই। যুদ্ধ ইচ্ছা করলে তার জন্যও প্রস্তুত।

সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ হস্তিনায় গেলেন। সেখানে বিদুরের গৃহে উপস্থিত হয়ে যখন তাঁর পিতৃস্বসা কুন্তীকে প্রণাম করলেন, তখন তিনি সকলের কুশলাদি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ দেখালেন—

অর্জুন সম্বন্ধে পৃথক করে কুন্তী জিজ্ঞেস করেন—

ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চ বাণশতানি যঃ।
... ...
তেজসাদিত্য সদৃশো মহর্ষি সদৃশো দমে।
ক্ষময়া পৃথিবীতুল্যো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ॥
... ...
স তে ভ্রাতা সখা চৈব কথমদ্য ধনঞ্জয়॥ (উঃ) ৯০।২৯-৩৪

—এক সঙ্গে যে পাঁচশত বাণ নিক্ষেপে সমর্থ, তেজে যে আদিত্য, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে মহর্ষি, ক্ষমায় পৃথিবী, বিক্রমে মহেন্দ্র, তোমার সেই ভাই ও সখা ধনঞ্জয় কেমন আছে?

অর্জুন সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এরূপ অভিমত এটাই প্রমাণ করে যে,

সকলেই এক বাক্যে অর্জুনের অমিত বিক্রম অপূর্ব রণ কৌশল চরিত্র নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি যে সর্ব প্রকারে একজন শ্রেষ্ঠ বীর কুন্তীর উক্তি তারই সাক্ষ্য বহন করে। এক কথায় তিনি সব গুণের আকর এবং সবার কাছে সমাদ্রিত ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধন ভীষ্মকে কৌরব পক্ষে সেনাপতি পদে বরণ করলে ভীষ্ম বললেন—

ন তু পশ্যামি যোদ্ধারমাত্মনঃ সদৃশং ভূবি।

ঋতে তস্মান্নরব্যাঘ্রাৎ কুন্তীপুত্রাদ্ ধনঞ্জয়াৎ ॥ (উঃ) ১৫৬।১৮

—সেই নরব্যাঘ্র কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ব্যতীত ভুবনে আমার সমান যোদ্ধা দেখি না।

তিনি আরও বললেন অর্জুনের অনেক দিব্যাস্ত্রও আছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কখনও অর্জুন আমার মুখোমুখি হবে না।

পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করবার জন্য দুর্যোধন শকুনির পুত্র উলূককে দূত রূপে পাণ্ডব শিবিরে পাঠান। উলূক দুর্যোধনের নির্দেশে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে রূঢ় ভাষায় ভৎর্সনা করায় ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে উলূককে তার পিতার সামনে বধ করবেন বলায় অর্জুন ভীমকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—উলূকের প্রতি আপনার কোন কঠোর ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ দূতের কোন অপরাধ নেই। কারণ তারা তো প্রভুর উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র।

অর্জুন উলূককে বললেন, উলূক, দুর্যোধন যে গর্বিত বাক্য বলেছে, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীব সাহায্যে আমি তার জবাব দেব। ক্লীবরাই অযথা আস্ফালন করে।

এখানেও অর্জুনের সংযম ও ধৈর্য লক্ষনীয়।

যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্যোধন ভীষ্মের কাছে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের রথি অতিরথী ও মহারথীদের শক্তি সম্বন্ধে জানতে চাইলে ভীষ্ম প্রত্যেক যোদ্ধার গুণাগুণ বিশদ বর্ণনা করে অর্জুন প্রসঙ্গে বললেন—

রক্তিম নেত্র নিদ্রা বিজয়ী অর্জুনের সখা ও সহায়ক সাক্ষাৎ নারায়ণ কৃষ্ণ। কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই সৈন্য বাহিনীর মধ্যে অর্জুনের ন্যায় অন্য কোন বীর নেই। সমস্ত দেবতা, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও যক্ষগণের মধ্যেও অর্জুনের সমান বীর কেউ নেই। অতীতে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কোন রথীর কথা আমি শুনিনি (ভূতোঽথবা ভবিষ্যো বা রথঃ কশ্চিন্ময়া শ্রুতঃ)।

ভীষ্ম অর্জুনের সমস্ত অস্ত্রের তাঁর সারথি রথ অশ্ব প্রভৃতির বিশদ ভাবে বর্ণনা করে বললেন—অর্জুন যুদ্ধে একমাত্র এই রথের সাহোয্যে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবকে সংহার করেছিল। সুতরাং তার তুল্য বীর আর কে আছে? (দানবানাং সহস্রাণি হিরণ্যপুর বাসিনাম)। এই শক্তিশালী, সত্যবাদী, অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে তোমার সৈন্য বাহিনীকে সংহার করবে এবং স্বপক্ষের সৈন্যদের রক্ষা করবে। আমি এবং দ্রোণাচার্য ব্যতীত অপর কোন তৃতীয় রথী নেই যে যুদ্ধরত অর্জুনের সামনে যেতে পারে। কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সে বহু অস্ত্রে অভিজ্ঞ ও তরুণ। অন্য দিকে আমরা দুজনই বৃদ্ধ স্থবির।

ভীষ্মের ন্যায় মহারথীও অর্জুনের অনন্য সাধারণ বীরত্বের কথা সর্বক্ষণ মনে রেখেছিলেন।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবে। উভয় পক্ষে সৈন্য সমাবেশ চলেছে। দুর্যোধনের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও ভীষ্ম রচিত ব্যূহ দেখে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠিরকে দেখে কাশীদাসী মহাভারতে অর্জুন তাঁকে বললেন—

সংসারের ধাতা কর্ত্তা সেই ভগবান॥
হেন জন হইবেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্বত্র বিজয় কর্ত্তা সেই নারায়ণ॥
হেন জন সহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন॥ (ভী)

যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব। কারণ নারদ বলেছেন যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

ধর্ম ও কৃষ্ণ অর্জুনের সমগ্র শক্তির উৎস।

কৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেননি। অন্তরে পুত্র স্নেহে অন্ধ, বাইরে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও ন্যায় নীতির প্রতি অকুণ্ঠ অচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারেন নি। কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর কুরুক্ষেত্র কাব্য গ্রন্থে লিখেছেন—

রাজসূয়ে পাণ্ডবের সাম্রাজ্য প্রবল
বিনাযুদ্ধে কি কৌশলে হইল স্থাপিত;
সর্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্বত্র নিষ্কাম,
সর্বত্রই দয়া ধর্ম আদর্শ মহান!

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ; ধর্মরাজ্য তাঁর
ভীষণ অধর্মে তাহা হলো অপহৃত।
সভা মধ্যে সেই অতি ঘোর অত্যাচার
সতী দ্রৌপদীর প্রতি, নরক—অতীত!
বাল নির্যাতন ; জতুগৃহের দাহন,
ত্রয়োদশ বৎসরের ঘোর বনবাস
সন্ধি তরে স্বয়ং কৃষ্ণ সহি নির্যাতন
পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করি হইল নিরাশ।
'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'
কি কঠোর লোভীর সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত দমন
সাধিবারে অনিবার্য হল ধর্মরণ।

(নবীন চন্দ্র সেন, কুরুক্ষেত্র)

ধর্মের গ্লানিতে যখন দেশ আচ্ছন্ন হয়। তখন অধর্মের অভ্যুত্থান অনিবার্য সত্য। যেমন আলোর অভাবে অন্ধকার স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি ধর্মের গ্লানি হলে অধর্মের অভ্যুত্থানও স্বতঃসিদ্ধ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্ কালে, সেই অতীত যুগে সমাজ এই অবস্থায় পতিত হয়েছিল। কবি নবীন সেন তাঁর এক বিশদ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন তাঁর কুরুক্ষেত্র কাব্যে। কৃষ্ণ বলছেন—

অধর্মের কি প্লাবনে প্লাবিত সমাজ।
অন্যের কি কথা, ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্যতম
ভাবেন অধর্মে ধর্ম, কুজ্ঝটিকা মত
ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হায়, তাদেরও নয়ন।
অনিবার্য হলে যুদ্ধ, ছিল এক আশা
ভীষ্ম দ্রোণ কদাচিৎ করিবে না রণ।
কৌরব পাণ্ডব তুল্য তাদের নয়নে ;
রহিবেন অস্ত্রহীন আমার মতন।
সে আশাও গেল ভাসি অধর্মের স্রোতে,
কৌরবের আশৈশব ক্রুর ব্যবহার।
সেই জতুগৃহদাহ, সেই বনবাস।

সে কপট দ্যূতক্রীড়া, দ্রুপদ-বালার
সভাস্থলে নিরমম সেই নির্যাতন।
না দিব স্বচ্যগ্র ভূমি প্রতিজ্ঞা ভীষণ
ভুলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ মোহের আবেশে।
"ধৃতরাষ্ট্র অন্নে, প্রতিপালিত আমরা।
হইবে অধর্ম—মনে করিলেন স্থির,—
"কৌরবের পক্ষ নাহি করিলে গ্রহণ।
অধর্মের অভ্যুত্থান হায় কি গভীর—(নবীন সেন, কুরুক্ষেত্র)

কৃষ্ণ অর্জুনকে শুচি শুদ্ধভাবে শত্রুর পরাজয়ের জন্য দুর্গা স্তোত্র পাঠ করতে বললেন। অর্জুনের স্তবে তুষ্ট হয়ে অন্তরীক্ষ হতে ভগবতী বললেন, পাণ্ডুপুত্র তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করবে। কারণ নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও নর-ঋষির অবতার, সুতরাং ইন্দ্রেরও অজেয়। এই কথা বলে দেবী অদৃশ্য হলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন যেন কুরু পাণ্ডবের মধ্যস্থলে তাঁর রথ নিয়ে যান। কারণ কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য কোন নৃপতিরা বা রথী মহারথীরা উপস্থিত তা তিনি দেখতে চান।

কৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ রেখে বললেন, হে পার্থ, সমবেত কুরু যোদ্ধাদের দেখ।

অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় দলের সৈন্যদের মধ্যে সমবেত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদদের দেখলেন। যুদ্ধার্থী আত্মীয় স্বজনদের দেখে মোহাচ্ছন্ন অর্জুন মনোবল হারালেন। তিনি বললেন আমি কি করে গুরু দ্রোণ পিতামহ ভীষ্মকে শরাঘাত করব। এসব গুরুজনদের হত্যা করে আমি জয়ী হতে চাই না। যাদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে, তাঁরাই যুদ্ধে উপস্থিত। স্বজন বধ করে আমাদের কি লাভ হবে ? রাজ্যের লোভে আমরা মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। যদি কৌরবরা আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই বলে অর্জুন অস্ত্র ত্যাগ করে শোকাকুল হয়ে রথে বসে পড়লেন।

এই বিষাদ ভগবানেরই সৃষ্টি। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির পথে বিষাদ অপরিহার্য। এই বিষাদ এক দিব্য জীবনের আহ্বান। এ বিষাদ অমৃতময়। আমাদের সব দর্শন শাস্ত্রের মূল দুঃখবাদ এবং গীতার সূচনাও অর্জুনের বিষাদ নিয়ে। কম্বু-কণ্ঠে ধ্বনিত হলো।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ (ভী) ২৬।১১ (গী ২।১১)

—কৃষ্ণ বললেন, যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তুমি তাদের জন্য শোক করছ, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞের মত কথা বলছ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মৃতের জন্য বা জীবিতের জন্য অনুশোচনা করেন না।

কারণ দেহধারী জীবের দেহে যেমন কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেরূপ। কেবলমাত্র অবস্থার বিভিন্নতা। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা এজন্য শোক করেন না। অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করে হর্ষ বিষাদাদির বশীভূত হও না। সহ্য কর। শোক দুঃখের অতীত হও তবে অমরত্ব লাভ করবে এবং সর্বদা জ্ঞান ও আনন্দ চিত্তে থাকবে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে মোহমুক্ত করতে আরও বললেন—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ (ভী) ২৬।১৭

—যিনি এই সব চরাচরে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি অবিনাশী। কেউই সেই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না।

তিনি জন্ম মৃত্যুকে একটি সহজ সরল তুলনা দিয়ে ব্যাখ্যা করে বললেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ (ভী) ২৬।২২

—মানুষ যেমন পুরাণ ছেঁড়া বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র নেয়, তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীর ছেড়ে অন্য নতুন দেহ ধারণ করে।

শস্ত্র বা অস্ত্র তাঁকে (আত্মা) ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করতে পারে না, জল তাঁকে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু তাঁকে শুষ্ক করতে পারে না। তিনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির সদা এক রূপ ও অনাদি। এই আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, অচিন্ত্য মনের অগোচর, কর্ম ইন্দ্রিয়দেরও অগোচর বলে সকলে বলে। অতএব আত্মা এ রকম জেনে তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়।

কৃষ্ণ এ শাশ্বত সত্যকে অন্য ভাবে প্রকাশ করে বললেন—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ (গী) ২৬।২৬

—হে মহাবাহো আর যদি এই আত্মাকে সর্বক্ষণ জন্মাচ্ছে বা সর্বক্ষণ লয় হচ্ছে মনে কর, তথাপি তার জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।

জন্ম মাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত। মৃতের জন্মও নিশ্চিত। অতএব যা অপরিহার্য তার জন্য তোমার শোক অনুচিত। (জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?) অতএব আত্মাকে যদি অজর অমর মনে কর তা হলেও তোমার শোক সাজে না। আর আত্মাকে জরা মরণের অধীন মনে করলেও তোমার শোক করা উচিত নয়। এটাই শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার বীজ মন্ত্র।

কৃষ্ণ এই শাশ্বত সত্যকে আরও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, জীবরা জন্মের পূর্বে অব্যক্ত; জীবিত কালে ব্যক্ত আবার মরণের পর অব্যক্ত অর্থাৎ মরণের পর কি হল, কোথা গেল কেউ বলতে পারে না। অতএব কিসের জন্য খেদ? তোমার স্বধর্ম হল যুদ্ধ। এবং ধর্ম যুদ্ধের চেয়ে তোমাদের শ্রেয়ঃ কিছু নেই। অতএব যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তুমি বিকশিত হও। হে পার্থ, এরূপ যুদ্ধ মুক্ত স্বর্গ দ্বারের ন্যায় আপনা হতে উপস্থিত। কেবলমাত্র সুখী ক্ষত্রিয় এরূপ সুযোগ লাভ করে।

অর্জুনকে সাবধান করে কৃষ্ণ বললেন, যদি তুমি এই ধর্ম যুদ্ধ ত্যাগ কর তবে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করার পাপ করবে। তিনি অর্জুনকে পুনরায় বললেন—যে ভাবেই বিবেচনা কর এ যুদ্ধ তোমার পক্ষে হিতকর। কারণ যদি যুদ্ধে হত হও তবে স্বর্গ লাভ হবে। আর যুদ্ধে জয়ী হলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। অতএব অর্জুন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সব দুঃখ লাভ অলাভ জয় পরাজয় সমান মনে করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এ যুদ্ধে তুমি পাপ গ্রস্ত হবে না।

আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে এতক্ষণ বলা হল। এখন কর্ম যোগে যা বলছি শোন। হে পার্থ, বুদ্ধি যুক্ত হলে তুমি কর্মও ত্যাগ করতে পারবে।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মাণি ॥ (গী) ২৬।৪৭

—কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে যেন কোন আকাঙ্ক্ষা না হয়। সকাম কর্মে যেন তোমার ইচ্ছা না হয়। হে অর্জুন যোগস্থ হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি অসিদ্ধি সমভাব হয়ে কর্ম কর। কারণ ফলকামী মানব অতি হেয়।

কৃষ্ণ আরও বললেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বা পণ্ডিতরা কর্মফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধনগ্রন্থি হতে মুক্ত হয়ে সব উপদ্রব শূন্য মোক্ষ পদ লাভ করে। যখন তোমার অহং বোধ চলে যাবে তখন কোন শ্রবনীয় বিষয় শুনে আনন্দ বোধ করবার আসক্তি লোপ পাবে। প্রাণ অপ্রাণের গতি স্থির হয়ে স্থিতি অবস্থা পেলে ওঁকার ধ্বনি শোনা যায়। সেই বৈদিক ধ্বনি শুনে তোমার বুদ্ধি যখন নিশ্চল ও অবিচলিত হয়ে পরমেশ্বরে অবস্থান করবে, সেই স্থিতাবস্থায় যোগফল প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ কর্মের অতীতাবস্থায় স্থির থাকলে তখন চিত্তের বৃত্তি রহিত স্থির সাম্যাবস্থা রূপ যোগ পাবে।

তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন সমাধির স্থিরপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীদের ভাষা বা লক্ষণ কি? উত্তরে স্থিরপ্রজ্ঞ ও স্থিতধীর লক্ষণ ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ বললেন— যিনি সব রকম দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখে স্পৃহা শূন্য, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য সেই মুনিকে স্থিতধী বলা হয়। আর তিনিই প্রজ্ঞ যিনি সর্ব বিষয়েই মমতাশূন্য। শুভে আনন্দিত হন না বা অশুভে বিষাদগ্রস্ত হন না।

স্থিরপ্রজ্ঞের ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ আরও বললেন, কচ্ছপ যেমন নিজ হাত পা চোখ কাণ প্রভৃতি বাইরে থেকে গুটিয়ে রাখে, তেমনি যিনি কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয় বিষয় হতে সর্বদা সংকুচিত রাখেন, তখন তাঁকে প্রজ্ঞা বলা হয়।

স্থিরপ্রজ্ঞ কিভাবে অবস্থান করে অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, পরমানন্দ রূপে আমাতে নিজে তুষ্ট হয়ে যখন সমুদয় মনোগত বাসনা ত্যাগ করে, তখন তাকে স্থিত প্রজ্ঞ বলা হয়। আর স্থিত প্রজ্ঞ হলে দুঃখে তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না. সুখে তিনি স্পৃহাশূন্য হন। রাগ, ভয় ও ক্রোধ কিছুই তাঁর থাকে না।

কৃষ্ণ অর্জুনের কেবল যুদ্ধ রথের সারথি নন। তিনি তাঁর হৃদয় রথেরও সারথি। কৃষ্ণের কঠোর ধিক্কারে অর্জুনের মোহ ভাঙলো না। কৃষ্ণের ধিকার তাঁর অন্তরে কিছু মাত্র রেখাপাত করল না। পক্ষান্তরে আরও দৃঢ়ভাবে স্বজন নিধন হতে যে ভয়ের উদ্ভব হয়েছিল তার সমর্থনে তিনি নানা যুক্তি জাল তৈরী করলেন।

বিষাদ, সন্দেহ, আত্মীয় বধ জনিত পাপের ভয়ে তিনি যে সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন ক্রমশঃ গুরুর উপদেশে জ্ঞানালোকে তাঁর সমগ্র সত্তাকে বিকশিত করে তুললো। অর্জুন ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে অন্তর্যামী সারথির শরণাপন্ন

হলেন। ধর্মতত্ত্ব জানবার জন্য নয়, তিনি চেয়েছিলেন সুস্পষ্ট কর্মনীতি। তাঁকে কি কর্ম করতে হবে? এ আত্মসমর্পণ মূল্যহীন নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরে। তার পরে
সত্য দেখা দেয়। ভূষণ বিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির।

আত্মীয়বর্গের নিধনে পাপ হতে দূরে থেকে মায়া কায়া শান্তির প্রত্যাশায় তিনি যে ক্ষাত্র ধর্মের পবিত্রতাকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন—তাই ছিল ভ্রান্তি। জীবন সঙ্কটে না পড়লে ভগবৎ অনুভূতি জাগে না। কোন ধ্রুব নীতি স্পষ্টতর রেখায় উদ্ভাসিত হয় না।

অর্জুনের কাছে এই ধ্রুব নীতি স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হলো যখন কৃষ্ণ বললেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎতদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রীষু লোকেষু কিশ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ (গী) ২৭।২১-১২

—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কাজ করেন, ইতর লোক সে সব কাজ করেন। তিনি যা প্রমাণ বা পালনীয় মনে করেন, লোক তারই অনুসরণ করে। হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার কোনই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই। তবু আমি কর্মে নিযুক্ত আছি।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ (গী) ২৭।৩৫

—ভালরূপে. অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত নিজধর্ম শ্রেয়ঃ, যেহেতু স্বধর্মে নিধন ও মঙ্গল পরধর্ম ভয়াবহ।

কৃষ্ণ আরও বললেন, অর্জুন আমি ও তুমি বহু জন্ম গ্রহণ করে এসেছি। আমি সেই সমস্ত জন্ম জ্ঞাত আছি। আর তুমি তা স্মরণ করতে পার না। জন্ম রহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণীদের ঈশ্বর হয়েও আমি নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে আত্ম মায়া বশতঃ প্রকাশিত হই।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (ভী) ২৮।৭-৮

—যখন যখন ধর্মের হানি এবং অধর্মের আধিক্য ঘটে, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কৃষ্ণ অর্জুনকে পরমার্থ বিষয়ক নানা প্রকার উপদেশ দিলেন এবং অর্জুনের অনুরোধে নিজের বিশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে অভিভূত ও রোমাঞ্চিত অর্জুন করজোড়ে কৃষ্ণকে বললেন, যদি আমি সেরূপ দেখবার উপযুক্ত মনে কর, তবে আমাকে তোমার অব্যয় আত্মরূপ দেখাও।

তখন কৃষ্ণ বললেন, হে পার্থ, আমার অলৌকিক নানাবিধ, নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ। তবে প্রকৃত চোখে তুমি আমার অপ্রাকৃত রূপ দেখতে পাবে না। তোমাকে দিব্য চোখ দিচ্ছি আমার অসাধারণ ঐশ্বরিক রূপ দেখার জন্য—এ কথা বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দান করলেন। অর্জুন দেখলেন অনেক মুখ ও নয়ন। বহু আশ্চর্য দর্শন, অনেক দিব্যাভরণ অলৌকিক অনেক উত্তোলিত অস্ত্র, দিব্য মাল্য বসন পরিহিত, দিব্য গন্ধ অনুলেপিত সর্বাশ্চর্য্যময় প্রভাময় অনন্ত এবং সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট—যার প্রভা আকাশের উদিত সহস্র সূর্যের প্রভাকেও মলিন করে। (গী) ১১।১২

সেই রূপ দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, হে দেব, তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, দিব্য ঋষিরা, দেবাদিদেব ব্রহ্মা, পৃথক প্রাণিদের সমস্ত সর্পকুলকে দেখছি।

অনেক বাহু উদর বক্ষ ও নেত্র বিশিষ্ট এবং অনন্তরূপে তোমাকে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। যেহেতু তুমি সর্বব্যাপ্ত—তাই তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখতে পাচ্ছি না। (গী) ১১।১৬

তোমাকে দেখতে পাচ্ছি মুকুটবান, গদাযুক্ত, চক্রধারী সর্বত্র তেজপুঞ্জ দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নি সূর্যের প্রভাযুক্ত ও অপ্রেময়। (গী) ১১।১৭

তুমি অক্ষয় পরম ব্রহ্ম, তুমি জ্ঞাতব্য, তুমি এ বিশ্বের প্রধান আশ্রয়। তুমি নিত্য সনাতন ধর্মের পালক, তুমি আমার মতে সনাতন পুরুষ। এইভাবে অর্জুন কৃষ্ণের বিশ্ব রূপের বর্ণনা দিয়ে বললেন, স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ও

সমস্ত দিক তুমি ব্যাপ্ত রয়েছ। তোমার এই অদ্ভুত ভয়ংকর রূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হবে।

দেবতারা তোমাতেই প্রবেশ করছে। কেউ বা ভীত হয়ে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে, মহর্ষি ও সিদ্ধরা স্বস্তি বলে জোরে স্তব করছে। তোমার বহু বদন ও নেত্র বিশিষ্ট বহু বাহু উরু ও পা ও বহু উদর বিশিষ্ট ভয়ংকর রূপ দেখে সর্ব লোকরা ও আমি ভীত হচ্ছি।

অর্জুন কৃষ্ণের ভয়ংকর রূপ দেখে অভিভূত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন হতে বললেন। তিনি আরও বললেন ভূতদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা সকলেই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও প্রধান প্রধান যোদ্ধারা কৃষ্ণের মুখ গহ্বরে প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে চূর্ণিত মস্তক বিশিষ্ট কেউ কেউ দন্তান্তে লগ্ন রয়েছে দেখা যাচ্ছে। (গী ১১। ২৬-২৭) তিনি আরও বললেন, কৃষ্ণের উগ্র প্রভা যেন সমগ্র জগৎ দগ্ধ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বল তুমি কে ? তোমাকে প্রণাম। প্রসন্ন হও। তুমি আদি, তোমাকে জানতে ইচ্ছে হয়। কেন এইরূপ ধারণ করছো তা জানতে চাই।

অর্জুনের কৌতূহলের উত্তরে কৃষ্ণ বললেন—

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ; (গী) ১১।৩২

—আমি লোকক্ষয় কর্তা অনন্ত কাল। সব লোক ক্ষয়ের জন্য এই লোকে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি ব্যতীত প্রতিপক্ষদলে যে সব যোদ্ধা আছে তারা কেউই থাকবে না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উঠো। যশ লাভ কর। শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। এরা সকলেই নিহত হয়েছে। সব্যসাচী, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। (গী) ১১।৩৩

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও আমার দ্বারা নিহত অন্যান্য যোদ্ধাদের হত্যা কর। দুঃখ কর না। যুদ্ধে শত্রুদের জয় করে যুদ্ধ কর। এইভাবে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন।

অতঃপর অর্জুন কৃষ্ণের বন্দনা করে বলেন ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর (গরীয়সে ব্রহ্মণো) এবং ব্রহ্মারও আদি কর্তা জগৎ কেন তোমাকে নমস্কার করবে না ? সৎ অসৎ এ দুয়ের তুমি অতীত যে ব্রহ্ম তা তুমিই। অর্জুন এতদিন কৃষ্ণকে সখা

মনে করে তাঁর সঙ্গে অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যবহার করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

অর্জুন বলেন তোমার অপূর্ব মহিমা ও তোমার এই বিশ্বরূপ না জেনে আমি ভুল বশতঃ সখা মনে করে—তোমাকে তিরস্কার করে যা বলেছি, ভ্রমণে শয়নে উপবেশনে ও ভোজনকালে তোমার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে তোমাকে পরিহাস করে যে অনাদর করেছি—তোমার কাছে তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরু গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব॥ (গী) ১১।৪৩

—হে অপ্রতিম প্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা। অতএব পূজ্য গুরুর ও গুরু, ত্রিলোকে তোমার সমান কেউ নেই। তোমা অপেক্ষা অধিক কোথায়? অতএব হে দেব, আমি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, স্তুতি করে তোমাকে প্রসন্ন করছি। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ, প্রিয় ব্যক্তি প্রিয় জনের অপরাধ সহ্য করে, সেরূপ আমার শত অপরাধ সহ্য কর।

অর্জুন কাতর ভাবে আরও বললেন—

—হে দেব, অদৃষ্ট পূর্ব তোমার এই মহান রূপ দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আবার ভয়ে আমার মন অস্থির। প্রসন্ন হয়ে তোমার পূর্ব রূপ আমাকে দেখাও। তোমাকে সেই কিরীটি গদা বিশিষ্ট চক্র হস্ত দেখতে ইচ্ছা করছে। তোমার সেই চতুর্ভুজি রূপই দেখতে চাই।

কৃষ্ণ উত্তরে বললেন—

—অর্জুন, তোমার যোগবল প্রভাবে প্রসন্ন হয়ে আমার তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত ও আদি পরম রূপ দেখে তোমার দুঃখ যেন না হয়, বিমূঢ় ভাবও যেন না ঘটে। ভয়হীন প্রসন্ন চিত্তে তুমি আমার সেরূপ দেখ—এই বলে বাসুদেব অর্জুনকে আবার নিজের মূর্ত্তি দেখালেন এবং অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

অর্জুন বললেন, হে জনার্দ্দন। তোমার সৌম্য মানুষ মূর্তি দেখে আমি প্রসন্ন চিত্ত ও স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম।

অতঃপর সাকার ও নিরাকার উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় এবং ভগবানকে পাওয়ার ও ভগবানকে পেয়েছেন পুরুষদের লক্ষণ বর্ণনা ইত্যাদি কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে বিশদ ভাবে বর্ণনা করে পরিশেষে বলেন—

সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গী) ১৮।৬৬

—সর্ব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। একমাত্র আমার শরণাগত তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব।

কৃষ্ণ অর্জুনের এই অকস্মাৎ মোহ দেখে তাঁকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে তাঁর ক্ষনিক দুর্বলতা দূর করে যুদ্ধের জন্য তাঁকে উৎসাহিত করেন। এই কৃষ্ণার্জুন সংবাদ ভগবদ্গীতা নামে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থের অন্যতম অঙ্গ।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (ভী) ৪২।৭৩

—হে অচ্যুত, আমার মোহ ভঙ্গ হয়েছে। আপনার আশীর্বাদে আমি ধর্ম জ্ঞান লাভ করেছি। আমার সন্দেহ দূর হয়েছে। আপনার আদেশ আমি পালন করব।

উপরোক্ত স্বীকৃতি অর্জুনের ধর্মে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস, কৃষ্ণের উপদেশে প্রগাঢ় আস্থা প্রমাণ করে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য শল্য প্রমুখ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ ও যুদ্ধারম্ভের অনুমতি প্রার্থনার জন্য শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়ে পদব্রজে কৃতাঞ্জলি হয়ে গমন করলে অর্জুন কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভ্রাতা তাঁর অনুগমন করেন।

যুদ্ধের প্রথম দিনে অর্জুন ও ভীষ্ম পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে থাকেন। এই যুদ্ধে কেউ কাউকে বিচলিত করতে পারেন নি। ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে নিহত করলে কৌরবরা উৎফুল্ল হলেন এবং কৃষ্ণার্জুন সৈন্যদের যুদ্ধভূমি হতে ফিরিয়ে নিলেন।

শ্বেতের মৃত্যু সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে অর্জুন সম্বন্ধে বললেন, অর্জুনকেই আমি বেশী ভয় করি। কারণ অর্জুন বীর, দ্রুত অস্ত্র সঞ্চালনে সমর্থ। আমি মনে করি সে নিজ শক্তির দ্বারা শত্রুদের পরাজিত করবে। অর্জুন বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী ও মহেন্দ্রের ন্যায় বলবান। তার ক্রোধ ও সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হয় না। তাকে দেখে তোমাদের মনে কি রকম প্রশ্ন জাগছে?

তথৈব বেদবিচ্ছুরো জ্বলনার্কসমদ্যুতিঃ।

ইন্দ্রাস্ত্রবিদমেয়াত্মা প্রপতন্ সমিতিঞ্জয়ঃ॥

বজ্রসংস্পর্শরূপাণামস্ত্রাণাঞ্চ প্রযোজকঃ।
স খড়্গাক্ষেপহস্তস্তু ঘোষং চক্রে মহারথঃ॥ (ভী) ৪৯।১৭-১৮

—অর্জুন বেদজ্ঞ, শৌর্যসম্পন্ন, অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, ইন্দ্রের জ্ঞাত সমস্ত অস্ত্রেই অভিজ্ঞ অথবা ইন্দ্রাস্ত্রে পারদর্শী, অপরিমিত আত্মবল সম্পন্ন বেগ পূর্বক আক্রমণ করতে সমর্থ ও যুদ্ধে সদ্য বিজয় লাভই করে। সে এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করে যাদের স্পর্শ বজ্রের ন্যায় কঠিন। মহারথ অর্জুন নিজ হাতে সর্বদা তরবারি প্রহার করে সিংহনাদ করে থাকে।

ধৃতরাষ্ট্রের উপরোক্ত অভিমতে অর্জুনের শৌর্য বার্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্বেত নিহত হওয়ায় এবং ভীষ্ম পাণ্ডব সৈন্যদের যুদ্ধে তছনছ করে ফেলায়, ভীষ্মের ভয়ে ভীত পলায়ণরত সৈন্যদের দেখে যুধিষ্ঠির আক্ষেপ করে কৃষ্ণকে বলেছেন—স্বয়ং ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পার্শধারী বরুণ অথবা গদাধারী কুবেরকে যদি বা যুদ্ধে জয় করা যায়, তথাপি এই মহাতেজস্বী ও মহাবল ভীষ্মকে জয় করা কখনই সম্ভব হবে না।

আমি নির্বুদ্ধিতা বশতঃ ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে ভীষণ ভুল করেছি। রাজ্যের জন্য শক্তি ক্ষয় করে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। আমার বীর ভ্রাতারা শরাঘাতে দুর্বল হয়ে পড়বে। এরা বন্ধুর মত সৌহার্দ্য বশতঃ আমার জন্য রাজ্য ও সুখ ভোগ হতে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ ভোগ করছে। এই সময় এদের জীবন ও আমার জীবন মূল্যবান মনে করি। যদি বেঁচে থাকি বনে গিয়ে কঠিন তপস্যা করব। তবু যুদ্ধে মিত্রদের বৃথা হত্যা করাব না। ভীষ্ম আমার পক্ষের কয়েক সহস্র শ্রেষ্ঠ রথীকে সংহার করেছেন।

মাধব, বলুন কি করলে আমাদের মঙ্গল হবে। অর্জুনত এই যুদ্ধে উদাসীন। ভীমই একমাত্র নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছে। ভীম গদা দিয়ে রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তীদের উপর তার দুর্জয় পরাক্রম প্রকাশ করছে। কিন্তু এই ভাবে ভীম শতবর্ষেও শত্রু সৈন্যদের বিনাশ করতে পারবে না।

আপনার সখা অর্জুন দিব্যাস্ত্রে পারদর্শী হয়েও ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য আমাদের সৈন্যদের নিহত করছে দেখেও উদাসীন রয়েছে। আপনি এমন কোন যোদ্ধাকে নির্বাচন করুন যিনি যুদ্ধে ভীষ্মকে শান্ত করতে পারেন। আপনার কৃপাতেই পাণ্ডবরা সবান্ধবে শত্রু দমন করে সুখী হতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের উপরোক্তি হতে ভীম ও অর্জুনের পরস্পর বিরোধী গুণ প্রকাশ

পাচ্ছে। সর্ব শক্তির বিশেষ করে দিব্যাস্ত্রের অধিকারী হয়েও অর্জুন স্বজন ও স্ববান্ধব নিধনের ভয়ে বিমর্ষ হয়ে যুদ্ধে উদাসীন। স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁকে গীতা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করে ছিলেন—মানুষ মাত্রকেই কর্মফল ভোগ করতে হয়। অর্জুন উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু দুর্বল চিত্ত অর্জুন এই ভয়াবহ পরিণতিকে এত সহজে গ্রহণে পরাঙ্মুখ। অন্য দিকে ভীম কেমল মাত্র আপন শক্তি গদা মাত্রকে অবলম্বন করে দুষ্ট শক্তিকে শাস্তি দেবার জন্য তাঁর দুর্জয় শক্তি ক্ষয় করে চলেছেন। ভীমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এক বিরাট পৌরুষের অভিব্যক্তি। কোন দুর্বলতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। কোন দুর্জন তাঁর থেকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি।

ভীত উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নির্দেশ চাইলেন। কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনি শোক করবেন না। আপনার এই সব বীর ভ্রাতারা সর্বলোকেই বিখ্যাত ধনুর্ধর। আমি. সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য নৃপতিরা আপনার মঙ্গল করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাছাড়া শিখণ্ডীই সব নৃপতিদের সামনে ভীষ্মকে বধ করতে পারবেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি পদে বরণ করবার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। এবং অন্যান্য রথী মহারথীরা তাঁর অনুগমন করবেন জানালেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলকে সন্তুষ্ট করে বললেন, দ্রোণাচার্যকে নিহত করবার জন্য ভগবান শঙ্কর আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আজ আমি যুদ্ধে ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য ও জয়দ্রথ—এই সব যোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতি-যুদ্ধ করব।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম নয় দিন সেনাপতি ছিলেন কুরু পিতামহ ভীষ্ম। এই নয় দিন উল্লেখযোগ্য ঘোরতর যুদ্ধ হয় কুরুপক্ষে ভীষ্ম ও পাণ্ডব পক্ষে অর্জুনের সঙ্গে। এই যুদ্ধে অর্জুনের সারথি স্বয়ং কৃষ্ণ। উভয় পক্ষ এক একদিন এক এক রকমের ব্যূহ রচনা করেন। এ ব্যূহ যুদ্ধের প্রকৃতি ও কৌশলের নির্দেশক।

প্রথম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম পাণ্ডব বীরদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ফলে বহু অশ্বারোহী ও ধ্বজাধারী সৈন্য নিহত হল। এবং পাণ্ডব সেনা যত্র তত্র পালাতে লাগল। পাণ্ডব সৈন্যের এ অবস্থা দেখে অর্জুন ভীষ্মের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভীষ্ম অর্জুনের উপর বাণ বৃষ্টি আরম্ভ করলেন। ঐ সময় দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্য প্রভৃতি বীরদের দ্বারা ভীষ্ম সুরক্ষিত ছিলেন। কৌরব বীরদের বাণাঘাতে বিদ্ধ হয়েও অর্জুন ভীষ্মের বাণের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন এবং সৈন্যদের নিঃশেষ করলেন।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধেও অর্জুন এমন পরাক্রমে যুদ্ধ করলেন যে কৌরব পক্ষের একটি যোদ্ধাও তাঁর সামনে দাঁড়াবার সাহস করল না। তা দেখে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণের সঙ্গে শক্তিশালী অর্জুন কৌরব সৈন্যদের এমন অবস্থা ঘটালো যা তারই যোগ্য।

কৌরব পক্ষের এই অবস্থা দেখে ভীষ্ম সন্দেহ বশতঃ বললেন :—

ন হ্যেষ সমরে শক্যো বিজেতুং হি কথঞ্চন্।
যথাস্য দৃশ্যতে রূপং কালান্তযমোপমম্॥ (ভী) ৫৫।৫০

—তাকে (অর্জুন) কোন রূপেই এখন জয় করা যাবে না। কারণ তার রূপ বর্ত্তমানে প্রলয় কালের যমরাজের মত দেখা যাচ্ছে।

এই আশঙ্কা করে ভীষ্ম দ্বিতীয় দিনের বিরতি ঘোষণা করলেন।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে অর্জুন এমন সংহার লীলা চালালেন যেন পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যায়। সব দিকে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান কৌরব বীরদের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর অলৌকিক নৈপুণ্যে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। দ্রোণ ও ভীষ্মের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৌরব সৈন্যরা পালাতে লাগল। এমন সময় অর্জুনের পরাক্রম দেখে দুর্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণকে অত্যন্ত কটূক্তি করলেন। ক্ষুব্ধ ভীষ্ম পাণ্ডব সৈন্য নিঃশেষ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীষ্মের আক্রমণে পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে সব নৃপতিদের সামনে তুমি ভীষ্মকে বধ করবে। তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের সময় আজ উপস্থিত। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। কৃষ্ণ এইভাবে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

অর্জুন বললেন, ভীষ্মের কাছে আমাদের রথ নিয়ে চলুন। আজ আমি ভীষ্মকে ভূমিতে শয়ন করাব। ভীষ্ম সিংহ গর্জনে অর্জুনের রথ লক্ষ্য করে বাণাঘাত করতে লাগলেন। তখন অর্জুন দিব্য ধনু থেকে তিনটি শর নিক্ষেপ করে ভীষ্মের ধনু ভেঙ্গে দিলেন। নিমেষের মধ্যে ভীষ্ম অন্য একটি ধনুতে গুণ দিতেই অর্জুন সে ধনুও ভেঙ্গে দিলেন। অর্জুনের এই নিপুণতা দেখে বৃদ্ধ ভীষ্ম তাঁর প্রশংসা করে বললেন—সাবাস্ পাণ্ডুপুত্র। তোমার রণ নৈপুণ্যে আমি মুগ্ধ। ইহা তোমারই উপযুক্ত। তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর—এই বলে তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। এ সময় কৃষ্ণ তাঁর সারথ্যের চরম কৌশল দেখালেও ভীষ্মের প্রচণ্ড শরাঘাতের বেদনা হতে অব্যাহতি পেলেন না।

ভীষ্মের যুদ্ধের তীব্রতা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে প্রকার দৃঢ়তার ও একাগ্রতার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ করা উচিত, অর্জুন সেরূপ যুদ্ধ করছেন না। কৃষ্ণ আশঙ্কা করলেন এ অবস্থা চললে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের পরাজিত করা অসম্ভব নয়। ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরব বীররা কৃষ্ণার্জুনকে আক্রমণ করল, পাণ্ডব সৈন্য পালাতে লাগল। সাত্যকি ক্ষত্রিয় ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন।

তীক্ষ্ণ শরাঘাতে আহত হয়েও অর্জুন নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করছে, ভীষ্মের গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে দেখে কৃষ্ণ নিজেই ভীষ্মকে বধ করে পাণ্ডবদের সহায়তা করবেন স্থির করে, সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলে, সুদর্শন চক্র তাঁর করতলে আসলো। তিনি রথ থেকে নেমে ভীষ্মের দিকে ছুটলেন, এমন সময় অর্জুন রথ থেকে লাফিয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। কৃষ্ণ আপন বেগে অর্জুনকে টেনে নিয়ে চললেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণের দুটি পা জড়িয়ে ধরলেন। এবং মিনতি করে বললেন আপনার ক্রোধ শান্ত করুন। আপনি পাণ্ডবদের একমাত্র আশ্রয়। আমি আমার পুত্র ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করছি আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করব। আপনার আদেশানুসারে আমি কৌরবদের জয় করব। (গতির্ভবান্ কেশব পাণ্ডবানাম্) অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে কৃষ্ণ পুনরায় রথে ফিরে আসলেন। তারপর অর্জুনের গাণ্ডীব গর্জন করে উঠল। গাণ্ডীব থেকে নিক্ষিপ্ত বাণ রাশি কৌরব সৈন্যদের রক্তে রণভূমিকে রক্ত নদী করে তুলল। সেই সময় সন্ধ্যা সমাগমে কৌরব পক্ষের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল উঠল। তারা পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন যে অর্জুন সেদিন হাজার হাজার কৌরব বীর ও শত শত হাতি বিনাশ করেছেন।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ভীষ্ম ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ। দাপটে কেউ কম নয়। যুদ্ধ হলো প্রচণ্ড। জয় বিজয় কোন পক্ষের নয়। কেবল হাজার বীর যোদ্ধা ও সৈন্য ক্ষয়।

এই অবস্থা দুর্যোধনকে সন্দিগ্ধ করল। তিনি ভীষ্মকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর পক্ষের বীররা ত্রিলোক জয়ে সমর্থ, কিন্তু তাঁরা পাণ্ডবদের সামনে দাঁড়াতে পারছেন না কেন? উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের উপদেশ দিলেন। তবে তাঁর ও সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ হবে। তিনি আরও বললেন, কৃষ্ণ ও অর্জুনকে হিংসা করা নিরর্থক। তাঁরা নর নারায়ণ। কৃষ্ণের মহিমা ও শক্তির বিশদ বর্ণনা দিয়ে বললেন যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম।

যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। কৃষ্ণের মাহাত্ম্যে পাণ্ডবরা সুরক্ষিত। তাদের জয় অনিবার্য। তারা দুজন যেমন যুদ্ধে অবধ্য, অন্যান্য পাণ্ডবও সেরূপ অবধ্য। তারা তোমার শক্তিশালী ভাই। তুমি নিজের মনকে বসে এনে তাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। নর নারায়ণকে অবহেলা করে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভীষ্মের মুখে অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল।

যুদ্ধের পঞ্চম দিনেও উভয় পক্ষ স্ব স্ব ব্যূহ তৈয়ার করলেন। পুনরায় ভীষ্ম ও অর্জুনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হলো। এবার দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে অনুরোধ করলেন এমন তীব্র যুদ্ধ করুন যাতে পাণ্ডবরা নিহত হয়। আমাদের পক্ষ বলবান, বল ও পরাক্রমে হীন পাণ্ডবদের জয় করা এমন কি ব্যাপার।

দুর্যোধনের কথায় দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দুর্যোধনকে তিরস্কার করে বললেন, তুমি মূর্খ, পাণ্ডবরা কি রকম পরাক্রমশালী তোমার ধারণা নেই। ক্রুদ্ধ আচার্য নিজের বল ও পরাক্রম নিয়ে যুদ্ধে ব্যস্ত হলেন। এবং দুর্যোধন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ভীষ্মের রক্ষার জন্য হাজির হলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীব ধনুর গর্জন শুনে ও অর্জুনের ধ্বজ দেখে সৈন্যদের মধ্যে ভয় দেখা গেল। অর্জুনের যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় কৌরব সৈন্য দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে রক্ষীরা রথের উপর থেকে অশ্বারোহীরা অশ্ব হতে পদাতিরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এমন সময় ভীষ্ম নানাবিধ অস্ত্র ও বিশাল বাহিনীর নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অন্য পক্ষে অশ্বত্থামাও অর্জুনের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অর্জুন অশ্বত্থামার ধনু পর পর কেটে দিলে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে অশ্বত্থামা কতকগুলি ধারাল বাণে কৃষ্ণার্জুনকে বিদ্ধ করলেন। তাতে অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে কয়েকটি ভয়ঙ্কর বাণে অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করলে তাঁর কবচ ভেদ করে রক্তপাত ঘটলো বটে, কিন্তু তাঁকে কাহিল করতে পারলেন না। অশ্বত্থামাকে গুরুপুত্র জ্ঞানে অর্জুন তাঁকে ছেড়ে অন্য কৌরব যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। দিনের যুদ্ধের শেষ ক্ষণে অর্জুন বহু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বহু সহস্র কৌরব সৈন্য নিহত করেন। এসব সৈন্য অর্জুনকে বধ করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব সেনারা যথাক্রমে মকরব্যূহ এবং ক্রৌঞ্চব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেদিনও ভীম ও অর্জুনের বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে কৌরব সৈন্য বাহিনীও যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। সেই যুদ্ধে উভয় ব্যূহেও বহু সৈন্য নষ্ট হয়েছিল। পুনরায় উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। ভীম

দুর্যোধনকে, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্ররা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। অর্জুন এবং সারথি কৃষ্ণ কৌরব সৈন্যদের বাণ দ্বারা বিনাশ করতে করতে তাদের রণভূমি হাতে বিতাড়িত করে বিশ্রামের জন্য শিবিরে গমন করলেন।

সপ্তম দিনে কৌরব পক্ষের রাজারা চারদিক থেকে অর্জুনকে ঘিরে ফেলেন। নানাবিধ অস্ত্রে ঐ সমস্ত রাজা প্রস্তুত। অর্জুন ঐ সমস্ত রাজাদের দেখিয়ে কৃষ্ণকে বললেন, কেশব আপনার সাক্ষাতেই আমি ঐসব নৃপতিদের বধ করব। যদিও প্রথম দিকে ঐসব রাজা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাণাঘাতে আচ্ছন্ন করলেন, তার উত্তরে অর্জুন ইন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলেন যে সমস্ত রাজা পালিয়ে ভীষ্মের শরণাপন্ন হলেন। ভীষ্ম দ্রুত অর্জুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীষ্ম ও অর্জুন মুখোমুখি হলেন আবার। উভয় পক্ষের বীরদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল।

ভীষ্ম বহু বীর রাজন্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে অভিমন্যুকে লক্ষ্য করে ছুটলেন দেখে অর্জুনও তাঁর রথকে সেদিকে চালবার জন্য কেশবকে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ তাঁর নির্দেশ মত রথ চালালেন এবং অর্জুন ভীষ্মের রক্ষাকারী রাজাদের সম্মুখে সুশর্মাকে লক্ষ্য করে বললেন,—তুমি পাণ্ডবদের পূর্ব শত্রু এবং বহু অন্যায় করেছ। আজ তার ফল ভোগ করবে। সুশর্মা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সঙ্গে অর্জুনকে চারদিকে ঘিরে ফেললেন এবং মেঘ যেমন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে তেমনি বাণের দ্বারা অর্জুনকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন (শরৈঃ সংছাদয়ামাস মেঘৈরিব দিবাকরম্)। বাণাহত অর্জুন পদাহত সাপের মত ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তিনি তাদের সকলকে বাণ বিদ্ধ করলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড আঘাতে নৃপতিদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন, মস্তক খণ্ডিত হয়ে দূরে পড়েছিল, কবচ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় তাঁরা প্রাণ হারালেন। সপ্তম দিনের যুদ্ধে অর্জুনের পরাক্রম ইন্দ্রের পরাক্রমের মত মনে হয়েছিল।

ছল করি ভীষ্ম স্থানে আনি পঞ্চ বাণ।
অরিষ্ঠ ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥ (ভীঃ)

কাশীদাসী মহাভারতে এক কাহিনী পাওয়া যায় যা বেদব্যাসে নেই। কাম্য বনে দুর্যোধন যখন সপরিবারে সবান্ধবে তাঁর ঐশ্বর্য পাণ্ডবদের দেখাতে গিয়েছিলেন, তখন গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং তিনি বন্দী হন। এই সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন ও ভীম যুদ্ধ করে তাঁদের মুক্ত করেন।

তুষ্ট হয়ে ধনঞ্জয় বলে দুর্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব॥ (ভীঃ)

উভয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বাইরে রইলেন, অর্জুন ভেতরে গেলেন। অর্জুনের আগমন বার্ত্তা শুনে দুর্যোধন তাঁকে সমাদরে আনতে বললেন—

অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥
জিজ্ঞাসি কি হেতু হৈল তব আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জুন বলেন রাজা পূর্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি অর্জুনেরে দিল॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হতে চলিলেন ভীষ্মের সদন॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্যোধন।
এত রাত্রি কি কারণে হেথা আগমন॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জুন তাহা হরষিত মনে॥ (ভী)

কাশীদাসী মহাভারতের উক্ত কাহিনী উদ্ভট। দুর্যোধনের মত ধূর্ত লোক এক কথায় তাঁর মুকুট দান করার প্রসঙ্গ যেমন অবাস্তব, তেমনি ধার্মিক, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মহারথী ভীষ্মকে দুর্যোধনের মুকুট দেখিয়ে ধোঁকা দেওয়া অকল্পনীয়।

অষ্টম দিনের যুদ্ধে সাময়িক ক্লান্তির জন্য অর্জুন স্বজন নাশের ব্যথায় বিষাদ-

গ্রস্ত হলেন এবং দ্রুত এ যুদ্ধ শেষ করতে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ দ্রুত অশ্বদের চালিত করলেন। অর্জুন প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে লাগলেন। অপরদিকে ভীষ্ম, ভগদত্ত ও কৃপাচার্য—এই ত্রয়ী যোদ্ধা একত্রে সবেগে অগ্রগমনকারী অর্জুনকে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অর্জুন যমের মত কৌরব বীরদের বধ করতে লাগলেন। তখন দুর্যোধন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভীষ্ম ও কর্ণকে যুদ্ধ করতে আহ্বান করতে অনুরোধ করলেন।

ব্যথিত ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, স্বয়ং কৃষ্ণ যাকে রক্ষা করছে তাকে বধ করবে কে ? তিনি শিখণ্ডী ব্যতীত অন্য সব পাণ্ডব পক্ষীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

যুদ্ধের নবম দিনেও প্রথমে ভীষ্ম ও অর্জুনের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কৃপাচার্যও অর্জুনকে আক্রমণ করেন। অর্জুন যুদ্ধে সকলকেই সমানে আক্রমণ করেন ও বহু সৈন্য বধ করেন। অবশেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য ও অর্জুন পরস্পরের সম্মুখীন হলেন যেন আকাশে বুধ ও শুক্র সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। গুরু শিষ্যে এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ হল যে রণক্ষেত্র এক রক্ত নদীর রূপ নিল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল যে দুরাত্মা দুর্যোধনের জন্য ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ হচ্ছে।

অন্য দিকে ভীষ্মের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যরা হাহাকার করছিল। তখন কৃষ্ণ পুনরায় অর্জুনকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, উপযুক্ত সুযোগ এসেছে ভীষ্মকে বধ করবার। অর্জুনকে সেই সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য তিনি উৎসাহ দিলেন।

প্রত্যুত্তরে স্বজনবধে ব্যথিত অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন কোনটি শ্রেয়! অবধ্য মহাপুরুষদের বধ করে নরকে থেকে নিন্দনীয় রাজ্য ভোগ করা না বনবাসের কষ্ট সহ্য করা ? তারপর অর্জুন কৃষ্ণকে ভীষ্মের দিকে রথ চালাতে বললেন। ভীষ্ম অর্জুনের রথের উপর প্রচণ্ড বাণ বর্ষণ করে অর্জুনের রথকে দৃষ্টির অগোচরে ঠেলে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বিন্দু মাত্র ধৈর্য না হারিয়ে সুকৌশলে রথ চালাতে থাকেন। কৃষ্ণ দেখলেন অর্জুন অতি ধীর গতিতে যুদ্ধ করছেন। অন্য দিকে ভীষ্ম রণক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানছেন। ফলে অনেক প্রধান প্রধান বীর নিহত হচ্ছেন। অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণ রথ থেকে লাফিয়ে ভীষ্মের দিকে ছুটলেন। অর্জুন তাঁর পিছু নিয়ে কৃষ্ণের পা জড়িয়ে তাঁকে নিরস্ত করে শপথ করলেন, তিনিই ভীষ্মকে বধ করবেন।

মমৈষ ভারঃ সর্বো হি হনিষ্যামি পিতামহম্‌।
শপে কেশব শস্ত্রেণ সত্যেন সুকৃতেন চ॥ (ভী) ১০৬।৭৩

—কেশব, এ যুদ্ধের সমগ্র ভার আমার উপর। আমি আমার অস্ত্র সত্য ও সুকৃতির শপথ নিচ্ছি যে আমি পিতামহকে বধ করব। এবং মিনতি করে বললেন, কেশব তুমি সত্য ভঙ্গ করে পাপাশ্রয়ী অপবাদ নিও না।

এইখানেও অর্জুন চরিত্রের একটি অপূর্ব দিক প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজে কেবল সত্যাশ্রয়ী নন, অপরকেও সত্য রক্ষা করাতে সতত সজাগ।

অর্জুনের এ প্রতিশ্রুতিতে কৃষ্ণ পুনরায় রথে ফিরে আসলেন এবং দুই ভীম যোদ্ধা ভীষ্ম ও অর্জুন স্ব স্ব প্রতিপক্ষের বীরদের বধ করে ও সৈন্যদের তাড়িয়ে সে দিনের যুদ্ধ শেষ করলেন।

যুদ্ধান্তে কি করে ভীষ্মকে বধ করা যায় এ চিন্তায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপদেশ চাইলেন। পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে অপরাজেয় ও প্রতিপক্ষের সৈন্য সংহারে অনন্য। গতানুগতিক যুদ্ধে তাঁকে জয় অসম্ভব। এই কারণে পাণ্ডব শিবিরে মন্ত্রণা সভায় স্থির হলো কি উপায়ে পিতামহকে বধ করা সম্ভব, তাঁর নিজ মুখ থেকে তাঁরা জানবেন। এ সিদ্ধান্ত মত কৃষ্ণের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে পিতামহের শিবিরে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে সস্নেহে ভীষ্ম কৃষ্ণকে ও পাণ্ডুনন্দনদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাদের কি প্রিয় কাজ করতে পারি? নির্ভয়ে বল, অতি দুষ্কর হলেও তা আমি করব। অতি দীন ভাবে যুধিষ্ঠির বললেন, তাত, আমরা কি উপায়ে যুদ্ধে জয়ী হব, প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে এবং আপনার বধের উপায় বলুন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম অসহ্য। তারপর যুধিষ্ঠির পিতামহের শৌর্য বীর্য রণ কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, তাত বলুন, আমরা কিভাবে আপনাকে বধ করতে পারি? পিতামহ বললেন, পাণ্ডুপুত্র তোমার কথা সত্য। সশস্ত্র আমাকে সুরাসুরও জয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি আমি অস্ত্র ত্যাগ করি তবে তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে। তিনি আরও জানালেন তিনি কার কার সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। তন্মধ্যে দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী অন্যতম। কারণ তিনি পূর্বে স্ত্রী ছিলেন। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন আমার উপর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করুক। এইভাবে তোমরা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের জয় করতে পারবে।

ভীষ্মের মুখে তাঁর বধের উপায় শুনে অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হলেন এবং কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, পিতামহের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করব?

অর্জুনের মধ্যে এই দুর্বলতা লক্ষ্য করে কৃষ্ণ বললেন, ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে তুমি ভীষ্মকে বধ করবে প্রতিজ্ঞা করেছ। এখন কোন কারণে পিছু হটতে পার না। এই দুর্ধর্ষ বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর নতুবা জয় লাভ হবে না।

এইখানে বীর যোদ্ধা অর্জুনের স্নেহ মমতায় বিগলিত কোমল অন্তরের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। যিনি ক্ষমাশীল, বীর হলেও তিনি মমতা শূন্য নন। অর্জুনের বীর হৃদয়ও স্নেহ মায়ায় কাতর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিনের যুদ্ধে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন ও অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় বীর বৃদ্ধ ভীষ্মের উপর শর বর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তবে নিরাসক্ত হয়ে নয়, তিনিও শরাঘাতে পাণ্ডু পক্ষের বহু রথী মহারথীকে বধ করলেন।

শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে, তিনি হেসে বললেন, যুদ্ধ কর আর নাই বা কর, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না। শান্তনু নন্দন ভীষ্মকে উদ্দেশ্য করে শিখণ্ডী বললেন, আমি আপনার অমিত বিক্রমের কথা জানি। আপনি যুদ্ধ করুন বা না করুন আমি জীবিত অবস্থায় আপনাকে ফিরতে দেব না। অর্জুন শিখণ্ডীকে উৎসাহিত করে বললেন, তুমি ভীষ্মকে আঘাত কর, আমরা তোমাকে রক্ষা করব! আজ তাঁকে বধ না করলে আমি লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হব।

শিখণ্ডী অর্মষ ভাবে ভীষ্মকে শর দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকেন। অর্জুনও শিখণ্ডীর পিছনে থেকে পিতামহকে আঘাত করতে থাকেন এবং সত্বর পিতামহকে মূর্চ্ছিত করেন। দেবরাজ ইন্দ্র রণক্ষেত্রে দৈত্য বাহিনীকে যেভাবে সন্তাপিত করেছিলেন, ভীষ্মও তেমনি যোদ্ধাদের অতিষ্ঠ করে তুললেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, প্রবল পরাক্রম দেখিয়ে ভীষ্ম উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। বলপূর্বক তাঁকে বিনাশ করলে তোমার জয় লাভ হবে। ভীষ্ম যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি সে স্থানে গিয়ে বলপূর্বক তাঁকে নিবৃত্ত কর। তুমি ব্যতীত অন্য কেউ ভীষ্মের বাণ প্রহার সহ্য করতে পারবে না।

এভাবে কৃষ্ণের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অর্জুনের বাণ ধ্বজ, রথ ও অশ্বসহ ভীষ্মকে আঘাত করল, তবুও ভীষ্মকে জয় করতে পারলেন না। ভীষ্ম অর্জুন ও তাঁর সমস্ত সহায়ক রথী মহারথীদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ বিনষ্ট করে বিশাল পাণ্ডব সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভীষ্ম সমস্ত বীরকে আঘাত করলেন কিন্তু শিখণ্ডীর উপর কোন শরাঘাত করলেন না। দেবাসুরের যুদ্ধের মত একা ভীষ্মের সঙ্গে পাণ্ডব বীরদের যুদ্ধ চলতে থাকে। এমন সময় শিখণ্ডীকে

সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবরা ভীষ্মকে চারদিক দিয়ে পরিবৃত করে অস্ত্র বিদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্মের কবচ ছিন্ন ভিন্ন হলো, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ হলেও তিনি ব্যথার কোন লক্ষণ দেখালেন না, পরন্তু রাজাদের সৈন্য দলের মধ্যে ঢুকে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি পাণ্ডব পক্ষের ছয় মহারথীকে অত্যন্ত আহত করেন। এতে ক্রুদ্ধ অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন এবং ভীষ্মের ধনু কেটে দিলেন। যুদ্ধে আহত হয়ে ভীষ্ম দুঃশাসনকে বললেন, এই পাণ্ডব মহারথী অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বহু সহস্র বাণের দ্বারা আমাকে আহত করে ফেলেছে। যুদ্ধে স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও তাকে পরাজিত করতে পারে না (ন চৈব সমরে শাক্যা জেতুং বজ্রভৃতা অপি)। কৌরব পক্ষে সাত মহারথী তীব্র ক্রোধে বাণে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করেন এবং অর্জুনকে বধ কর, বন্দী কর, খণ্ড খণ্ড কর বলে ভয়ঙ্কর আওয়াজ তোলেন। পাণ্ডব পক্ষের সব রথী ও মহারথী অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে আসেন।

ভীষ্মের ধনু কাটা গেলে শিখণ্ডী শরাঘাতে তাঁকে ও তাঁর সারথিকে বিদ্ধ করেন। অন্য এক বাণে তিনি ভীষ্মের ধ্বজ কেটে দেন। ভীষ্ম আর একটি ধনু নিয়ে অর্জুনকে বিদ্ধ করলে, অর্জুন সে ধনুও কেটে ফেলেন। ক্রোধে অন্ধ ভীষ্ম সবেগে অর্জুনের দিকে এক শক্তি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুন সে শক্তি পাঁচ টুকরো করে দিলেন। অর্জুনের অস্ত্রাঘাত দেখে ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করলেন যদি কৃষ্ণ পাণ্ডবদের রক্ষা না করতেন, তবে একটি ধনু দিয়েই আমি পাণ্ডবদের বিনাশ করতাম। কিন্তু দুটি কারণে আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক · প্রথমতঃ পাণ্ডুপুত্র বলে তারা অবধ্য, দ্বিতীয়তঃ শিখণ্ডী সামনে উপস্থিত। ভীষ্মের আরও মনে পড়ল, যখন পূর্বে তিনি মাতা সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর পিতা শান্তনুর বিয়ে দিয়েছিলেন তখন পিতা তাঁকে দুটি বর দিয়েছিলেন। প্রথমটি ইচ্ছা মৃত্যু, দ্বিতীয়টি যুদ্ধে তিনি অবধ্য। ভীষ্ম মনে করলেন তাঁর সেই মুহূর্ত উপস্থিত।

অর্জুনের শরাঘাতে ভীষ্মের সর্বাঙ্গে দুই আঙ্গুল পরিমিত কোন স্থান ছিল না যেখানে বাণ বিদ্ধ হয়নি। এইভাবে সর্বাঙ্গ অর্জুনের শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে তাঁর শরীর খণ্ড খণ্ড হয়েছিল। অর্জুনের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ভীষ্ম দুঃশাসনকে বলেছিলেন, অর্জুনের বাণ বজ্র ও বিদ্যুতের মত অসহ্য। এসব তীক্ষ্ণ বাণে আমি গুরুতর আহত হয়েছি। এসব বাণ কখনই শিখণ্ডীর নয়।

এই বাণগুলি আমার দেহে ব্যথা সৃষ্টি করেছে। এই যমদণ্ডতুল্য বাণগুলি আমাকে যেন বিনাশ করছে। অতএব এসব বাণ শিখণ্ডীর নয়। এদের স্পর্শ গদা ও পরিঘের মত। এরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও তীব্র বিষধর সর্পের ন্যায় যেন দংশন করছে। সুতরাং এ বাণগুলি কখনও শিখণ্ডীর নয়। এই সমস্ত বাণ অর্জুনেরই। যেমন কাঁকড়ার শাবকেরা নিজের মার পেট ছিঁড়ে বাইরে আসে, তেমনি এ বাণগুলি আমার সমগ্র অঙ্গ ছিন্ন করছে। অর্জুন ব্যতীত অন্য কোন বীরের প্রহার এমন পীড়া দিতে পারে না।

ভীষ্মের মত মহাবীরের মুখে অর্জুনের এই প্রশংসা অর্জুনের বীরত্বের এক সতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি বলা যেতে পারে।

উপরোক্ত উক্তির পর ভীষ্ম পাণ্ডবদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে অর্জুনের প্রতি একটি শক্তি নিক্ষেপ করলেন, যা অর্জুন তিন টুকরো করে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ভীষ্ম জয় বা মৃত্যু পণ করে সোনার ঢাল ও তরবারি নিলেন। রথ থেকে নামবার আগেই অর্জুন তাঁর ঢাল শত টুকরো করলেন।

ভীষ্মের জীবনে যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে তাঁর ও অর্জুনের সঙ্গে দু ঘণ্টা ধরে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। অর্জুনের ভয়ে কৌরবদের অন্যান্য রথীরা যুদ্ধরত ভীষ্মকে ছেড়ে গেলেন না। অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষত হয়নি এমন বিন্দুমাত্র জায়গা ভীষ্মের শরীরে ছিল না। সেই অবস্থায় দিবাবসানের যখন স্বল্পকাল বাকী তখন তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সম্মুখেই পূর্ব দিকে মাথা রেখে ভূপতিত হলেন। আকাশে বাতাসে মহা হাহাকার শব্দ শোনা গেল। সেই সময় ভীষ্মের সর্বাঙ্গ বাণ বিদ্ধ হওয়ায় তিনি ভূপতিত হলেও তাঁর শরীর ভূতল স্পর্শ করেনি। তিনি শরের উপর শয়ন করলেন। সূর্য তখন দক্ষিণায়নে। অতএব তিনি কিরূপে মৃত্যুবরণ করবেন? সূর্য উত্তরায়ণে না আসা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো। পিতার আশীর্বাদে ভীষ্মের মৃত্যু তাঁর ইচ্ছার অধীন ছিল।

ভীষ্ম সন্ধ্যাবেলায় যখন রণভূমিতে শর শয্যা নিলেন, তখন পাণ্ডবরা ও কৌরবরা যুদ্ধ সাজ ছেড়ে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীষ্ম বললেন তাঁদের দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। ভীষ্মের দেহ যদিও শরের উপর ছিল, কিন্তু তাঁর মস্তকটি ঝুলছিল। তখন তিনি বললেন, আমার মাথাটা ঝুলে পড়েছে, সুতরাং আমাকে উপাধান দাও।

দুর্যোধন কোমল ও মসৃণ বস্ত্রে নির্মিত বহু বালিশ আনলেন। ভীষ্ম কিন্তু ঐসব উপাধান গ্রহণ করলেন না। তিনি হেসে বললেন, এসব বালিশ বীর

শয্যার উপযোগী নয়। একথা বলে তিনি সকল লোকে বিখ্যাত দীর্ঘ বাহু ধনঞ্জয়কে (সর্বলোকমহারথং দীর্ঘবাহুং ধনঞ্জয়ং) সম্বোধন করে বললেন—মহাবাহু ধনঞ্জয়, আমার মাথা ঝুলে আছে। তুমি এর যা যোগ্য উপাধান মনে কর তা দাও।

তখন অর্জুন পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করে তাঁর বিশাল ধনুতে বাণ যোজনা করে অশ্রুপ্লুত চোখে ভীষ্মকে লক্ষ্য করে বললেন।

আজ্ঞাপয় কুরুশ্রেষ্ঠ সর্বশস্ত্রভৃতাং বর।
প্রেষ্যোঽহং তব দুর্ধর্ষ ক্রিয়তাং কিং পিতামহ॥ (ভীঃ) ১২০।৪০

—সব অস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুকুল ভূষণ দুর্জয় বীর পিতামহ, আপনার সেবক আমি, কি করব আদেশ করুন।

উত্তরে ভীষ্ম বললেন, তাত, আমার মাথা ঝুলে আছে, আমাকে এই শয্যার উপযুক্ত উপাধান দাও। তুমিই একমাত্র তা দিতে পার। কারণ সমস্ত ধনুর্ধরদের মধ্যে তোমার স্থান সর্বোচ্চে।

ক্ষত্রধর্মসস্য বেত্তা চ বুদ্ধি সত্ত্বগুণান্বিতঃ।
ফাল্গুনোঽপি তথেত্যুক্ত্বা ব্যবসায়মরোচয়ৎ॥ (ভীঃ) ১২০।৪৩

—তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধি ও ধৈর্যাদি সর্ববিধ সদগুণ সমূহে সম্পন্ন।

ভীষ্মের মত মহারথীর মুখে অর্জুনের এই প্রশংসা কেবল অর্জুনের শক্তি সামর্থ্যের পরিচায়ক নয়, অর্জুনের প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থার অভিপ্রকাশ বলা যায়।

তখন অর্জুন যথা আজ্ঞা বলে গাণ্ডীব ধনুতে গুণ যুক্ত করে তিনটি আনত পর্বযুক্ত বাণ যোজনা করলেন এবং তাঁর মস্তকটি উঁচু করে দিলেন।

ভীষ্ম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর প্রশংসা করে বললেন, তুমি আমার শয্যার অনুরূপ উপাধান দিয়েছ, তা নয় ত আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। এই কথা বলে ভীষ্ম পার্শ্বে দণ্ডায়মান সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রদের বললেন, অর্জুন আমাকে মস্তকে যে উপাধান দিয়েছে, তা আপনারা দেখুন। আমি এই শয্যার উপর ততদিন শয়ন করব, যতদিন পর্যন্ত না সূর্যদেব উত্তরায়ণে আসতে আরম্ভ করেন।

পরদিন পাণ্ডব ও কৌরবরা কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্মের নিকট বসলেন। সেই স্থান শত শত ভূপালে পূর্ণ হলো।

শরাঘাতে ব্যথিত ভীষ্ম সাপের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। অতি ধৈর্য

সহকারে তিনি সেই ব্যথা সহ্য করছিলেন এবং তিনি মূর্ছিত প্রায়। তখন দুর্যোধন ভীষ্মের ক্ষত স্থান নিরাময় করবার জন্য নিপুণ বৈদ্যদের আনলেন। তাঁদের দেখে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, এইসব চিকৎসকদের ধন দান করে তুমি সম্মানের সঙ্গে বিদায় কর। এখানে এই অবস্থায় এইসব বৈদ্যরা আমার কোন উপকার করতে পারবে না।

পরদিন প্রভাতে সব রাজারা, পাণ্ডবরা ও কৌরবরা ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। তখন তিনি রাজন্যবর্গের দিকে তাকিয়ে জল চাইলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা ভীষ্মের জন্য উপাদেয় ভোজ্য বস্তু ও পূর্ণ কুম্ভ পানীয় জল নিয়ে আসলেন। তা দেখে ভীষ্ম বললেন, এখন আমি মনুষ্য লোকের কোন ভোগ্য বস্তুই উপভোগ করতে পারবো না। ভীষ্ম নৃপতিদের আনীত পানীয় জল প্রত্যাখ্যান করলেন এবং অর্জুনকে দেখবার ইচ্ছা জানালেন।

তখন অর্জুন পিতামহের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আদেশ করুন আমি আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত।

অর্জুনকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে ভীষ্ম খুবই প্রসন্ন হলেন। অর্জুনের তীব্র বাণগুলি তাঁকে কি ভাবে পীড়া দিতেছে তা প্রকাশ করলেন। বিধি অনুসারে অর্জুনই দিব্য জল প্রদানে সমর্থ তা ভীষ্ম ব্যক্ত করলেন। অর্জুন তাই হবে বলে রথে চড়ে ভীষ্মকে রথের দ্বারা পরিক্রমা করে গাণ্ডীব ধনুতে গুণ যোজনা করলেন। এবং সর্ব সমক্ষে মন্ত্র উচ্চারণ করে সে বাণকে পর্জন্যাস্ত্রে সংযুক্ত করে ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করলেন। তারপর ইহাতে শীতল অমৃতের ন্যায় মধুর এবং দিব্য সুগন্ধ ও দিব্য রসে সংযুক্ত জলের সুন্দর ধারা উপরে উঠে ভীষ্মের মুখে পড়তে লাগল। ভীষ্ম তৃপ্ত হলেন। অর্জুনের এইরূপ অদ্ভুত পরাক্রম দেখে সেখানে উপবিষ্ট সমস্ত নৃপতিরা বিস্মিত হলেন। অর্জুনের এই অলৌকিক কর্ম দেখে কৌরবরা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। সেই সময় চারদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির গম্ভীর ধ্বনি উঠল।

ভীষ্ম সেই জল পানে তৃপ্ত হয়ে উপস্থিত নৃপতিদের নিকট অর্জুনের প্রশংসা করে অর্জুনকে বললেন, তোমার মধ্যে এরূপ পরাক্রম থাকা আশ্চর্যের কথা নয়। আমাকে নারদ মুনি পূর্বেই বলেছিলেন যে তুমি মহর্ষি নর এবং নারায়ণ স্বরূপ কৃষ্ণের সাহায্যে এই পৃথিবীতে এমন কিছু মহৎ কাজ সম্পন্ন করবে যা দেবতাদের সাহায্যে স্বয়ং ইন্দ্রও করতে সক্ষম হবেন না। তুমি সমস্ত মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধনুর্ধরদের মধ্যে প্রধান। (ধনুর্ধরাণামেকস্ত্বং পৃথিব্যাং প্রবরো নৃষু)।

ভীষ্মের উপরোক্ত প্রশংসার উপর আর কোন প্রশংসা নেই। অর্জুন চরিত্র পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তবুও এই অমর কাব্যের শেষ অবধি অর্জুনের কর্মময় জীবন ব্যাপ্ত। সমগ্র মহাভারত কৃষ্ণার্জুনময়। যেমন সেক্সপীয়রের Hamlet নাটকে Prince of Denmarkকে বাদ দিয়ে অচল, তেমনি কৃষ্ণার্জুনকে বাদ দিয়ে মহাভারত অচল।

শর শয্যায় শেষ প্রয়াণের প্রতিক্ষায় থেকে ভীষ্ম দুর্যোধনকে অর্জুনের অনতিক্রম্য শৌর্য-বীর্যের ভয় দেখিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিলে তাতে দুর্যোধন দুঃখিত হলেন এবং বাস্তবকে উপেক্ষা করলেন। তেমনি ভীষ্ম কর্ণকে নিজের পঞ্চ পাণ্ডব ভাইদের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বললেন। কিন্তু পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন এক মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে তিনি ভীষ্মের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্ম শরশয্যা নিলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান হলো না।

কর্ণের উপদেশে আচার্য দ্রোণকে সেনাপতি করা হলো। আনন্দে তিনি দুর্যোধনকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। দুর্যোধন প্রার্থনা করলেন যেন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে তাঁর কাছে দেওয়া হয়। দ্রোণ বললেন, যদি অর্জুন যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে না থাকে, তবে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন।

একাদশ দিনে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আচার্য দ্রোণের প্রতিজ্ঞার কথা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জানালেন। উত্তরে অর্জুন বললেন—

যথা মে ন বধঃ কার্য্য আচার্য্যস্য কদাচন।
তথা তব পরিত্যাগো ন মে রাজংশ্চিকীর্ষিতঃ॥ (দ্রোঃ) ১৩।৭-৮

—যেমন আচার্যকে বধ করা আমার পক্ষে কখনই উচিত হবে না, তেমনি কোন অবস্থাতেই আপনাকেও পরিত্যাগ করা আমার অভীষ্ট নয়।

আপনাকে যুদ্ধ বন্দী করে দুর্যোধন রাজ্য লাভে অভিলাষী হয়েছে তার সেই ইচ্ছা কখনো পূর্ণ হবে না।

এইখানে অর্জুনের বিচিত্র চরিত্রের আর একটি দ্বার খুলে গেল। যদিও ক্ষাত্র ধর্মে অভিজ্ঞ তবুও তিনি গুরুকে বধ করবেন না, তা স্পষ্ট ভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাও তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকার করলেন। অর্থাৎ কর্তব্যপালনে তিনি কঠোর কিন্তু বিবেক বলি দিয়ে নয়। তাই শ্রদ্ধেয় গুরুকে তিনি বধ করতে অসম্মত তা জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

অর্জুন আরও বললেন, প্রাণ গেলেও আমি দ্রোণের আততায়ী হব না,

আপনাকেও ত্যাগ করবো না। আরও আশ্বাস দিয়ে বললেন, আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করতে পারবেন না। যদি যুদ্ধে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অথবা ভগবান বিষ্ণু সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে এসে দুর্যোধনের সহায়তা করেন, তথাপি আমি জীবিত থাকতে কেউ আপনাকে কখনই বন্দী করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি দ্রোণাচার্যকে ভয় করবেন না।

অন্যচ্চ ব্রুয়াং রাজেন্দ্র প্রতিজ্ঞাং মম নিশ্চলাম্॥
ন স্মরাম্যনৃতং তাবন্ন স্মরামি পরাজয়ম্।
ন স্মরামি প্রতিশ্রুত্য কিঞ্চিদপ্য নৃতং কৃতম্॥ (দ্রোঃ) ১৩।১৩-১৪

—আমি আমার অন্য প্রতিজ্ঞাও আপনাকে শোনাচ্ছি। আমি কখনও যে মিথ্যা কথা বলেছি, তা আমার মনে পড়ছে না। আমি কোথাও পরাজিত হয়েছি, তাও আমার মনে আসছে না এবং প্রতিজ্ঞা করে অতি অল্পও তাঁর অন্যথা করেছি এরূপ কোন বিষয়ও আমি স্মরণ করতে পারছি না।

এ ভাবে অর্জুন তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অগ্রজকে জানালেন। তারপর একাদশ দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষ ব্যূহ রচনা করে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করল। দ্রোণের প্রবল পরাক্রমে পাণ্ডব সৈন্যরা বিধ্বস্ত হতে লাগল। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে রক্ত নদী বইয়ে দিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীররাও প্রবল পরাক্রমে দ্রোণ ও কৌরব পক্ষীয় বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যোদ্ধারা চারদিক থেকে দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। কর্ণ পুত্র বৃষসেন প্রবল পরাক্রম দেখালেন। দ্রোণ যুদ্ধে মুখ্য যোদ্ধাদের দিকে ধাবিত হয়ে তাঁদের সকলকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার জন্য তাঁর দিকে দ্রুত এগোতে লাগলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষীয় বীররা দ্রোণের অভিলাষ ব্যর্থ করবার জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। দ্রোণ পাণ্ডবদের অন্যান্য মহারথী বীরদের শরাঘাতে আক্রমণ করে বিনাশকারী যমরাজের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের রথের নিকট গেলেন। তখন পাণ্ডব পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের জন্য শঙ্কা প্রকাশ পেলো। অপর পক্ষ দ্রোণের সাফল্যের আশায় উৎফুল্ল হতে দেখা গেল। যখন কৌরব সৈন্যরা দ্রোণের জয়ের সম্ভাবনায় আনন্দিত সেই সঙ্কট সময়ে অতর্কিতে অর্জুন সবেগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাজির হলেন।

অর্জুন হঠাৎ দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়ে তাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। তিনি বাণ জালে দ্রোণকে আচ্ছাদিত করে ফেললেন। অর্জুন এত তড়িত গতিতে ধনুতে বাণ যোজন ও নিক্ষেপ করছিলেন যে তিনি যে এ রকম দুটো

কাজ করছিলেন-তা দেখা যাচ্ছিল না। তখন কেবল চতুর্দ্দিক বাণময় হয়ে উঠল। বাণের দ্বারা অর্জুন চতুর্দ্দিক অন্ধকার করে দিলেন। তখন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ফলে দ্রোণের অব্যর্থ শর ক্ষেপণ পণ্ড হলো এবং দিনের যুদ্ধের অবসান হলো।

শিবিরে ফিরে দ্রোণাচার্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে লজ্জার সঙ্গে বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি যে অর্জুনের সাক্ষাতে সমস্ত দেবতারাও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে সমর্থ হবেন না (শক্যো গ্রহীতুং সংগ্রামে দেবৈরপি যুধিষ্ঠিরঃ)। প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণার্জুন আমার পক্ষে অজেয়। যদি কোন উপায়ে অর্জুনকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়, তবে যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনা সম্ভব হবে। যদি কোন বীর অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে নিয়ে যেতে পারেন, তবে অর্জুন তাকে পরাস্ত না করে কোন মতেই ফিরবে না। আমি অর্জুনের অবর্তমানে ধৃষ্টদ্যুম্নর সাক্ষাতেই পাণ্ডব সৈন্যদের পরাজিত করে যুধিষ্ঠিরকে অবশ্যই বন্দী করব।

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বললেন, অর্জুন প্রায়ই আমাদের অপমান করছেন। এই অপমানে আমাদের সুনিদ্রা হচ্ছে না। আমাদের সৌভাগ্য তিনি স্বয়ং আজ আমাদের সামনে এসেছেন। আমরা তাঁকে যুদ্ধ ক্ষেত্র হ'তে দূরে সরিয়ে নিয়ে বধ করব। আজ আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি যে এই পৃথিবী আজ অর্জুন হীন হবে অথবা ত্রিগর্ত্ত বর্জিত হবে। সুশর্মার পর সত্যরথ, সত্যবর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু এবং সত্যকর্মা তাঁর পাঁচ ভ্রাতাও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করলেন। তাঁদের সঙ্গে দশ হাজার রথী সৈন্যও ছিল। এরা সকলেই যুদ্ধের শপথ নিয়ে দ্রোণের শিবির থেকে ফিরে গেলেন।

এই প্রতিজ্ঞা করে প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্মা তাঁর ও অন্যান্য রাজাদের বিশাল রথী সৈন্যদের সঙ্গে অর্জুনকে আহ্বান করতে করতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দক্ষিণ অভিমুখে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সংশপ্তকদের আহ্বানে অর্জুন দ্রুত যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন—

সংশপ্তকাশ্চ মাং রাজন্নাহ্বয়ন্তি মহামৃধে॥
এষ চ ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং সুশর্মাহ্বয়তে রণে।
বধায় সগণস্তাস্য মামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥ (দ্রো) ১৭।৩৯-৪০

—এই সংশপ্তকরা আমাকে মহাযুদ্ধে আহ্বান করছে। এই সুশর্মা নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে। অতএব অনুগামীদের সঙ্গে এই সুশর্মাকে বধ করবার জন্য আমাকে কৃপা করে অনুমতি দিন।

আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে যে যদি কেউ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, আমি তা প্রত্যাখ্যান করব না। শত্রুদের এই আহ্বান আমি সহ্য করতে পারছি না। আমি আপনাকে শপথ করে বলছি এই শত্রুরা আমার হাতে নিহত হবে।

অর্জুন আর ও বললেন পাঞ্চাল রাজকুমার সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন। ইনি জীবিত থাকতে আচার্য তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন না। যদি সত্যজিৎ নিহত হন, তবে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবেন না।

অর্জুন চরিত্রের দুটো দিক এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটিতে তার ক্ষাত্র ধর্ম ও বীরধর্মের প্রতি তীব্র নিষ্ঠা, অপরটিতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান, যদিও বীরধর্মের প্রতি নিষ্ঠাই এ ক্ষেত্রে জয় লাভ করেছিল।

তারপর যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে অর্জুন সংশপ্তকদের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল—কোন এক ক্ষুধার্ত্ত সিংহ নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মৃগদের দিকে ছুটে যাচ্ছে (ক্ষুধিতঃ ক্ষুদ্বিঘাতার্থং সিংহো মৃগগণানিব)।

সংশপ্তক যোদ্ধারা রথের দ্বারা সৈন্যবাহিনীর চন্দ্রাকার ব্যূহ নির্মাণ করে সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন। তা দেখে অর্জুন হেসে কৃষ্ণকে বললেন, সুশর্মাদি যোদ্ধারা ভ্রাতাদের সঙ্গে মৃত্যুর মুখে পতিত হবে। তাই আজ যুদ্ধক্ষেত্রে এদের যেভাবে কাঁদতে হবে, সেই ভাবে এখন হর্ষোল্লাস করছে। সংশপ্তক সৈন্যদের সঙ্গে অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সুধন্বাকে অর্জুন নিহত করেন। অর্জুন বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহার করছে দেখে, সৈন্যরা চারদিকে পলায়ন করতে লাগল। সংশপ্তকদের ও তাদের সৈন্যদের বধ করে অর্জুন কৌরব সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড আক্রমণে কৌরব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হল, যেমন কোন নৌকা পর্বতের গায়ে আহত হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় (নৌরিবাসাদ্য পর্বতম্)। তারপর দশ হাজার বীর পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরে আসলেন।

যথা নলবনং ক্রুদ্ধঃ প্রভিন্নঃ ষষ্টিহায়নঃ।

মৃদ্নীয়াৎ তদ্বদায়স্তঃ পার্থোঽমৃদ্নাচ্চমূং তব॥ (দ্রো) ২৮।২০

—যেমন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ হস্তী ক্রুদ্ধ হয়ে নলবনকে মথিত করে ধূলিসাৎ করে থাকে, তেমনি অর্জুন কৌরব সৈন্যদের ধূলিসাৎ করে ফেললেন।

সেই সৈন্যদের পরাজিত হতে দেখে রাজা ভগদত্ত সেই প্রখ্যাত সুপ্রতীক নামে তাঁর হস্তীসহ দ্রুত অর্জুনের দিকে ছুটে আসলেন। ভগদত্ত অর্জুনের উপর বাণ রূপ জলধারা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। অন্যদিকে অর্জুন নিজের বাণ বৃষ্টির দ্বারা ভগদত্তের বাণ জাল নিকটে আসবার পূর্বেই ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। অর্জুন ও ভগদত্তের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অর্জুনের অসংখ্য বাণে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ভগদত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র প্রকাশ করলেন। তিনি অর্জুনের বুকের দিকে বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। অতি দ্রুত অর্জুনের সম্মুখে গিয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের বক্ষে ঐ অস্ত্র ধারণ করলেন। কৃষ্ণের বক্ষে ঐ অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালার রূপ নিল।

সেই সময় অর্জুন কৃষ্ণের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অনুযোগ করলেন। কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুদ্ধ করবেন না। এ অভিযোগের উত্তরে কৃষ্ণ তাঁকে জানালেন যে পৃথিবীর পুত্র নরককে তিনি যে বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়েছিলেন, নরকাসুরের নিকট হতে তাঁর সেই বৈষ্ণবাস্ত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত লাভ করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন লোকের কেউ-ই এই অস্ত্রে অবধ্য থাকবে না। তাই অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য এই অস্ত্রকে অন্য প্রকারে পরিণত করে দিতে হল। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন হস্তীসহ ভগদত্তকে নিহত করেন।

এখানে অর্জুনের সততা ও সত্যপ্রিয়তা লক্ষণীয়। French dramatist of poet Pierre Corneille বলেছেন—Every brave man is a man of his word কথাটি অর্জুন সম্বন্ধে খুবই প্রযোজ্য। অর্জুন এক কথার মানুষ। তাই সত্য রক্ষার প্রতি তাঁর এত দৃঢ়তা। French courtier moralist Francois Due de La Rochefoucauld বলেছেন we promise according to our hopes, but perform according to our selfishness and our fears কিন্তু কৃষ্ণের উপর এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। তিনি তো দশের উর্ধে। তবু তিনি কেন তাঁর সত্য রক্ষায় ব্যর্থ হলেন? অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্যই তিনি এ কাজ করেছিলেন।

অর্জুনের অনুপস্থিতিতে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারেননি। তবে অর্জুনের অনুপস্থিতিতে চক্রব্যূহ রচনা করে সপ্তরথী পরিবৃত হয়ে অর্জুন পুত্র অভিমন্যুকে বধ করে বীরের অনুচিত কাজ করলেন।

অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যদের বধ করে নিজ শিবিরে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে নানা অশুভ লক্ষণ দেখে তাঁর অন্তরে অশুভ আশঙ্কা দেখা দিল।

অর্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়া আসন॥
এসব দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির ভিতর। (দ্রো:)

পুত্র বৎসল পিতৃ হৃদয় সর্বদা পুত্রের অমঙ্গলে শঙ্কিত। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন—

অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব মহাবীর॥
হাহা অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥ (দ্রো)

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুন কৃষ্ণকে বলছেন, কেশব জানি না কেন আজ আমার মন এত উতলা হচ্ছে। এবং অমঙ্গলসূচক বাম অঙ্গ কাঁপছে। আমার সর্বাঙ্গ যেন শিথিল হয়ে আসছে। আমার মনে অমঙ্গল আশঙ্কা হচ্ছে যা কোন রকমেই মন হতে সরানো যাচ্ছে না। পৃথিবীতে এবং চারদিকেই ভয়ঙ্কর উৎপাত আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। এই উৎপাতগুলি বহু প্রকারের এবং সবগুলিই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল সূচক। আমার পূজ্য ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে কুশলে আছেন তো?

উত্তরে কৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শোক কর না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুধিষ্ঠির মন্ত্রীদের সঙ্গে ভালই আছে। হয়ত কোথাও অন্য কোন ক্ষতি হয়েছে।

নিরানন্দ আলোকহীন শ্রীহীন শিবিরে ফিরে অর্জুন দেখলেন মাঙ্গলিক বাদ্য স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নিজের শিবিরকে বিধ্বস্তের মত লক্ষ্য করে শত্রু বিনাশী অর্জুনের হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠল। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দন, আজ এই শিবিরে মাঙ্গলিক বাদ্য বাজছে না। দুন্দুভি ধ্বনি এবং তূর্য্য ধ্বনির সঙ্গে

মিলিত হয়ে শঙ্খধ্বনিও শোনা যাচ্ছে না। ঢোল ও করতালের শব্দের সঙ্গে আজ বীণাও বাজছে না। আমার সৈন্যদের মধ্যে বন্দীরা মঙ্গল গীতও গাইছে না। এবং স্তুতিযুক্ত সুন্দর শ্লোকও পাঠ করছে না। আমার সৈন্যরা আমাকে দেখে অধোমুখে ফিরে যাচ্ছে। পূর্বের ন্যায় অভিবাদন করে যুদ্ধের কোন খবর দিচ্ছে না। মাধব, আমার ভাইরা সুস্থ আছে তো?

প্রতিদিনের মত আজ অভিমন্যু তার ভ্রাতাদের সঙ্গে প্রফুল্ল চিত্তে যুদ্ধ ফেরৎ আমার কাছে আসছে না—এসবের কারণ কি? এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে দুই বীর শিবিরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে পাণ্ডবরা সকলে বিমর্ষ ও শোকাকুল। ভ্রাতাদের ও পুত্রদের ঐরূপ অবস্থা দেখে এবং অভিমন্যুকে সেখানে না দেখে অর্জুনের মন উদাস হয়ে পড়ল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—

আজ আপনাদের সকলকেই বিষণ্ণ দেখা যাচ্ছে। এদিকে অভিমন্যুকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা আমার সঙ্গে হৃষ্ট চিত্তে কথাও বলছেন না। আমি শুনেছিলাম যে দ্রোণাচার্য আজ চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন। আপনাদের মধ্যে বালক অভিমন্যু ব্যতীত অপর কেউ সেই ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তাকে ব্যূহ হতে বের হবার উপায় বলিনি। আজ আপনারা সেই বালক অভিমন্যুকে শত্রুর ব্যূহের মধ্যে পাঠিয়ে দেননি তো? অভিমন্যু সেই ব্যূহ ভেদ করে সেখানেই নিহত হয়নি তো?

লোহিত্যক্ষং মহাবাহুং জাতং সিংহমিবাদ্রিষু।
উপেন্দ্রসদৃশং ব্রূত কথমায়োধনে হতঃ॥ (দ্রো) ৭২।২৩

—পর্বতে জন্ম সিংহের ন্যায় রক্তবর্ণ নেত্র বিশিষ্ট, কৃষ্ণতুল্য পরাক্রমশালী মহাবাহু অভিমন্যু সম্বন্ধে এখন বলুন। সে যুদ্ধে কিভাবে নিহত হয়েছে?

পুত্র শোকার্ত অর্জুন অভিমন্যুর রূপ ও গুণাবলী বর্ণনা করে অভিমন্যু সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তিনি বিলাপ করে বললেন—

হা পুত্রকাবিতৃপ্তস্য সততং পুত্রদর্শনে॥
ভাগ্যহীনস্য কালেন যথা মে নীয়সে বলাৎ॥ (দ্রো) ৭২।৪২-৪৩

—হা পুত্র। আমি অত্যন্ত ভাগ্যহীন। নিরন্তর তোকে দেখেও আমি তৃপ্তি লাভ করতাম না। হয়ত কাল আজ বলপূর্বক তোকে আমার নিকট হতে কেড়ে নিয়ে গেল।

শোকার্ত তিনি আরও বললেন, অভিমন্যুকে না দেখে সুভদ্রা আমাকে কি

বলবে? দ্রৌপদীও আমার সঙ্গে কি কথা বলবে? আমিই বা এই দুজনকে কি উত্তর দেব।

বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং যন্ন যাস্যতি॥
সহস্রধা বধূং দৃষ্ট্বা রুদতীং শোককর্শিতাম। (দ্রো) ৭২।৫৮-৫৯

—নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বজ্রসারের দ্বারা নির্মিত হয়েছে, যে শোকে কাতর হয়ে পুত্রবধূকে (উত্তরা) কাঁদতে দেখেও বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।

এইভাবে অর্জুন পুত্রশোকে কাতর হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করতে থাকলে কৃষ্ণ তাঁকে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। সখা, এত ব্যাকুল হও না। যাঁরা যুদ্ধ হতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই বীরদের জন্য সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরাই এই গতিই স্থির করেছেন। বীরদের যুদ্ধে মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী। অভিমন্যু রণক্ষেত্রে মহাবল বীর রাজকুমারদের বধ করে বীরদের অভিলষিত সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করেছে। তুমি শোকার্ত হয়ে পড়ায় তোমার ভ্রাতারা, নৃপতিরা ও বন্ধুরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। তুমি এখন শান্ত হয়ে সকলকে আশ্বাস দাও। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ। অতএব তোমার শোক করা উচিত নয় (ন শোকং কর্তুমর্হসি)।

কৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্য শুনে অর্জুন ভ্রাতাদের বললেন, কাল আপনারা দেখবেন আমার পুত্রের শত্রুরা সব রকম বাহন সহ সবান্ধব যুদ্ধে আমার হাতে নিহত হবে। আপনারা সকলেই অস্ত্র বিদ্যায় পণ্ডিত ও হাতে অস্ত্র ছিল। অভিমন্যু সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেও আপনাদের সামনে কিভাবে নিহত হল? যদি আমি জানতাম যে পাণ্ডব ও পাঞ্চালরা আমার পুত্রকে রক্ষা করতে পারবেন না, তাহলে আমি নিজেই তাকে রক্ষা করতাম। আপনারা বাণ বর্ষণ করতে থাকলেও শত্রুরা আপনাদের হেয় জ্ঞান করে কিভাবে অভিমন্যুকে বধ করল? আপনাদের মধ্যে পুরুষার্থ নেই এবং পরাক্রমও নেই। নতুবা আপনাদের চোখের সামনেই শত্রুরা কি করে অভিমন্যুকে নিহত করল? আজ আমি নিজেকেই অপরাধী মনে করছি। কারণ আপনারা অত্যন্ত দুর্বল, ভীরু এবং দৃঢ় চিত্ত নন জেনেও অন্যত্র যুদ্ধের জন্য চলে গিয়েছিলাম। আপনাদের এই কবচ, অস্ত্র শস্ত্র কি শরীরের ভূষণ? কিংবা আমার পুত্রকে রক্ষা না করে কেবল বীরদের সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য?

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তে দেখা যায় অর্জুন শোক বিহ্বল হয়ে তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও সুহৃদবর্গের প্রতি অতি কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন। এটা তাঁর শান্ত

ধীর স্থির চরিত্রের একটি ব্যতিক্রম বলা যায়। তবে তাঁর অপত্য স্নেহের সামনে তখন অন্য সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অভিমন্যুর বধ বৃত্তান্ত শুনে জয়দ্রথকে বধ করবার জন্য অর্জুন বললেন—

সত্যং বঃ প্রতিজানামি শ্বোঽস্মি হন্তা জয়দ্রথম্।
ন চেদ্ বধভয়াদ্ ভীতো ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রহাস্যতি॥
ন চাস্মান্ শরণং গচ্ছেৎ কৃষ্ণং বা পুরুষোত্তম্।
ভবন্তং বা মহারাজ শ্বোঽস্মি হন্তা জয়দ্রথম্॥ (দ্রে) ৭৩।২০-২১

—আমি আপনাদের সামনে সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, আগামীকাল জয়দ্রথকে অবশ্যই বধ করব। মহারাজ, যদি সে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ত্যাগ না করে থাকে, আমার পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কিংবা আপনার শরণাপন্ন না হয়, তবে অবশ্যই কালকে আমি তাকে বধ করব।

যদি কাল তাকে নিহত করতে না পারি তবে যে নরকে মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা যায়, গুরু পত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভুক্তপূর্বা স্ত্রীর নিন্দাকারী, গোহন্তা এবং ব্রাহ্মণ হন্তা যায়, সেই নরকে আমি যাব। যে লোক পা দিয়ে ব্রাহ্মণ গরু বা অগ্নি স্পর্শ করে, জলে মল মূত্র শ্লেষা ত্যাগ করে, নগ্ন হয়ে স্নান করে, অতিথিকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, স্ত্রী পুত্র ভৃত্য ও অতিথিকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়, যে ব্রাহ্মণ শীত ভীত, যে ক্ষত্রিয় রণ ভীত, যে কৃতঘ্ন এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক যে নরকে যায়—সেই নরকে আমি যাব।

যদ্যস্মিন্নহতে পাপে সূর্যোঽস্তমুপযাস্যতি।
ইহৈব সম্প্রবেষ্টাহং জ্বলিতং জাতবেদসম্॥ (দ্রো) ৭৩।৪৭

—যদি এই পাপী জয়দ্রথের মৃত্যুর পূর্বেই সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করেন, তবে আমিও প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করব।

সুরাসুর, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মনুষ্য, নাগ, স্থাবর, জঙ্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। সে পাতালে আকাশে দেবলোকে, দৈত্যলোকে যেখানেই থাক্, আমি শরাঘাতে তার শিরচ্ছেদ করব।

ক্রুদ্ধ অর্জুন দক্ষিণ ও বাম হস্তে গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কারধ্বনি করতে লাগলেন। তাঁর সেই টঙ্কারধ্বনি অন্য সব শব্দকে দাবিয়ে দিয়ে আকাশ স্পর্শ করে দিক দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুললো। কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। তখন অর্জুনও দেবদত্ত শঙ্খ বাজাতে আরম্ভ করলেন। আকাশ

পাতাল ও পৃথিবী কেঁপে উঠলো। ইহাতে মনে হলো যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হয়েছে। অর্জুন যখন এই প্রতিজ্ঞা করলেন তখন পাণ্ডব শিবিরে সহস্র বাদ্য বেজে উঠল ও বীররা সিংহনাদ করলেন।

অর্জুনের এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শুনে জয়দ্রথ ভীত হয়ে পড়লেন এমন কি আত্ম-গোপন করতে চাইলেন। কিন্তু দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্য তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে বলেছিলেন, তুমি ভ্রাতাদের মত না নিয়েই আজ এই প্রতিজ্ঞা করলে—তা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করলে। তুমি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলে তার জন্য আমরা যেন হাস্যাস্পদ না হই। কারণ কর্ণ, ভূরিশ্রবা অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপাচার্য ও শল্য—এই ছয়জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। এঁদের জয় না করলে জয়দ্রথের কাছে পৌছান সম্ভব নয়।

উত্তরে অর্জুন বলেছিলেন, আমি মনে করি এদের মিলিত শক্তি আমার অর্দ্ধেকের তুল্যও নয়। আমি দ্রোণাচার্যের সামনেই জয়দ্রথের মাথা কেটে মাটিতে ফেলবো। জয়দ্রথের রক্ষকদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রকেই আমি যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করব।

গাণ্ডীবঞ্চ ধনুর্দিব্যং যোদ্ধা চাহং নরর্ষভ।
ত্বঞ্চ যন্তা হৃষীকেশ কিন্নু স্যাদজিতং ময়া॥ (দ্রো) ৭৬।২০

—হৃষীকেশ, যেখানে দিব্য ধনু গাণ্ডীব, আমি যোদ্ধা ও আপনি সারথি, সেখানে আমি কাকে না জয় করতে পারি।

এখানে অর্জুনের বিচার বুদ্ধি, গভীর আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের প্রমাণও পাওয়া যায়।

যথা লক্ষ্ম স্থিরং চন্দ্রে সমুদ্রে চ যথা জলম্।
এবমেতাং প্রতিজ্ঞাং মে সত্যাং বিদ্ধি জনার্দ্দন॥ (দ্রো) ৭৬।২২

—জনার্দ্দন, যেমন চাঁদে কৃষ্ণ বর্ণের চিহ্ন স্থির, যেমন সমুদ্রে জলের সত্তা সুনিশ্চিত, তেমনি আপনিও আমার এই প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলে মনে করবেন।

যেমন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণে সত্য, সাধু পুরুষগণে নম্রতা এবং যজ্ঞে লক্ষ্মীর অবস্থান ধ্রুব, সেইরূপ যেখানে সাক্ষাৎ নারায়ণ আপনি বিদ্যমান, সেখানে জয় অবশ্যম্ভাবী।

সেই রাত্রে কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিদ্রা হল না। অপর দিকে নানাবিধ অশুভ সূচক চিহ্ন দেখা গেল যা কৌরব সেনাদের ভীতির কারণ হলো।

শোকে তাপে জর্জরিত অর্জুন কর্তব্যে সর্বদা সজাগ। তাই তিনি পত্নী সুভদ্রা ও পুত্রবধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণও অর্জুনের শিবিরে গিয়ে ভগ্নী সুভদ্রা ও ভাগ্নেবধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা দিলেন।

সেই রাত্রে জয়দ্রথ দুর্যোধনের সঙ্গে দ্রোণের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুন ও আমার মধ্যে প্রভেদ কি তা জানতে ইচ্ছা করি।

দ্রোণাচার্য উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের দুজনকেই সমভাবে অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু যোগাভ্যাস ও কষ্ট ভোগ করে অর্জুন অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। তবু তুমি ভীত হয়ো না। আমি তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা করব। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব—যা অর্জুন ভেদ করতে পারবে না। দ্রোণের কথা শুনে জয়দ্রথ আশ্বস্ত হলেন এবং ভয় ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

এদিকে কৃষ্ণের নির্দেশে সেই রাত্রিতে অর্জুন মহাদেবের উপাসনা করে তাঁর প্রসাদে শক্তি সঞ্চয় করেন। অর্জুন শিবমন্ত্র জপ করতে করতে নিদ্রাভিভূত হলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন—কৃষ্ণ তাঁর বিষাদের কারণ জিজ্ঞেস করছেন। অর্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞার কথা জানালে কৃষ্ণ বললেন, যদি অর্জুনের পাশুপত অস্ত্র জানা থাকে, তবে তিনি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন। যদি জানা না থাকে তবে তিনি যেন ভগবান বৃষভধ্বজের ধ্যান ও মন্ত্র জপ করেন।

অর্জুন শুচিশুদ্ধ হয়ে একাগ্র চিত্তে মহাদেবের ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি দেখলেন কৃষ্ণ যেন তাঁর হাত ধরে আকাশ মার্গে বায়ুবেগে হিমালয় অতিক্রম করে মহামন্দর পর্বতে মহাদেব, পার্বতী প্রভৃতির কাছে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন মহাদেবের স্তব করে মহাদেবকে প্রণাম জানালেন। অর্জুন দেখলেন তিনি মহাদেবের যে পূজা করেছিলেন, তার পূজার সামগ্রী মহাদেবের নিকট এসেছে। মহাদেবের কৃপায় অর্জুন পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করলেন। তারপর কৃষ্ণার্জুন মহাদেবকে প্রণাম করে শিবিরে ফিরে আসলেন।

পরদিন অর্জুন যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যদের তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনালেন। এবং সাত্যকিকে বললেন আজ শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আমি নিশ্চয় আজ জয়ী হব। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর।

দ্রোণাচার্য কৌরব সৈন্যদের উৎসাহ দিলেন এবং চক্র শকট ব্যূহ নির্মাণ করলেন। চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ সুরু হল। কৌরব সৈন্যরা অশুভ লক্ষণ দেখতে লাগলেন। রণভূমিতে অর্জুন প্রবেশ করলেন ও শঙ্খনাদ হ'ল। অর্জুন দুর্মর্ষণের গজ সৈন্যদের সংহার করলে সমস্ত কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করে।

অর্জুনের শরাঘাতে হতাহত হয়ে সৈন্যসহ দুঃশাসন পলায়ন করলেন। দুঃশাসনের সৈন্যদের সংহার করে সব্যসাচী জয়দ্রথকে জয় করবার জন্য দ্রোণের সৈন্যের দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে দ্রোণকে বললেন, আপনি আমার মঙ্গল চিন্তা করুন। আমি আপনারই করুণায় এই দুর্ভেদ্য সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক। আপনার করুণায় জয়দ্রথকে বধ করতে চাই। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সহায়ক হউন।

উত্তরে দ্রোণ হাসতে হাসতে বললেন, অর্জুন আমাকে পরাজিত না করে তুমি জয়দ্রথকে বিনাশ করতে পারবে না। এই কথা বলেই অর্জুনকে তিনি আক্রমণ করেন। অর্জুন শরাঘাতে দ্রোণের বাণগুলিকে প্রতিরোধ করলেন। অর্জুন দ্রোণের পায়ে শরাঘাত করলেন। দ্রোণও অর্জুনের বাণগুলিকে ছিন্ন করে অগ্নি ও বিষতুল্য তেজস্বী শরাঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ অর্জুনকে অযথা কাল-ক্ষেপন করতে নিষেধ করলেন। দ্রোণ অর্জুনকে অন্যত্র চলে যেতে দেখে ব্যঙ্গ করে বললেন, অর্জুন কোথায় যাচ্ছ? তুমি তো শত্রুজয় না করে যুদ্ধ হতে বিরত হও না। অর্জুন উত্তরে বললেন, আপনি আমার গুরু। শত্রু নন। আপনাকে পরাজিত করতে পারে এ জগতে এমন পুরুষ আর নেই।

অর্জুন জয়দ্রথের দিকে দ্রুত চললেন। পাঞ্চালবীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজা রক্ষক হয়ে অর্জুনের সঙ্গ নিলেন। কৃতবর্মা ও শ্রুতায়ু অর্জুনকে বাধা দিতে লাগলেন। রাজা শ্রুতায়ুধ কৃষ্ণকে গদাঘাত করলেন। কিন্তু সেই গদা ফিরে-এসে শ্রুতায়ুধকেই বধ করল। অর্জুনের শরাঘাতে সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নিহত হলেন। তারপর বহু ম্লেচ্ছ সৈন্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে শরাঘাতে পলায়ন করল।

সেদিন অর্জুনের শরাঘাতে অনেক বীর প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক কৌরব সেনা নিহত বা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছে দেখে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে অনুযোগ করলে তিনি কৃষ্ণের দ্রুতগামী অশ্বের উল্লেখ করে বললেন, কৃষ্ণ সারথি শ্রেষ্ঠ, তার অশ্বগুলি ক্ষিপ্রগামী। অল্প ফাঁক পেলেও তা দিয়ে অর্জুন শীঘ্র যেতে পারে। তুমি কি দেখতে পাও না আমার বাণ অর্জুনের রথের এক ক্রোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে। দ্রুত গতিতে যেতে পারি না। আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরে দেব বলেছি সুতরাং তাকে ছেড়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না। অর্জুন ও তুমি একই বংশে জন্মেছ। তুমি বীর কৃতী ও

দক্ষ। তুমিই শত্রুতার সৃষ্টি করেছো। ভয় পেয়ো না। তুমি নিজেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

দ্রোণাচার্যের উক্তি হতে অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুরু দ্রোণাচার্য যে ভয় পান তা উপলব্ধি করা যায়।

উত্তরে দুর্যোধন বললেন, আপনি অস্ত্র বিশারদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবু অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে। সেই অর্জুনকে আমি কিভাবে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হব? যুদ্ধে বজ্রধারী ইন্দ্রকে জয় করা যায়। কিন্তু শত্রুনগর বিজয়ী অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। কৌরব পক্ষীয় শ্রেষ্ঠ মহারথীদের অর্জুন নিহত করেছে। ম্লেচ্ছ সৈন্যদের বধ করেছে, যে যুদ্ধে অগ্নির ন্যায় শত্রুদের দগ্ধ করে থাকে (যুদ্ধে দহন্তমিব পাবকম্) এবং সব রকম অস্ত্র পারদর্শী, সেই দুর্ধর্ষ বীর অর্জুনের সঙ্গে আমি কি করে যুদ্ধ করব?

অর্জুনের শক্তি সম্বন্ধে দুর্যোধনের এই উক্তি অর্জুনের শৌর্য বীর্যের স্বীকৃতি।

দ্রোণ দুর্যোধনকে নির্ভয়ে যুদ্ধ করতে বলে দুর্যোধনের দেহে স্বর্ণময় কবচ বেঁধে দিলেন যাতে যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত বাণগুলি ও অন্যান্য অস্ত্র তাঁকে আঘাত করতে না পারে। তিনি দুর্যোধনকে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালেন।

অর্জুনের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন ও অশ্ব নিহত হল। এই সময় দুর্যোধনের সহায়তায় ভূরিশ্রবা, কর্ণ, কৃপাচার্য ও শল্য প্রভৃতি সসৈন্যে এসে অর্জুনকে বেষ্টন করেন। অর্জুনের ধনুর টংকার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ধ্বনি শুনে, যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে তাঁর সাহায্যার্থে যেতে বলেন। উত্তরে সাত্যকি বলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। কর্ণাদি মহারথীদের বিক্রম অর্জুনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। পরে সাত্যকি ভীমাদির উপর যুধিষ্ঠিরের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে সমর ক্ষেত্রে হাজির হলেন।

দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যখন পাণ্ডব সৈন্যদের যুদ্ধ চলছিল, সূর্য যখন অস্তাচলের অভিমুখী হলো তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন জয়দ্রথকে জয় করবার জন্য তাঁর দিকে যাচ্ছিলেন। অবন্তী দেশের বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জুনকে বাধা দিতে এসে নিহত হলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ দেখে কৌরব সৈন্যরা ভীত হলো। জয়দ্রথ বহুদূরে আছে জানতে পেরে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমার অশ্বগুলি শরাঘাতে আহত ও ক্লান্ত হয়েছে। জয়দ্রথও দূরে রয়েছে। আপনি অশ্বদের শুশ্রূষা করুন। আমি শত্রু সৈন্যদের দমন করব। এই বলে অর্জুন রথ থেকে

নাবলেন। এবং অস্ত্রাঘাতে ভূমি ভেদ করে একটি সুন্দর জলাশয় সৃষ্টি করলেন। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বদের পরিচর্যা করে জল খাইয়ে সুস্থ করলেন।

অর্জুনের সৃষ্ট সেই জলাশয় একটি সরোবরে পরিণত হ'ল। তাতে হংস ও নানা জলচর জন্তুতে পূর্ণ ছিল। স্বচ্ছ জলপূর্ণ এই বিশাল সরোবরে সুন্দর পদ্মফুল ফুটে ছিল। কচ্ছপ ও মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল। এই সুন্দর সরোবর দেখবার জন্য দেবর্ষি নারদ এসেছিলেন (আগচ্ছন্নারদমুনিদর্শনার্থং কৃতং ক্ষণাৎ)। বিশ্বকর্মার ন্যায় অদ্ভুত কর্মকারী অর্জুন যেখানে—

শরবংশ শরস্থূণং শরাচ্ছাদনমদ্ভুতম্।
শরবেশ্মাকরোৎ পার্থস্তষ্টেবাদ্ভুতকর্মকৃৎ॥ (দ্রো) ৯৯।৬২

—শরগুলির দ্বারা একটি আশ্চর্য গৃহ নির্মাণ করলেন। সে গৃহে শরগুলিই বাঁশ, শরগুলিই স্তম্ভ এবং শরগুলিই আচ্ছাদন ছিল।

অর্জুনের এই শরের দ্বারা তৈরী গৃহ দেখে কৃষ্ণ তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। অর্জুনের অনেক অলৌকিক কর্মের মধ্যে এইটি অন্যতম। অর্জুন যে যোগ সাধনার দ্বারা অনেক অলৌকিক কর্মের অধিকারী হয়েছিলেন পূর্বে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এইটি তার অন্যতম।

এই সময় কৌরব সৈন্যরা শরাঘাতে অর্জুনকে আচ্ছাদিত করল যেমন মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদিত করে (ছাদয়ন্তঃ শরৈঃ পার্থং মেঘা ইব দিবাকরম্)। অর্জুন একাকীই ভূতলে অবস্থান করে রথে উপবিষ্ট সমস্ত ভূপতিদের রুদ্ধ করলেন যেমন লোভ সব গুণকে নিবারণ করে থাকে (একো নিবারয়ামাস লোভঃ সর্বগুণানিব)। তারপর কৃষ্ণ পুনরায় বেগে রথ চালালেন। অর্জুন কৌরব সৈন্য আলোড়িত করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দূরে জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন। এই সময় চারদিক থেকে এমন ধূলো উড়তে লাগল যে তার দ্বারা সূর্য আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন। সেই সমরাঙ্গনে শরাঘাতে ক্লিষ্ট সৈন্যরা কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি।

কৃষ্ণার্জুনকে অগ্রসর হতে দেখে কৌরব সৈন্যদের মধ্যে নিরাশা দেখা গেল। জয়দ্রথকে দেখে উভয়ে উল্লাসিত হয়ে উঠলেন। এবং আনন্দে গর্জন করতে লাগলেন। অশ্বদের লাগাম হস্তে কৃষ্ণ ও গাণ্ডীব ধনু হাতে অর্জুন— এই উভয়ের প্রভা তখন সূর্য ও অগ্নির মত মনে হচ্ছিল। তাঁরা সমস্ত সৈন্যদের অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে দুর্যোধন জয়দ্রথকে রক্ষা করবার জন্য শক্তি দেখাতে আরম্ভ করলেন।

দুর্যোধন সবেগে এসে অর্জুনের রথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ভাগ্যক্রমে দুর্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছে। এখন তাকে বধ কর। অর্জুন ও দুর্যোধনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগল। কিন্তু অর্জুন কোন ক্রমেই দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারছেন না। দুর্যোধন সহাস্যে নিজের সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বলছেন—আজ আমি তোমাদের ভয় দূর করব। এই দুজনকে আজ আমি নিহত করব। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, যদি তুমি পাণ্ডুপুত্র হও, তবে তুমি যে সব লৌকিক ও দিব্য অস্ত্র শিখেছ—সেই সমস্ত অস্ত্র আমার উপর প্রয়োগ করে শীঘ্র দেখাও। তোমার ও কৃষ্ণের যে শক্তি আছে, তা আমার উপর শীঘ্র প্রয়োগ কর।

দুর্যোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুন দুর্যোধনের উপর বহু শর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁর প্রতিটি আঘাত ব্যর্থ করলেন। অর্জুনের বাণ নিষ্ফল হচ্ছিল। দুর্যোধনকে কোন প্রকারে কাবু করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন অঘটন ঘটতে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, আজ আমি প্রস্তর খণ্ডকে দেখছি—যা পূর্বে কখনও দেখিনি। তোমার নিক্ষিপ্ত শর দুর্যোধনকে স্পর্শ করছে না। তোমার গাণ্ডীবের শক্তি ও তোমার বাহুবল ঠিক আছে তো? আজ যুদ্ধে বজ্র ও অশনির মত ভয়ংকর এবং শত্রু দেহ বিদীর্ণকারী তোমার বাণগুলি কোন কাজই করতে পারল না, এ কি বিড়ম্বনা!

অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন, তার মধ্যে এই অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। এই কবচের মধ্যে ত্রিলোকের শক্তি লুপ্ত আছে। একমাত্র দ্রোণাচার্যই এই বিদ্যা জানেন। আমিও তাঁর নিকট হতে এই বিদ্যা শিখেছি। এই কবচ কোন রূপে বিদীর্ণ করা যায় না। যুদ্ধে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ইহাকে বজ্রের দ্বারা ছিন্ন করতে পারবেন না। এই কবচ ধারণ করে দুর্যোধন নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছে। কিন্তু এই কবচ ধারণ করলে যে কর্তব্য পালনের বিধান আছে, তা দুর্যোধন জানে না। স্ত্রীরা যেমন অলঙ্কার পরে থাকে, তেমনি দুর্যোধনও দ্রোণাচার্যের কবচ তার দেহে ধারণ করেছে। এখন আপনি আমার ধনু ও বাহুর পরাক্রম দেখুন। কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হলেও দুর্যোধনকে আমি বর্তমানে পরাজিত করব। ইন্দ্র বিধি ও রহস্য সহ এই কবচ আমাকে দিয়েছেন। যদি দুর্যোধনের এই কবচ দেবতাদের দ্বারা নির্মিত কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি রচনা করে থাকেন, তথাপি আজ আমার শরাঘাতে নিহত দুর্যোধনকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

তারপর অর্জুন শরাঘাতে দুর্যোধনের ধনু ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং তাঁর অশ্ব ও সারথিকে নিহত করলেন। দুর্যোধনের মহাবিপদ দেখে ভূরিশ্রবা কর্ণ কৃপ শল্য প্রভৃতি সসৈন্যে এসে অর্জুনকে বেষ্টন করলেন। তখন পাণ্ডবদের ডাকার জন্য অর্জুন বার বার তাঁর ধনুকে টংকার দিলেন, কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য বাজালেন। অর্জুনের গাণ্ডীবের শব্দ শুনতে পেয়ে এবং কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ধ্বনি শুনে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হয়ে সাত্যকিকে অর্জুনের সহায়তায় পাঠালেন। অর্জুন ও দুর্যোধনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অর্জুন দুর্যোধনকে পরাজিত করেন।

অতঃপর অর্জুন কৌরব মহারথী বীরদের সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধ করলেন। ভূরিশ্রবা, শল কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য, শল্য, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন—এই নয় মহারথীর সঙ্গে অর্জুন একাকী তুমুল যুদ্ধ করেন। এদিকে দ্রোণাচার্য ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে পাণ্ডব সৈন্যদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় রথ ভেঙ্গে যাওয়ায় যুধিষ্ঠির পলায়ন করেন। কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ হচ্ছিল. তখন অর্জুন ও সাত্যকির সন্ধানে যুধিষ্ঠির ভীমকে পাঠালেন।

সাত্যকি অদ্ভুত পরাক্রমে বহু কৌরব বীরদের নিহত করে যেখানে কৃষ্ণার্জুন ছিলেন, সেইখানে আসছিলেন। কৃষ্ণের মুখে সাত্যকির আগমন বার্তা শুনে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, সাত্যকির অবর্তমানে যুধিষ্ঠির জীবিত আছেন কিনা জানি না। তাঁকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমি সাত্যকিকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে সেই কর্তব্য না করে, আমার কাছে আসছে কেন? এদিকে জয়দ্রথকে নিহত করা হয়নি। তাছাড়া ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে আক্রমণ করতে আসছে।

অর্জুন মহাবীর হলেও কর্তব্যে অটুট। তাই সাত্যকিকে কর্তব্যভ্রষ্ট হতে দেখে, তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কেবল রক্ষা করার কর্তব্য নয়। তাঁর প্রতি অর্জুনের ভালবাসার নিদর্শন এই মহাকাব্যে বহুবার দেখা গেছে।

ভূরিশ্রবা সাত্যকির মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভূরিশ্রবা যখন সাত্যকির মুণ্ডচ্ছেদ করবার জন্য তাঁর কেশগুচ্ছ ধরেছেন, তখন অর্জুন তাঁর বাহুচ্ছেদ করেন। এই অন্যায় যুদ্ধের জন্য ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য বীররা তাঁকে ধিক্কার দিলে অর্জুন ভূরিশ্রবাকে বললেন—

সংগ্রামাণাং হি ধর্মজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
ন চাধর্মমহং কুর্য্যাং জানংশ্চৈব হি মুহ্যসে॥ (দ্রো) ১৪৩।১৮

—আমি যুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে সব কিছুই জানি। সমস্ত বেদ শাস্ত্রের অর্থ বিষয়ে পারদর্শী। আমি কোন রূপেই অধর্মাচরণ করতে পারি না—তা জেনেই তুমি আমার সম্বন্ধে মোহিত হয়েছ।

যুদ্ধে বীরের পক্ষে কেবল নিজেকে রক্ষা করা উচিত নয়। যে তার কার্যে নিযুক্ত আছে, সে অবশ্যই তার দ্বারা রক্ষণীয়। সাত্যকি বহু যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করে মহারথী বীরদের পরাজিত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার অশ্বরাও পরিশ্রান্ত হয়েছে। সে নিজে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হয়ে ক্লিষ্ট হয়েছে। এই অবস্থায় মহারথী সাত্যকিকে যুদ্ধে জয় করে তুমি খুব আত্ম তৃপ্তি লাভ করবে ভেবেছিলে। সাত্যকিকে এই অবস্থায় দেখে আমার মত কোন বীর তা সহ্য করতে পারে? তোমার আমার নিন্দা করা উচিত নয়। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ না জেনে অপর কাউকে নিন্দা করতে নেই। তরবারি হাতে সাত্যকিকে বধ করবার তোমার অভিলাষ হয়েছিল, সেই অবস্থায় আমি তোমার বাহু ছেদ করেছি। এই কর্ম নিন্দনীয় নয়। তিনি আরও বললেন—

ন্যস্তশস্ত্রস্য বালস্য বিরথস্য বিবর্মণঃ।
অভিমন্যোর্বধং তাত ধার্মিকঃ কো নু পূজয়েৎ ॥ (দ্রো) ১৪৩।৪৩

—তাত, বালক অভিমন্যু অস্ত্র, কবচ এবং রথহীন হয়ে পড়েছিল, তথাপি সেই অবস্থায় তাকে যে বধ করা হয়েছিল, তাকে কোনও ধার্মিক পুরুষ প্রশংসা করতে পারে না।

অর্জুনের উপরের উক্তি হতে কেবল তাঁর স্পষ্টবাদিতার পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অতি কঠোর—এটাই তার সাক্ষ্য।

সূর্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নেই। অর্জুন তখন কৃষ্ণকে বললেন, জয়দ্রথের নিকট রথ নিয়ে চলুন। আমি যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি। অর্জুনকে আসতে দেখে দুর্যোধন, কর্ণ, বৃষসেন শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। অর্জুন কর্ণকে পরাজিত করলেন, তারপর অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে অর্জুনের ভয়ংকর যুদ্ধ হল। ক্রুদ্ধ অর্জুন কৌরব সৈন্যদের উপর দুর্ধর্ষ ইন্দ্রাস্ত্র প্রকটিত করলেন। ইহা হতে শত শত সহস্র সহস্র প্রজ্বলিত অগ্নিমুখ বাণ নিক্ষিপ্ত হল। সূর্য কিরণের ন্যায় তেজস্বী বাণগুলির দ্বারা আকাশ যেন বহু উল্কায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন সেদিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন। কৌরবরাও এত অস্ত্র বর্ষণ করলেন যে তাতে চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। অন্য কোন যোদ্ধাই সেই অন্ধকার দূরীভূত

করতে পারতেন না। কিন্তু অর্জুন তাঁর দিব্যাস্ত্র দ্বারা অন্ধকার দূর করলেন। অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে কৌরব বীররা নিহত হলেন এবং রণাঙ্গণে সমস্ত দিক ও সব মহারথীদের পরাজিত করতে করতে তিনি জয়দ্রথের দিকে অগ্রসর হলেন।

সেই সময় তিনি জয়দ্রথকে বহু বাণে বিদ্ধ করলেন। অর্জুনকে জয়দ্রথের দিকে যেতে দেখে কৌরব পক্ষীয় বীর যোদ্ধারা ভয়ে হতাশ হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। অর্জুন কৌরবদের চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করে জয়দ্রথের উপর আক্রমণ করলেন। কৌরব মহারথীদের শরাঘাতে বিদ্ধ করে অর্জুন সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। অর্জুনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জয়দ্রথ তা সহ্য করতে পারলেন না। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। অর্জুন জয়দ্রথের সারথির মস্তক ও তাঁর ধ্বজ কেটে ফেললেন।

এই সময় সূর্য তীব্র গতিতে অস্তাচলে যাচ্ছিল। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন জয়দ্রথ প্রাণ ভয়ে ছয় জন মহারথী বীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এই ছয়জন বীরকে বধ করতে না পারলে জয়দ্রথকে বধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমি এখানে সূর্যকে এমন ভাবে আবৃত করব। যাতে জয়দ্রথ একাই সূর্যকে স্পষ্ট রূপে অস্তে যেতে দেখতে পায়। তখন জয়দ্রথ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আনন্দে উল্লসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। সে সুযোগে তুমি তাকে আক্রমণ করবে। মনে কর না, সূর্য যথার্থই অস্ত গেছে।

অর্জুন বললেন, তাই হোক। তখন কৃষ্ণ যোগবলে সূর্যকে আবৃত করে অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। কৌরবরা সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে অর্জুনের আত্মহত্যা দেখবার জন্য উৎফুল্ল হয়ে বেরিয়ে আসলেন, জয়দ্রথ নিঃসঙ্কোচ চিত্তে সূর্যাস্ত দেখছিলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সেই অবসরে অর্জুন জয়দ্রথের মুণ্ডচ্ছেদ করে তা ভূপাতিত না করে কৃষ্ণের নির্দ্দেশে বাণ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে আকাশে উঠল। অর্জুনের আরও কতকগুলি বাণ সেই মুণ্ড উর্দ্ধে বহন করে নিয়ে চলল। সেই বাণ সন্ধ্যা বন্দনা রত বৃদ্ধ ক্ষত্রর ক্রোড়ে গিয়ে পড়ল। বৃদ্ধ ক্ষত্র ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তখন তাঁর পুত্রর মস্তক ভূমিতে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রর মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হল।

কথিত আছে জয়দ্রথের জন্ম মুহূর্ত্তে রাজা ক্ষত্র দৈববানী শুনে ছিলেন যে রণস্থলে কোনও শত্রু তাঁর পুত্রর শিরচ্ছেদ করবে। পুত্র বৎসল ক্ষত্র তখন অভিশাপ দিলেন, যে তাঁর পুত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ

হবে কৃষ্ণ এই কাহিনী জানতেন। তাই তিনি অর্জুনকে দিয়ে জয়দ্রথের মস্তক তাঁর পিতা বৃদ্ধ ক্ষত্রর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করলেন।

জয়দ্রথের বধের পর কৃষ্ণ যোগমায়া অপসারিত করলেন। কৌরবরা বুঝলেন কৃষ্ণ মায়া বলে সূর্যাস্ত ঘটিয়েছিলেন যথার্থ সূর্যাস্ত তখনও হয়নি।

অর্জুন চরিত্রে সর্বত্রই দেখা যায় ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন। এই ক্ষেত্রেও কৃষ্ণ মায়া বলে সূর্যকে আবৃত না করলে, অর্জুনের পক্ষে সূর্যাস্তের পূর্বে ছয়জন মহাবীরকে বধ করে জয়দ্রথকে বধ করা সম্ভব হোত না।

জয়দ্রথকে বধ করায় ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য অর্জুনের প্রতি শর নিক্ষেপ করে তাঁকে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। অশ্বত্থামাও রথে আরোহণ করে অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। গুরু কৃপাচার্য ও গুরু পুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করতে অর্জুন ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি উভয়কে শরাঘাতে জর্জরিত করলেন। কৃপাচার্য অর্জুনের শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হলেন এবং রথের পশ্চাদ ভাগে গিয়ে বসে পড়লেন। সারথি তাঁর রথ দূরে সরিয়ে নিল। অশ্বত্থামাও তখন অর্জুনকে ত্যাগ করে অন্য কোন বীরের সঙ্গে যুদ্ধে করতে গেলেন।

কৃপাচার্যকে রথে মূর্চ্ছিত হতে দেখে অর্জুন আক্ষেপ করে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, অস্ত্র শিক্ষা দান কালে গুরু কৃপাচার্য বলেছিলেন, তুমি কখনও গুরুর উপর অস্ত্র প্রয়োগ কর না। যুদ্ধে আমি তাঁরই উপর শরাঘাত করে তাঁকে অমান্য করলাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুকে আঘাত করার জন্য অর্জুনের মধ্যে এই যে অনুতাপ, তার থেকেই অর্জুনের কোমল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জুন শক্তিতে মহাবীর হলেও মানবতার দিক থেকে তিনি খুবই নরম ও দুর্বল বলা যেতে পারে। ভীমের নিকট শত্রু—শত্রু। তিনি গুরু বা পূজ্য আত্মীয় বলে তাঁর প্রতি কঠোর হতে দ্বিধা করেননি বা আক্রমণ করে কখনও অনুতপ্ত হননি। দুই ভ্রাতার মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান।

জয়দ্রথকে নিহত দেখে কর্ণকে অর্জুনের রথের দিকে আসতে দেখে পাঞ্চাল রাজকুমার যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং সাত্যকি সহসা তার দিকে ধাবিত হলেন। অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন কর্ণ যে দিকে যাচ্ছে আপনিও সেইদিকে চলুন। কৃষ্ণ বললেন সাত্যকি একাই কর্ণের পক্ষে যথেষ্ট। বর্তমানে কর্ণের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ অনুচিত। কারণ তার নিকটে ইন্দ্র প্রদত্ত একটি শক্তি আছে। তোমাকে বধ করবার জন্য কর্ণ প্রতিদিন এই অস্ত্রকে পূজা করে তা রক্ষা করছে। অতএব

কর্ণকে সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে দাও। আমি কর্ণের অন্তকাল জানি। তুমিই তাকে বধ করবে।

এখানেও দেখা যাচ্ছে অর্জুনকে রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে তখন কর্ণের কাছে যেতে দিলেন না। এইভাবে বার বার দৈব অর্জুনের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে সব বিপদ হতে রক্ষা করেছেন। আর কর্ণ বার বার ভাগ্য দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। তাঁর পুরুষকার তাঁর ভাগ্যের কাছে পরাজিত হয়েছে।

ভীম ধৃতরাষ্ট্রের একত্রিশটি পুত্রকে নিহত করেছিলেন। তারপর কর্ণ ভীমকে রথহীন করে বাক্য বাণে তাঁকে বিদ্ধ করেন। পরাজিত ও দুঃখিত চিত্তে ভীম তখন খেদ করে অর্জুনকে বললেন, কর্ণ তোমার সামনেই আমাকে বারংবার বলল, নপুংসক, মূর্খ, পেটুক, অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, বালক ও সংগ্রাম ভীরু। অতএব সে বধ্য। এই বাক্যভাষী ব্যক্তিকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা আমি তোমার সঙ্গেই করেছি। আমরা উভয়েই কর্ণকে বধ করতে পারি। কর্ণকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ। তাকে বধ করবার সময় এই কথাগুলি মনে রেখো।

ভীমের কথা শুনে অর্জুন কর্ণের নিকট গিয়ে তাঁকে বললেন, সূতপুত্র তুমি স্বয়ং আত্মপ্রশংসা করে থাকো। তুমি বার বার পরাজিত হয়ে পালিয়েছ, তবু ভীম কখনও তোমাকে কটু কথা বলেনি। ভীমের এই মহত্ত্ব তাঁর উচ্চ কুলের জন্মের পরিচয় দেয়। তুমি একবারই দৈবক্রমে ভীমকে রথহীন করেছো। সেই গর্বে তুমি ভীমসেনকে কটু বাক্য বলে তোমার নীচ কুলে জন্মের পরিচয় দিয়েছ। তোমার সামনে বিপদ এসেছে। যেমন শৃগাল বনজাত (ব্যাঘ্রাদি) পশুদের অবহেলা করে থাকে, সেইরূপ তুমি ত ক্ষত্রিয় সমাজকে অপমান করেছ। যুদ্ধ ভীমের পৈত্রিক পেশা আর তোমার কাজ রথ চালনা করা। আমি তোমাকে সমস্ত অস্ত্রধারীর সামনে বলছি, তুমি তোমার সব কাজ শেষ করে ফেল। সাত্যকি তোমাকে রথহীন করেছে। তুমি আমার বধ্য জেনে, তোমাকে জয় করেও সাত্যকি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

ন চ কঞ্চন নিন্দন্তি সন্তঃ শূরা নরর্ষভাঃ।
ত্বং তু প্রাকৃতবিজ্ঞানস্তৎ তদ্ বদসি সূতজ॥ (দ্রোঃ) ১৪৮।১৩

—সজ্জন পুরুষরা শত্রুকে জয় করে আত্মপ্রশংসা সূচক কোন কথা বলেন না, কাউকে কোন কটু কথা বলেন না এবং কারও নিন্দাও করেন না।

তুমি যে ভীমকে কটুবাক্য বলেছ এবং আমার অসাক্ষাতে তোমরা যে আমার পুত্র অভিমন্যুকে বধ করেছ, তোমরা তার ফল পাবে। তুমি নিজের

বিনাশের জন্যই অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করেছিলে। অতএব তোমাকে তোমার ভৃত্য, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবসহ আমার হাতে প্রাণ দিতে হবে। তুমি তোমার সব কর্তব্য সম্পন্ন কর। তোমার অতি দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। আমি যুদ্ধে তোমার সামনেই তোমার পুত্র বৃষসেনকে বধ করব। আজ আমি ধনু স্পর্শ করেই শপথ করছি, তোমাকে আমি বধ করব। তোমাকে ধরাশায়ী হতে দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত অনুতাপ করবে। অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা শুনে কৌরব সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল শোনা গেল।

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভয়ংকর দৃশ্য দেখাতে দেখাতে যুধিষ্ঠিরের নিকট নিয়ে গেলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জয়দ্রথ বধের সংবাদ দিলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তুতি করলেন এবং অর্জুন ভীমসেন ও সাত্যকিকে অভিনন্দন জানালেন।

জয়দ্রথকে রক্ষা করতে না পারায় দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে ভৎর্সনা করেন। উত্তরে দ্রোণাচার্য বললেন, আমি সর্বদা তোমাকে বলেছি যে সব্যসাচী অর্জুন যুদ্ধে অজেয়। বিদুর বীর ও ধার্মিক। তিনি তোমাকে পাশা খেলতে নিষেধ করেছিলেন। সেই পাশাই আজ অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণ হয়ে আমাদের বধ করছে। কর্ণও দুর্যোধনকে বলেন, আচার্যের নিন্দা করবেন না। তিনি স্থবির, দ্রুত গমনে অক্ষম, বাহু চালনাতেও অশক্ত হয়েছেন। অস্ত্র বিশারদ হয়েও তিনি পাণ্ডবদের জয় করতে পারবেন না। অর্জুন কৃতী, যুবা, দক্ষ, বীর ও ক্ষিপ্রহস্ত। বিশেষতঃ কৃষ্ণ তাঁর সারথি। অর্জুনকে বাধা দেওয়া আচার্যের সাধ্যাতীত। আমরা নানা ভাবে ছলনা করে পাণ্ডবদের হত্যা করবার চেষ্টা করলেও দৈবের প্রভাবে সর্বত্র নিষ্ফল হয়েছি। যুদ্ধ কর। দৈব তার নিজ পথেই চলবে। সৎ বা অসৎ সব কাজের পরিণামে দৈবই প্রবল।

তারপর কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অর্জুনের প্রবল আক্রমণে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করছে দেখে দুর্যোধন আক্ষেপ করে দ্রোণাচার্য ও কর্ণকে বলেছিলেন, জয়দ্রথকে বধ করায় আপনারা ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রেই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু পাণ্ডবরা আমার সৈন্য সংহার করছে, আর আপনারা তা দেখছেন। বাক্যবাণে জর্জরিত করায় দ্রোণ ও কর্ণ উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধন কর্ণকে পাণ্ডবদের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলে তখন কর্ণ অর্জুনকে বধ করবেন বলায় কৃপাচার্য অর্জুনের শৌর্য বীর্যের উল্লেখ করে তার পাশে বার বার পরাজিত কর্ণের চিত্র তুলে ধরে বলেছিলেন—

কর্ণ, তুমি জেনে রাখো যে, যেখানে যুদ্ধ বিশারদ কৃষ্ণার্জুন আছে, সেখানে জয় সুনিশ্চিত। যদি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সর্প ও রাক্ষসরাও কবচ বন্ধন করে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন, তবুও যুদ্ধে কৃষ্ণার্জুনকে কখনও এঁরা জয় করতে পারবেন না।

কর্ণের আক্রমণে পাণ্ডব সৈন্যরা পলায়ন করছে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন কর্ণের বধের জন্য যা করা উচিত তা কর।

অর্জুন কর্ণের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শল্য এবং কৃতবর্মা ও কর্ণকে রক্ষা করবার জন্য অর্জুনের দিকে অগ্রসর হলেন। পাঞ্চাল সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত অর্জুনও কর্ণের উপর আক্রমণ করলেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অর্জুন কর্ণের চারটি অশ্বকে চারটি ভল্লের দ্বারা নিহত করলেন এবং তাঁর সারথির শিরচ্ছেদ করে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কর্ণের ধনু ছিন্ন করে অর্জুন তাঁকে চারটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করলেন। তখন বাণবিদ্ধ কর্ণ সেই রথ হতে দ্রুত নেমে কৃপাচার্যের রথে চড়লেন। কর্ণকে অর্জুনের নিক্ষিপ্ত বাণে কণ্টকাকীর্ণ শজারুর মত মনে হচ্ছিল। কর্ণকে পরাজিত হতে দেখে কৌরব সৈন্যরা চারিদিকে পালাতে লাগল।

রাত্রির অন্ধকারে দুর্যোধনের নির্দেশে উভয় পক্ষের সৈন্যরা মশাল জ্বালিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। কর্ণ মহাবিক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাঞ্চালদের পরাজিত করেন। দ্রোণ ও কর্ণের শরাঘাতে আহত হয়ে পাঞ্চাল সৈন্যরা পলায়ন করল। সেই সময় সৈন্যদের পলায়ন করতে দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে কর্ণকে তখন বধ করা কর্তব্য কিনা তা স্থির করতে বললেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আজ যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রম দেখে ভীত হয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য আপনি স্থির করুন। কারণ আমাদের সৈন্যরা বারংবার পলায়ন করছে। কর্ণ নির্ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিচরণ করছে। আমাদের পলায়মান শ্রেষ্ঠ বীরদের তীক্ষ্ণ শরাঘাত করছে।

নৈনং শক্ষ্যামি সংসোঢ়ুং চরন্তং রণমূর্ধনি।
প্রত্যক্ষং বৃষ্ণিশার্দূল পাদস্পর্শমিবোরগঃ॥ (দ্রো) ১৭৩।৩৩

—বৃষ্ণি, সর্প যেমন কারও পাদস্পর্শ সহ্য করতে পারে না, তেমনি আমি যুদ্ধে আমার সম্মুখে কর্ণের এই বিচরণ সহ্য করতে পারছি না।

মধুসূদন, আপনি দ্রুত সেই স্থানে চলুন, যেখানে মহাবীর কর্ণ রয়েছে। আজ হয় আমি তাকে বধ করব, অথবা সে আমাকে বধ করবে।

কৃষ্ণ বললেন, আজ রণাঙ্গনে কর্ণকে দেবরাজ ইন্দ্রের মত অমানুষিক পরাক্রম প্রকাশ করতে ও বিচরণ করতে দেখেছি। আজ সমর ক্ষেত্রে তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধা নেই যে তার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু এই সময় কর্ণের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা আমি উচিত মনে করছি না। কর্ণের হাতে ইন্দ্র প্রদত্ত একটি শক্তি যা প্রজ্বলিত উল্কার মত—এই শক্তির কথা কৃষ্ণ অর্জুনকে মনে করিয়ে দিলেন। আরও বললেন, কর্ণ যুদ্ধে তোমার উপর ঐ শক্তি প্রয়োগ করবার জন্য সুরক্ষিত করে রেখেছে। এই শক্তি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে থাকে। অতএব ঘটোৎকচকে কর্ণের নিকট পাঠান উচিত। ঘটোৎকচ তোমাদের হিতৈষীও তোমার অত্যন্ত অনুরক্ত। সে যুদ্ধে কর্ণকে জয় করতে পারবে। তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কৃষ্ণের পরামর্শে ঘটোৎকচকে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠান হলো।

এখানেও দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ অর্জুনের হিতার্থে কৌশলে ঘটোৎকচকে কর্ণের ক্রোধাগ্নির সামনে পাঠিয়ে, সেই শক্তিশেল দ্বারা ঘটোৎকচকে নিহত করিয়ে সেই শক্তিশেল নিঃশেষ করলেন। অর্জুনের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য বিধি সদা প্রস্তুত। সৌভাগ্যের দোলায় যেন অর্জুনের জীবনের প্রতি পলক দুলছে। তাই যখনই কোন বিপদের কাল ছায়া তাঁর জীবনের উপর রেখাপাতে উদ্যত তখন কেউ না কেউ তাঁকে রক্ষা করে থকেন। কর্ণর বিধিলিপি সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী।

ভীমপুত্র ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডব শিবিরে শোকের ছায়া নেবে এলো। একমাত্র কৃষ্ণই খুসী হয়েছিলেন। কারণ কর্ণ ঘটোৎকচের পরাক্রমে পরাজিত হবার ভয়ে ইন্দ্র প্রদত্ত সেই শক্তি প্রয়োগ করে ঘটোৎকচকে বধ করে আত্মরক্ষা করলেন।

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে তিরস্কার করে বললেন, আপনি সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে সেই সব দিব্যাস্ত্র দিয়ে দেবতা, অসুর ও গন্ধর্বদের সঙ্গে এই সমস্ত লোকদের বিনাশ করতে পারেন—এতে কোন সংশয় নেই। কিন্তু আপনি অর্জুনকে পরাস্ত করতে পারছেন না।

দ্রোণ উত্তরে বললেন, তুমি মুর্খের মত কথা বলছ। যুদ্ধে অর্জুনের মুখোমুখী হয়ে কে আত্মরক্ষা করতে পারে? তার বীরত্বের বিষয় তোমাকে বলছি শোন—

ত্বং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ ॥

উৎসহন্তে রণে জেতুং কুপিতং সব্যসাচিনম্ (দ্রো) ১৮৫।১৪-১৫

—দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসরাও ক্রুদ্ধ হয়ে সব্যসাচীকে রণে জয় করতে পারবেন না।

তিনি আরও বললেন, খাণ্ডব দাহনের সময় দেবরাজ ইন্দ্রও তার বীর্যে পরাজয় স্বীকার করেছেন। ঘোষ যাত্রার কথা মনে কর। নিবাতকচ নিধন, হিরণ্য পুরবাসী দানবদের নিহত করা প্রভৃতি জেনেও কি সব্যসাচীর সামর্থ্য বুঝতে পারনি ?

শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের অর্জুনের শৌর্য বীর্যের প্রশংসা কুরুবৃদ্ধ পিতামহের উক্তির পুনরুক্তি মাত্র।

দ্রোণাচার্যকে কোন প্রকারে বধ করতে না পেরে কৃষ্ণের প্ররোচনায় ভীমের সমর্থনে দ্রোণাচার্যের ভবিতব্যতা জেনে যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলে তাঁকে অস্ত্র ত্যাগে বাধ্য করান। (২য় পর্ব দ্রষ্টব্য) অর্জুন কিন্তু কৃষ্ণের এই হীন চক্রান্তকে সমর্থন করেননি।

প্রিয় গুরু বৃদ্ধ দ্রোণাচার্যকে এভাবে মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে বধ করতে উদ্যত হলে অর্জুন তাঁকে বললেন—

জীবন্তমানয়াচার্য্যং মা বধীর্দ্রুপাত্মজ। (দ্রো) ১৯২।৬৬

—হে দ্রুপদকুমার, তুমি আচার্যকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এস, তাঁকে বধ কর না।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুন ও অন্যান্য রাজাদের নিষেধ গ্রাহ্য করলেন না। কারণ দ্রোণাচার্যকে হত্যা করবার জন্যই যজ্ঞভূমি হতে তাঁর উৎপত্তি। কিন্তু এইরূপ ভাবে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা অর্জুন কোন রকমেই অনুমোদন করতে পারেননি। দ্রোণাচার্য নিহত হওয়ার পর কৌরব সৈন্যরা পালাতে লাগল।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মাতুল কৃপাচার্যের নিকট দ্রোণ বধের কাহিনী শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরব সৈন্যদের নিয়ে অন্যায় যুদ্ধে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসলেন। কৌরব সৈন্যদের সিংহনাদ শুনে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে এই কোলাহলের কারণ জিজ্ঞেস করায় অর্জুন বললেন, যাঁর জন্মক্ষণে পিতা আচার্য দ্রোণ ব্রাহ্মণদের এক হাজার গাভী দান করেছিলেন, যেই বীর জন্মগ্রহণ করেই ত্রিলোককে কম্পিত করে অশ্বের ন্যায় হ্রেষাধ্বনি করেছিল—যা শুনে কোন এক অদৃশ্য প্রাণী সেই সময় তাঁর নাম অশ্বত্থামা রেখেছিলেন। সেই বীর অশ্বত্থামা সিংহনাদ করছেন। দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্যায়ভাবে গুরু দ্রোণাচার্যকে বধ করায় তাঁর পুত্র প্রতিশোধ নিতে এসেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন যে গুরুদেবের কেশাকর্ষণ

করেছিল, তা নিজের পুরুষার্থ বিষয়ে সব কিছু জেনে অশ্বত্থামা কখনই ক্ষমা করতে পারবেন না (তন্ন জাতু ক্ষমেদ দ্রৌণির্জানন পৌরুষমাত্মনঃ)।

উপচীর্ণো গুরুর্মিথ্যা ভবতা রাজ্যকারণাৎ ॥
ধর্মজ্ঞেন সতা নাম সোঽধর্মঃ সুমহান্ কৃতঃ।
চিরং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥
রামে বলিবধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে।
সর্বধর্মোপপন্নোঽয়ং স মে শিষ্যশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ (দ্রো) ১৯৬।৩৪-৩৬

—আপনি ধর্মজ্ঞ হয়েও রাজ্যের লোভে মিথ্যা কথা বলে নিজের গুরুদেবকে যে প্রতারণা করেছেন, তাতে আপনি অত্যন্ত সুমহৎ অধর্ম কাজ করেছেন। আত্মগোপন করে বালিকে বধ করেছিলেন বলে যেমন রামচন্দ্রের অপযশ ঘটেছিল, তেমনি মিথ্যা কথাবলে দ্রোণাচার্যকে নিহত করার জন্য চরাচর প্রাণীসহ ত্রিলোকে আপনার অকীর্তি চিরস্থায়ী হবে।

অর্জুন যথার্থই সজ্জন ছিলেন। এই উক্তি তার প্রমাণ। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় গুরুর এমন অপমৃত্যুতে তিনি খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে আরও বললেন, গুরুদেব জানতেন আপনি সর্ব প্রকার ধর্মে অভিজ্ঞ এবং সত্য ভাষী। সুতরাং আপনি কখনও তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলবেন না— এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু আপনি 'অশ্বত্থামা হতঃ কুঞ্জরঃ'— এরূপ সত্যের অন্তরালে আচার্যকে অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে বলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে—গুরুদেবের সেই অন্ধ বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করেছেন। তারপর তিনি প্রাণের মায়া ছেড়ে পুত্র শোকে কিরূপ ব্যাকুল হয়েছিলেন তা আপনি দেখেছেন। পুত্র শোকাতুর পুত্রবৎসল গুরুদেব পুত্রের শোকে মগ্ন হয়ে যুদ্ধে বিমুখ হলেন, অবস্থার সেই সুযোগে আপনি সনাতন ধর্মকে অবজ্ঞা করে তাঁকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করালেন। সেই অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে আজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করতে আসছেন। অস্ত্র ত্যাগ করে অচৈতন্য গুরুদেবকে অধর্ম পূর্বক বধ করিয়ে এখন আপনি তাঁর মুখোমুখি হন এবং যদি শক্তি থাকে, তবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন।

আজ আমরা সকলে মিলিত হয়েও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করতে সমর্থ হব না। যে অশ্বত্থামা অতি মানুষ (অলৌকিক) এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যিনি মৈত্রী ভাব রক্ষা করেন তিনিই আজ নিজ পিতার কেশাকর্ষণ কাহিনী শুনে রণে আমাদের সকলকে অস্ত্রানলে দগ্ধ করবেন।

আমি আচার্যদেবের প্রাণ রক্ষার জন্য বারংবার চেঁচিয়ে বারণ করেছিলাম,

কিন্তু নিজে শিষ্য হয়েও ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্যায় ভাবে গুরুকে হত্যা করলো। আমাদের জীবনের অধিকাংশ ভাগই শেষ হয়েছে। এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তাই আমাদের ভীমরতি ধরেছে। সেজন্য আমরা এমন গর্হিত অপরাধ করছি।

পিতেব নিত্যং সৌহার্দাৎ পিতেব হি চ ধর্মতঃ।

সোঽল্পকালস্য রাজ্যস্য কারণাদ্ ঘাতিতো গুরুঃ॥ (দ্রো) ১৯৬।৪৫

—যিনি সর্বদা পিতার ন্যায় আমাদের স্নেহ করতেন, ধর্ম দৃষ্টিতেও যিনি আমাদের পিতারই তুল্য, সেই গুরুদেবকে আজ আমরা ক্ষণ ভঙ্গুর রাজ্যের জন্য হত্যা করলাম।

আমাদের শত্রুরা সর্বদা আচার্যদেবের সেবা করেছেন। তাদের থেকে ভাল জীবিকা বৃত্তি পেয়েও আচার্যদেব সর্বদা আমাকে নিজের পুত্রের থেকে অধিক আদর করতেন। তিনি আপনাকে ও আমাকে দেখে যুদ্ধে অস্ত্র রেখে দিয়েছেন এবং মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি তিনি যুদ্ধ করতেন, তবে সাক্ষাৎ ইন্দ্রও তাঁকে বধ করতে পারতেন না। রাজ্য লোভে আমরা তেমন গুরুদেবকে হত্যা করিয়েছি।

আমার গুরুদেব জানতেন যে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় প্রয়োজন হলে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও স্ত্রীদের এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে পারবো।

কিন্তু আমি রাজ্যের লোভে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছি। এই পাপের জন্য আজ আমি অধোমস্তক হয়ে নরকে যাব। অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে গুরু হত্যার জন্য সাশ্রুনয়নে ধিক্কার দেন। তিনি আরও বললেন, গুরুদেব একে তো ব্রাহ্মণ ছিলেন, তার উপর বৃদ্ধ এবং আমাদের আচার্য। এ ছাড়া তিনি অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন এবং মহামুনির বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই অবস্থায় রাজ্যের জন্য তাঁকে অন্যায় ভাবে হত হতে দেখে আমার বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু বরণ করা আমি শ্রেয় মনে করি।

এখানে অর্জুন চরিত্রের কোমলতা ও সত্য নিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রিয় গুরুর মৃত্যুতে ক্লিষ্ট। তিনি যে কতটা Sentimental বা ভাব প্রবণ ছিলেন, তারও প্রমাণ তাঁর আত্মোৎসর্গের অভিপ্রায়ে প্রকাশ পেয়েছে।

অশ্বত্থামা পিতৃবধে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন তখন কৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবপক্ষ যুদ্ধ হতে বিরত থেকে নারায়ণাস্ত্র প্রকাশ ব্যাহত করেন।

তারপর দুর্যোধনের প্রেরণায় অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন, যা অর্জুন অবলীলায় ব্যর্থ করেন।

ভগ্ন মনোরথ হয়ে অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর নারায়ণ-মন্ত্র ব্যর্থ হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে, ব্যাসদেব কৃষ্ণার্জুনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে তাঁকে জানালেন যে কৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ এবং অর্জুনই নর ঋষি।

তাবেতৌ পূর্বদেবানাং পরমোপচিতাবৃষী।
লোকযাত্রা বিধানার্থং সঞ্জায়েতে যুগে যুগে॥ (দ্রো) ২০১।৮৭

—এই দুই ঋষি নর ও নারায়ণ পূর্বে দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রদের মধ্যে বিষ্ণু স্বরূপ এবং তপস্যায় অধিক। ইহারা লোকদের ধর্ম মর্যাদায় স্থাপিত করে তা রক্ষার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

ব্যাসদেব অশ্বত্থামাকে জানালেন—অশ্বত্থামাও রুদ্রের অংশ বিশেষ। এই তিন জনেরই অনেক জন্ম হয়ে গেছে। তাঁরা বহু বছর কর্মযোগ ও তপস্যা করেছেন। যুগে যুগে কৃষ্ণার্জুন শিবলিঙ্গের পূজা করছেন। অশ্বত্থামা শিব প্রতিমা পূজা করছেন। অর্জুন সর্বদাই শিবাশ্রিত ও শিবানুগৃহীত।

অর্জুন স্বয়ং ব্যাসদেবকে বলেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বলন্ত ত্রিশূল হাতে এক ত্রিশূলধারী মহাপুরুষ শূল বিচ্ছুরণ করতে করতে তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন। তিনি যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকের শত্রুরা পরাভূত হচ্ছিল। তিনি যদিও ত্রিশূল নিক্ষেপ করেননি, তবু তাঁর ত্রিশূল হতে সহস্র সহস্র শূল নির্গত হয়ে শত্রুদের সংহার করে চলেছিল। কিন্তু লোকে মনে করে অর্জুনই শত্রুদের পরাজিত করছে। অর্জুন এই ত্রিশূলধারী পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে ব্যাসদেব তাঁকে জানান তিনিই দেবাদিদেব মহাদেব।

এ তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে অর্জুন শিবাশ্রিত এবং তপস্যার দ্বারা আশুতোষকে কেবল তুষ্টই করেননি, তাঁর প্রভূত আশীর্বাদও লাভ করেছিলেন। ব্যাসদেব তাঁকে সব সময় রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হতে উপদেশ দেন।

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন শল্যকে সারথি করে কর্ণকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। তারপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অর্জুন অশ্বত্থামাকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি মগধবাসী শক্তিশালী দণ্ডধারকে তাঁর হস্তিদের শুদ্ধ নিহত করেন। দণ্ডধার নিহত হলে তাঁর ভ্রাতা দণ্ড অর্জুন ও কৃষ্ণকে বধ করবার অভিপ্রায়ে তাঁদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। অর্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণের

দ্বারা দণ্ডের মুণ্ড কাটেন। বাহন হস্তির পিঠ হতে দণ্ডের মস্তক মাটিতে পড়ে গেল। পাণ্ডব সৈন্যরা দণ্ডর প্রতাপে আতঙ্কিত হয়েছিল। দণ্ডকে বধ করায় তাঁরা অর্জুনকে অভিনন্দিত করে।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে সেদিনের যুদ্ধের বর্ণনা শুনে অর্জুন সম্বন্ধে বললেন—

অর্জুন একাকীই সুভদ্রাকে হরণ করেছিল, একাকীই খাণ্ডব বনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করেছিল এবং একাকীই এই ভূমণ্ডলকে জয় করে সমস্ত নরপতিদের করদানে বাধ্য করেছিল।

একো নিবাতকবচানহনদ্ দিব্যকার্মুকঃ।
একঃ কিরাতরূপেণ স্থিতং শর্বমযোধয়ৎ॥ (কর্ণ) ৩১।৩

—সে দিব্য ধনু ধারণ করে একাকীই নিবাত কবচদের সংহার করেছে, এবং কিরাত রূপী দণ্ডায়মান মহাদেবের সঙ্গে অর্জুন একাই যুদ্ধ করেছে। অতএব অর্জুন দুর্জয়।

ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তি হতেও মহাবল অর্জুনের দুরাতিক্রম্য বীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জুনের অমিত বিক্রমের কথা দেবলোকে ও মানবলোকে কারো অবিদিত ছিল না।

রাত্রিতে কৌরবরা নিজেদের শিবিরে প্রত্যাগমন করে পুনরায় গুপ্ত মন্ত্রণা করেন। সেই সময় কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে কৌরব বীরদের বললেন—

অর্জুন সাবধান, দৃঢ়, চতুর ও ধৈর্যশীল। তার উপর কৃষ্ণও যথা সময়ে তাকে পরামর্শ দেয়। এই জন্য সে দ্রুত অস্ত্র চালনা করে আমাদের পরাজিত করেছে। আগামী কাল আমি তার সমস্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করে দেব।

কর্ণর অর্জুন সম্বন্ধে উপরোক্তি পরোক্ষে অর্জুনের প্রশংসা করা হয়েছে।

পরদিন প্রত্যুষে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, আজ আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাকে বধ করব কিংবা সে আমাকে নিহত করবে। আমাদের উভয়ের সামনে নানা রকম বহু কাজ এসেছিল, সেজন্য তার সঙ্গে আমার দ্বৈরথ যুদ্ধ এখনও হয়নি। আজ আমি যুদ্ধে অর্জুনকে বধ না করে ফিরে আসব না। আমার ও অর্জুনের দিব্যাস্ত্রগুলির শক্তি সমানই আছে।

তারপর কৌরব ও পাণ্ডবদের ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। অর্জুন ও কর্ণ উভয়েই বিরোধী পক্ষের সৈন্যদের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন। প্রবল সংশপ্তক বাহিনীতে

পদাতিক ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সংখ্যাই বেশী ছিল। সংশপ্তকদের সঙ্গে অর্জুনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। তিনি শত্রুদের নানা রকম অস্ত্র সহ সহস্র সহস্র মস্তক ছিন্ন করলেন। তারপর সেই শত্রুদের বধ করে অর্জুন পুনরায় ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কৌরব সৈন্য এমন ভাবে সংহার করতে লাগলেন যেমন প্রলয় কালে রুদ্রদেব জগতের প্রাণীদের বিনাশ করে থাকেন।

অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যদের বধ করে কৃষ্ণকে বললেন, জনার্দ্দন যুদ্ধ করতে করতে সংশপ্তক সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সংশপ্তক মহারথীরা নিজ নিজ দলের সঙ্গে পলায়ন করছে। যেমন মৃগরা সিংহের গর্জন শুনে ভয়ে উৎসাহ-হীন হয় তেমনি এই সমস্ত সৈন্যরা আমার শরাঘাত সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে উৎসাহ হীন হয়ে পড়েছে।

আপনি জানেন কর্ণ কি রকম শক্তিশালী যোদ্ধা। যুদ্ধে আমি ব্যতীত অন্য কোন মহারথী যোদ্ধা তাকে জয় করতে পারবে না। যেখানে কর্ণ আমাদের সৈন্যদের বিতাড়িত করছে, আপনি সেখানে চলুন।

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, তুমি এই কৌরব সৈন্য সংহার কর। কৃষ্ণার্জুন কৌরব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধন পুনরায় সংশপ্তকদের অর্জুনকে আঘাত করতে বললেন। অর্জুন সকলের সামনেই দশ হাজার সংশপ্তক নৃপতিকে বধ করে অতি দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন।

তখন দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা তাঁর বিশাল ধনু নিয়ে অর্জুনের নিকট আসলেন। ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা এক সঙ্গে বাণ বৃষ্টি আরম্ভ করলেন। তাঁর শরাঘাতে আহত হয়ে পাণ্ডব সৈন্যরা পলায়ন করতে লাগল। অশ্বত্থামা কৃষ্ণের উপরও বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামার শরাঘাতে কৃষ্ণার্জুনও আচ্ছাদিত হয়ে পড়লেন। তারপর অর্জুন ও অশ্বত্থামার মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণ লক্ষ্য করলেন অর্জুন তেমন একাগ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন না। অপর দিকে অশ্বত্থামা যথা শক্তি দিয়ে আক্রমণ করছেন। তখন কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে তিরস্কার করে বললেন, যুদ্ধে তোমার উপেক্ষণীয় এক অতি অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করছি। তোমার অসাবধনতায় জন্য অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হচ্ছে। গুরুপুত্র বলে তাকে তুমি উপেক্ষা কর না। এখন উপেক্ষা করার সময় নয়।

কৃষ্ণের তিরস্কারে অর্জুন চৌদ্দটি ভল্লর দ্বারা অশ্বত্থামার ধনু ছিন্ন করলেন। সেই সঙ্গে তাঁর ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, খড়্গ, শক্তি এবং গদাকে খণ্ড খণ্ড করে দিলেন। অশ্বত্থামার কণ্ঠের উপর 'বৎসদন্ত' নামক বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত

করলেন। এই আঘাতে অশ্বত্থামা মূর্ছিত হয়ে পড়লে তাঁর সারথি অর্জুনের সামনের থেকে তাঁকে সরিয়ে নিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে দেখতে না পেয়ে অর্জুন কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের নিকট নিয়ে যেতে বললেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে রণ ভূমির দৃশ্য দেখাতে দেখাতে ও তার বর্ণনা দিতে দিতে রথ চালনা করলেন। পথি মধ্যে অর্জুন পুনরায় আক্রান্ত পাণ্ডব বীরদের রক্ষার্থে অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন।

এদিকে কর্ণর সঙ্গে যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত বিক্ষত দেহে বিশ্রামের জন্য শিবিরে ফিরে গেলেন। কর্ণর ভার্গবাস্ত্রে অসংখ্য পাণ্ডব সৈন্য নিহত হয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন আহত যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়ে পরে এসে কর্ণর সঙ্গে যুদ্ধ কর। ভীমের উপর যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণার্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন।

কৃষ্ণার্জুনকে অক্ষত দেহে ফিরে আসতে দেখে কর্ণের অস্ত্রাঘাতে আহত যুধিষ্ঠির মনে করলেন তাঁরা কর্ণকে বধ করে আসছেন। তাই তিনি প্রসন্ন চিত্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

অর্জুন তাঁকে জানালেন সংশপ্তকদের ও অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের কুশল জেনে এবার কর্ণকে বধ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

যদি আজ আমি বান্ধবদের সঙ্গে যুদ্ধে রত কর্ণকে হঠাৎ সংহার না করি তবে প্রতিজ্ঞা করে তা পালন না করলে যে দুঃখজনক গতি হয়ে থাকে, সেই গতিই আমার হবে। আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছি। আপনি যুদ্ধে আমার জয়লাভ সূচক আশীর্বাদ করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ভীমসেনকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমি তার পূর্বেই কর্ণকে তার সৈন্যবাহিনী সহ বিনাশ করব।

কর্ণকে তখনও বধ করা হয়নি শুনে যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি কঠোর ভাষায় অর্জুনকে ভৎর্সনা করে বললেন, তোমার সব সৈন্যরা পালিয়েছে। তুমি কর্ণকে বধ করতে পারলে না। নিজে ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছো ভীমকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেখে। তুমি কুন্তী পুত্র হয়ে ভ্রাতা ভীমের প্রতি যে স্নেহ দেখালে, কেউ তা সমর্থন করবে না। তুমি দ্বৈতবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলে একমাত্র রথের দ্বারা তুমি কর্ণকে বধ করবে। কিন্তু তুমি সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে, কর্ণের ভয়ে ভীমকে ত্যাগ করে এখানে চলে এসেছো। আমরা তোমার

উপর অনেক আশা করেছিলাম। অতি পুষ্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না, তেমনি তুমিও আমাদের আশা ব্যর্থ করেছ (তন্নঃ সর্বং বিফলং রাজপুত্র ফলার্থিনাং বিফল ইবাতিপুষ্পঃ)। ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন মেঘের জল বর্ষণের প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে, তেমনি আমরাও ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত সর্বদা তোমারই আশায় জীবন ধারণ করে আছি। কিন্তু তুমি আমাদের সকলকে নরকে ফেলে দিলে। আজ আমি অনুতপ্ত। শত্রুদের সঙ্গে বিরোধিতা করে আমি নরকের মত সঙ্কটে পড়েছি। অর্জুন, তোমার পূর্বেই বলা উচিত ছিল যে তুমি কর্ণের সঙ্গে কোন প্রকারে যুদ্ধ করবে না। এই অবস্থায় আমি সৃঞ্জয়, কেকয় ও অন্যান্য বন্ধুদের যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করতাম না। আমার জীবনে ধিক্। আমার দুর্ভাগ্য ও প্রারব্ধ কর্মফলই এই যুদ্ধে প্রবল হয়ে উঠেছে। কর্ণ তোমাকে তৃণের ন্যায় গণ্য করে আমাকে এমন অপমান করেছে। কোন শক্তিহীন বান্ধবহীন অসহায় ব্যক্তির প্রতি যে আচরণ করা হয়, কর্ণ সেরূপ আচরণই আমার সঙ্গে করেছে।

আপদ্গতং কশ্চন যো বিমোক্ষেৎ
স বান্ধবঃ স্নেহযুক্তঃ সুহৃচ্চ।
এবং পুরাণা মুনয়ো বদন্তি
ধর্মঃ যদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতশ্চ ॥ (ক) ৬৮।২৪

—যে কোন ব্যক্তি যদি বিপদাপন্ন মানুষকে সঙ্কট হতে মুক্ত করে, তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং স্নেহময় সুহৃদ। প্রাচীন মুনীরা এই কথাই বলেছেন, আর ইহাই সর্বদা সৎ পুরুষদের পালিত ধর্ম। (২য় পর্ব দ্রষ্টব্য)

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর খড়্গ গ্রহণ করলেন। সেই সময় তাঁর ক্রোধ দেখে অন্তর্যামী কৃষ্ণ বললেন,—পার্থ এ কি? তুমি তরবারি নিলে কেন?

উত্তরে অর্জুন বললেন—

অন্যস্মৈ দেহি গাণ্ডীবমিতি মাং যোঽভিচোদয়েৎ ॥
ভিন্দ্যামহং তস্য শির ইত্যুপাংশুব্রতং মম।
তদুক্তং মম চানেন রাজ্ঞামিতপরাক্রম ॥
সমক্ষং তব গোবিন্দ ন তৎ ক্ষন্তুমিহোৎসহে।
তস্মাদেনং বধিষ্যামি রাজানং ধর্মভীরুকম্ ॥ (ক) ৬৯।৯-১১

—যে ব্যক্তি আমাকে বলবে যে তুমি তোমার গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দাও, আমি তার শিরচ্ছেদ করব—আমি মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি।

অনন্ত পরাক্রমশালী গোবিন্দ, আপনার সামনেই এই মহারাজ আমাকে এই কথা বলেছেন। অতএব একে ক্ষমা করতে পারবো না। এই ধর্মভীরু রাজাকে বধ করব।

এই নরশ্রেষ্ঠকে বধ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব, সেইজন্য আমি এই খড়্গ গ্রহণ করেছি।

খড়্গ লয়ে উঠিলেন নৃপ কাটিবারে ॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে আছয়ে তার মরণ বিধান ॥
গোঁসাই রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পেয়ে করে মোরে অপমান ॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণ যুদ্ধ দেখি।
হারিয়া আসিলে তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি ॥
ভীম নাহি দেয় কার মনে অনুতাপ।
দুর্ণিবার রণে যার অতুল প্রতাপ ॥
... ...
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্বর ॥
তুমি কর অপকর্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিয়া যত ধন রত্ন ঘর ॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম বনের ভিতর ॥
তোমার কারণে নষ্ট হৈল বন্ধুজন।
তোমার কারণে নষ্ট হৈল ক্ষত্রগণ ॥
বিপদের হেতু হৈলে জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোমার কারণে মোরা এত দুঃখ পাই ॥
... ...
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে ॥ (কর্ণ) (২য় পর্ব দ্রষ্টব্য)

এইখানে লক্ষ্মণ ও অর্জুন চরিত্রের এক বিশেষ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। রামের অহেতুক অনেক কটু কথা শুনেও লক্ষ্মণ কখনও কোন প্রতিবাদ করেননি। অস্ত্র উত্তোলন তো দূরের কথা। তিনি এমনি ভ্রাতৃবৎসল ও ভ্রাতার অনুগত ছিলেন।

কিন্তু অর্জুন ভ্রাতৃ বৎসল হলেও তাঁর শৌর্য বীর্যের প্রতি কটাক্ষে বিমর্ষ হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে উদ্যত। কঠোর সংযমী অর্জুন কোনদিন ধৈর্য হারাননি। বীরত্বের লাঞ্ছনার আঘাতেই তাঁর সংযমের লৌহ বাঁধ ভেঙ্গে একটি কঠিন সংকট সৃষ্টি করলো।

অর্জুন বললেন, আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করে সেই সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করে শোক ও চিন্তাহীন হব। আপনি এই সংকটে আমার কি কর্তব্য নির্দেশ করুন। আপনি এই জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন। অতএব আপনি আমাকে যা আজ্ঞা করবেন, তাই আমি করব।

এখানে অর্জুন চরিত্রের আর একটি সুন্দর দিক ফুটে উঠেছে। তিনি যখন ক্রোধে অন্ধ, তখনও তিনি সখা কৃষ্ণের আদেশ প্রতীক্ষায় রয়েছেন। অর্জুনের উপরোক্তি হতে তিনি যে কত বড় ধার্মিক এবং কৃষ্ণের আদেশের নিকট তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞাও যে ভেসে যেতে পারে—তা প্রমাণিত হয়। তাঁর কাছে কৃষ্ণ সর্বময়।

কৃষ্ণ অর্জুনকে ভৎর্সনা করে বললেন, ধিক তোমায় অর্জুন। আমি বুঝেছি তুমি বৃদ্ধের নিকট উপদেশ লাভ করনি। তাই অকালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি ধর্মভীরু। কিন্তু পণ্ডিত নও। যাঁরা বিশদ ভাবে ধর্ম জানেন, তাঁরা এমন আচরণ করেন না। যে লোক কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করতে পারে না, সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাণি বধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বরং অসত্য বলবে তবু প্রাণি হিংসা না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মানুষের ন্যায় নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ রাজাকে কিরূপে বধ করবে? তুমি মূর্খ বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, এখন মূঢ়তার বশে অধর্ম কার্যে উদ্যত হয়েছ। তুমি ধর্মের সূক্ষ্ম ও দুরূহ তত্ত্ব না জেনেই শ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে যাচ্ছ? এইরূপে তিনি অর্জুনকে ভৎর্সনা করে বললেন—

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্নপ্যকূজতঃ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্॥ (কর্ণ) ৬৯ ৬০

—যেখানে অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা শ্রেয়, সে মিথ্যাকে নির্বিচারে সত্যের সমান গণ্য করা যায়।

কৃষ্ণ আরও বললেন, যদি মিথ্যে শপথ করে দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না।

প্রাণাত্যয়ে বিবাহে বা সর্বজ্ঞাতিবধাত্যয়ে।
নর্মণ্যভি প্রবৃত্তে বা ন চ প্রোক্তং মৃষা ভবেৎ ॥
অধর্মং নাত্র পশ্যন্তি ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিনঃ। (কর্ণ) ৬৯।৬২-৬৩

—প্রাণ সঙ্কট কালে, বিবাহে, সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের প্রাণান্তকর সময় উপস্থিত হলে এবং হাস্য পরিহাস কালে যদি অসত্য বলা হয়, তাকে অসত্য বলা হয় না। ধর্ম তত্ত্বজ্ঞানী এরূপ সময়ে মিথ্যা বলাকে পাপ মনে করেন না।

অর্জুন, আমি তোমাকে সত্য মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, এখন বল যুধিষ্ঠিরকে বধ করা উচিত কিনা।

অর্জুন প্রত্যুত্তরে বললেন, আপনার এই উপদেশ মহাপ্রাজ্ঞ মহামতি পুরুষের যোগ্য। আমাদের পক্ষে হিতকর। আপনি আমাদের মাতার ন্যায় স্নেহপ্রবণ এবং পিতার ন্যায় রক্ষাকর্ত্তা। আপনি আমাদের পরমগতি ও সর্বোত্তম আশ্রয়।

আমি বুঝেছি যুধিষ্ঠির আমার অবধ্য। এখন আপনি আমার সঙ্কল্পের বিষয় শুনে অনুগ্রহ করে আমাকে উপদেশ দিন। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা জানেন যে—কেউ যদি আমাকে বলে তুমি গাণ্ডীব এমন লোককে দিয়ে দাও যে তোমার থেকে অস্ত্র বিদ্যায় বা বীর্যে শ্রেষ্ঠ, তবে আমি তাকে বধ করব। ভীমেরও প্রতিজ্ঞা আছে যদি কেউ তাকে তুবরক (দাড়ি গোঁফহীন) বলে থাকে, তবে তাকে তিনি বধ করবেন। আপনার সামনেই যুধিষ্ঠির একাধিকবার বলেছেন গাণ্ডীব অন্য লোককে দাও। কিন্তু তাঁকে বধ করে আমি স্বল্পকালও জীবিত থাকতে পারব না (তং হন্যাৎ চেৎ কেশব জীবলোকে স্থাতা নাহং কালমপাল্পমাত্রম্)। কৃষ্ণ, আপনি আমাকে এমন বুদ্ধি দিন যাতে আমার সত্য রক্ষা হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনের জীবন রক্ষাও হয়।

অর্জুনের হৃদয় যে খুবই কোমল উপরোক্তি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রতিজ্ঞা পালনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে উদ্যত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তিনি নিজেও জীবিত থাকতে পারবেন না ভ্রাতৃ বিরহে। কি অপূর্ব ভ্রাতৃ প্রেম !!

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষত বিক্ষত হয়েই ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে তোমাকে ঐ কথা বলেছেন। তাছাড়া তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ক্রুদ্ধ হলে তুমি কর্ণকে বধ করবে। তোমাকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই তিনি এভাবে তোমাকে উত্তেজিত করেছেন। তিনি এ কথাও জানেন যে তুমি ব্যতীত অন্য কেউ কর্ণের শক্তির সমকক্ষ নও। যুধিষ্ঠির অবধ্য, অন্যদিকে তোমার

প্রতিজ্ঞাও পালন করতে হবে। অতএব যে উপায়ে ইনি জীবিত থেকেও মৃতবৎ হন, তেমন কাজই তোমার করা উচিত। সে কথাই বলছি শোন—

ত্বমিত্যত্রভবন্তং হি ব্রূহি পার্থ যুধিষ্ঠিরম্।
ত্বমিত্যুক্তো হি নিহতো গুরুর্ভবতি ভারত॥ (কর্ণ) ৬৯।৮৩

—পার্থ তুমি যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা আপনি বলে সমীহ করে থাক, এখন তুমি তাঁকে "তুমি" সম্বোধন কর। ভারত, যদি কোন গুরুজন ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য ভাবে তুমি বলা হয়, তা তাঁকে বধ করবার তুল্য।

এবমাচর কৌন্তেয় ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
অধর্মযুক্তং সংযোগং কুরুষ্বৈনং কুরূদ্বহ॥ (কর্ণ) ৬৯।৮৪

—কুরুনন্দন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ আচরণই কর। কুরুশ্রেষ্ঠ তার জন্য বর্ত্তমানে অধর্মযুক্ত বাক্য বল।

ততোহস্য পাদাবভিবাদ্য পশ্চাৎ।
সমং ব্রূয়াঃ সান্ত্বয়িত্বা চ পার্থম্॥ (কর্ণ) ৬৯।৮৭

—তারপর তুমি তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে পরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তাঁর প্রতি পূর্ববৎ কথা বলবে।

অর্জুনের আত্মগ্লানি হয়েছে দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, নিজ মুখে আত্মপ্রশংসা করলেই আত্মহত্যার সমতুল্য। সুতরাং তুমি আত্মপ্রশংসা কর। তখন অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

রাজা, আমাকে কটু বাক্য বল না। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এক ক্রোশ দূরে চলে এসেছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন। কারণ তিনি মহাবীরদের সঙ্গে সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। জ্ঞানীজন বলেন, ব্রাহ্মণের বল বাক্যে, আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে। তোমার বল কেবল বাক্যে, তুমি নিষ্ঠুর। আমি কিরূপ বলবান তা তুমি জান। আমি সর্বদা স্ত্রী, পুত্র জীবন দিয়েও তোমার সেবা করবার চেষ্টা করি। তবু তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করলে, তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের সুখ লাভের আশা নেই। তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় বসে আমাকে অপমানিত কর না। তোমার জন্যই আমি মহাবীরদের বধ করেছি। তাতেই তুমি নিষ্ঠুর হয়েছ। তোমার কাছে কখনও সুখ পেয়েছি—তা আমার মনে পড়ে না। তোমার জন্য সত্য প্রতিজ্ঞ পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যুর উপায় জেনে আমি শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে তাঁকে হত্যা করেছি। তুমি রাজত্ব পেতে যা করেছ, আমি তার প্রশংসা করি না। কারণ তুমি

নিজেই পাশা খেলায় আসক্ত হয়ে নীচ ব্যক্তিদের মত পাপ কাজ করেছ। তোমার জন্যই আমাদের রাজ্য হারিয়েছি। এখন তুমি আমাদের দ্বারা শত্রু-সৈন্যরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছ। তুমি আমাদের কোন প্রকার সুখ দাওনি। এখন তুমি বাক্যবাণে আমাকে জর্জরিত করে, আমার রাগ বাড়িও না।

অর্জুন ধর্ম ভীরু, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী। যুধিষ্ঠিরের প্রতি রূঢ় ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করে অর্জুন খুবই অনুতপ্ত। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কোষের থেকে অসি বার করলেন।

কৃষ্ণ বললেন, এ আবার কি? তুমি আবার অসি বার করলে কেন? অর্জুন বললেন, যে শরীরে আমি অন্যায় আচরণ করেছি। সে শরীর আমি নষ্ট করব।

তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, মহাদেব ভিন্ন আমার সমান ধনুর্ধর কেউ নেই। আমি মহাদেবের অনুমতি পেলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস করতে পারি। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে আমিই সমস্ত রাজাকে জয় করে আপনার বশীভূত করেছিলাম।

সংশপ্তকদের অল্পই জীবিত আছেন। অর্দ্ধেক শত্রুকে আমিই হত্যা করেছি। আমি অস্ত্র দিয়েই অস্ত্রধারীদের বধ করি। অস্ত্র প্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্যদের ভস্মসাৎ করি।

অদ্যাপুত্রা সূতমাতা ভবিত্রী
কুন্তী বাথো বা ময়া তেন বাপি।
সত্যং বদামাস্ত ন কর্ণমাজৌ
শরৈরহত্বা কবচং বিমোক্ষ্যে॥ (কর্ণ) ৭০।৩৭

—আজ আমার দ্বারা সূতপুত্র কর্ণর মাতা পুত্র হীনা হবেন অথবা আমার মাতা কুন্তী দেবী কর্ণের দ্বারা আমার ন্যায় এক পুত্র হতে বঞ্চিতা হবেন। আমি এই সত্য করে বলছি যে, আজ যুদ্ধ স্থলে আমার বাণে কর্ণকে বিনাশ না করে আমি কবচ মোচন করব না।

অর্জুন অস্ত্রগুলি ত্যাগ করে, ধনু মাটিতে রেখে তরবারি দ্রুত কোষ মধ্যে ঢুকিয়ে লজ্জায় নত মস্তকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হোন। যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা করুন। পরে আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। আপনাকে প্রণাম করছি। আমি কর্ণকে বধ করতে আর বিলম্ব করব না। আমি ভীমকে যুদ্ধ হতে মুক্ত করতে এবং সূতপুত্রকে বধ করতে এখনই যাচ্ছি। সত্য বলছি

আপনার প্রিয় সাধনের জন্যই আমার জীবন (তব প্রিয়ার্থং মম জীবিতং হি ব্রবীমি সত্যং তদবেহি রাজন্)। এই বলে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে যুদ্ধ যাত্রার জন্য দাঁড়ালেন।

যুধিষ্ঠির দুঃখিত চিত্তে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে অর্জুনকে বললেন তিনি অলস ও ভীরু। তিনি তাঁকে বধ করতে অর্জুনকে বললেন। ভীমসেনই পাণ্ডবদের যোগ্য রাজা। যুধিষ্ঠির স্বয়ং বনাশ্রমে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার কথা বুঝিয়ে অর্জুন ও তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রণাম করে জানালেন যে সেই দিনই কর্ণকে বধ করা হবে।

যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আজ তোমার দ্বারা আমরা ঘোর বিপদ মুক্ত হলাম।

অর্জুনের অনুতপ্ত মুখ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে তাঁকে নানা উপদেশ দিলেন। তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের পায়ে মাথা রেখে বার বার বললেন, রাজা, আপনি প্রসন্ন হোন। আমি ধর্ম রক্ষার্থে ভীত হয়ে যে সব অনুচিত কথা বলেছি, তার জন্য ক্ষমা করুন।

যুধিষ্ঠির স্নেহভরে তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, অর্জুন তুমি যশস্বী হও। অক্ষয় জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর। সর্বদা জয়ী হও, তোমার শত্রু ক্ষয় হোক।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আজ আমি কর্ণকে বধ করেই আপনাকে দর্শন করব। কর্ণকে বধ না করে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে আমি ফিরব না। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করছি। যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ নিয়ে অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

যুদ্ধের সপ্তদশ দিনে অর্জুন কর্ণ বধের সঙ্কল্প নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, গোবিন্দ আমার রথ সজ্জিত করুন। তাতে পুনরায় ভাল অশ্বদের যোজনা করুন এবং আমার এই বিশাল রথে সর্ব প্রকার অস্ত্র সজ্জিত করে রাখুন। অশ্বারোহীদের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত এবং প্রত্যাগত অশ্বদের রথ সম্বন্ধীয় দ্রব্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত হয়ে অতি সত্বর এখানে আনা হোক ও আপনি কর্ণ বধের জন্য দ্রুত এ স্থান হতে যাত্রা করুন।

অর্জুনের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে অর্জুনের নির্দেশ মত কাজ করতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধ যাত্রাকালে রথে অর্জুনকে চিন্তামগ্ন দেখে কৃষ্ণ

তাঁকে উৎসাহিত করতে বললেন—অর্জুন তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই।

ধনুর্গ্রাহা হি যে কেচিৎ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥

আ দেবাৎ ত্বৎসমং তেষাং ন পশ্যামি শৃণোমি চ। (কর্ণ) ৭২।২৩-২৪

—এই পৃথিবী হতে দেবলোক পর্যন্ত ধনুর্ধারী যে সমস্ত রণ দুর্মদ ক্ষত্রিয় আছে, তাদের মধ্যে কাউকে তো আমি তোমার ন্যায় বীর দেখিনি বা শুনিনি।

ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এই বিশাল গাণ্ডীব ধনুকও তৈরী করেছেন—যা দিয়ে তুমি যুদ্ধ করছ। অতএব তোমার সমান কোন যোদ্ধাই নেই। তথাপি তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা কর না। কর্ণ বলবান, অভিমানী, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। মহারথী, যুদ্ধকুশল, বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করতে সমর্থ এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। কর্ণকে আমি তোমার সমান অথবা তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী বলে মনে করি। অতএব এই যুদ্ধে তুমি খুব সতর্কভাবে তাকে বধ করবে। কর্ণ তুমি ব্যতীত ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবকুলের অবধ্য, অতএব তুমি আজ সেই কর্ণকে বধ কর।

অর্জুনকে কর্ণ বধের জন্য উত্তেজিত করবার জন্য কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ কর্ণের দুষ্কর্মের কথা মনে করিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের বীরত্বের বিষয়েও অর্জুনকে সাবধান করে দিলেন। তিনি অর্জুনকে উৎসাহিত করবার জন্য বললেন—

আমি তোমার শক্তির কথা ভালভাবেই জানি, যাকে নিবারণ করা দেবতা ও অসুরদের পক্ষেও কঠিন। দুরাত্মা কর্ণ সদর্পে সর্বদা পাণ্ডবদের অপমান করে থাকে। যার জন্য পাপী দুর্যোধন নিজেকে বীর বলে মনে করে, সেই সূতপুত্র কর্ণই সমস্ত পাপের মূল। সুতরাং আজ তুমি তাকে বধ কর। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, কর্ণ পুরুষদের মধ্যে সিংহের ন্যায়, তরবারি হল তার জিহ্বা, ধনু তার বিস্তৃত মুখ, বাণ তার দন্ত। সে অত্যন্ত বেগশালী ও অভিমানী। তুমি তাকে বধ কর।

অহং ত্বামনুজানামি বীর্যেণ চ বলেন চ।

জহি কর্ণং রণে শূর মাতঙ্গমিব কেশরী॥ (কর্ণ) ৭২।৩৯

—যেমন সিংহ মদমত্ত হস্তীকে বধ করে, তেমনি তুমিও নিজের বল পরাক্রমে রণাঙ্গনে বীরবর কর্ণকে বিনাশ কর। এজন্য আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের পরাক্রমের বর্ণনা করতে করতে কৃষ্ণ অর্জুনের শক্তির

প্রশংসা করে দুর্যোধন ও কর্ণের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করে কর্ণকে বধ করবার জন্য অর্জুনকে উত্তেজিত করেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন ক্ষণকালের মধ্যেই শোকহীন এবং অত্যন্ত হর্ষ ও উৎসাহিত হলেন। তিনি কৃষ্ণকে বললেন, যখন আপনি আমার রক্ষক ও পালন কর্তা তখন আমার জয় সুনিশ্চিত। জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের নির্মাণ কর্তা আপনি, সুতরাং যার উপর আপনি প্রসন্ন হন, তার আর জয়ের সন্দেহ কি আছে? আপনার সাহায্য পেলে আমি যুদ্ধে উপস্থিত ত্রিলোককেও পরলোকে পাঠাতে পারি। সুতরাং এই মহাসমরে কর্ণকে জয় করা বিষয়ে আর কি বলবার আছে? কৃষ্ণ, আজ আমি গাণ্ডীব ধনু হতে মুক্ত বিকর্ণ নামক বাণের দ্বারা কর্ণকে ক্ষত বিক্ষত করে নিহত করব (অদ্য কৃষ্ণ বিকর্ণা মে কর্ণং নেষ্যন্তি মৃত্যবে)। আজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য, সুখ, লক্ষ্মী, রাষ্ট্র, নগর ও পুত্রহীন হবেন। যে ব্যক্তি গুণবানকে দ্বেষ করেন এবং গুণহীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। সেই রাজা বিনাশকাল উপস্থিত হলে পর শোকমগ্ন হয়ে অনুতাপ করতে থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি আমের বিশাল বনকে কেটে তার পরিণতি দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তেমনি আজ কর্ণের মৃত্যু হলে পর রাজা দুর্যোধন হতাশ হয়ে পড়বে। আজ আমার বাণে কর্ণের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হতে দেখে দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাব করে আপনি যে সব কথা বলেছিলেন, তা মনে করবে। যে কর্ণ পৃথিবীতে অন্য কোন যোদ্ধাকে যুদ্ধে নিজের সমান বলে মনে করে না, আজ এই পৃথিবী সেই কর্ণের রক্ত পান করবে। যার শক্তি পরাক্রমের উপর বিশ্বাস করে দুর্মতি ও দুরাত্মা দুর্যোধন সর্বদা আমাদের অপমান করে আসছে, সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধে বধ করে আমি যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করব। কর্ণ নিহত হলে পর ধৃতরাষ্ট্রের সব পুত্রই সিংহ হতে ভীত মৃগের ন্যায় চারদিকে পালাবে।

অদ্য নির্ধার্তরাষ্ট্রাঞ্চ ভ্রাত্রে দাস্যাসি মেদিনীম ॥
নিরর্জুনাং বা পৃথিবীং কেশবানুচরিষ্যসি ॥ (কর্ণ) ৭৪।৪৫

—আজ আমি এই পৃথিবীকে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রহীনা করে নিজের ভ্রাতাদের অধিকারে এনে দেব অথবা আপনি অর্জুন হীন এই পৃথিবীতে বিচরণ করবেন।

যেমন ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমনি আমি রণাঙ্গণে কর্ণকে বধ করে আজ তের বৎসর ধরে সঞ্চিত দুঃখ মোচন করব। (অদ্য দুঃখমহং মোক্ষ্যে ত্রয়োদশসমার্জিত) আজ মহাসমরে সমস্ত সৈন্যরা দেখবে যে অর্জুন কি ভাবে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ও সুতপুত্র কর্ণকে আঘাত করছে।

ধনুর্বেদে মৎসমো নাস্তি লোকে
পরাক্রমে বা মম কোঽস্তি তুল্যঃ।
কো বাপ্যন্যো মৎসমোঽস্তি ক্ষমাবাং—
তথা ক্রোধে সদৃশোঽন্যো ন মেঽস্তি॥ (কর্ণ) ৭৪'৫৪

—আমি আপনার কাছে পুনরায় আত্মপ্রশংসা করে বলছি এ জগতে ধনুর্বেদে আমার সমান আর কেউ নেই। আমার মত পরাক্রমশালীই বা কে আছে? আমার ন্যায় ক্ষমাশীলও আর কেউ নেই এবং ক্রোধেও আমার মত আর কেউ নেই।

অর্জুনের এ প্রকার উক্তি আত্মশ্লাঘা নয়—আত্ম পরিচয়।

তিনি আরও বললেন, আমি ধনু নিয়ে নিজের বাহু বলে একত্রে সমাগত দেবতা, অসুর ও সমস্ত প্রাণীদের পরাজিত করতে পারি। আমার পুরুষার্থকে উৎকৃষ্ট হতেও উৎকৃষ্ট বলে জানবেন। আমি একাকীই গাণ্ডীব ধনুর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লীকদের বিনাশ করেছি গ্রীষ্মকালে শুকনো কাঠে আগুন যেমন সব ভস্ম করে। আমার এক হাতে বাণের চিহ্ন এবং অপর হাতে ধনুর রেখা আছে। আমার মত লক্ষণযুক্ত যোদ্ধা যখন যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তখন তাকে শত্রুরা জয় করতে সমর্থ হয় না। আমার পায়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন রয়েছে।

কৃষ্ণকে এই কথা বলে অর্জুন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে যুদ্ধে ভীমকে বিপদ হতে উদ্ধার করবার জন্য এবং কর্ণকে বধ করবার জন্য দ্রুত প্রস্থান করলেন। উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হল। অর্জুন ও ভীম কৌরব সৈন্যদের সংহার করলেন। কৌরব সৈন্যদের বিনাশ করে অর্জুন রক্ত নদী বয়ে দিলেন। এবং তাঁর রথকে কর্ণের নিকট নিয়ে যাবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। কৌরব সৈন্যদের বিনাশ করতে করতে অর্জুন এগিয়ে চললেন।

অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে রথী মহারথীদের সম্বোধন করে বললেন, আমার দ্রুতগামী বীরপুত্র মহারথী অভিমন্যু একাকী ছিল। আমি তার সঙ্গে ছিলাম না। সেই সুযোগে তোমরা সকলে এক জোট হয়ে তাঁকে বধ করেছ। তোমাদের এই কর্ণকে সকলে হীনকর্ম বলে বর্ণনা করেন।

সংরক্ষ্যতাং রথসংস্থাঃ সুতোঽয়—
মহং হনিষ্যে বৃত্তসেনমুগ্রম্।
পশ্চাদ্ বধিষ্যে ত্বামপি সম্প্রযূঢ়
মহং হনিষ্যেঽর্জুন আজিমধ্যে॥ (কর্ণ) ৮৫।৫৩

—আজ আমি তোমাদের সকলের সম্মুখেই বৃষসেনকে বধ করব। আজ অর্জুন আমি রণাঙ্গনে প্রথমে উগ্র বীর বৃষসেনকে বধ করব। তারপর বিবেকহীন সূতপুত্র তোমাকে সংহার করব।

অর্জুনের মধ্যেও যে প্রতিহিংসা আছে এই উক্তি তা প্রমাণ করে। কিন্তু তিনি কাপুরুষের মত হত্যা করতে চাননি। বৃষসেনকে রক্ষা করবার জন্য কৌরব পক্ষের সমস্ত রথী মহারথীদের তিনি আহ্বান করলেন।

অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। প্রথমেই তিনি বৃষসেনকে নিহত করেন। কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দেখতে ভূলোক ও দেবলোকের যাবতীয় চরাচর ও স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী উপস্থিত হল। ব্রহ্মা, মহাদেব ও সমস্ত দেবতারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাজির। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পুত্রের জয় কামনায় বিবাদ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও মহাদেব ভবিষ্যৎ বাণী করে ইন্দ্রকে বললেন, অর্জুনের জয় সুনিশ্চিত। কারণ তিনি খাণ্ডবদাহ করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন, স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন, কিরাতরূপী বৃষধ্বজকে তুষ্ট করেছিলেন এবং স্বয়ং বিষ্ণু তাঁর সারথি। এ সমস্ত শুভ কাজ ও শুভ সংযোগ যাঁর পক্ষে তাঁর জয় অবধারিত।

তাঁরা আরও বললেন—

ন বিদ্যতে ব্যবস্থানং ক্রুদ্ধয়োঃ কৃষ্ণয়োঃ ক্বচিৎ।
স্রষ্টারৌ জগতশ্চৈব সততং পুরুষর্ষভৌ ॥ (কর্ণ) ৮৭।৭৮

—কৃষ্ণ ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে পর এই জগৎটাই কখনো ঠিক থাকতে পারে না। কারণ পুরুষ প্রবর কৃষ্ণ ও অর্জুনই নিরন্তর জগতের সৃষ্টি কর্তা।

নর-নারায়ণাবেতৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
অনিয়ম্যৌ নিয়ন্তারাবেতৌ তস্মাৎ পরন্তপৌ ॥ (কর্ণ) ৮৭।৭৯

—এই দুজনই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ। তাঁদের উপর কারো শাসন চলবে না। তাঁরাই সকলের নিয়ন্তা। অতএব তাঁরা শত্রুদের মথিত করতে সমর্থ। দেবলোক বা মনুষ্যলোকে তাঁদের সমতুল্য কোন পুরুষই নেই। দেবতা ঋষি ও চারণদের সঙ্গে ত্রিলোক, সমস্ত দেবমণ্ডলী এবং সমস্ত ভূতরাও তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকেন। তাঁদের প্রভাবে অখিল জগৎ স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত আছে।

ব্রহ্মা ও মহাদেবের উক্তি হতে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে অর্জুন সাধারণ মানুষ নন। পূর্ব জন্মে তপস্যার ফলে তিনি যথেষ্ট ঐশী শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

অর্জুন ও কর্ণে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। উভয়ে পরস্পরের প্রতি নানারূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন কিন্তু দুই বীরের সম্মুখ সংগ্রামের কোন নিষ্পত্তি দেখা গেল না। কিন্তু পুত্রশোকাতুর কর্ণ এক অভিশাপের ফলে উচিত সময়ে মহাস্ত্রের প্রয়োগ ভুলে গেলেন। অন্য দিকে অপরাহ্ন সময় অন্য এক অভিশাপে কর্ণের রথচক্র ভূমি গ্রাস করতে থাকে। এতে কর্ণ বিব্রত হয়ে পড়লেন এবং অর্জুনকে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি অর্জুনকে মুহূর্ত কাল বিলম্ব করতে অনুরোধ করলেন। তিনি রথ হতে নেমে সাশ্রুনয়নে রথের বাম চাকা ভূমি হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন, কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর সমস্ত দুষ্কর্মের কথা মনে করিয়ে দিলেন। কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলে, কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন সুযোগ পেয়ে সাক্ষাৎ যমের মত আঞ্জলিক নামক বাণের দ্বারা কর্ণের শিরচ্ছেদ করলেন।

পাণ্ডবদের পরম শত্রু কর্ণ নিহত হলে পর পাণ্ডব যোদ্ধারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। পাণ্ডব যোদ্ধারা আনন্দের জোয়ারে অর্জুনকে সংবর্দ্ধনা জানাতে নানা বাদ্য বাজাতে বাজাতে অর্জুনের নিকট আসলেন। কৌরব শিবিরে যখন কর্ণের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে, তখন বিজয়ী অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে সোল্লাসে পাণ্ডব শিবিরে ফিরে আসলেন। আসবার পথে কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য ও অর্জুন দেবদত্ত নামক গম্ভীর শঙ্খধ্বনি করে পৃথিবী আকাশ ও সম্পূর্ণ দিক মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতে লাগলেন।

সেই মহাসমরে কর্ণ নিহত হলে পর দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, চারণ, মহর্ষি, যক্ষ এবং মহাসর্পরা পাণ্ডবদের জয় হোক, পাণ্ডবদের উন্নতি হোক বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের সমাদর জানালেন। সকলেই তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকেন।

এইখানে একটি নির্মম সত্য লক্ষনীয়। কর্ণ অর্জুন অপেক্ষা অধিকতর শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নানা অভিশাপের ফলে তাঁর এমন নির্মম পরিণতি ঘটলো। দুই সহোদরের ভাগ্য বিচার করলে আশ্চর্য হতে হয়। দেবতারা সকলেই যেন অর্জুনকে সৌভাগ্যের মুকুট পরিয়ে দিতে ব্যস্ত অপর পক্ষে কর্ণের মাথায় কেবল অভিশাপের কণ্টক মালা। সত্যসন্ধ কর্ণ অর্জুনকে সহোদর জেনেও তাঁর বিনাশ সঙ্কল্প নিয়ে যুদ্ধে যেতে ছিলেন। কিন্তু কোমল স্বভাব অর্জুন কি কর্ণের প্রকৃত পরিচয় জানলে তাঁর সঙ্গে এইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে যুদ্ধ করতেন ?. এই দুই বীর চরিত্রের এরূপ বৈচিত্রের কারণ একজন ভাগ্যলক্ষ্মীর বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত পুত্র, অন্য জন ভাগ্য লক্ষ্মীর স্নেহ ধন্য বরেণ্য। দৈবের কাছে পুরুষকারকে নতি স্বীকার করতেই হয়।

রাজা যুধিষ্ঠির যখন সোনার খাটে শুয়ে, তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন এ আনন্দের খবর নিয়ে, তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে, কর্ণ নিহত এই শুভ সংবাদ দিলেন। যুধিষ্ঠির হৃষ্ট চিত্তে তাঁদের উভয়কে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ বধের ইতি বৃত্তান্ত শোনালেন। তিনি বললেন, আপনার শত্রু কর্ণ সর্বাঙ্গ শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে ক্ষত বিক্ষত দেহে রণাঙ্গণে শুয়ে আছে। আপনি তাঁকে দেখুন। বর্ত্তমানে অতি সাবধানে আপনি আমাদের সকলের সঙ্গে এই নিষ্কণ্টক পৃথিবী ভোগ করুন ও শাসন করুন।

কৃষ্ণের কথা শুনে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হয়ে বললেন, সবই ভাগ্য। কৃষ্ণ আপনি বর্ত্তমান থাকতে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করা আশ্চর্য নয়। আপনার ন্যায় সারথি থাকাতেই অর্জুন কর্ণকে বধ করতে পেরেছে। নারদ আমাকে বলেছিলেন, আপনারা উভয়েই ধর্মাত্মা, মহাত্মা পুরাণ পুরুষ এবং ঋষি প্রবর সাক্ষাৎ ভগবান নর ও নারায়ণ। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও আমাকে বারংবার এই কথাই বলেছেন। আপনার কৃপায় অর্জুন সর্বদা সামনে থেকে শত্রুদের জয় করেছে। এবং কখনও যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ হয়নি। যখন আপনি যুদ্ধে অর্জুনের সারথি হলেন, তখন আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আপনার বুদ্ধির দ্বারাই কৌরব পক্ষীয় যোদ্ধাদের ধনঞ্জয় নিহত করতে পেরেছে।

তারপর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে রণাঙ্গণে কর্ণকে দেখতে গেলেন। কদম্ব পুষ্প যেমন চারদিকেই কেশরে পরিপূর্ণ থাকে, তেমনি কর্ণের দেহ শত শত বাণে বিদ্ধ আছে। সেই সময় সুগন্ধি তেলে পূর্ণ সহস্র সহস্র স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালিয়ে আলো করা হলো। সেই আলোতেই তিনি ধর্মাত্মা কর্ণকে দেখলেন। তাঁর কবচ ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল এবং সর্বাঙ্গ শরাঘাতে বিদ্ধ হয়েছিল। যুধিষ্ঠির কর্ণের দিকে বার বার তাকিয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রভূত প্রশংসা করলেন।

যুধিষ্ঠির আরও জানালেন ত্রয়োদশ বৎসর কর্ণের ভয়ে তাঁরা বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। আজ রাত্রিতে কৃষ্ণের করুণায় তাঁরা সুখে নিদ্রা যেতে পারবেন।

এক এক করে কৌরব পক্ষের যোদ্ধারা সব নিহত হওয়ায় দুর্যোধন অশ্বত্থামার পরামর্শে কর্ণের সারথি শল্যকে কর্ণের মৃত্যুর পর সেনাপতি পদে বরণ করেন। মদ্ররাজ শল্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে অর্জুন বহু কৌরব সেনা হত্যা করার পর রাজা সুশর্মা ও তাঁর পঁয়ত্রিশ

জন পুত্রকে হত্যা করেন। পাণ্ডব ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হচ্ছিল। যুধিষ্ঠির রাজা শল্য ও তাঁর ভ্রাতাদের সংহার করেন ও কৃতবর্মাকে পরাজিত করেন। কৃতবর্মা পরাজিত হলে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করে। পাণ্ডব সৈন্যদের আক্রমণে কৌরব সৈন্যরা কবন্ধের মত যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হল।

বিশাল কৌরব সৈন্যের ক্ষয় দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আপনি অশ্বদের সৈন্য সাগরে প্রবেশ করান। আমি শরাঘাতে শত্রুদের বিনাশ করব। আজ এই মহাসংগ্রামের আঠার দিন। দুর্যোধনের সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত সৈন্যবাহিনী আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আজ গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প হয়েছে।

দুর্যোধনের অশেষ মূঢ়তার জন্য খেদ করে অর্জুন বললেন, যদি ভীষ্ম নিহত হবার পর দুর্যোধন সন্ধি করত, তাহলে তখনই সকলের মঙ্গল হোত। কিন্তু মূর্খ তা করল না। ভীষ্ম যে সত্য ও হিতকর কথা বলেছিলেন, তাও এই বুদ্ধিহীন দুর্যোধন গ্রহণ করেনি। তারপর বেদজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হলেন, তথাপি এই হানাহানি যুদ্ধ বন্ধ করল না। শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, সোমদত্ত, রাক্ষস অলায়ুধ, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ, দুঃশাসন প্রভৃতি হত হলেও দুর্যোধনের যুদ্ধ তৃষ্ণা মিটল না। বিভিন্ন নৃপতি মহাবীরদের নিহত হতে দেখেও তার মধ্যে যুদ্ধ বহ্নি নির্বাপিত হল না। ভীমকে অক্ষৌহিনী সৈন্যাধিপতিদের নিহত করতে দেখেও মোহবশতঃ অথবা লোভবশতঃ এই যুদ্ধ বন্ধ করল না।

যে আপনজনের হিতোপদেশ শুনেও পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হল না, সে আর অপরের কথা কি করে শুনবে? যে সন্ধি প্রস্তাবে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এবং বিদুরের বাক্যও প্রত্যাখ্যান করল, তার পক্ষে আর কিই বা ঔষধ থাকতে পারে?

জনার্দন, যে মূঢ়তাবশতঃ নিজের বৃদ্ধ পিতার কথা শুনল না, নিজের হিতৈষিনী জননী হিত বাক্য বললে, যে তাঁকে অপমান করে তাঁর বাক্যও প্রত্যাখ্যান করে দিল, তার আর অপরের বাক্যে কিরূপে রুচি হবে (স কস্মৈ রোচয়েদ্ বচঃ)?

জনার্দন, নিশ্চয়ই এই দুর্যোধন নিজের কুলকে ধ্বংস করবার জন্যই জন্মেছে। তার নীতি ও কার্য পদ্ধতি হতে তা বোঝা যাচ্ছে।

পিতামহ বিদুর আমাকে অনেকবার বলেছেন দুর্যোধন জীবিত থাকতে কখনই রাজ্যের ভাগ আমাদের দেবে না। যুদ্ধ ব্যতীত অন্য আর কোন উপায়ে দুর্যোধনকে জয় করা সম্ভব নয়।

যে দুর্মতি দুর্যোধন পরশুরামের উচিত ও হিতকর কথা শুনেও তা অবহেলা করেছে, সে নিশ্চয়ই ধ্বংসের মুখে এসেছে। দুর্যোধন জন্মাবামাত্র সিদ্ধ পুরুষরা বারংবার বলেছিলেন যে দুরাত্মা ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করবে। তাঁদের কথা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। কারণ দুর্যোধনের জন্যই বহু রাজা নিহত হয়েছেন। আজ আমি যুদ্ধে শত্রুদের অবশিষ্ট সমস্ত যোদ্ধাকে নিহত করব। শত্রু শিবির শূণ্য হলে পর দুর্যোধন তার নিজের মৃত্যুর জন্য আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ অভিলাষী হবে। আমার অনুমান দুর্যোধন নিহত হলেই এই যুদ্ধের অবসান হবে।

অর্জুনের ইচ্ছায় কৃষ্ণ অশ্বদের শত্রুদের ভেতর প্রবেশ করালেন। অর্জুনের তীব্র শরাঘাতে শত্রুর সৈন্যরা অশ্ব ও হস্তিদল পতঙ্গের মত রণাঙ্গনে পড়তে লাগল। যেমন বজ্রধারী ইন্দ্র দৈত্যদের সংহার করেছিলেন, তেমনি অর্জুন একাই বিশাল রথী সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে অনেক বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শরের দ্বারা দুর্যোধনের সৈন্যদের বিনাশ করলেন। তারপর ভীমার্জুন কৌরব পক্ষের রথ সৈন্য ও গজ সৈন্যদের সংহার করেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, দুর্যোধন ও তার ভ্রাতা সুদর্শন এখনও জীবিত আছে। অন্যদিকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বথমা—এই তিনজন যুদ্ধে দুর্যোধনকে ছেড়ে অন্য কোথায় আছে। পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর পাঠাও শীঘ্র যুদ্ধ করতে। কারণ মুষ্টিমেয় কৌরব সৈন্য এখন শ্রান্ত ক্লান্ত। দুর্যোধন মনে করেছিল পাণ্ডব সৈন্যদের পরাজিত করবে। কিন্তু ফল উল্টো দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তুমি শীঘ্র দুর্যোধনের এই সৈন্যদের সংহার কর।

অর্জুন বললেন, মাধব, ভীষ্ম মৃতপ্রায়, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, শল্য, জয়দ্রথ নিহত। শকুনির কাছে এখনও পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য অবশিষ্ট। তার কাছে দুই-শ' রথ, একশ'র কিছু বেশী হাতী এবং তিন হাজার পদাতিক সৈন্য এখনও অবশিষ্ট আছে। দুর্যোধনের সৈন্য মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, সুশর্মা, উলূক, শকুনি—এই অল্প বীরই মাত্র অবশিষ্ট আছে। এ ভূমণ্ডলে নিশ্চয়ই কাল হতে কারও মুক্তি পাবার উপায় নেই (মোক্ষো ন নূনং কালাৎ তু বিদ্যতে ভুবি কস্যচিৎ)। এইজন্যই নিজের সৈন্যদের নিহত হতে দেখেও দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য এখনও অপেক্ষা করছে। আজই যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হবেন। শকুনি দ্যূত সভায় ছল করে যে রত্ন হরণ করেছিল, তা সমস্তই আমি ফিরিয়ে আনব। আজ হস্তিনাপুরীর সমস্ত রমনীকুল যুদ্ধে নিজেদের পতি ও পুত্রদের নিহত হবার

খবরে কাঁদবে। আজ দুর্যোধন রাজলক্ষ্মী ও নিজের প্রাণ হারাবে। যদি আমার ভয়ে সে পালিয়ে না যায়, তবে সেই মূঢ় দুর্যোধন আজ আমার হাতে নিহত হবে। এই অশ্বারোহী সৈন্যরা আমার গাণ্ডীব ধনুর টংকার ধ্বনি সহ্য করতে পারবে না। আপনি অশ্বদের চালান, আমি তাদের সবাইকে নিহত করব।

অর্জুন যে একজন সাধারণ যোদ্ধা নন—তা বোঝা যায় তাঁর শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর নখাগ্রে রাখা হিসাব থেকে। সর্বদা বিরোধী পক্ষের শক্তি, শত্রু সৈন্যের বল ও সংখ্যা নখ দর্পণে রাখা বিচক্ষণ যোদ্ধার লক্ষণ। অর্জুনের যে সেই গুণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ অর্জুনের নির্দেশে শত্রু সৈন্যদের মধ্যে অশ্ব চালনা করলেন। অর্জুন সত্যকর্মা, সত্যেষু, সুশর্মা ও তাঁর পঁয়তাল্লিশ জন পুত্রকে নিহত করেন। এবং ভীম সুদর্শনকে বধ করেন। সহদেব উলূক ও শকুনিকে বধ করেন। অবশিষ্ট সৈন্যদের সঙ্গে দুর্যোধন পলায়ন করে।

আত্মীয় বন্ধুদের যুদ্ধে হারিয়ে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করে-ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের তীব্র সমালোচনা (দ্বিতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য) সহ্য করতে না পেরে দুর্যোধন জল হতে উঠে ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে যখন প্রচণ্ড গদা যুদ্ধ চলছিল, তখন অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুই বীরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কৃষ্ণ বললেন, উভয়েই সমান শিক্ষা পেয়েছে। ভীম অধিক বলবান, কিন্তু দক্ষতায় ও যত্নে দুর্যোধন শ্রেষ্ঠ। ন্যায় পথে ভীম দুর্যোধনকে কখনও জয় করতে পারবে না। পুরাকালে দেবতারা মায়ার দ্বারা অসুরদের জয় করেছিলেন। ইন্দ্রও মায়ার দ্বারাই বিরোচনকে পরাজিত করেছিলেন। বলাসুরহন্তা ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। ভীম এ স্থলে মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুক (তস্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতু পরাক্রমম্)। পাশা খেলার সময় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল সে যুদ্ধে দুর্যোধনের দুই জঙ্ঘা গদার আঘাতে বিদীর্ণ করে দেবে। ভীম নিজের সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুক। সে দুর্যোধনকে মায়ার দ্বারাই বিনাশ করুক।

তখন অর্জুন নিজের বাম উরুতে চাপড় মারলেন। ভীম অর্জুনের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে গদাঘাতে দুর্যোধনের বাম উরু ভঙ্গ করলেন। দুর্যোধন ভূপতিত হলেন। ভীম দুর্যোধনকে তিরস্কার করলেন। যুধিষ্ঠির ভীমকে এই অন্যায়

হতে নিবৃত্ত করেন এবং দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দিয়ে আক্ষেপ করেন। অন্যায় ভাবে দুর্যোধনকে পরাজিত করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হন। কৃষ্ণ তাঁকে প্রবোধ দেন।

দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নানা কৌশলে অর্জুনের দ্বারা রথী মহারথীদের নিহত করার জন্য কৃষ্ণকে ভৎ'সনা করলেন। (তৃতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য) দুর্যোধনকে তাঁর দুষ্কর্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—

অর্জুনঃ সমরে রাজন্ যুধ্যমানঃ কদাচন।
নিন্দিতং পুরুষব্যাঘ্রঃ করোতি ন কথঞ্চন॥ (শ) ৬১ ৫০

— রাজন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্জুন কখনও কোনরূপ নিন্দনীয় কাজ করেনি।

লব্ধাপি বহুশশ্ছিদ্রং বীরবৃত্তমনুস্মরন্।
ন জঘান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ সুদুর্মতে॥ (শ) ৬১।৫১

—দুর্মতে, অর্জুন বীরোচিত সদাচার বিচার করে বহু সংখ্যক ছিদ্র পেয়েও যুদ্ধে কর্ণকে বধ করেনি। অতএব তুমি তার বিষয়ে এই সব কথা বলো না।

দেবতাদের অভিমত জেনে তাঁদের প্রিয় ও হিত করবার জন্য আমি অর্জুনের উপর মহানাগাস্ত্র প্রহার করতে দিইনি। আমি তা বিফল করে দিয়েছি। তুমি ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য বিরাট নগরে অর্জুনের দয়ায় জীবিত ছিলে। স্মরণ কর অর্জুনের সেই পরাক্রম—যা তোমাদের জন্য অর্জুন সেদিন গন্ধর্বদের উপর প্রয়োগ করেছিল।

কৃষ্ণের উক্তি হতে সমর ক্ষেত্রে অর্জুন যে বাস্তব বীরের মত যথা সম্ভব যুদ্ধ রীতিনীতি পালন করতেন, তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

যুদ্ধ শেষ হলে কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণীর দুটি নিয়ে আগে রথ হতে নামতে বললেন। অর্জুন নামবার পর কৃষ্ণও নামলেন। রথের কপি-ধ্বজের কপি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হল। রথখানি ধ্বজ, অশ্ব, প্রভৃতি সহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

কৃষ্ণের পরামর্শে পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ শিবিরের বাইরে নদী তীরে সে রাত কাটালেন।

অশ্বত্থামা সেই রাতে পাণ্ডবদের শিবিরে ঢুকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমুখ পাঞ্চাল বীরদের ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করেন। ভীম ধনুর্বান নিয়ে অশ্বত্থামার পিছু ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা ভয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে দ্রোণ প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করতে বললেন। অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে

অতি দ্রুত রথ হতে মাটিতে নামলেন। তারপর সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে অশ্বত্থামার অস্ত্র শান্ত করলেন।

উভয়ের অস্ত্র হতে অগ্নি উদ্গিরণ হলে সে স্থানে ভয়ঙ্কর শব্দ হতে লাগল। পর্বত, বন ও বৃক্ষগুলি সহ সমগ্র পৃথিবী আন্দোলিত হল। তখন নারদ ও ব্যাসদেব উভয়ে অগ্নিরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, ইতিপূর্বে কোন মহারথী এই অস্ত্র মানুষের উপর প্রয়োগ করেননি। তোমরা এই মহাবিপদজনক কর্ম কেন করলে?

অর্জুন বললেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণের জন্যই আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছি, এই বলে তিনি সেই অস্ত্র প্রতিসংহার করলেন। অর্জুন পূর্বে ব্রহ্মচর্য্য ও নানা ব্রত পালন করেছিলেন, সেইজন্য ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা তা পারলেন না। তিনি বেদব্যাসকে বললেন, দুর্যোধনকে বধ করবার জন্য ভীম গদা যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে মহা অধর্ম করেছিল। যদিও আমি জিতেন্দ্রিয় নই, তবু এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছি। কিন্তু তা উপসংহার করবার সামর্থ্য আমার নেই। পাণ্ডবদের ধ্বংস করবার জন্যই আমি ক্রুদ্ধ হয়ে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলাম।

ব্যাসদেব বললেন, ধনঞ্জয় এই দিব্যাস্ত্র জানে। কিন্তু সে তো ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে তোমাকে বধ করবার জন্য এই অস্ত্র প্রয়োগ করেনি। তোমার অস্ত্রকে শান্ত করবার জন্যই অর্জুন এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেছে এবং পুনরায় তা এখন উপসংহার করেছে। এই ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েও অর্জুন তোমার পিতার উপদেশ অমান্য করেনি।

এবং ধৃতিমতঃ সাধোঃ সর্বাস্ত্রবিদুষঃ সতঃ।
স ভ্রাতৃবন্ধোঃ কস্মাৎ ত্বং বধমস্য চিকীর্ষসি॥ (সৌপ্তিক) ১৫।২২

—সে এরূপ ধৈর্যবান, সাধু, সর্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সৎ পুরুষ। তথাপি তুমি ভ্রাতৃ বন্ধুদের সঙ্গে তাকে বধ করবার ইচ্ছা করলে কেন?

যে রাষ্ট্রে এক ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করে দেওয়া হয়, সেই রাষ্ট্রে বার বৎসর পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। সেইজন্য প্রজাদের হিত কামনা করে অর্জুন শক্তিশালী হয়েও তোমার এই অস্ত্রকে নষ্ট করল না।

অর্জুন সম্বন্ধে বেদব্যাসের এই উক্তি হতে অর্জুন যে কত বিবেচক, ধৈর্যশীল ও অভিজ্ঞ ছিলেন তা প্রকাশ করে।

বেদব্যাস অশ্বত্থামাকে বললেন, পাণ্ডবদের নিজেকে এবং এই রাষ্ট্রকে তোমার

সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। অতএব তুমি এই দিব্যাস্ত্রকে উপসংহার কর। তুমি শান্ত হও। যুধিষ্ঠির কাউকে অধর্মের দ্বারা জয় করতে চায় না। তোমার মস্তকে যে মণি রয়েছে তা তুমি এখন যুধিষ্ঠিরকে দাও। এই মণির বিনিময়ে পাণ্ডবরা তোমার প্রাণ দান করবে।

ব্যাসদেবের আদেশে অশ্বত্থামা তাঁর বহু মূল্যবান রত্ন যা দেহে ধারণ করলে অস্ত্র, ব্যাধি, ক্ষুধা, দেবতা, দানব, নাগ, রাক্ষস হতে কোন ভয় থাকে না, তা অনিচ্ছায় দিলেন। কিন্তু বললেন, এই দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে নিক্ষিপ্ত শর পাণ্ডব বংশের গর্ভস্থ শিশুর উপর পড়বে। কারণ এই অস্ত্র অমোঘ। এই উদ্যত অস্ত্রকে উপসংহার করতে আমি সমর্থ নই। ব্যাসদেব অশ্বত্থামার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয় স্বজন বন্ধু পরিজনের নিধনে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। রাজ্য ছেড়ে তিনি পুনরায় বাণপ্রস্থের সঙ্কল্প করলে অর্জুন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, এটা অত্যন্ত দুঃখ ও গুরুতর পরিতাপের বিষয়। আপনি আপন শক্তির দ্বারা শত্রুদের পরাজিত করে পৃথিবীর অধিশ্বর হয়েছেন। আপনি কেন আপনার অল্প বুদ্ধির জন্য তা ত্যাগ করছেন? জগতে নপুংসক বা অলস ব্যক্তি কিভাবে রাজ্য লাভ করতে পারে? যদি আপনি এই রকম করবেন, তবে কেন ক্রুদ্ধ হয়ে এত রাজাকে বধ করলেন ও করালেন?

আপনি রাজকুলে জন্মে ভূমণ্ডল জয় করেছেন। এখন মূঢ়তার বশে অর্থ ও ধর্ম ত্যাগ করে বনে যেতে চাচ্ছেন। দরিদ্র মানুষের প্রতি মানুষ হেয় দৃষ্টিতে তাকায় যেন সে পাপী বা কলঙ্কিত। অতএব দারিদ্র্য এজগতে এক পাপ স্বরূপ। আপনি আমার সামনে দারিদ্র্যের সুখ্যাতি করবেন না।

শতিতঃ শোচ্যতে রাজন্ নির্ধনশ্চাপি শোচ্যতে।
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতস্যাধনস্য চ॥ (শান্তি) ৮।১৫

—রাজন, যেমন পতিত মানুষের শোচনীয় অবস্থা হয়, তেমনি নির্ধন ব্যক্তিরও। আমি পতিত ও নির্ধন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না।

যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন যে কথা বললেন, তা প্রমাণ করে যে অর্জুন কায়মনোবাক্যে বীর। বীর ব্যক্তির মধ্যে দীনতা—যা যুধিষ্ঠির প্রকাশ করেছিলেন, অর্জুনের পক্ষে তা অসহ্য। দুর্ধর্ষ বীরের ধর্ম সমগ্র ধরণীকে ভোগ করা, দিকে দিকে বিজয় পতাকা উড়িয়ে জয়ের ডঙ্কা বাজিয়ে বিজিতদের ধনভাণ্ডার লুঠ করা

যাদের দৈনন্দিন জীবন আদর্শ, যাদের ভাইকে হত্যা করতে হাত কাঁপে না, বৃদ্ধ গুরুজন বা আচার্যকে আঘাত করতে দ্বিধা করে না, তাদের মধ্যে যুদ্ধের পর গ্লানি বা অনুশোচনা বীরত্বের পাশে দরিদ্র বা দারিদ্র্যের মত। এই পরিণতি অর্জুন সহ্য করতে পারেন না।

অর্জুন আরও বলেছেন—

অর্থাদ্ ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ।
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা হ্যর্থং ন সিধ্যতি॥ (শা) ৮।১৭

—মহারাজ, অর্থ হতেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়। অর্থ না থাকলে লোকের জীবন নির্বাহও সম্ভব নয়।

যার ধন আছে তার বহু মিত্র লাভ হয়, তার বন্ধুও থাকে। ধনী জনকে পুরুষ বলা হয় এবং তাকে জ্ঞানী পুরুষও বলা হয়।

ধর্মঃ কামশ্চ স্বর্গশ্চ হর্ষঃ ক্রোধঃ শ্রুতং দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ॥ (শা) ৮।২১

—নরাধিপ, ধনের দ্বারা ধর্ম পালন, কামনা পূর্ণ, স্বর্গ লাভ, হর্ষ বৃদ্ধি ক্রোধের সফলতা, শাস্ত্রাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন এবং শত্রু দমন—এ সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয়।

ধনের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় এবং ধন হতেই ধর্মের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। নির্ধন মানুষের পক্ষে ইহলোক সুখদায়ক হয় না এবং পরলোকও সুখপ্রদ হয় না। আইন ন্যায়ানুসারে বিচার করুন এবং দেবতা ও অসুরদের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেবতারা তাঁদের জ্ঞাতি অসুরদের বধ করে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাজা যদি অন্যের ধন হরণ না করেন তবে কি করে ধর্ম কর্ম করবেন? ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণরা অধ্যয়ন করান (অধীয়তেঽধ্যাপেয়ন্তে যজন্তে যাজয়ন্তি চ) ধনের দ্বারাই যজ্ঞ করেন ও করান এবং রাজারা অপরকে যুদ্ধে জয় করে তার ধন আহরণ করেন ও তার দ্বারাই তাঁরা সমস্ত শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করেন। কোন রাজার নিকট আমি এমন ধন দেখতে পাই না—যা অপরের ক্ষতি না করে সংগৃহীত হয়েছে।

এবমেব হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্।
জিত্বা মমেয়ং ব্রুবতে পুত্রা ইব পিতুর্ধনম॥ (শা) ৮।৩১

—এইরূপ সকল রাজাই এই পৃথিবীকে জয় করেন এবং জয় করে বলেন যে, এটা আমার, যেমন পুত্র পিতার ধনকে নিজের বলে মনে করে।

যাঁরা রাজর্ষি ছিলেন এবং বর্তমানে যাঁরা স্বর্গে গেছেন, তাঁরাও এই ভাবে রাজধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন পরিপূর্ণ মহাসাগর হতে মেঘরূপে উত্থিত হয়ে জল চারদিকেই বর্ষিত হয়ে থাকে, তেমনি ধন রাজাদের নিকট হতে নিঃসৃত হয়ে পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে।

এখন সর্ব দক্ষিণা যুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য। নতুবা আপনার পাপ হবে। মহাদেবও সর্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে সমস্ত ভূতদের এবং স্বয়ং নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। এটাই ক্ষত্রিয়দের পক্ষে কল্যাণের সনাতন পথ। এটাই সেই সর্বোত্তম পথ—যা অবলম্বন করে রাজা দশরথ স্বর্গে গমন করেছেন। আপনি কুপথে যাবেন।

উপরের কথামালা অর্জুনের শাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রকাশ করে। অর্জুনের ধন মাহাত্ম্য ও রাজধর্ম বিচার, বীরত্বের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এক পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ প্রকাশ করে।

যুধিষ্ঠির যখন আত্মীয় স্বজনের শোকে অভিভূত হয়ে রাজ্য ছেড়ে পুনরায় বাণপ্রস্থে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, অর্জুন তখন তাঁকে এইভাবে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন যে রাজদণ্ডই প্রজাকে শাসন করে। রাজার সুশাসন না থাকলে প্রজা নষ্ট হয়। ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হোক যুধিষ্ঠির এ রাজ্য লাভ করেছেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে শোক ত্যাগ করে দান যজ্ঞ করে প্রজাপালন ও শত্রু নাশ করতে অনুপ্রেরণা দেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের তাপ দগ্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে রাজ্য পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করতে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কারণ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণর উপদেশরই অধিকতর অনুরক্ত।

যুদ্ধান্তে অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের অলৌকিক সভাগৃহে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন স্বজন পরিবৃত হয়ে কৃষ্ণার্জুন আনন্দিত চিত্তে ঘুরে ঘুরে অবশেষে সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। প্রসন্ন চিত্তে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি আপনার মহাত্ম্য জেনেছিলাম। দিব্য রূপ ও ঐশ্বর্যও দেখেছিলাম। যুদ্ধকালে আপনি আমাকে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন, যুদ্ধে চঞ্চল চিত্ত হওয়ায় বুদ্ধির দোষে সেই সমস্ত জ্ঞান আমার নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সব বিষয় শুনবার জন্য আমার বার বার কৌতূহল হচ্ছে। এদিকে আপনি শীগ্‌গির দ্বারকায় ফিরবেন। আমাকে আবার তা বলুন।

কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে সনাতন ধর্ম এবং শাশ্বত লোক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পারনি।

এতে আমি দুঃখিত হয়েছি। আমি যোগযুক্ত হয়ে পূর্বে যে পরব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলাম, তা পুনরায় দেওয়া সম্ভব নয়।

পরে প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকের মাধ্যমে বহু অধ্যায় ব্যাপিয়া অর্জুনকে গীতাতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে তিনি দ্বারকায় ফিরবার জন্য প্রস্তুত হন।

যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করেন। ব্যাসদেব ও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করতে অনুমতি দিলেন। ব্যাসদেব অর্জুনকে যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার জন্য, রাজ্য ও নগর রক্ষার জন্য ভীম ও নকুলকে এবং আত্মীয় কুটুম্বদের পালনের জন্য সহদেবকে নিযুক্ত করতে উপদেশ দিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আরও বললেন, অর্জুনই যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে নানা দেশ পর্যটনের উপযুক্ত ব্যক্তি। অর্জুন সম্বন্ধে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে জানালেন—

ভীমসেনাদবরজঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥
জিষ্ণুঃ সহিষ্ণু র্ধৃষ্ণুশ্চ স এনং পালয়িষ্যতি।
শক্তঃ স হি মহীং জেতুং নিবাতকবচান্তকঃ।। (আ) ৭২।১৪-১৫

—ভীমসেনের অনুজ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর সহিষ্ণু এবং ধৈর্যশালী জিষ্ণু যজ্ঞের অশ্বকে রক্ষা করবে নিবাতকবচদের হত্যাকারী সে পৃথিবী জয় করতে সমর্থ।

তার কাছে দিব্য অস্ত্র, দিব্য কবচ, দিব্য ধনু ও দিব্য তূণ আছে। অতএব সেই এই অশ্বের অনুগমন করবে। সে ধর্ম ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ। সেজন্য অর্জুন তোমার যজ্ঞাশ্বকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিচরণ করাবে।

বেদব্যাস কেবল অর্জুনের শক্তির পরিচয় দেননি, তিনি যে ধর্ম, অর্থনীতিবিদ ও সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী ও সর্ব শাস্ত্রে দক্ষ তাও জানালেন। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনই একমাত্র পুরুষ যিনি সর্ব বিদ্যায় বিশারদ।

অর্জুন যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি ত্রিগর্ত, প্রাগজ্যোতিষপুর, সিন্ধু দেশে রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগদত্তের বজ্রদত্তের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। সিন্ধু দেশে দুর্যোধনের ভগ্নী জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা এসে অর্জুনকে বললেন, তোমার ভাগ্নে সুরথের পুত্র তোমাকে প্রণাম করছে। তুমি তার প্রতি দৃষ্টি রেখো।

অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, সুরথ কোথায়? দুঃশলা বললেন, সুরথ পূর্বেই শুনেছিল যে অর্জুনের হাতেই তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। তারপর যখন সে শুনলো যে তুমি অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে যুদ্ধের জন্য এ স্থান পর্যন্ত এসেছো তখন

পিতার দুঃখে ব্যথিত হয়ে সে আত্মঘাতী হয়েছে। তাকে এই ভাবে মরতে দেখে আমি তার পুত্রকে নিয়ে তোমার শরণ নিচ্ছি। যেমন তোমার পৌত্র পরীক্ষিত, তেমনি এই আমার বালক পৌত্র। তুমি দুর্যোধন ও জয়দ্রথের কথা ভুলে এই বালকের প্রতি সদয় হও। দুঃশলার কথা শুনে দুঃখিত চিত্তে অর্জুন দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর অর্জুন মণিপুরে আসলেন। বভ্রুবাহন পিতা আসছে শুনে তাঁকে বিনম্র ভাবে অভ্যর্থনা করতে আসলে, অর্জুন বভ্রুবাহনকে তিরস্কার করে বললেন—

ধিক্ ত্বামস্তু সুদুর্বুদ্ধিং ক্ষত্রধর্মবহিষ্কৃতম্।
যো মাং যুদ্ধায় সম্প্রাপ্তং সাম্নৈব প্রত্যাগৃহ্নথাঃ ॥ (আ) ৭৯।৫

—ক্ষত্র ধর্মের অবমাননাকারী দুর্বুদ্ধি তোমাকে ধিক্। যেহেতু আমি যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়েছি, আর তুমি আমাকে সামনীতির সঙ্গে বরণ করছ।

অর্জুন এই ভাবে নিজের পুত্রকে ধিক্কার দিলে তা শুনে নাগকন্যা উলূপী সেখানে উপস্থিত হয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে বভ্রুবাহনকে বলেন, আমি তোমার বিমাতা উলূপী। তুমি তোমার পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাই তাঁর যোগ্য সমাদর।

উলূপীর প্রেরণায় বভ্রুবাহন পিতা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন মনস্থ করে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করেন। পিতা পুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। (৪র্থ পর্ব দ্রষ্টব্য) বভ্রুবাহনের বিক্রম দেখে বিস্ময়ে অর্জুন বললেন—

সাধু সাধু মহাবাহো বৎস চিত্রাঙ্গদাত্মজ।
সদৃশং কর্ম তে দৃষ্টা প্রীতিমানস্মি পুত্রক ॥ (আ) ৭৯।২৫

—মহাবাহো চিত্রাঙ্গদা কুমার! তোমায় সাধুবাদ। বৎস, তুমি ধন্য। তোমার যোগ্য পরাক্রম দেখে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি।

বভ্রুবাহনের শরাঘাতে অর্জুন সংজ্ঞা হারালেন। তা দেখে পুত্র বভ্রুবাহনও সংজ্ঞা হারালেন। পতিকে নিহত এবং পুত্রকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখে চিত্রাঙ্গদা অত্যন্ত ভীত চিত্তে রণাঙ্গনে প্রবেশ করলেন। মণিপুর রাজমাতা চিত্রাঙ্গদা উপস্থিত হয়ে বিলাপ করতে থাকলে নাগকন্যা উলূপী নাগলোক হতে দিব্য মণি আনলেন। ঐ মণির সাহায্যে বভ্রুবাহনের জ্ঞান ফিরে আসলে, তিনি নিজেকে পিতৃহন্তা মনে করে শোকাভিভূত হলেন।

নিহন্তারং রণেঽরীণাং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
ময়া বিনিহতং সংখ্যে প্রেক্ষতে দুর্মরং বত ॥ (আ) ৮০।২২

—যুদ্ধে যাকে বধ করা অন্যের পক্ষে নিতান্ত কঠিন কাজ, যিনি যুদ্ধে শত্রুদের বিনাশ করেন এবং সমস্ত অস্ত্রধারী বীরদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই আমার পিতা অর্জুন আজ আমারই হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছেন।

বভ্রুবাহন যখন মাতা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পিতৃশোকে অনশন ব্রত গ্রহণ করে বসলেন তখন উলূপী বভ্রুবাহনকে বললেন। পুত্র বভ্রুবাহন ওঠ, শোক কর না। এই অর্জুন তোমার দ্বারা পরাজিত হননি। এই অর্জুন এ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ও ইন্দ্রসহ সম্পূর্ণ দেবতাদের পক্ষেও অজেয় (অজেয়ঃ পুরুষৈরেষ তথা দেবৈঃ সবাসবৈঃ)। তুমি তাঁর পুত্র। এই বীর অর্জুন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তোমার ন্যায় পুত্রের বল পরাক্রম জানতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। সেজন্য আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছিলাম। পুত্র, তুমি নিজের মধ্যে অণুমাত্র গ্লানিবোধ কর না। আমি এই দিব্য মণি এনেছি। তুমি নিজে এই মণি পিতার বুকের উপর রাখ। তাহলে তুমি পুনরায় পাণ্ডু পুত্র অর্জুনকে জীবিত দেখতে পাবে। বভ্রুবাহন উলূপীর নির্দেশ মত কাজ করলে পর অর্জুন পুনরায় বেঁচে উঠলেন। বহুকাল ধরে নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণের ন্যায় রক্তবর্ণ নয়নদ্বয় রগড়াতে রগড়াতে অর্জুন পুনরায় জীবিত হয়ে উঠলেন।

অর্জুন জেগে উঠলেন। বভ্রুবাহন তাঁকে প্রণাম করলেন। অর্জুনকে পুনরায় জেগে উঠতে দেখে ইন্দ্র তাঁর উপর দিব্য ও পবিত্র পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। অর্জুন বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথা আঘ্রাণ করলেন। সেখানে শোকাকুলা চিত্রাঙ্গদাকে উলূপীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অর্জুন বভ্রুবাহনকে জিজ্ঞেস করলেন—

বীর পুত্র, এই যুদ্ধ ক্ষেত্র শোক বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ল দেখছি। যদি তুমি তার কারণ জান, তবে তা আমাকে বল। তোমার জননী কি জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন ? এবং এই নাগরাজ কন্যা উলূপীর এখানে আসবার কারণ কি ? আমি তো জানি তুমি আমার কথায় এই যুদ্ধ করেছ। কিন্তু এখানে নারীদের আসবার কি কারণ ঘটেছে ?

উত্তরে বভ্রুবাহন বিনম্র ভাবে বললেন, এ সম্বন্ধে আপনি জননী উলূপীকে জিজ্ঞেস করুন। অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে উলূপী তাঁর আগমনের কারণ বললেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অন্যায় ভাবে ভীষ্মকে পরাস্ত করায়, বসুরা অর্জুনকে নরকবাস অভিসম্পাত করেছিলেন। গঙ্গা দেবীও তাঁদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। উলূপী গঙ্গা তীরে বসুদের এই শাপ শুনে তাঁর পিতাকে

জানান। তাঁর পিতা বসুদের শরণাপন্ন হলে তাঁরা বলেছেন, 'পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হলে, তবে তিনি শাপ মুক্ত হবেন।' এইজন্য অর্জুন মণিপুরে এসেছেন জানতে পেরে উলুপী মণিপুরে আসেন ও বভ্রুবাহনকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন।

উলুপী বললেন—

ন হি ত্বাং দেবরাজোঽপি সমরেষু পরাজয়েৎ।

আত্মা পুত্রঃ স্মৃতস্তস্মাৎ তেনেহাসি পরাজিতঃ ॥ (আ) ৮১।২০

—দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে না। পুত্র তো নিজেরই আত্মা। সেজন্য আপনি তার দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

অর্জুন ভাগ্যবান্। তাই তিনি অভিশপ্ত হলেও তাঁর অভিশাপের প্রতিবিধানের জন্য অন্যে ছুটে আসেন। অপরপক্ষে হতভাগ্য কর্ণর পক্ষে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁর শাপ মুক্তির জন্য অনুরূপ আবেদন জানাতে পারতেন। তাই সারা জীবন কর্ণকে অভিশাপের দণ্ডী কেটে চলতে হয়েছে।

উলুপী আরও বললেন, আমি এই কাজ করে কোন অন্যায় করিনি। আপনার কি অভিমত! আমি কি এই যুদ্ধ বাঁধিয়ে অপরাধ করেছি? উলুপী এই কথা বললে, অর্জুন প্রসন্ন মনে বললেন, তুমি যে কাজ করেছ, তাতে আমার ভালই হয়েছে। এ কথা বলে অর্জুন চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বভ্রুবাহনকে বললেন, আগামী চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হবে। তাতে তুমি নিজের এই দুই জননী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই যাবে।

বভ্রুবাহন পিতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁকে সেদিন দুই ধর্ম পত্নীর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করতে বললেন। অর্জুন উত্তরে বললেন, তুমি তো এটা জান যে আমি দীক্ষা নিয়ে বিশেষ নিয়ম পালন করে বিচরণ করছি। যতকাল এই দীক্ষা পূর্ণ না হয়, ততকাল আমি তোমার নগরে প্রবেশ করব না।

অতঃপর অর্জুন আরও অনেক রাজ্য দখল করেন ও তাদের রাজাদের জয় করেন।

ভীমের বাক্য বাণে পীড়িত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে নিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন স্থির করে মৃত আত্মীয় বন্ধুদের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে আত্মীয় বন্ধুদের শ্রাদ্ধের জন্য ধন চাইলেন।

যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রসন্ন চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু ভীমসেনের তখনও দুর্যোধনের উপর ক্রোধ ছিল। তিনি দুর্যোধনের অত্যাচারের কথা মনে করে বিদুরের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। ভীমসেনের অভিপ্রায় জানতে পেরে অর্জুন ভীমকে বললেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের জ্যেষ্ঠতাত এবং বৃদ্ধ। তিনি বনে যাবার জন্য দীক্ষা নিয়েছেন ও বনগমনের পূর্বে আত্মীয়দের পারলৌকিক কাজ করতে চান।

কিন্তু ভীম ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রাদির আচরণ মনে করিয়ে দিয়ে অর্জুনকে বললেন যে আমরাই ভীষ্মাদি সবার শ্রাদ্ধ করব এবং জননী কর্ণের শ্রাদ্ধ করবেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পুরানো দিনের ব্যবহার, দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের রাজসভায় দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, সেই সব দিনে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ কোথায় ছিল ?

অর্জুন ভীমকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, আপনি আমার অগ্রজ ও গুরুজন। অতএব আমি আপনার সামনে এই কথা ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারি না যে ধৃতরাষ্ট্র সর্বতোভাবে সমাদরের যোগ্য।

ন স্মরন্ত্যপরাদ্ধানি স্মরন্তি সুকৃতান্যপি।
অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদাঃ সাধবঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ (আ) ১২।২

—সাধুরা কারো অপরাধের কথা মনে না রেখে সাধু আচরণের কথাই মনে করেন।

অর্জুন আক্ষেপ করে আরও বললেন, ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা দেখুন। পূর্বে যাঁর কাছে আমরা প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছি। এখন অদৃষ্ট বশে তিনিই আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। আপনি আপত্তি করবেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে।

এখানে অর্জুন যে মনে প্রাণে ভীমসেনের অনেক উপরে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। যুধিষ্ঠির পরিবারে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে অরণ্যে গিয়েছিলেন। অর্জুনও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং পুনরায় যথা সময়ে সকলে প্রত্যাগমন করেছিলেন।

কিছুকাল পর পাণ্ডবরা খবর পেলেন সঞ্জয় ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই যোগাসনে দেহত্যাগ করেছেন। পাণ্ডবদের রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হল। এবার তাঁরা নানা প্রকার প্রাকৃতিক অশুভ লক্ষণ লক্ষ্য করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই যদুবংশে পরস্পর মুষলের দ্বারা হানাহানির খবর পেলে পাণ্ডবরা দুঃখিত হলেন। কৃষ্ণ দারুকের মারফৎ হস্তিনাপুরে যাদবদের নিধন সংবাদ দিয়ে অর্জুনকে শীঘ্র দ্বারকায় যেতে অনুরোধ করলেন।

অর্জুন দ্বারকায় এসে শুনলেন বলরাম ও কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের সখা অর্জুনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। অর্জুনও কৃষ্ণের স্তুতি করে সেই নারীদের আশ্বস্ত করলেন। তারপর মাতুল বসুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য গেলেন।

অর্জুন দেখলেন বীর ও মহাত্মা মাতুল বসুদেব পুত্র শোকে অভিভূত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছেন। অর্জুন মাতুলকে প্রণাম করলে বসুদেব তাঁর মস্তক অভ্রাণ করে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণকে মনে করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, অর্জুন, যারা শত শত দৈত্য ও রাজাদের এক সময় জয় করেছিল, এখন তাদের মধ্যে কাউকেও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি কেন এখনও বেঁচে আছি? যারা তোমার প্রিয় শিষ্য ছিল, তুমি যাদের নিয়ে গর্ব করতে সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকির অন্যায়ে বৃষ্ণি বংশীয়রা নষ্ট হয়েছে। এরাই যদুবংশ ধ্বংসের কারণ। অর্জুন, এ বিষয়ে আমি সাত্যকি, কৃতবর্মা, অক্রুর ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির ঠিক দোষ দিতে পারি না। বস্তুতঃ ঋষিদের অভিশাপই যাদবদের বিনাশের প্রধান কারণ।

যে কৃষ্ণ কেশী এবং কংসকে বধ করেছিল, যে শিশুপাল, একলব্য, কলিঙ্গ-রাজ, মগধরাজ, গান্ধার দেশীয় বীরদের কাশিরাজ প্রভৃতিকে নিহত করেছিল, যে পূর্ব ও দক্ষিণ দেশীয় রাজন্যবর্গ ও পার্বত্যরাজদের সংহার করেছিল, সেই মধুসূদন যাদব বালকদের দুর্নীতি দেখে নির্লিপ্ত রইলেন।

তুমি দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য মুনিরা কৃষ্ণকে নিষ্পাপ, সনাতন, অচ্যুত ও পরমেশ্বর রূপে জানতে। অথচ সে নিজের আত্মীয় কুটুম্বদের এই ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেও তা উপেক্ষা করেছে।

কৃষ্ণ গান্ধারী ও মহর্ষিদের অভিশাপের অন্যথা করতে চায়নি, তাই এই বিপদকে অগ্রাহ্য করেছে। অর্জুন, তোমার পৌত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার দিব্যাস্ত্রে নিহত হয়। আবার কৃষ্ণের অনুগ্রহে তোমারই সামনে সেই শিশু পুনর্জীবিত হয়। এই প্রকার শক্তিশালী তোমার সখা কৃষ্ণ নিজের ভ্রাতৃবন্ধুবর্গের প্রাণ সঙ্কটেও তাদের বাঁচাতে চায়নি। যখন পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা বন্ধু পরস্পর মারামারি করে ধ্বংস হল, সেই অবস্থা দেখে কৃষ্ণ আমার কাছে এসে বলল—

পিতা, আজ এই বংশ ধ্বংস হয়ে গেল। অর্জুন নিশ্চয় এই সংবাদ পেয়ে

দ্বারকা নগরীতে আসবে। সে আসলে তাকে বৃষ্ণি বংশের এই ব্যাপক বিনাশের সংবাদ দেবেন।

যোঽহং তমর্জুনং বিদ্ধি যোঽর্জুনঃ সোঽহমেব তু ॥

যদ্ ব্রূয়াৎ তৎ তথা কার্য্যমিতি বুধ্যস্ব মাধব। (মৌ) ৬।২১-২২

—যেই আমি সেই অর্জুন। যেই অর্জুন আমিও সেই। অতএব অর্জুন এসে যা কর্তব্যবোধে বলবে, আপনি সেই মত তা করবেন—তা বুঝে রাখুন।

আসন্ন প্রসবা রমণীদের ও বালকদের অর্জুন রক্ষা করবার দায়িত্ব নেবে এবং মৃতদের পারলৌকিক কর্ম করবে। অর্জুন প্রস্থান করলেই দ্বারকা নগরী সমুদ্র জলে প্লাবিত হবে। আমি বলরামের সঙ্গে বনে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করব। এই কথা বলে কৃষ্ণ বালকদের সঙ্গে আমাকে এখানে পরিত্যাগ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছে।

তারপর বসুদেব বললেন, পার্থ, আমি আহার ত্যাগ করেছি, জীবন ধারণে আমার ইচ্ছে নেই। সৌভাগ্যবশতঃ তুমি এসেছো। কৃষ্ণের কথায় এই রাজ্য রমণীকুল ও ধনরত্ন তোমাকে সমর্পণ করছি।

মাতুল বসুদেবের কথা শুনে অর্জুনের মন বিষাদে ভরে গেল এবং তাঁর মুখ মলিন হল। তিনি বসুদেবকে বললেন, কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃতুল্য সাত্যকি প্রভৃতির বিরহে এই পৃথিবী আর আমি দেখতে ইচ্ছা করি না। আমরা পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর মনোভাবও ঐরূপ। অর্থাৎ কেউ বেঁচে থাকতে চাই না। রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রয়াণ কাল আগতপ্রায় সুতরাং আমি বৃষ্ণিবংশীয় রমণীদের, বালক ও বৃদ্ধাদের আমার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাব।

তারপর অর্জুন দারুককে জানালেন তিনি বৃষ্ণিবংশীয় বীরদের সঙ্গে দেখা করতে চান। অর্জুন যাদবদের সভায় উপস্থিত হয়ে শোকার্ত প্রজাবৃন্দ ব্রাহ্মণ ও পরিষদবর্গকে জানালেন, আমি স্বয়ং বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সবাইকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাব। কারণ সমুদ্র এই দ্বারকা নগরী গ্রাস করবে। আপনারা যানবাহন ও নানাবিধ রত্ন সজ্জিত করুন। ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র আপনাদের রাজা হবেন। অতএব আপনারা যথা শীঘ্র সজ্জিত হয়ে আসুন।

ঐ রাত্রে অর্জুন শোকার্ত চিত্তে কৃষ্ণের গৃহে বাস করলেন। পরদিন প্রভাতে বসুদেব যোগস্থ হয়ে প্রয়াণ করেন। দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা পতি বসুদেবের সঙ্গে সহমৃতা হলেন। অর্জুন সকলের অন্তিম কাজ সম্পন্ন করলেন। তারপর তিনি যাদবদের বিনাশ স্থানে এসে তাঁদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি বলরাম ও কৃষ্ণের শব অন্বেষণ করে এনে সৎকার করলেন।

সপ্তম দিনে কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র শোকার্ত রমণীরা রথে, গো গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযুক্ত যানে করে অর্জুনের অনুগমন করলেন। অন্যান্যরাও অশ্বে বা রথে অর্জুনের পশ্চাতে অনুসরণ করল। বৃদ্ধ ও বালকরাও তাঁর অনুগমন করল। অর্জুন সমুদ্র তুল্য যাদবদের ও প্রচুর সম্পদ সহ যাত্রা করলেন।

নির্যাতে তু জনে তস্মিন সাগরো মকরালয়ঃ।
দ্বারকাং রত্নসম্পূর্ণাং জলেনাপ্লাবয়ৎ তদা॥ (মৌ) ৭।৪১

—সেই লোকরা দ্বারকা হতে বের হলেই মকরালয় সমুদ্র আপন জল দিয়ে তখনই রত্নপূর্ণা সেই দ্বারকা নগরীকে প্লাবিত করল।

অর্জুন দ্বারকার যে যে স্থান অতিক্রম করতে লাগালেন, সমুদ্র আপন জল দ্বারা তখন সেই সেই স্থান প্লাবিত করতে লাগল। এই ভাবে অর্জুন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও পঞ্চ নদ দেশে উপস্থিত হয়ে গো ও অন্যান্য পশু ও ধান্য সম্পন্ন স্থানে বাস করতে লাগলেন। সেখানকার দস্যুরা যাদবনারীদের দেখে লুব্ধ হয়ে যষ্ঠি নিয়ে তাদের আক্রমণ করল।

অর্জুন ঈষৎ হেসে তাদের বললেন, যদি বাঁচতে চাও, তবে নিবৃত্ত হও। নতুবা আমার বাণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সকলে মরবে। অর্জুনের নিষেধ অমান্য করে দস্যুরা নারীদের হরণ করে। অর্জুন গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করলেন, কিন্তু কোন দিব্যাস্ত্র স্মরণ করতে পারলেন না। অর্জুনের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান লোপ পেল। বাহুবলও নষ্ট হল, ধনুকও আয়ত্তের বাইরে গেল এবং অক্ষয় বাণগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হল—এই সব চিন্তা করে অর্জুনের মন বিষণ্ণ হল এবং তিনি সব ঘটনাকে দৈব বলে মনে করলেন। তারপর তিনি যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হলেন। তাঁর সহগামী যোদ্ধারাও বাধা দেবার চেষ্টা করলেও দস্যুরা নারীদের হরণ করতে লাগল। অবশেষে অর্জুন অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে হস্তিনায় ফিরে আসলেন। তিনি ভোজরাজের স্ত্রীদের সেই স্থানে রাখলেন। অর্জুন সাত্যকির প্রিয় পুত্র যৌযুধানিকে বৃদ্ধ ও বালকদের সঙ্গে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী দেশের অধিকারী করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য দান করলেন। কৃতবর্মার পুত্র অশ্বপত্তিকে খাণ্ডবারণ্য প্রদেশে মার্ত্তিকাবত নগরে স্থাপন করলেন।

উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা এটাই প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ বিনা অর্জুন অতি দুর্বল।

যে কারণে সামান্য কিছু দস্যু যাদব রমণীদের তাঁর সামনে চুরি করে নিল। যে অর্জুন বিরাট রাজ্যে নপুংসক বেশে একাই সমস্ত কৌরব যোদ্ধাদের পরাজিত করেছিলেন, যিনি একাই কুরুক্ষেত্রে সমস্ত বীর যোদ্ধাদের নিহত করেছিলেন, আজ তিনি মুষ্টিমেয় দস্যুর কাছে পরাজিত হলেন। এর চেয়ে আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। কে যেন অর্জুনের সেই মহাশক্তি হরণ করেছে। অর্জুনের তখনকার অবস্থা Samson Agonistes কে মনে করিয়ে দেয়।

কবি নবীন সেন তাঁর 'প্রভাস' কাব্যে অর্জুনের এই পরাজয় গ্লানি সুন্দর রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্জুন ব্যাসদেবকে বলছেন—

নিবেদিব হায় দেব! চরণে কেমনে
এ শোক-কাহিনী শেষ? সেই মনস্তাপ
জ্বলিছে দাবাগ্নি মত মরমে মরমে
কেমনে দেখাব আমি, চিত্রিব সে পাপ?
লইয়া চতুর্দ্দশীর শশি রেখা শেষ—
হত শেষ যদুকুল,—অনাথা রমণী।
অনাথ শিশু ও বৃদ্ধ,—পঞ্চনদ দেশ
করিনু প্রবেশ যবে, মহর্ষি। তখনি
আক্রমিল দস্যুগণ; করিল হরণ
রত্নরাজি অশ্ব রথ, করিল হরণ
যাদব রমণীরত্ন;—আমি নরাধম
সে দৃশ্যও ভগবন! করেছি দর্শন!
যে গাণ্ডীব ছিল মম কার্ম্মুক ক্রীড়ার,
নাহি শক্তি সে গাণ্ডীবে করি জ্যা রোপণ।
নাহি পড়ে অস্ত্র মনে, নাহি বল আর
কুরুক্ষেত্র-জয়ী ভুজে, হায়! অদর্শন
হইয়াছে সেই দেব সারথি আমার,—
শক্তিরূপী নারায়ণ। নাহি প্রবাহিত
কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর্য্য ধমনীতে আর;—
করি শিলাময় চন্দ্র, রবি অস্তমিত।
হয়েছে গাণ্ডীব যেন যষ্টি স্থবিরের।
তাহাতে করিয়া ভর করিনু দর্শন

সে লুণ্ঠন, হে হরণ ! হায় ! প্রবীণের
শুনিলাম হাহাকার শিশুর রোদন !
দেখিলাম অধর্মের যেই অভ্যুত্থান
করি নাই কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে দর্শন ;—
সুরামত্তা যাদবীরা, কামাসক্ত প্রাণ,
করিল তস্করগণে আত্মসমর্পণ।
দেখিতেছি এই দৃশ্য ; গাণ্ডীব বাহিয়া
পড়িতেছে অশ্রুধারা,—পড়িছে তরল
ফাল্গুনির মনস্তাপ ! রহিয়া রহিয়া
শেষ গৈরিকের ধারা তরল অনল,
পড়িছে বহিয়া ধীরে যেন নির্বাপিত
আগ্নেয় ভূধর অঙ্গে, অঙ্গে ফাল্গুনির।
দেখিতেছি এ নরক—দেব ! আচম্বিত
কি স্বর্গ উঠিল ভাসি নেত্রে এ পাপীর !
অশ্ব পৃষ্ঠে দুই নারী—দেবী কি মানবী !—
এ নরকে তারা বেগে করিল প্রবেশ।
কি শান্তি – প্রতিমা যেন আছে নিরখিয়া
পাপিষ্ঠা যাদবীগণ,—অপূর্ব দর্শন !
থামিয়াছে কোলাহল ; নীরব প্রান্তর ;
অনিশ্বাস নাসা ; প্রাণ—যন্ত্র অবিচল।
কি যেন তাড়িত স্রোত করিল সত্বর
চিত্রে পরিণত দেব। সে লুণ্ঠন স্থল।
স্থবির রোরুদ্যমান চাহি শিশুগণ ;
রয়েছে চাহিয়া দস্যু, ভুজে আলিঙ্গিয়া
হৃতা নারী রত্ন, করে লুণ্ঠনের ধন।
মধ্যস্থলে দুই অশ্ব স্থির অবিচল ;
সুভদ্রা শৈলজা অশ্বে স্থিরা অবিচলা
স্থির নেত্রে চেয়ে আছে সে লুণ্ঠন স্থল ;
মেঘ পৃষ্ঠে শরতের দুই শশিকলা।
মুহূর্তেক পরে দেব ! চলিল ছুটিয়া
অনার্য তস্করগণ। যদুকুলজায়া
ছুটিল পশ্চাতে,—এও আসিনু দেখিয়া !
পাপের পশ্চাতে যেন কর্মফল ছায়া।

যাইতে ছুটিয়া এক যাদবী পাপিনী
ঈর্ষায় হানিলা বর্শা বক্ষে সুভদ্রায়।
ছুটিল শৈলের অশ্ব, করুণারূপিণী
লইল পাতিয়া বর্শা বক্ষে আপনার।
তিরোহিত নারায়ণ; ধ্বংস যদুকুল;
নিমজ্জিত দ্বারবতী গর্ভে জলধির;—
ততোধিক প্রাণ দেব। হয়েছে আকুল
নিরখি পতন ঘোর যদু রমণীর।
আসিল প্রভাসে ভদ্রা লয়ে শৈলজায়
আহতা করুণাময়ী। করি অতিক্রম
দস্যু ভূমি পঞ্চনদ; সাম্রাজ্য ছায়ায়
প্রবেশিয়া পাণ্ডবের, করিয়া প্রেরণ
ধ্বংস শেষ, হৃত শেষ, যাদবী যাদব
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রজা সহ, আসিনু হেথায়
জুড়াইতে হৃদয়ের এ ঘোর বিপ্লব
মহর্ষির কল্পতরু চরণ ছায়ায়
সহিত না প্রাণে মম আত্ম-বিনাশের
সেই মহাশোক দৃশ্য; ধৈর্য্য-বীর্য্য-চ্যুত
পারিত না ধনঞ্জয় সাধিতে উদ্ধার
যাদবের; তাই বুঝি ছিনু অনাহূত
প্রভাস উৎসবে! দেব! বালকের বল
নাহি ভুজে, নাহি ভগ্ন হৃদয়ে আমার।
রথি হীন দেহ রথ হয়েছে অচল
অপার্থ হয়েছে পার্থ;—কি কর্ত্তব্য তার?

যাদব রমণীদের স্খলন কবিকে ব্যথিত করেছিল। তাই তিনি অর্জুনের মুখ দিয়ে যাদব রমণী সুভদ্রা ও শৈলজার পবিত্র চরিত্র চিত্রিত করেছেন পাশাপাশি। কর্মফলই যে দ্বারকার ধ্বংসের কারণ তা তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় সখা কৃষ্ণ যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের সব শক্তি হরণ করে নিয়েছেন। তাই যে গাণ্ডীব দিয়ে তিনি বিশ্ব জয় করেছিলেন, সেই গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করবার শক্তিও যেন হারিয়েছেন।

বেদব্যাসের মহাভারতে অর্জুন ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আশ্রমে গেলেন। তাঁর চেহারা দেখে ব্যাসদেব কি ঘটেছে তা প্রশ্ন করলে, অর্জুন দ্বারকার সম্বন্ধে যাবতীয় খবরাখবর এবং বলরাম ও কৃষ্ণর প্রয়াণ সংবাদ দিয়ে শোক প্রকাশ করেন। তাঁর গাণ্ডীব ধনু নিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তাও অর্জুন বেদব্যাসকে জানালেন। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যাদবরা দেবতাদের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় জন্মেছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গেই স্বর্গে গেছেন। বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় মহারথগণ ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। স্মুতরাং তাঁদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। যদু বংশ এই ভাবে ধ্বংস হবার কথা ছিল এবং সেই মহাত্মাদের নিয়তিও এইরূপ ছিল। কৃষ্ণ এর ব্যতিক্রম করবার ক্ষমতা থাকা সত্বেও তিনি তা করেননি।

তোমার সামনেই যাদব স্ত্রীদের দস্যুরা যে অপহরণ করেছে, সেই বিষয়ে এক রহস্য আছে, তা তোমাকে বলছি শোন। এই রমণীরা পূর্ব জন্মে অপ্সরা ছিলেন। এই স্ত্রীলোকরা অষ্টাবক্রমুনির রূপ দেখে তাঁকে উপহাস করেছিলেন। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি শাপ দিয়ে বলেছিলেন—তোমরা মানবী হয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে। দস্যুদের হাতে পড়ে তোমরা অভিশাপ মুক্ত হবে। এই জন্য তোমার শক্তি নষ্ট হয়েছিল। এজন্য তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। যিনি তোমার প্রতি স্নেহাসক্ত হয়ে তোমার সারথি হয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং চক্র গদাধারী প্রাচীন ঋষি চতুর্ভুজ নারায়ণ। কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করে এখন দেহ ত্যাগ করে উত্তম ধামে চলে গেছেন (মোক্ষয়িত্বা তনুং প্রাপ্ত : কৃষ্ণঃ স্বস্থানমুত্তমম্)।

তুমিও ভীম নকুল ও সহদেবের সহায়তায় দেবতাদের মহৎ কাজ করেছ, যেজন্য তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন করেছ। তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে। এখন প্রস্থান করাই উচিত (গমনং প্রাপ্তকালং ব ইদং শ্রেয়স্করং বিভা)। তোমার অস্ত্র সমূহের প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে। আবার যথাকালে তারা তোমার হস্তগত হবে।

ব্যাসদেবের উপদেশ শুনে অর্জুন হস্তিনাপুরে গেলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

অর্জুনের মুখে যাদবদের ধ্বংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, কালই সব প্রাণীদের ধ্বংস করে। কাল আমাকেও আকর্ষণ করছে। তুমিও তার দিকে লক্ষ্য রেখো (কালপাশমহং মন্যে ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি)।

অর্জুন বললেন কাল কালই। তার অন্যথা করা যায় না—একথা বলে তিনি যুধিষ্ঠিরের কথা অনুমোদন করলেন। অর্জুনের অভিমত জেনে ভীমসেন, নকুল এবং সহদেবও তাঁর এই কথা সমর্থন করলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির বৈশ্য পুত্র যুযুৎসুকে এনে তার উপর সম্পূর্ণ রাজ্য রক্ষণা বেক্ষণের ভার অর্পণ করলেন। নিজ রাজ্যে অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করে সুভদ্রাকে বললেন তোমার পুত্র পরীক্ষিৎ কুরুদের ও কৌরবদের রাজা হবে। যাদবদের মধ্যে যারা জীবিত আছে, তাদের রাজা করা হয়েছে কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে। পরীক্ষিৎ হস্তিনাপুরের রাজা হবে এবং যদুবংশজাত বজ্র ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হবে। তুমি রাজা বজ্রকেও রক্ষা করবে এবং মনকে কখনও অধর্ম পথে পরিচালিত করবে না।

এই কথা বলে ভাইদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, বৃদ্ধ মাতুল বসুদেব ও বলরামাদির উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধও করলেন। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, মার্কণ্ডেয় ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্যকে ভোজন করিয়ে ব্রাহ্মণদের বহু ধনরত্ন দান করলেন। যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যকে পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন। প্রজাদের ডেকে তাঁর মহাপ্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প হতে বিরত হতে বললেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্কল্প ছাড়লেন না।

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ছেড়ে বল্কল পরে এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করে তার অগ্নি জলে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তাঁরা হস্তিনাপুর হতে যাত্রা করলেন। রমণীরা কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু সব ভাইদের এই যাত্রায় অত্যন্ত আনন্দ হল।

যুধিষ্ঠিরমতং জ্ঞাত্বা বৃষ্ণিক্ষয়মবেক্ষ্য চ।
ভ্রাতরঃ পঞ্চ কৃষ্ণা চ ষষ্ঠী শ্বা চৈব সপ্তমঃ॥ (মহাপ্রস্থান) ১।২৪

—যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় জেনে এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের সংহার দেখে পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডব, ষষ্ঠ দ্রৌপদী এবং সপ্তমে এক কুকুর—সবাই এক সঙ্গে যাত্রা করলেন।

পুরবাসী ও অন্তঃপুরবাসীরা বহু দূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন। কিন্তু কেউ পাণ্ডবদের নিবৃত্ত হতে বললেন না।

অর্জুনের স্ত্রী নাগকন্যা উলূপী গঙ্গাজলে প্রবেশ করলেন। চিত্রাঙ্গদা মণিপুর নগরে চলে গেলেন। অবশিষ্ট পাণ্ডব পত্নীরা পরীক্ষিতের কাছে রইলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্বদিক মুখ করে যাত্রা করলেন।

প্রথমে যুধিষ্ঠির, তারপর ভীমসেন ছিলেন। তাঁর পিছনে অর্জুন এবং তাঁর পিছনে নকুল ও সহদেব ছিলেন। সকলের পিছনে ছিলেন দ্রৌপদী। এবং তাঁদের সবার পিছনে একটি কুকুরও যাচ্ছিল।

অর্জুন দিব্য রত্নের লোভে তখন পর্যন্ত নিজের দিব্য গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় পরিত্যাগ করেননি। লোহিত সাগর তীরে যখন তারা উপস্থিত হলেন, তখন অগ্নি এসে পথ রোধ করে বললেন, পাণ্ডবরা আমার কথা শোন। আমি অগ্নি। পূর্বে অর্জুন ও নারায়ণ স্বরূপ কৃষ্ণের প্রভাবে আমি খাণ্ডব বনকে দগ্ধ করেছিলাম। অর্জুনের আর গাণ্ডীবের প্রয়োজন নেই। আমি বরুণের কাছ থেকে এই ধনু এনেছিলাম। এখন অর্জুন বরুণকে তা প্রর্ত্যর্পণ করুক। কৃষ্ণের চক্রও এখন চলে গেছে। যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে।

এই কথা শুনে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীব ধনু ও দুই তূণ জলে নিক্ষেপ করলেন। অগ্নিও অন্তর্হিত হলেন।

পাণ্ডবরা পৃথিবী প্রদক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে গেলেন। তারপর লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়ে পশ্চিম দিকে আসলেন এবং সাগর প্লাবিত দ্বারকা-পুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

মহাপ্রস্থানের পথের মধ্যে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল পতিত হলেন। (২য় পর্ব দ্রষ্টব্য) তারপর অর্জুন পড়লে ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করলেন, অর্জুন কখনও পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা বলেননি, তবে কেন তার অকাল মৃত্যু হলো?

যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন সর্বদা গর্ব করতো, সে একদিনেই সব শত্রুকে বিনাশ করতে পারে। কিন্তু তা সে পারেনি। তাছাড়া সে অন্য যোদ্ধাদের অবজ্ঞা করত। অহঙ্কারই তার পতনের একমাত্র কারণ।

ভক্ত অর্জুনের নিকট কৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতা ব্যাখা করেছিলেন। কৃষ্ণের মহাত্ম্য পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্জুনের মানব জীবন। তাঁর কাছে ভগবদ্‌গীতা প্রকাশ করে কৃষ্ণ মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। এই পবিত্র গ্রন্থ আজ হিন্দুর গৃহে হতাশার অন্ধকারে আশার আলো দেখায়।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—ভগবানের এ বাণী অর্থহীন নয়। ধর্মের গ্লানি দেখলেই ভগবান মানব রূপ নিয়ে তাঁর সহচরদের নিয়ে মর্তে লীলা করতে অবতীর্ণ হন।

———